Pathfinder

ওয়েস্টার্ন

রূপান্তর চক্রান্ত

কাজী মাহবুব হোসেন

NAEEM



সেবা প্রকাশনা

ওয়েস্টার্ন

দুটি বই একত্রে

কাজি মাহবুব হোসেন

রূপান্তর

জুয়ার টেবিলে ঝগড়া, সেই থেকে গোলাগুলি। কার দোষ দেখল না ওরা—সেভেন পাইনসের লোকজন ফাঁসিতে ঝোলাতে নিয়ে চলল গর্ডন ফেবলসকে। ওদের সামান্য অসতর্কতার সুযোগে পালাল গর্ডন। পিছনে পসি। ধু-ধু মরুভূমির ভেতর পানির অভাবে মরতে বসল সে।
এমনি সময়ে কপালজোরে দুই ওয়্যাগন লোকের সঙ্গে দেখা। ওদের নিয়ে নতুন এক শহর গড়ে তুলল গর্ডন।
তারপর ঘনিয়ে এল বিপদ।

চক্রান্ত

চক্রান্তে পড়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতির দায়ে জেলে যেতে হলো মাতাল নাইজেল ম্যাটসনকে। ইউমা জেলে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পর বেরিয়ে এল এক শক্ত পুরুষ। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে জানতে পারল সে ইউমায় থাকতেই তার প্রেমিকাকে যে বিয়ে করেছিল, সে-ই গরু চোর দলের নেতা। কিন্তু আরেকবার চক্রান্তে পড়ে আবার তাকেই মিথ্যা সাক্ষীতে রাসলার হিসেবে গ্রেপ্তার করা হলো। জেল-খাটা আসামীর কথা কে বিশ্বাস করবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

রূপান্তর + চক্রান্ত

কাজী মাহবুব হোসেন

লোভের ফাঁদে ২৬/-
মৃত্যুপ্রতীক্ষা ২৬/-
নির্জন প্রান্তর ২৯/-
জাতশত্রু ২৭/-

তাহের শামসুদ্দীন

শ্যেনদৃষ্টি ২৬/-

কাজী মায়মুর হোসেন

ওয়েস্টার্ন/রক বেনন ভলিউম-১ ৩৪/-
(দস্যু বেনন+সীমান্তে সাবধান)
উৎখাত ২৭/-
লুটেরা ২৭/-
প্রত্যাবর্তন ২৮/-
শায়েস্তা ২৭/-
অদৃশ্য ঘাতক ২৮/-
ধাওয়া ২৮/-
দুর্গম যাত্রা ২৮/-
প্রহসন ২৬/-
দূরের পথ ২৬/-
নিঠুর আলাস্কা ২৯/-
সমন-২ ২৭/-
লুণ্ঠন ৩৬/-
মৃত্যু উপত্যকা ৩৩/-
উত্তপ্ত কারাগার ৩১/-
পরবাসী ৪২/-
অধিকার ৪০/-
শক্তপাল্লা ৪৯/-
শিকড় ৫৫/-
ত্রাতা ৩৩/-
স্বর্ণঈগল+ক্যালিবার .৪৫ ৫৮/-
দুর্জয় পশ্চিম+দোষী+বিরান প্রান্তর ৭৫/-
বধ্যভূমি+প্রবঞ্চক+বারুদ ৭৫/-
সীমালা+প্রতিজ্ঞা+বন্দুকবাজ ৭৩/-

ইফতেখার আমিন

প্রায়শ্চিত্ত ২৭/-

টিপু কিবরিয়া

অশুভ চক্র ২৬/-

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

ভবঘুরে ২৬/-
খুনের দায় ৩০/-

যমদূত ২৮/-

মাসুদ আনোয়ার

আশ্রয় ৩০/-
সংঘর্ষ ৩৩/-
লিপ্সা ৩৭/-
অপমান ৪২/-
অপচেষ্টা ৪৫/
দাঙ্গা ৪৯/-
ঘৃণা ৫০/-

গোলাম মাওলা নঈম

শর্ত ৩২/-
অপঘাত ৩১/-
উত্তরসুরি ৩২/-
খুনে শহর ৩২/-
তালাশ ৩৬/-
ঘাতক ৩৭/-
ঘায়েল ৩২/-
আসামী ৩৭/-
অহঙ্কার ৩৪/-
নরকে ৩৪/-
শকুন ৩৫/-
দাপট ৪১/-
বিপত্তি ৪২/-
রক্ষা ৪৯/-
ছোবল ৫২/-
খেসারত ৫২/-
শাস্তি ৬৩/-
জুলুম ৫৪/-
দুর্জয় ৬৮/-
রোধ+সেয়ানে সেয়ানে+দুর্ভোগ ৬৮/-

জাহিদ হাসান/তাহের শামসুদ্দীন/ কাজী শাহনূর হোসেন

সোনালী মৃত্যু+আগন্তুক+শপথ ৫৭/-

জাহিদ হাসান/আলীম আজিজ

স্বর্ণবিবর+সহযাত্রী ৫৭/-

সুস্ময় আচার্য সুমন

অপবাদ ২৭/-

সায়েম সোলায়মান

পরিবর্তন ৫৭/-

রূপান্তর

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৭

এক

সেভেন পাইনস-এ গর্ডন ফেব্‌ল্‌স্ নতুন এসেছে। ওর কপাল ভাল, ঘোড়াটা ভাল ছুটতে পারে।

পশ্চিমের আতিথেয়তা আর রীতি-নীতি সম্পর্কে প্রায় সবই সে জানে। কখন কোথা থেকে সরে পড়তে হবে, এটাও গর্ডনের অজানা নয়।

তাই, শহরের লোকজন যখন দড়ি সহ তৈরি হয়ে ওকে কটনউড বনের দিকে বেঁধে নিয়ে গেল, তখন সে আর অযথা সময় নষ্ট করল না। সুযোগ বুঝে চট করে কেটে পড়ল। গর্ডনকেই ওরা ফাঁসিতে ঝোলাতে নিয়ে যাচ্ছিল।

অবস্থা বুঝে ঠিক সময়টাই বেছে নিয়েছে গর্ডন। যারা নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছে, কয়েক রাউণ্ড ড্রিঙ্কের পর তাদের আত্মবিশ্বাস স্বভাবতই বেড়ে গেছে। তা ছাড়া যাকে ফাঁসি দিতে নিয়ে যাচ্ছে তার সম্পর্কেও ওরা কিছুই জানে না।

একজন আরোহী একটু পিছিয়ে পড়েছে। ঠিক এই সময়ে রাস্তার দুপাশে দেয়ালের মত ঝোপের ভিতর কিছুটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। গর্ডনের ট্রেনিঙ পাওয়া ঘোড়াটা একটা ছোট্ট পয়সার ওপরও ঘুরতে পারে।

লাফিয়ে কালো ঘোড়াটা খোলা জায়গা দিয়ে দৌড় শুরু করল। আরোহীর তাড়া বুঝে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ঘোড়া।

গর্ডনের কালো ঘোড়াটাকে আজ পর্যন্ত আর কোন ঘোড়া হারাতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুসরণকারীরা আধমাইল পিছনে পড়ে গেল। এবার ওদের ধাপ্পা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দিগুলো একে একে প্রয়োগ করতে শুরু করল সে।

কালো ঘোড়াটার দুরকম গুণই আছে—যেমন ছুট দিতে পারে, তেমনি টিকেও থাকতে পারে। পসি তাদের সেরা ঘোড়া নিয়ে তৈরি হয়ে আসেনি—ধীরে ধীরে অনেক পিছিয়ে পড়ল ওরা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় পালাবার সময়ে গর্ডনের কেবল একটা দিকেই যাওয়ার সুযোগ ছিল—সেটা পশ্চিম। শুকনো খটখটে জমি...ওদিকে পানি নেই বললেই চলে।

সবচেয়ে কাছের ওয়াটার হোলটা ত্রিশ মাইল দূরে। এর আগে গর্ডন একবারই এদিকে এসেছিল, তখন ওখানে প্রচুর ভাল পানি ছিল। নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলল সে। চালাকি করে ওখানে সে এমন সব পায়ের ছাপ রেখে এসেছে যে পসি ভাববে ও ঘুরে আবার শহরেই ফিরে গেছে।

ত্রিশ মাইল পথ পেরিয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু ওয়াটার হোলে পানি পাওয়া গেল না। জলাশয়ের তলার কাদা রোদে ফেটে চৌচির হয়ে আছে।

বেয়াল্লিশ মাইলের মাথায় বিপদ আরও ঘনিয়ে এল। ঘোড়াটা পিপাসায়

কাতর—ক্লান্তিতে বারবার হোঁচট খাচ্ছে। এখানে ক্রীকে পানি পাওয়া যাবে ভেবেছিল, কিন্তু পাহাড়ের খাঁজে শুকনো ধুলো-বালু ছাড়া আর কিছু নেই।

খেপা পসির দলটা নিশ্চয় এতক্ষণে তার ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে। বোতলে পানি ভরে তাজা ঘোড়া নিয়েই ওরা আসবে।

গর্ডনের জানা মতে সত্তর মাইলের মধ্যে এই এলাকায় কোন পানি নেই। তবে এটা ঠিক, এদিকটা ওর ভাল চেনা নেই।

ধুলোর পরত পড়েছে সারা দেহে। ঘামে ভিজে ওর কঠিন পুরুষালী-চেহারায় চামড়ার ভাঁজে সূক্ষ্ম দাগ দেখা যাচ্ছে। চেহারা কঠিন হলেও ওকে সুপুরুষ বলা যায়। জিন থেকে নেমে ঘোড়াটাকে সান্ত্বনা দিয়ে কথা বলতে বলতে ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল গর্ডন। ঘোড়াটার বিশ্রাম দরকার। কখন যে আবার প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাতে হবে কিছুই বলা যায় না।

তা ছাড়া, সে ভাল করেই জানে, ঘোড়াটা মারা গেলে এই এলাকায় তারও বাঁচার কোন রাস্তা নেই—কেবল সময়ের অপেক্ষা।

সেভেন পাইনসে গোলমালের জন্য আসলে গর্ডন দায়ী নয়। তাকে যখন ডেকে পোকার খেলায় বসা হলো, তখনও সে জানত না মৃত্যু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

তার সাথে টাকাও আছে, একটা ভাল ঘোড়াও আছে—দক্ষিণে যাচ্ছে সে। বিরক্তিকর সন্ধ্যাটাকে একটু উপভোগ করে কাটানোর জন্যেই গর্ডন খেলতে বসেছিল। হার-জিত ওর কাছে বড় কথা ছিল না।

হালকা মন নিয়েই সে খেলায় বসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ল গোলমালে।

খেলা সুন্দরভাবেই চলছিল। একটা জিতল, দুটো হারল...এই রকমই চলছিল। সারা সন্ধ্যায় সে ভাল তাস মোটেও পায়নি। বারোটার দিকে খেলা ছেড়ে উঠে পড়ার কথা ভাবছে, ঘুমাতে যাবে—এই সময়ে অদৃষ্ট অন্যদিকে মোড় নিল।

তাসের সব রকম কেরামতিই গর্ডনের জানা আছে। শাফ্‌ল্‌ করার মাঝে তাস সাজানো, বাঁটার সময়ে প্যাকেটের উপর বা নীচ থেকে বাঁটা, কাটা তাস উল্টে আগের জায়গায় নিয়ে আসা, পিচ্ছিল টেক্কা, দাগ দেয়া বা ছেঁটে ফেলা তাস, পাইপের বাটিতে আয়না, কোনটাই তার অজানা নয়।

জামার হাতায় বা বেল্টে তাস লুকিয়ে রাখাও তার কাছে নতুন নয়। ড্রিঙ্ক বা ট্রেতে করে স্যাণ্ডউইচ আনার সময়ে ট্রের তলায় হাত দিয়ে চেপে রাখা তাস সাপ্লাই দিতেও সে অনেকবার দেখেছে। গর্ডন ফেবলস পেশাদার জুয়াড়ী। এতসব জানা থাকলেও চুরি সে করে না। তবে তার সাথে কেউ জোচ্চুরি করলে সে-ও ছাড়ে না।

ওই রাতে গর্ডন সৎভাবেই খেলছিল। জেতার খুব একটা আগ্রহ ওর ছিল না।

হঠাৎ প্রথম পাঁচ তাসে তিনটে টেক্কা এল ওর হাতে। বাজে তাস দুটোর বদলে আরও দুটো তাস চেয়ে নিল। দুটো কুইন এল—অর্থাৎ ফুল হাউস। ওই দানে বেশ ভাল টাকা পেল। কেউ কোনও মন্তব্য করল না।

পরের দানে জ্যাক আর সাতের জোড়া রেখে একটা তাস বদলাল। কপাল খুলে গেছে ওর। আর একটা সাত এল। ফুল হাউস। এবারও ভাল দান জিতল। সিড নামের একটা লোক এবার ওর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে মন্তব্য করল, 'আজ রাতে তোমার ভাগ্য খুলে গেছে মনে হচ্ছে?'

'আমি শুতে যাব ভাবছি,' একটা হাই চেপে জবাব দিল গর্ডন। 'আগামীকাল আমাকে অনেক পথ যেতে হবে।'

আড়চোখে ওর দিকে চাইল সিড। 'আমরা অনেক টাকা হেরেছি। টাকাগুলো তোমার থেকে আবার জিতে নেয়ার সুযোগ দাও।'

'ঠিক আছে,' সম্মতি জানাল গর্ডন। 'আরও দুটো হাত খেলব—আমি খুব ক্লান্ত।'

গর্ডনের মন বলছে সরে পড়ার সময় এসেছে। ওর কথা শেষ হবার আগেই তাস বাঁটা হয়ে গেল। তাস তুলে সে আশ্বস্ত হলো—মাত্র দুটো চার এসেছে। এই দানটা হেরে সে ঘুমাতে যাবে।

দরাজভাবে টাকা ঢালল সে। কিন্তু তিনটে তাস পাল্টে আরও দুটো চার পেল।

চারটা চার! ফুল হাউসের চেয়ে বড় ফ্লাশ, তারচেয়েও বড় একই রকম চারটা তাস। পাঁচ তাসের রানিঙ ফ্লাশ ছাড়া আর কিছু ওকে হারাতে পারবে না।

গর্ডনের ভয় পাওয়াকে ভুল বুঝে ওরা বাজির অঙ্ক বাড়াতে শুরু করল। হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলা গর্ডনের স্বভাব নয়—জুয়া খেলোয়াড় তা পারে না—তাতে লাক কেটে যায়।

তা ছাড়া কবি কিপলিঙের কবিতার আকারে অনুবাদ করা হাফিজের নীতি সে পড়েছে।

কোন অপটু তরুণ যদি খেলতে আসে,
নিয়ে আসে পকেট ভর্তি টাকা—
আল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে টাকাটা নাও, বাছা,
ওই ছেলে হারার জন্যই এসেছে।

ভাগ্যের লিখন, চার তোলার পর ছয়, অর্থাৎ সিক্স-গানও তুলতে হলো। কিন্তু এতেও সিড হারল। বাধ্য হয়েই দুটো সীসার টেক্কা কলিনের বুকে ঢুকিয়ে দিল গর্ডন।

ঘটনা সবাই দেখেছে, গর্ডনের দোষ কেউ দিতে পারবে না। কিন্তু সিড ওই শহরের একজন জনপ্রিয় লোক। কেউ চায় না টাকাগুলো সেভেন পাইনস ছেড়ে যাক।

শহরের লোক নিজেরাই একটা কমিটি তৈরি করে মিটিঙে বসল। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো গর্ডনকে ফাঁসি দেয়া হবে। মিটিঙ শেষ করে বারে ফিরে এল ওরা। আরও কয়েক রাউণ্ড মদ খাওয়ার পর গর্ডনকে তার ঘোড়ায় চড়িয়ে নির্দিষ্ট কটনউড বনের দিকে রওনা হলো ওরা।

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গর্ডনের স্যাডল ব্যাগ চেক করতে ভুলে গেল ওরা। এমনকী খাপ থেকে ওর রাইফেলটাও সরাল না। এসবের দরকার আছে মনেই

করল না। মাত্র আধমাইল পথ—লোকটার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা—আর কী চাই?

সুযোগ পেয়েও হারায়, এই অপবাদ গর্ডনকে কেউ দিতে পারবে না। ঘোড়ার পিঠে ওঠার পর থেকেই সে হাতের বাঁধন খোলায় সচেষ্ট হয়েছে। আঙুল বাঁকিয়ে গিঁটের ওপর পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। বাঁধার সময়ে ইচ্ছা করেই হাত দুটো বেশি ফাঁক করে রেখেছিল—তাতে বাঁধন কিছুটা ঢিলে হয়েছে।

এর আগেও সে দুবার ফাঁসি দেয়া দেখেছে। ব্যাপারটা ওর কাছে খুব অরুচিকর মনে ঠেকেছে। নিজেই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হওয়া গর্ডনের মোটেও পছন্দসই হয়নি।

তবে পিপাসায় কাতর হয়ে মরাও ফাঁসির তুলনায় ভাল কিছু নয়। মনে হচ্ছে দুটোর মধ্যে ওটাই সে বেছে নিয়েছে। এইসব ভাবতে ভাবতেই আরও দশ মাইল এগিয়ে গেল গর্ডন।

কী যে ঘটবে এ সম্পর্কে ওর মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। সে বা তার ঘোড়া কেউই নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে পারবে না। প্রখর সূর্য আর দম আটকানো ধুলো তাদের কাজ করে চলেছে।

ছায়া খুঁজে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তাপ কমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু ওর পিছনে পসি রয়েছে—ওদের পানির অভাব থাকবে না। গর্ডনের জ্বালা ওরা বুঝবে না।

আবার ঘোড়ার পিঠে চাপল সে। ঘোড়াটাও অনুগতের মতই রওনা হলো। কিন্তু ওরা তিন মাইলও যেতে পারবে কিনা সন্দেহ।

এই সময়ে ওয়্যাগনগুলো ওর চোখে পড়ল। না, মরীচিকা নয়।

ছাউনি দেয়া দুটো ওয়্যাগন। ছয়টা ষাঁড় গাড়িতে জোড়া। দুটো জিন আঁটা ঘোড়া, আর একটা দুধের গরুও রয়েছে। জনা ছয়েক লোকও দেখা যাচ্ছে।

একটা ওয়্যাগন বেঢপ ভঙ্গিতে কাত হয়ে রয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওটার চাকা ভেঙে গেছে। ঘোড়া আর ষাঁড়গুলো শুকনো। লোকগুলোও ক্লান্ত, অবসন্ন।

ওরা গর্ডনকে দেখে ফেলার আগেই জামা-কাপড় থেকে তাড়াতাড়ি ধুলো ঝেড়ে টাই সোজা করে একটু ফিটফাট হয়ে নিল। ঘোড়ার মাথাটা লাগাম টেনে উপরে তুলে নিজেও সোজা হয়ে বসল।

দীনহীন অবস্থায় ওদের কাছে যেতে চায় না গর্ডন। তাতে ইমেজ ক্ষুণ্ন হবে। সে চায় পুরো উদ্যম নিয়ে ওদের কাছে হাজির হবে। বোঝাতে চায় নেতৃত্ব নেয়ার ক্ষমতা ওর আছে। মানুষ একবার কারও জন্যে করুণা বোধ করলে তার কর্তৃত্ব কখনও মেনে নিতে পারে না। ওই লোকগুলোর নেতৃত্ব নিয়ে ওদের সাথেই যাবে গর্ডন।

ভাল সুযোগ কখনও হাতছাড়া করে না সে। পকেটের কয়েকটা ডলার ছাড়া বাকি সবই সেভেন পাইনসে ফেলে এসেছে। এখন তার শুধু খাবারই দরকার নয়, হারানো শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে ঘোড়াটাকেও কিছু বিশ্রাম দেয়া দরকার।

ওই লোকগুলোই তাকে সেই সুযোগ করে দেবে। ঈশ্বরই ওদের

পাঠিয়েছেন।

গর্ডন ফেবলস একজন সৈনিক। আর সৈনিক মাত্রই একটু বেশি ভাবপ্রবণ। ওটাই গর্ডনের লোক ঠকানোর সবচেয়ে বড় অস্ত্র। কিন্তু সে নিজে যা-ই মনে করুক না কেন অন্তরে সে যথার্থই ভদ্রলোক।

বাকপটু আর তাসে দক্ষ হওয়া ছাড়া আরও দুটো ভাল গুণ গর্ডনের আছে। একটা হচ্ছে সব কিছু খুঁটিয়ে লক্ষ করার ক্ষমতা, আর অন্যটা তার আশ্চর্য স্মরণশক্তি।

অনেক আগেই গর্ডন আবিষ্কার করেছে যে, তাকায় সবাই, কিন্তু খুব কম লোকই দেখে। মগজ খাটায় না বলে অনেক সময় কী দেখছে চিনতেই পারে না। বনে হাঁটার সময়ে ওরা কেবল গাছই দেখে; কিংবা বড় জোর কী জাতের গাছ সেটা দেখে।

কিন্তু গর্ডন ফেবলস আরও অনেক কিছু দেখে। ভালুক কোথায় পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে অন্যান্য ভালুককে নিজের মাপ জানানোর জন্য গাছে আঁচড় কেটেছে; কোথা দিয়ে একটা হরিণ গেছে, এবং সেটা কতক্ষণ আগে; কোথায় গাছে পোকা লেগেছে, বা বাজ পড়ে কোন গাছটা পুড়ে গেছে, ইত্যাদি। এসব ছাড়াও সে আরও অনেক কিছুই দেখে।

তাই ওয়্যাগনগুলো দেখার পরও ঝোপের ভিতর কালের প্রভাবে রঙ ফিকে হয়ে আসা একটা সাইনবোর্ড ওর নজর এড়াল না। ওতে লেখা আছে 'বিউয়েলস ব্লাফ'।

বিউয়েলস ব্লাফ?

চমকে ঘোড়া থামিয়ে সে আবার সাইনবোর্ডটা দেখল। এরই মধ্যে ওর উর্বর মাথায় সাইনবোর্ড আর ওয়্যাগনের লোকগুলোকে নিয়ে মনে মনে একটা প্ল্যান খেলে গেল। ওর পরিকল্পনায় যদি কাজ হয়, তবে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সচ্ছল অবস্থায় ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরতে পারবে।

জিনের ওপর আরও সোজা হয়ে বসে হ্যাটটা টেনে আর একটু নামিয়ে নিল। যেন প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছে—কিন্তু মোটেও তেমন বোধ করছে না। ভেড়াগুলো অপেক্ষা করছে—গর্ডনের হাতে লোম কাটার যন্ত্র—কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওদের গায়ে যথেষ্ট উল আছে তো?

গর্ডনের জড়তা দূর হয়ে গেছে; অবসন্ন ভাবটাও কেটে গেছে। গরম আর পিপাসায় শুকিয়ে কাঠ হওয়া গলার কথাও সে ভুলে গেছে। একটা সুযোগ এসেছে; এর সদ্ব্যবহার তাকে করতেই হবে।

এগিয়ে যেতে যেতেও সে একবার ভাবল, তাকে ডন কুয়োতের মত ধুলোময় দেখাচ্ছে না তো? কিন্তু তেমন হলেও, তার কালো ঘোড়াটাকে অন্তত রোজিশন্তের মত হাড্ডিসার দেখাচ্ছে না। সন্দেহ নেই গর্ডনের অবস্থা ওদের চেয়ে অনেক খারাপ—কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতেও টিকে থাকার অনেক অভিজ্ঞতা ওর আছে।

ওখানে দুজন লোক, দুজন বয়স্কা মহিলা, একটা ষোলো বছর বয়সের ছেলে, দুজন তরুণী আর তিনটে ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে। উনিশ বছর বয়সের একজন তরুণও আছে।

মাথা থেকে হ্যাট খুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে গর্ডন জিজ্ঞেস করল, 'কোন সাহায্য করতে পারি?'

'চাকা ভেঙে গেছে,' একজন জবাব দিল। লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। মেটে রঙের চুল—শক্ত-সমর্থ চেহারা। 'মেরামতের কায়দা আমাদের জানা আছে, কিন্তু সাথে যন্ত্রপাতি কিছু নেই।'

সাবধানে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল গর্ডন। নিজেকে হোঁচট খাওয়া থেকে বিরত রাখায় সে সচেষ্ট। ওয়্যাগনের পাশে একটা বড় পানির থলে ঝুলছে। বাতাসে মাংস ভাজার গন্ধ ভাসছে। এখান থেকে কেউ ওকে নড়াতে পারবে না। কিন্তু নিজের সম্পর্কে একটা সমৃদ্ধশালী ইমেজ লোকগুলোর মনে গড়ে তুলতে হবে। নইলে সব প্ল্যান পণ্ড হবে।

'তোমরা কি মাইনে যাচ্ছ?'

মেটে-চুল লোকটার মুখে স্পষ্ট দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। 'ওয়্যাগনটা এখানে রেখে পায়ে হেঁটে রওনা না হলে আমাদের পৌঁছানোর কোন সম্ভাবনা দেখি না।' মরুভূমির মত শুকনো এলাকা দেখিয়ে লোকটা আবার বলল, 'মেয়ে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে এগোতে সাহস হচ্ছে না।'

গর্ডনের উদ্ধার পাওয়ার এই সুযোগ। লোকগুলোকে যদি ঠিকমত চালাতে পারে তবে শুধু এই মুহূর্তে নয়, ভবিষ্যতের জন্যও তার একটা ভাল ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পানির অভাবে গলার ভিতরটা ছিলে গেছে মনে হচ্ছে—খাবারের গন্ধে ওর পেট অস্থিরভাবে ডাকাডাকি শুরু করেছে।

'ঠিকই বলেছে।' গাছপালাহীন অনুর্বর জমির দিকে ইঙ্গিত করে গর্ডন বলে চলল, 'ঘোড়া আর পানি ছাড়া ওই এলাকায় শক্ত মানুষও দুদিনের বেশি টিকবে না।'

আড়চোখে চেয়ে একটা মেয়ের সাথে গর্ডনের চোখাচোখি হলো। চট করে চোখ নামিয়ে নিল সে। ভাবপ্রবণ হওয়ার সময় এটা নয়।

এরা সৎ লোক। গর্ডন সাধারণত এদের এড়িয়ে চলে। কিন্তু ওসব কথা ভেবে এখন লাভ নেই। তা ছাড়া এদের কোন ক্ষতি করার পরিকল্পনা গর্ডনের নেই। এরা তার দোকানের বাইরের সজ্জা মাত্র।

আর ওরা এখন যাবেই বা কোথায়? বিকল্প কোন রাস্তাও ওদের সামনে খোলা নেই। কপাল ভাল থাকলে পুরুষ লোকগুলো হয়তো কোনমতে বেঁচে যাবে, কিন্তু বাচ্চা আর মেয়েরা তা কিছুতেই বাঁচবে না।

বন্ধুসুলভ হাসি হেসে আলাপ শুরু করল গর্ডন। 'বিশ্বাস করো, তোমাদের অবস্থা আসলে যতটা খারাপ মনে করছ ততটা নয়। এই জায়গায় চাকা ভাঙায় একদিক থেকে ভালই হয়েছে। তোমাদের আর এগোবার দরকার নেই।'

পানির থলের দিকে ফিরল সে। 'একটু পানি নিতে পারি?'

কাঠের হাতা দিয়ে পানি তুলে টুপিতে ভরে ঘোড়াকে খাওয়াল। নিজে সামান্য এক চুমুক খেল। কিন্তু তাতেই দেহের ভিতরটা একটা যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির মধ্যে দিয়ে অবিশ্বাস্য রকম জুড়িয়ে গেল।

ঘোড়া হ্যাটের পানি শেষ করার পর কাঠের হাতাটা ঝুলিয়ে রাখল গর্ডন।

এবার ওয়্যাগনের পিছনে বাঁধা লালচে রঙের ঘোড়াটার ওপর ওর চোখ পড়ল। একটু চিন্তা করে সে বলল, 'তোমরা কি রেড হর্স শহরের নাম শুনেছ?'

আগুনের ধারে মাংসের কাছে সরে গেল গর্ডন। আরও পানি খাওয়ার প্রবল ইচ্ছাটাকে অনেক কষ্টে দমিয়ে রেখেছে। 'রেড হর্স একটা মাইনিঙ শহর,' বলে চলল সে। 'হঠাৎ করেই একটা গিরিখাতের ভিতর শহরটা গজিয়ে উঠেছিল। শোনা যায় এত সোনা নাকি আর কোথাও পাওয়া যায়নি।'

একটু থামল...কেউ কি ওকে এক কাপ কফিও অফার করবে না?

'আমার কাকা, আঙ্কেল রবার্ট ওই শহরের পত্তন করেছিলেন—ঈশ্বর তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন—তাঁর ক্লেইমটাই ছিল সব থেকে দামী। কিন্তু এক রাতে পিউটি আক্রমণ এল...প্রত্যেকটা লোককে জবাই করল ওরা...কেউ রেহাই পেল না।'

সবার মুখের দিকে একবার চেয়ে পানির থলের কাছে ফিরে এল গর্ডন। হাতা ডুবিয়ে পানি তুলল। সবার দৃষ্টি ওর ওপর—মোহিত হয়ে কথা শুনছে। কেবল একটি মেয়ে অবিশ্বাস নিয়ে ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে আছে।

হাতাটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে আর একটু পানি খেল গর্ডন। গলা আর মুখের ভিতরটা আর একটু জুড়াল।

'ওই শহর আর ক্লেইমের কথা লোকে ভুলে গেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এসব ঘটেছে বলে এর কথা বিশেষ ছড়ায়নি। যারা এ সম্পর্কে জানত তারা বেশির ভাগই মারা পড়েছে। ওই বাড়ি আর ক্লেইমগুলো এখন পরিত্যক্ত।'

আর এক চুমুক পানি খেল গর্ডন। 'একটা মাত্র কারণেই রেড হর্স চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যায়নি।'

সবাই এখন মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছে। নিজেদের সমস্যার কথা এমনকী কোথায় আছে তাও ভুলে গিয়েছে ওরা। গর্ডন জানে, যত কম বলা যায় ততই ভাল—ওরা নিজের কল্পনা দিয়ে বাকিটা পূরণ করে নেবে।

'আমার আঙ্কেল একটা চিঠি লিখেছিল।' বুক পকেটের ওপর হাত রাখল সে। 'আমার সাথেই আছে ওটা...এখানে।'

'সবই বুঝলাম; খুব ভাল কথা—কিন্তু তাতে আমাদের কী?' সেই অবিশ্বাস ভরা চোখের মেয়েটি এতক্ষণে মুখ খুলল।

আরও কিছুটা পানি মুখে নিয়ে একটু খেলিয়ে গিলে ফেলল গর্ডন। সে জানে কালো ঘোড়াটার আরও পানি দরকার—মাত্র কয়েক ঢোক পেয়েছে ও।

'কফি আর মাংসের গন্ধ পাচ্ছি না?' ওদের আমন্ত্রণের জন্য আর অপেক্ষা করল না গর্ডন। 'সাপার খেতে খেতে আলাপ করলে কেমন হয়?'

ছকটা তার প্ল্যান মতই কাজ করছে—কিছু সময় দরকার। মোটামুটি পরিকল্পনাটা ওর করাই আছে। খুঁটিনাটি ভরে ওটাকে শক্ত করে গাঁথতে হবে।

গর্ডন আগেই ঠিক করেছে এদের সে ঠকাবে না। ওর মাপকাঠিতে এরা ধনী নয়—ওদের সামান্যই আছে। কিছু রসদ, যন্ত্রপাতি, অস্ত্র, গরু-ঘোড়া আর ওয়্যাগন—ব্যস, এই পর্যন্তই। কারও কাছে মোটা টাকা থাকবে, এমন আশা করা যায় না। তবে একটা ওয়্যাগনে বাক্সে ভরা বেশ কিছু মালপত্র রয়েছে, খেয়াল

করেছে ও।

তরুণরা এখনও সোনার খনি খুঁজে পাওয়ার স্বপ্ন আঁকড়ে আছে সন্দেহ সেই। বয়স্ক লোকগুলো—জানা কথা—অনেকদিন হলো ওসব স্বপ্ন ত্যাগ করেছে। তাদের জীবনে হঠাৎ ভাগ্য খুলে যেতে পারে—এমন বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। বর্তমান সঙ্কটে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কষ্ট ওদের পরিচিত এবং তা সহ্য করতেও শিখেছে। কিন্তু এখন মৃত্যু-ভয় ওদের গ্রাস করেছে।

বিপদগ্রস্ত মানুষ গর্ডন অনেক দেখেছে। অভিজ্ঞ চোখে লোকগুলোর দিকে চেয়ে সে বুঝল সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে ওরা। হতবুদ্ধি অবস্থায় সামনে কোন রাস্তাই আর দেখতে পাচ্ছে না।

ধুলো-বালি আর গরমে এতদূর পথ পাড়ি দেয়ার পর ক্লান্ত দেহে সামনের সীমাহীন রুক্ষ পড়োজমির দিকে চেয়ে ওদের অবশিষ্ট শক্তিটুকুও বিলুপ্ত হয়েছে। কোন্‌দিকে যাবে বুঝতে পারছে না। গরু-ঘোড়া খিদেয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। সামনে লম্বা পথ চলার জন্যে যথেষ্ট পানিও ওদের কাছে নেই। যা আছে তাও বাসী আর বিস্বাদ।

সবচেয়ে বড় কথা ওরা নিরাশ হয়ে পড়েছে। ওদের নিরাশ মনেই আশা যোগাবে গর্ডন। বিউয়েলস ব্লাফে কোন আশা নেই, তাই রেড হর্স তৈরি করেছে সে।

নামে কী আসে যায়? শহরের আর কোন নাম দিলেও একই ফল হত।

হ্যাঁ, ওদের মনে আশা যোগাতে সে পারবে। এদের কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা ছাড়া আর কিছু নেবে না—তবে প্ল্যানটা সফল করতে হলে গর্ডনকে ওদের ব্যবহার করতে হবে। বিরাট একটা ধাপ্পা দেয়ার মতলব এঁটেছে ও। কাজ ঠিক মত গুছাতে পারলে ঠাটের সাথে স্যান ফ্র্যান্সিসকো যেতে পারবে।

নিপুণভাবে কথার জাল বুনতে শুরু করল গর্ডন। জানাল, চাইলে ওরা এগিয়ে যেতে পারে; বাধা দেয়ার কেউ নেই। তবে এটা সত্যি যে পশুগুলো কাহিল হয়ে পড়েছে, আর ওয়্যাগনগুলোতেও অতিরিক্ত মাল চাপানো হয়েছে। সামনের কঠিন পথ পাড়ি দেয়া ওদের পক্ষে মুশকিল হবে। পানি পেতে ওদের কম করে হলেও পঞ্চাশ মাইল যেতে হবে—কথাটায় যে ওরা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল এটা ওদের চোখে মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে—কিন্তু ওরা যদি জমি, সোনা, কিংবা একটা ব্যবসা খুলতে চায় তবে ওদের আর এগোনোর দরকার নেই।

কথা বলতে বলতে খাচ্ছে ও। কফিতে চুমুক দিয়ে আবার খাওয়া শুরু করল।

যেসব কল্পনা আগে কখনও তার মাথায় আসেনি সেসবও সে কথা বলতে বলতে সুন্দরভাবে গুছিয়ে প্রকাশ করল।

কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা খাম বের করে চিঠির পিছনের পৃষ্ঠায় একটা খসড়া চুক্তির নমুনা তৈরি করে ফেলল গর্ডন।

'রেড হর্স শহরের মালিক আমি,' বলে চলল সে। 'তবে ওটা অনেকদিন হলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। শহরটা এই ট্রেইলের কাছেই। সামনের বসন্তকাল আসার আগেই ওখানে টাকা রোজগার করার অনেক পথ খুলে যাবে।

'তোমরা যেমন এসেছ তেমনি আরও লোক আসবে। ওদের খাবার আর পানির অভাব থাকবে। অভাব পূরণ করার জন্যে ওদের থামতেই হবে। রেড হর্স শহর থেকেই খাদ্য সামগ্রী কিনবে ওরা।

'এখানে একটা চুক্তি তৈরি করেছি আমি; যারা আর না এগিয়ে আমার সাথে রেড হর্সে থাকতে চায় তারা এতে সই করবে। আমার সাথে যারা রেড হর্সে যাবে তাদের ওখানে গিয়ে শহরটাকে একটু ঝেড়ে-মুছে ব্যবসার জন্য তৈরি করে নিতে হবে। তোমাদের কাছে বাড়তি যা আছে সেগুলো বেছে বিক্রির জন্যে আলাদা করে নিলেই চলবে।'

'ক্যালিফোর্নিয়াতে আমি দোকান করার উদ্দেশ্যে অনেক জিনিস সাথে নিয়ে এসেছি,' বলে উঠল একজন।

'চমৎকার! ওগুলো আমরা—' নিজেকে সামলে নিল গর্ডন। সে বলতে যাচ্ছিল, 'চড়া-দামে বিক্রি করব,' কিন্তু তাড়াতাড়ি বিশেষণটা বাদ দিল। গর্ডন লক্ষ করেছে যেসব ব্যবসায়ী চড়া দামে জিনিস বিক্রি করে তারাও ব্যাপারটা স্বীকার করতে পছন্দ করে না।

'আমার জায়গা বাদ দিয়ে তোমরা নিজের পছন্দ মত যে কোন জমি ক্লেইম করতে পারো। কিন্তু আগেই বলে রাখছি সোনা পাওয়া যাবেই, এমন কথা আমি দিচ্ছি না। সোনা খুব দুর্লভ জিনিস। তবে আর যারা সোনার খোঁজে আসবে, তাদের পকেটে অনেক সোনা থাকবে।

'সোনা পাওয়া যাক বা না যাক, ওদের খাবার, জামা-কাপড় আর যন্ত্রপাতি দরকার হবে। তোমাদের ব্যবসার ত্রিশ পারসেন্ট আর ক্লেইমের দশ পারসেন্ট আমার।'

'অসম্ভব কথা!' ঠাণ্ডা চোখে গর্ডনকে যে দেখছিল, সেই মেয়েটাই প্রতিবাদ করল। 'আমরা সব করব আর তুমি নেবে ত্রিশ পারসেন্ট? তারচেয়ে আরও পশ্চিমে গিয়ে আমরা নিজেদের দোকান খুলব—পুরো লাভ আমাদেরই থাকবে!'

সবার মাথার ওপর দিয়ে মেয়েটার ছিমছাম সুন্দর কাঠামোর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল গর্ডন। মনে ছাপ রাখার মত সাবলীল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। কিন্তু একই সাথে গর্ডন ভাবল তার প্ল্যানে বাগড়া বাধাতে মেয়েটা এই দলের সাথে না থাকলেই ভাল ছিল।

'পশ্চিমের রাস্তা খোলাই আছে,' বলল সে। 'আমাকে তোমাদের দরকার নেই।'

উঠে ব্যারেল থেকে আবার হ্যাটে পানি ভরে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল গর্ডন। দুশ্চিন্তা করছে না ও—ওরা কী সিদ্ধান্ত নেবে তা সে জানে।

ঘোড়াকে পানি খাইয়ে, পরবর্তী কয়েক মিনিট সে হ্যাট দিয়ে কোটের ধুলো ঝাড়া আর উইনচেস্টার পরিষ্কার করায় ব্যস্ত রইল।

গর্ডনের কব্জি দুটো এখনও দড়ির ঘষায় ছিলে লাল হয়ে আছে। শার্টের হাতা যেন দাগটা ঢেকে রাখে সেদিকে ওকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হচ্ছে।

স্যাডল ব্যাগ থেকে বাড়তি পিস্তলটা বের করে খালি খাপে ভরল গর্ডন। ওর কপাল ভাল সেভেন পাইনের লোকগুলো মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বেশি

আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল।

কোট ঝাড়া আর অস্ত্র পরিষ্কার করার ফাঁকে সে বর্তমান পরিস্থিতির কথা নিয়েই ভাবছিল। ঝোপের ভিতর রঙ-চটা সাইনবোর্ড দেখার আগে পর্যন্ত বিউয়েল ব্লাফের কথা ওর কয়েক বছরের মধ্যে মনে পড়েনি। এই এলাকার ম্যাপ সে কখনও দেখেনি, আর সেবার অন্যপথে ওখানে পৌঁছেছিল বলে বুঝতে পারেনি জায়গাটা এত কাছে। সোনার খবর পেয়ে যারা ছুটে এসেছিল তাদের মধ্যে গর্ডন নিজেও ছিল। অবশ্য সেটা অনেকদিন আগের কথা—এতদিনে শহরটা কী অবস্থায় আছে বলা মুশকিল। পুড়ে গেলেও কিছু তো অবশিষ্ট থাকবে? তার যতদূর মনে পড়ছে ওই এলাকায় পানিও ছিল।

যেখানে শহর গড়া হয়েছিল সেটা পাহাড়ের খাঁজে এমনভাবে আড়াল হয়ে রয়েছে যে হঠাৎ করে কারও আবিষ্কার করে ফেলার সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া পুরনো মাইনার কেউ ফিরে আসবে বলেও মনে হয় না। বিউয়েলস ব্লাফে তাকে যেভাবে ঠকানো হয়েছিল; একই উপায়ে সে অন্য মানুষকে ঠকাবে।

এই লোকগুলোর জন্য এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। অন্তত পশুগুলো বিশ্রাম নিয়ে একটু তাজা হবার সুযোগ তো পাবে?

এত মাল বোঝাই করা ওয়্যাগন নিয়ে কিছুতেই ওরা মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পশ্চিমে পৌঁছতে পারবে না। ষাঁড়গুলো এরই মধ্যে ভার টানতে টানতে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দু'একটা নিশ্চয় মারা পড়বে। বাকিগুলোর পক্ষে ওয়্যাগন টানা কঠিন হয়ে উঠবে—ফলে আরও মারা পড়বে।

এরা ভাল লোক। এদের সে ঠকাবে না। অন্তত আর্থিক ক্ষতি সে ঘটাবে না। অন্যদিকে এক অর্থে গর্ডন ওদের ভালই করছে। আরও এগিয়ে বিপদে পড়ার চেয়ে এখানেই আশা আর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

ওদের নিজেদের মধ্যে বিতর্ক চলেছে শুনতে পাচ্ছে গর্ডন। মেয়েটা আপত্তি করছে। চেহারা সুন্দর ওর—কিন্তু ও মুখ বুজে থাকলে কার কি ক্ষতি হত?

কয়েক মিনিট পর ধুলো-রঙ চুলের লোকটা ওর দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার নাম ম্যালকম কেইসি। এ হচ্ছে রুবেন গারস্টোন। ওখানে সোনা আছে? রেড হর্স?'

মজেছে ওরা।

'আমার আঙ্কেল তো বলেছে সব মাইনের মধ্যে ওটাই শ্রেষ্ঠ।' আসলে গর্ডনের কাকা বৌ-এর আংটি ছাড়া জীবনে আর কোন সোনা দেখেনি। 'তবে আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। ওখানে কী আছে তা আমি নিজেও জানি না।

একটু থেমে সে আবার বলল, 'একটা কথা মনে রেখো সোনা না পেলেও ব্যবসা আমরা ঠিকই পাব। আরও ওয়্যাগন ট্রেইন আসবে।'

মুখ বাঁকাল ম্যালকম। 'ওখানে সেলুন থাকবে। হুইস্কি খাওয়া আমি ঠিক পছন্দ করি না।'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। শহরে আইন-শৃঙ্খলা রাখার দায়িত্ব আমার।'

'ঠিক আছে।' শেষ পর্যন্ত রাজি হলো ম্যালকম। 'বিপদে পড়েছি—তোমার শর্ত মানা ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নেই।'

ট্রেইলটা কি বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে? ভারি বৃষ্টি হলে এদেশে ট্রেইলের কী অবস্থা হয়, তা গর্ডনের জানা আছে। ওর কথা মত সবগুলো ষাঁড় একটা ওয়্যাগনে জুড়ে দেয়া হলো। ষোলো বছরের ছেলে সিসেরো কেইসি আর উনিশ বছরের গডফ্রি অন্য ওয়্যাগনটার পাহারায় থাকল। রেড হর্সে পৌঁছে ভাল ওয়্যাগনটার চাকা খুলে অন্য ওয়্যাগনটাও নিয়ে যাবে।

গর্ডন ফেবলস, ওদের চোখে আশার আলো দেখে একটু লজ্জিত ভাবেই ওদের লীড করে নিয়ে চলল। অল্পদূর যেতেই নোরা কেইসি ওকে ধরে ফেলল।

ভূমিকার ধার ধারে না মেয়েটা। সে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার ফেবলস, এটা একটা পণ্ডশ্রম নয় তো?'

সাবধান হলো গর্ডন। বুঝতে পারছে ওকে ফাঁকি দেয়া সহজ হবে না। নোরা কেইসির সরাসরি চাহনি ওকে অপ্রতিভ করে তুলছে।

গর্ডন যে শহরটার নতুন নাম দিয়েছে রেড হর্স, সেই বিউয়েলস ব্লাফ ছিল আসলে বিরাট ধাপ্পা। বিশেষ বিশেষ জায়গায় আগে থেকেই কিছু সোনা লুকিয়ে রেখে মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মানো হয়েছিল। ব্যাপারটা ধরা পড়ার আগেই লোকজন ছুটে এসে স্টোর, সেলুন আর একটা হোটেল খাড়া করে ফেলল। পুঁজি নিয়ে তাড়াহুড়া করে লোকজন ঠগীদের হাতে টাকা তুলে দেয়ার জন্য এসে হাজির হলো।

শীঘ্রই সাজানো মাইনের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লোকজন শহর ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করল। দু'একদিনের মধ্যেই শহর খালি হয়ে গেল।

দশ বছর আগের কথা এসব। গর্ডন যতদূর জানে এর মধ্যে আর কেউ ওই শহরের কাছে ঘেঁষেনি।

'সোনা যে কখন কোথায় পাওয়া যাবে তা কেউ বলতে পারে না,' এসব ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান আছে এমন ভঙ্গিতে বলল গর্ডন। 'শোনা যায় ওটা নাকি খুব মূল্যবান মাইন—কিন্তু পিউটে আক্রমণের পরই এটা পরিত্যক্ত হয়েছে।'

কথাটা অবশ্য সত্যি। অত্যন্ত বেশি পরিমাণে সোনা পাওয়া গেছে বলে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। যারা শহর ছাড়তে দেরি করেছিল তাদের নয়জন পিউটে ইন্ডিয়ানদের আক্রমণে মারা পড়ে।

'তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, মিস্টার ফেবলস,' বলল নোরা। 'আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিলে আমি তোমাকে বিপদে ফেলার একটা উপায় খুঁজে বের করব।'

ট্রেইলে কোনও ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে না। কোন চলাচলের আভাসও নেই। ভারি বৃষ্টিপাতে ট্রেইলের ওপর থেকে মাটি সরে পানি চলাচলের রাস্তা হয়েছে। আগেকার সব চিহ্নই মুছে গেছে। কয়েকটা অপেক্ষাকৃত গভীর নালারও সৃষ্টি হয়েছে। বারবার থেমে পাথর গড়িয়ে আর ধারগুলো গোড়ালির চাপে ভেঙে কিছুটা সমান করে দিল গর্ডন—এতে পিছনের ওয়্যাগনটার চলা সহজ হবে।

শহরটা মাইলখানেক লম্বা একটা টিবির ওপাশে। একটা ওয়াশ (বর্ষার পানির তোড়ে তৈরি নালা) টিবিটার পাশ দিয়ে সমান্তরালভাবে এগিয়েছে। টিবির প্রায়

শেষ মাথায় পাহাড়ের খাঁজে তৈরি হয়েছিল বিউয়েলস ব্লাফ। শহরের পিছনে বড়বড় গাছের একটা বন। গর্ডনের যতটুকু মনে আছে এলাকাটা বেশ সুন্দর।

কিন্তু ওরা যে জমির ওপর দিয়ে এগোচ্ছে তা সম্পূর্ণ পড়োজমি। আশপাশে ওইরকম শহর বা পানি থাকতে পারে ভাবাই যায় না।

হঠাৎ লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল নোরা। 'আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছ তুমি? কয়েক মাইল পথ পিছনে ফেলে এলাম, কিন্তু কিছুই তো নেই এদিকে।'

'যতদূর মনে পড়ছে,' নরম সুরে জবাব দিল গর্ডন, 'ওই সামনের ঢালটার মাথায় উঠলেই আমরা শহরটা দেখতে পাব।'

সন্দিগ্ধভাবে, লোকটাকে নিজের কথা প্রমাণ করার একটা শেষ সুযোগ দিতেই আবার এগোল নোরা। টিলার মাথায় উঠে সামনের উপত্যকাটা ওদের নজরে পড়ল। এক মাইল দূরে শহরটা দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথা থেকে কালের প্রভাবে শহরটার কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো না।

গর্ডনের যেমন মনে আছে সেই তুলনায় শহরটাকে যেন আরও বড় মনে হলো। একটা রাস্তার দুপাশে ব্যবসার জন্য ডজলখানেক ঘর রয়েছে—কাছেই আরও কতগুলো বাড়ি আর ছাপরা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে সে তাড়াতাড়ি মনে করার চেষ্টা করল: ওখানে বিউয়েলস ব্লাফ নামে কোনও সাইনবোর্ড নেই তো?

নোরার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি ওয়্যাগনের কাছেই ফিরে ওদের খবর দাও। ওরা হয়তো এত কাছে এসে পড়েছে না বুঝে রাতের জন্য ক্যাম্প করার কথা ভাবছে। ওদের সোজা চলে আসতে বলো।'

মুখের দিকে খুঁটিয়ে চেয়ে ওতে আর কোন আভাস রয়েছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল নোরা। 'আমাকে ফেরত পাঠাবার কি ওটাই একমাত্র কারণ?'

মেয়েটা সুন্দর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেহের গড়ন তো সুন্দর বটেই—চেহারাতেও একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে—কাছে টানে। কিন্তু মেয়েটা তার শত্রু—গর্ডনের প্রতিটি কথা আর কাজেই ওর সন্দেহ।

'আসলে ওটা আমার মূল কারণ নয়,' জবাব দিল গর্ডন। 'আমি যতদূর জানি ওই শহরে কেউ নেই, কিন্তু কে বলতে পারে? প্রথম পৌছানোর সময়ে আমি একাই নিজ দায়িত্বে যেতে চাই।'

হঠাৎ আর একটা অকাট্য যুক্তি ওর মাথায় এল। 'তা ছাড়া এতদিনের পরিত্যক্ত শহরে নিশ্চয় অনেক সাপ জড় হয়েছে। এই এলাকা র‍্যাটল সাপে ভর্তি।'

মেয়েরা যে সাপ মোটেও পছন্দ করে না এটা সবাই জানে। এখানেও গর্ডনের জয় হলো। নোরা লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল—তবে ওর মনের সন্দেহ পুরো দূর হয়নি বোঝা গেল। 'তোমার কাছে সব কিছুরই তৈরি ব্যাখ্যা আছে, তাই না, মিস্টার ফেবলস? চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে পারো তুমি।' একটু ইতস্তত করে সে আবার বলল, 'তোমার চেহারাও সুদর্শন—পুরুষালী চেহারা। কিন্তু আমার ধারণা তুমি একটা ভণ্ড।'

ধীরে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওয়্যাগনের দিকে ফিরে গেল মেয়েটা। ওদিকে

চেয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ফেবলস।

গর্ডনের সামনেই পড়ে আছে পরিত্যক্ত শহরটা। দূরে টিলাগুলোর পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। করাতের মত টিলার খাঁজগুলোর ওপর একটা লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে। দুলকি চালে সে ঢাল বেয়ে এগিয়ে চলল—সামনে পানির কথাই ভাবছে ও। সন্দেহ নেই কালো ঘোড়াটাও পানির অস্তিত্ব টের পেয়ে আগ্রহের সাথেই এগোচ্ছে।

তরুণ বয়সে সোনার পিছনে অনেক ঘুরেছে গর্ডন। যেখানে সোনা পাওয়া গেছে বলে শুনেছে, সেখানেই ছুটেছে। তখন বয়স কম ছিল, ভাগ্যকে হাতের মুঠোয় বলে মনে হত।

এখনও যদি সব ঠিক মত চলে, তবে নব্বইদিনের মধ্যেই জমি বিক্রি শেষ করে নিজের পথ ধরতে পারবে। এদেশের লোকজন সব সময়ে চলার ওপরই রয়েছে—বিউয়েলস ব্লাফের কথা কারও মনে থাকার কথা নয়। এই এলাকায় কেউ থামে না, সবাই সোজা ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে চলে যায়।

পুরনো তক্তার ব্রিজটার ওপর ড্রামের মত খুরের আওয়াজ উঠল। এখনও ওটা শক্ত রয়েছে। শহরে কেউ আশ্রয় নিয়ে থাকলে আওয়াজে তার আগমন টের পাবে।

গতি ধীর করে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নেয়ার মাঝেই খাপ থেকে উইনচেস্টারটা বের করে হাতে নিল গর্ডন। রাস্তার কাছে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল—অবস্থাটা ভাল করে বুঝে নিচ্ছে।

জানালাগুলো শূন্য চোখে বিকেলের লম্বা ছায়াগুলোর দিকে চেয়ে আছে...একটা বাদুড় প্রায় মাথা ছুঁয়ে ওর উপর দিয়ে উড়ে গেল। জনহীন শহরটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে আছে।

কাঠের ফুটপাত আর রাস্তার ফাঁকে ঘন ঝোপ আর আগাছা জন্মেছে। রাস্তাতেও কিছু আগাছা দেখা যাচ্ছে। এখানে সেখানে কাঁচের টুকরা দেখা যাচ্ছে—ওগুলো জানালা থেকে ভেঙে পড়েছে। কয়েকটা জানালা কাঠের তক্তা দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। ঘোড়া বাঁধার কাঠের রেইলটা রাস্তার ওপর পড়ে আছে। পুরনো সাইনগুলো কালের প্রভাবে ক্ষয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

রাস্তা ধরে ঘোড়াটাকে ধীর পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল গর্ডন। একে একে সাইনবোর্ডগুলো পড়তে পড়তে এগোচ্ছে। স্মৃতির পাতায় সব ভেসে উঠছে।

বিউয়েলস ব্যাঙ্ক...ওটা নামিয়ে ফেলতে হবে। অ্যাসে অফিস...ইয়্যাঙ্কি সেলুন...ভিচ হোটেল: থাকা ও খাওয়া...ড্যানিয়েলস এম্পোরিয়াম...রকমারি দোকান...পার্লির সেলুন ও নাচ-ঘর...ম্যাগির বাসায়-তৈরি পাই, কেক আর রুটি...কামারের দোকান...আরও রয়েছে, কিন্তু ওগুলো এখন আর পড়া যাচ্ছে না।

ঘোড়াটাকে বেঁধে ড্যানিয়েলের দোকান থেকে খুঁজে সিঁড়িটা বের করে নিয়ে এল গর্ডন। বিউয়েলস ব্যাঙ্কের সাইনবোর্ডটা নামিয়ে ভেঙে জ্বালানী-কাঠ করার জন্যে রেখে দিল।

হোটেলে থাকার সামর্থ্য যাদের ছিল না তাদের জন্য একটা লম্বা বাঙ্ক-হাউসে

ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা ছিল—কিন্তু ওটার কোন সাইনবোর্ড নেই। অদূরেই জেল—ডাইনামাইট দিয়ে পাথর ফাটিয়ে লোহার গারদ দিয়ে মজবুত তিনটে সেল তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ওটা কখনও ব্যবহার করা হয়েছে বলে গর্ডনের মনে পড়ে না।

ইয়্যাঙ্কি সেলুনের পিছনে ষোলো ফুট চওড়া আর আট ফুট গভীর চৌবাচ্চার দিকে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াতে নিয়ে গেল গর্ডন। পানির একটা সরু ধারা বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে অন্যদিক থেকে তারচেয়েও একটু মোটা ধারায় পানি ওতে জমা হচ্ছে।

ঘোড়াটাকে কিছুটা পানি খাইয়ে সরিয়ে নিল—তারপর কয়েক মিনিট পর আরও পানি খাইয়ে সেলুনের সামনে বেঁধে রেখে ভেতরে ঢুকল।

এখনও যথেষ্ট আলো রয়েছে। দেখল বারের পিছনে আয়নাটা আস্তই আছে। তাকের ওপর কয়েক সারি খালি গ্লাস আর বোতলও রয়েছে। কামরার পিছন দিক দিয়ে একটা সিঁড়ি উপরের ব্যালকনিতে উঠে গেছে। ওখানে রয়েছে কয়েকটা কামরা।

চেয়ার টেবিলগুলো এখনও খাড়া আছে। একটা টেবিলের ওপর কয়েকটা তাস আর বাজি ধরার চিপ্‌স্‌গুলো ছড়িয়ে রয়েছে। সবকিছুর উপর পুরু হয়ে ধুলো জমেছে। ছাদে মাকড়সার জাল দেখা যাচ্ছে। পিছন দিকের একটা টেবিলে কাপ আর তস্তুরির পাশে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ পড়ে আছে। কোনায় বসানো আছে ঘর গরম করার পেট-মোটা স্টোভ। স্টোভের দরজা খুলে দেখল চিমনি দিয়ে একটুও বাতাস বইছে না। নিশ্চয় ভিতরে পাখি বাসা করেছে।

বাইরে বেরিয়ে এল গর্ডন। কাঠের ফুটপাতে ওর বুটের শব্দ হচ্ছে। সূর্য ডুবে গেছে বাড়িগুলোর ফাঁকে অন্ধকার ছায়া জমছে।

সোনার খোঁজ পাওয়া গেছে, শুনে কিছু টাকা-পয়সাওয়ালা লোক ব্যবসা ফাঁদতে হাজির হয়েছিল শহরে। এদেরই একজন তৈরি করেছিল হোটেল আর ইয়্যাঙ্কি সেলুন।

সব ফাঁস হলে লোকজন সব পালাল। রাগে আর হতাশায়, বয়ে নেয়া কঠিন এমন সব জিনিস ফেলে গেল ওরা। তারা যে বোকার মত বিরাট একটা ধাপ্পার শিকার হয়েছিল, এটা ঢাকার জন্যেই যেন বেশি তাড়াহুড়া করল।

দমকা হাওয়া একটা শুকনো পাতাকে রাস্তার ওপর দিয়ে খেলতে খেলতে গড়িয়ে নিয়ে গেল—পুরো শহরে ওই একটা জিনিসই নড়ছে।

সে একটা বোকা—এমন একটা প্ল্যান কাজে লাগাতে চেষ্টা করাই বোকামি। কিন্তু এ ছাড়া সে আর কী করতে পারত? ওই লোকগুলো ওয়্যাগন ভেঙে আটকা পড়েছে। গর্ডন নিজেও ঘটনাচক্রে ফাঁদে পড়েছে।

জীবনে সে অনেক কিছুই করেছে। মোষ শিকার করেছে, কাউহ্যাণ্ডের কাজ করেছে; বিভিন্ন সময়ে ট্রেইল ড্রাইভার, মাইনার, স্টেজ ড্রাইভার আর শটগান গার্ডের কাজও করেছে—কিন্তু কোনটাই বেশিদিন করেনি। শেষ পর্যন্ত এখন কেবল জুয়া খেলে বেড়ায়।

অন্ধকার জানালার কাঁচে নিজের প্রতিবিম্বটার দিকে চাইল গর্ডন। খুঁটিনাটি

কিছুই দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সে জানে ওখানে কী আছে। একটা লম্বা লোক, মেদহীন দেহ, চওড়া কাঁধ, লম্বাটে তিনকোনা মুখ, উঁচু গালের হাড় আর একটা শক্ত চোয়াল। চোয়ালের ওপর গুলির দাগটা ওর চেহারায় বোম্বেটে ভাব এনেছে। কিন্তু ওই ছায়ার পিছনে গর্ডন আরও একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছে—বিফলতার ছায়া।

পিছনের সারিতে দেখতে পাচ্ছে অনেক স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, এমনকী কয়েকটা নিশ্চিত সুযোগও ছিল। কিন্তু সব সময় সাফল্য পরবর্তী মোড়েই রয়ে গেল, আগামীকাল...কিন্তু কোথায়? ওটার দেখা কোনদিন পেল না। ছায়াটার দিকে চেয়ে নিজেকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল সে। গর্ডন ফেবলস, ভবঘুরে, জুয়াড়ী, কখনও ভাল কোন সুযোগ পায়নি; কেবল সুন্দর কথাই বলতে পারে—কিন্তু নিজের শেষ কপর্দকও সে বোকার মত আর একটা শহরের পিছনে ঢেলেছিল, সব ঠগীদের পেটেই গিয়েছে।

নোরা যেন কী বলল? সে একটা ভণ্ড। মেয়েটা ঠিকই বলেছে। এর বেশি সে আর কিছুই নয়। তবু...এখানে যদি কিছু টাকা সে বানাতে পারে? স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় গিয়ে নিজস্ব একটা ছোট ব্যবসা খুলবে; কোথাও একটা বাড়ি খুঁজে নিয়ে সুস্থির হবে। থিয়েটারে যাবে, বই পড়বে...ভদ্রলোকে পরিণত হতে পারবে সে।

এখানে কী ঘটে তার ওপরই সব কিছু নির্ভর করছে। এই ফাঁকা খোলসগুলোকে জীবন্ত রূপ দিয়ে সুন্দর করে তুলতে হবে। ওই ক্লেইমগুলোতে কিছু কিছু কাজ হয়েছে এমন চেহারা দিতে হবে। সম্ভাব্য ক্রেতার কল্পনাকে ভাল করে খেলাতে হবে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার বেশ খানিক পরে ব্রিজের ওপর ওয়্যাগনের চাকা ঘোরার শব্দ পেল গর্ডন। ব্রিজ পেরিয়ে শহরের ঠিক বাইরেই একটা মোড় নিয়ে ওরা থেমে দাঁড়াল। ওখানেই ষাঁড়ের জোয়াল খুলে দিল। নোরা ঘোড়ার পিঠে ওর কাছে এগিয়ে এল।

'তোমার শহরটা বিশেষ সুবিধার না,' বলল সে।

'তুমি কি আশা করেছিলে জনশূন্য শহরে গ্যাস লাইট আর লাল কার্পেট থাকবে?'

ম্যালকম কেইসি ওদের দিকে এগিয়ে এল। 'দমে যাওয়ার মত চেহারা,' হতাশ সুরে বলল সে। 'আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'মন খারাপ কর না, বাবা। দিনের আলোয় অনেক ভাল দেখাবে।'

বাবার ওপর মেয়ের কতটা প্রভাব আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। নোরার নিশ্চয়তা মেনে নিয়ে ওয়্যাগনের কাছে ফিরে গেল ম্যালকম।

'বাবা একেবারে ভেঙে পড়েছে,' উদ্বেগের সাথে জানাল সে। 'আমি তাকে এমন কখনও দেখিনি।'

হ্যাট খুলে মাথায় সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া লাগার সুযোগ দিল গর্ডন। 'তুমি কি নিজেকে তার জায়গায় বসিয়ে কখনও ভেবে দেখেছ?' প্রশ্ন করল সে। 'একটা মানুষ তার পরিবার নিয়ে একটা মহাদেশের অর্ধেক পাড়ি দিয়ে এসেছে—কিন্তু কী

গেল? তোমার বাবার কিশোর বয়স আর নেই। তবু সে নতুন দেশে নতুন করে জীবন শুরু করতে চলেছে, অথচ মূলধন বিশেষ কিছুই নেই। স্বভাবতই সে ভয় পাচ্ছে—সেটাই স্বাভাবিক।'

'আর তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল গর্ডন। 'বিশ্বাস করো, প্রকৃত ভয় কাকে বলে তা মানুষ নিজের ছাড়া আরও মানুষের দায়িত্ব কাঁধে না চাপলে ঠিক বোঝে না...যাদের যত্ন আর রক্ষা করার ভার সে নিয়েছে। যার বৌ-ছেলেমেয়ে আছে, ফ্রান্সিস বেকনের ভাষায় তারা ভাগ্যের জিম্মি।'

'আর তুমি?' পুনরাবৃত্তি করল সে। 'তুমিও কি ভাগ্যের হাতে বন্দী?'

'আমি একা মানুষ,' সংক্ষেপে জবাব দিল গর্ডন। 'এমন মানুষ, যার জমার খাতায় কতগুলো বিফল বছর ছাড়া আর কিছুই নেই।'

আর কথা না বাড়িয়ে অন্যদের দিকে ঘোড়াটাকে এগিয়ে নিল গর্ডন। নোরা ওর পাশাপাশি এগোল।

ক্যাম্পফায়ার জ্বালানো হয়েছে। আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে ম্যালকম কথা বলছে। 'ছেলেটাকে একা ওখানে রেখে এসে স্বস্তি পাচ্ছি না। কিন্তু এই ষাঁড়গুলোও কাহিল হয়ে পড়েছে—আজ রাতে আর ট্রিপ দিতে পারবে না।'

'রুবেন গারস্টোনের ছেলে গডফ্রির ওর সাথে থাকার কথা ছিল না?' প্রশ্ন করল গর্ডন।

আগুনের পাশেই বসেছিল গডফ্রি গারস্টোন। সে মুখ তুলে চেয়ে বলল, 'ছেলেটা একাই সামলাতে পারবে। ওখানে ওই ভাঙা ওয়্যাগনের পাশে সারারাত কাটাতে আমি রাজি না।'

ম্যালকম কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই গর্ডনের দিকে চেয়ে গডফ্রি বলল, 'কী হলো? তোমার পছন্দ হচ্ছে না?'

চড়ে ওঠা রাগটা দমন করল গর্ডন। এই লোকগুলোকে তার প্রয়োজন।

'এদিকে প্রায়ই ইণ্ডিয়ানদের দেখা যায়—তা ছাড়া রুফাস আউটফিটও এদিকেই কোথাও আছে। কয়েকটা ওয়্যাগন লুট করেছে ওরা। ওই ছেলের সাথে রাতে আরও একজনের থাকা দরকার। ঠিক আছে, ঘোড়াটাকে আবার পানি খাইয়ে আমিই ওখানে ফিরে যাব।'

'তুমি ক্লান্ত,' নোরা আপত্তি তুলল, 'তোমার ঘোড়ারও একই অবস্থা। অনেকদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছ তুমি।'

আগুনের ওপাশে দাঁড়ানো নোরার সাথে গর্ডনের চোখ মিলল। সত্যিই সে ক্লান্ত, অস্থিরও বোধ করছে ও। গডফ্রিকে টেনে তুলে থাপড়ে ওকে সিধে বানিয়ে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে ওর।

'কিচ্ছু আসে যায় না,' বলল সে। 'আমিই যাব।'

যাওয়ার আগে একটা খোঁচা দেয়ার লোভ সে সামলাতে পারল না। জিনে চড়ে বসে আড়চোখে গডফ্রির দিকে চেয়ে ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'আশা করি সন্ধ্যাটা তোমার ভালই কাটবে।'

নোরা এগিয়ে গেল গর্ডনের দিকে। 'আমি দুঃখিত,' বলল সে। 'গডফ্রি একটু

বেয়াড়া ধরনের ছেলে—ইদানীং আরও খারাপ হয়েছে। কোমরে পিস্তল ঝোলানোর পর থেকেই এই অবস্থা।'

'আজ রাতে সবাইকে শহরের বাইরেই কাটাতে বলো,' সাবধান করল গর্ডন। 'মেঝেগুলো পুরনো হয়ে গেছে, অনেক ভাঙাচোরা জিনিসপত্রও রয়েছে ভিতরে। বেকায়দা পটকান বা সাপের কামড় খাওয়া বিচিত্র নয়।'

ঘোড়াটাকে ঘুরাবার সময়ে সে আবার বলল, 'তরুণ গারস্টোন যদি পশ্চিমে পিস্তল ঝোলায় তবে নিজের ভালর জন্যেই তার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া উচিত। মানুষ পিস্তল ঝোলালে এর দায়িত্বটাও তাকে নিতে হয়।'

নোরা ফিরতে গিয়েও আবার ঘুরে দাঁড়াল। 'আমি ওদের ক্যাম্পেই রাখব।' সরাসরি গর্ডনের চোখের দিকে চাইল সে। 'তোমার অংশ তুমি করো, আমারটা আমি ঠিকই সামলাব। তুমি দেখে নিও।'

চৌবাচ্চায় ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে রাস্তা দিয়ে রওনা হলো গর্ডন। আকাশে তারা উঠেছে। রাতটা মখমলের মতই নরম। পাহাড়ের দিক থেকে হালকা হাওয়া বইছে। শহরের চারপাশের পাহাড়গুলো চাঁদের পাহাড়ের মতই নগ্ন। কিন্তু আরও পিছনে নিশ্চয় গাছ আছে, কারণ বাতাসে পাইনের গন্ধ পাচ্ছে সে। তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণও সে দেখতে পেয়েছে। যে ওয়াশটা রিজের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেছে সেখানে কাঠ আর ক্ষত বিক্ষত গাছের কাণ্ড পড়ে আছে। মুষল-ধারে বৃষ্টির পর ফ্ল্যাশ-ফ্লাডে ওগুলো পানির তোড়ে ভেসে এসেছে। সময় পেলে একদিন সে ওই বনটা খুঁজে বের করবে।

ক্যাম্পের পাশ দিয়ে আসার সময়ে গডফ্রির স্বর ওর কানে এল। 'ওহ্, তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন? ওখানে দুজন থাকার কী দরকার? আমার কফি খেতে মন চাইছিল—সিসেরো বলল যেতে চাইলে যাও।'

ঢালের মাথায় উঠে পিছন ফিরে চাইল গর্ডন। বিকেলে যেখান থেকে শহরটা দেখা গিয়েছিল সেখান থেকে এখন আর ওটা দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার শহরটাকে গ্রাস করে ফেলেছে। কেবল ক্যাম্পফায়ারটা ছোট্ট একটা লাল চোখের মত দেখা যাচ্ছে। কেউ সামনে দিয়ে পার হলে মিটমিট করছে।

যদি ওয়াশটায় বাঁধ দিয়ে ফ্ল্যাশ-ফ্লাডের সময়ে পানি ধরে রাখা যায় তবে সহজেই ওই রিজের নীচে চাষ করে ফসল ফলানো সম্ভব। নিজের মনেই হাসল গর্ডন। 'এখনও চাষাই রয়ে গেলি, ফেবলস—কোনওদিন বদলাবি না তুই।'

কতদিন আগের ঘটনা ওই ফার্ম? সতেরো বছর? তারও আগে হবে। এখনও সেই সাদা খুঁটির বেড়া আর বিরাট সাদা বাড়িটার কথা আবছাভাবে তার মনে পড়ে। পাথর বিছানো ড্রাইভ ছিল ওদের। উত্তরাধিকার সূত্রে তার বাবা পেয়েছিল বিশাল সম্পত্তি। ওই বাড়িতেই গর্ডনের জন্ম।

বাবা কিছু ক্রীতদাসও ওয়ারিসী স্বত্বে পেয়েছিল। কিন্তু দাসপ্রথায় তার বাবা বিশ্বাসী ছিল না বলে সবাইকে মুক্তি দিয়ে দিল। দাস ছাড়া প্ল্যানটেশনের কাজ সম্ভব নয়। কিছুদিনের মধ্যেই তার বাবা টের পেল দাসদের মুক্তি দিয়ে তার আর্থিক ক্ষতি তো হচ্ছেই, প্রতিবেশী বন্ধুরাও তার প্রতি বিরূপ। তাদের সবারই দাস রয়েছে,—বাবার কাজটা ওদের পছন্দ হয়নি। ওদের কেউ জমি কিনতে রাজি

হলো না। শেষ পর্যন্ত দশভাগের একভাগ দামে জমিটা অন্য লোকের কাছে বিক্রি করা হলো।

তার বাবা জমি সম্পর্কে অনেক জানত, কিন্তু টাকার কদর তেমন বুঝত না। তাই মিসৌরির ছোট ফার্ম থেকে লাভ খুব কমই হত।

গর্ডনের ভাই সেড্রিক রাতের বেলা ডাকাতের আক্রমণে নিহত হলো; তখন ওর বয়স মাত্র বারো। তবু ওরা চলে যাওয়ার পথে একজনের খুলি ফুটো করে দিয়েছিল সে। সেড্রিকের মৃত্যুতে তার বাবা কর্নেল প্যাট্রিক ফেবলসের মন একেবারে ভেঙে গেল। খেতের ফসল এক বছর পঙ্গপালের পেটে গেল। প্রচণ্ড তুষারপাতের ফলে পরের বছরও ফসল নষ্ট হলো। তারপর এক রাতে কর্নেল শুনল একজন বড়াই করে বলছে সে-ই সেড্রিককে মেরেছে। তাকে খুনী আর কাপুরুষ বলে গাল দিয়ে গুলি খেয়ে মারা গেল প্যাট্রিক ফেবলস।

তিনদিন পর দুই ফেবলসের হত্যাকারীর সাথে দেখা হলো পনেরো বছরের ছেলে তৃতীয় ফেবলসের। গর্ডনের হাত সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি কৌশলী আর দক্ষ। তার তাস শাফল করা দেখেই ওটা বোঝা যায়। পিস্তলেও ওর হাত খুব ভাল।

ওই অন্ধকার পথের ওপর গর্ডন ফেবলস খুনীটাকে প্রথম ড্র করার সুযোগ দিল। পিস্তল হাতেই মারা পড়ল লোকটা—গর্ডনের গুলি ওর পেট ফুটো করে মেরুদণ্ড ভেঙে দিল। এরপর গর্ডন আর টিকতে পারেনি, বেরিয়ে পড়েছে সান্তা ফে-র পথে।

পরবর্তী বছরগুলোতে অনেক কিছুই করে বেরিয়েছে, কিন্তু কোনওটাই জমি আর শস্যে তার আগ্রহ কমাতে পারেনি। ওটা তার রক্তে মিশে আছে।

অতীতের কথা ভাবতে ভাবতেই ওয়্যাগনের কাছাকাছি পৌঁছে গেল গর্ডন। ঘোড়াটা বালুর ওপর হেঁটে এগোচ্ছে। লোকগুলোকে দেখার আগেই সে ওদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেল। কম পক্ষে দুটো কর্কশ গলা ওর কানে এল। তারপরেই ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল কেউ।

রাশ টেনে থেমে কান পাতল সে।

'ওয়্যাগনে মেয়েদের জিনিসপত্র রয়েছে—নিশ্চয় এখানেই কোথাও ওরা আছে।' লোকটার স্বর মাতাল আর অশ্লীল শোনাল। 'আমি শপথ করে বলতে পারি, ওদিকের পাহাড়ের ওপর থেকে যখন আমি ওদের প্রথম দেখি, তখন দুটো ওয়্যাগন ছিল এখানে।'

আর একজন কথা বলল। 'যা জানতে চাই বলে ফেললেই তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব।'

গর্ডন তার ঘোড়াটাকে আরও কয়েক পা এগিয়ে নিল। একটা ছোট ঢাল বেয়ে উঠছে সে। টিবিটার ওপাশেই ওয়্যাগনটা রয়েছে। চোখ দুটো টিবির চূড়া থেকে একটু উঁচু হতেই সে দেখতে পেল সিসেরোর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। ওর ঠোঁট থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছে।

'আমি একাই আছি,' জোর দিয়ে বলল সিসেরো। 'মেয়েদের জামা-কাপড় আমার মায়ের। আমরা ওগুলো ক্যালিফোর্নিয়ায় তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। আর

একটা ওয়্যাগন ছিল, ওরা পানির খোঁজে এগিয়ে গেছে। পানি পেলেই আমাকে নিতে ফিরে আসবে।'

'আমার কাছে মিথ্যা বলো না, বাছা। সত্যি কথা বল, নইলে তোমার বুট খুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখব পায়ে কতটা তাপ তুমি সহ্য করতে পারো।'

ফেবলস খাপ থেকে উইনচেস্টারটা হাতে তুলে নিল। এরা রুফাসের লোক, সে জানে। ওদের মধ্যে দয়া-মায়া বলে কিছু নেই।

'ওর বুট খুলে ফেলো, কিট। কথা বলে কূল পাবে না ও।'

উইনচেস্টারটা কক করল গর্ডন। রাতের বেলা শব্দটা স্পষ্ট শোনা গেল। এতক্ষণ যা নড়াচড়া আর কথাবার্তা চলছিল, মুহূর্তে সব বন্ধ হয়ে গেল। সবাই স্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে গেছে।

'ঘোড়ার পিঠে উঠে এখান থেকে চলে যাও,' বলল সে। যেন স্বাভাবিকভাবে আলাপ করছে। কিন্তু এই কারণেই কথাগুলো আরও মারাত্মক শোনাল। সিসেরোর পাশে যে লোকটা ছিল সে ধীর গতিতে রাইফেল ওঠাচ্ছে। গর্ডন ওর হাঁটুতে গুলি করল। টলে উঠে দুহাতে হাঁটু চেপে পড়ে গেল সে। বাকি তিনজন একসাথে নিজেদের ঘোড়ার দিকে ছুটল।

'অ্যাই!' আহত লোকটাকে আদেশ করল ফেবলস। 'নিজের ঘোড়া নিয়ে তুমিও কেটে পড়ো!'

'ও ভীষণ আহত হয়েছে!' প্রতিবাদ করল সিসেরো। 'অনেক রক্ত বেরোচ্ছে!'

'এদিকে পিছিয়ে এসো। হাতের বাঁধন খুলে দিচ্ছি আমি।'

আউট-ল লোকটা মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি করছে, ককাচ্ছে আর গালাগালি করছে। লোকটা নিজের যন্ত্রণাতেই অস্থির, কিন্তু গর্ডন জানে না অন্য লোকগুলো কোথায়—তাই আগুনের সামনে গিয়ে ওদের টার্গেট হতে চায় না সে।

সিসেরো পিছিয়ে অন্ধকারে চলে এল। গর্ডন বোয়ি-নাইফ বের করে ওর বাঁধন কেটে দিল।

'এবার লোকটাকে নিরস্ত্র করে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও।'

'কিন্তু লোকটা জখম হয়েছে!' আবার বলল সিসেরো।

'ওর নিজের দোষেই এমন হয়েছে। ওকে ভাগিয়ে দাও। আমি অন্ধকারেই থাকতে চাই, কারণ ওরা কোথায় আছে জানি না—হয়তো কাছেই কোথাও সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে বসে আছে।

লোকটা চলে গেলে সিসেরো ওর রাইফেল আর গান-বেল্ট নিয়ে ফিরে এল। রাগে ছেলেটার মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। 'ঠাণ্ডা মাথায় এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে আমি আর কাউকে দেখিনি,' বলল সে। 'তোমার সাথে আমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না।'

ফেবলস অন্ধকারে কান খাড়া করে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনল।

'আলো থেকে দূরে থাকো,' বলল সে। তারপর আবার বলল, 'আমি যখন এলাম তখন তো ওরা আগুনে তোমার পা পোড়ানোর কথা চিন্তা করছিল। ভুলে গেছ?'

নীরবতায় বোঝা গেল সে সত্যিই ভুলে গিয়েছিল। 'ওরা কখনও তা করত

না,' অনেকক্ষণ পর সে জবাব দিল। 'ওরা আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছিল।'

'ওদের হাতে পড়লে তোমার মা আর বোনের কী অবস্থা হত বলে মনে করো? ওটাই তো ওরা জানতে চাইছিল, তাই না?'

সিসেরো কোন জবাব দিল না। এখনও রেগে আছে সে। ওর বিশ্বাসই হচ্ছে না লোকগুলো তেমন কিছু করত। ওরা মদ খেয়ে একটু রুক্ষ ব্যবহার করেছে—ব্যস, এইটুকুই।

রুফাস আউটফিটের ব্যাপার ব্যাখ্যা করে বলল গর্ডন। ওরা আগে কোয়ানট্রিল আর ব্লাডি বিল অ্যাণ্ডারসনের দলে ছিল। ওদের বেশ কিছু লোক একজোট হয়ে পশ্চিমে এসেছে। ইণ্ডিয়ান সেজে ওরা কয়েকটা ওয়্যাগন ট্রেইন আর দূরের র‍্যাঞ্চে হামলাও চালিয়েছে।

কিন্তু কথাগুলো বলতে বলতেই বুঝল, হয়তো এসব পণ্ডশ্রম হচ্ছে। যারা সব সময়ে ছায়ায় থেকে বড় হয়েছে; কখনও বিপদ বা নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হয়নি; তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া এসব বিশ্বাস করা কঠিন। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের চিন্তাধারাই তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোয় আলোকিত।

'ওরা একবার একজন বুড়ো মাইনারকে বাগে পেয়েছিল,' বলে চলল গর্ডন। 'মনে করা হত লোকটা কিছু সোনা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর ওপর অত্যাচার চালানোয় বুড়ো মারা পড়ে। আমার এক বন্ধু মৃত দেহটা প্রথম দেখতে পায়। দৃশ্যটা দেখে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।'

'সেটা তোমার খুশি।' একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে উইনচেস্টারটা কোলের ওপর রাখল গর্ডন। 'কেইসি, একটা কথা তোমাকে বলছি, দ্বিতীয়বার আর বলব না। এটা একটা ভিন্ন দেশ—এর সাথে তুমি পরিচিত নও, তাই তোমার মন্তব্যটা আমি উপেক্ষা করলাম—কারণ আমি জানি তুমি অবুঝ।'

ঝট করে ঘুরে তাকাল সিসেরো। কিন্তু গর্ডন বলে চলল, 'এখানে তুমি যদি কাউকে মিথ্যাবাদী বলে ইঙ্গিত দাও, তবে তোমাকে পিস্তল যুদ্ধের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। এখানে আমরা বেফাঁস মুখ সহ্য করি না।'

'আমার মনে হয়—'

'তোমার কী মনে হয় তাতে আমার কিছু আসে যায় না।'

উঠে নিজের ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল গর্ডন। জিন আর মাথার সাজ খুলে ওকে দড়ি দিয়ে একটা খুঁটির সাথে বেঁধে কিছু ঘাস ছিঁড়ে ক্লান্ত ঘোড়াটার গা ডলে দিল সে। কাজের ফাঁকে যেন বন্ধুর সাথে কথা বলছে এমন সুরে অনেক কথাও বলল। পাহারাদার হিসেবে ঘোড়াটা এক ডজন প্রহরীর চেয়েও ভাল। ক্লান্ত হলেও একটা মাসট্যাঙ, যে বুনো পরিবেশে বড় হয়েছে, সে সবার আগে বিপদ টের পায়।

ফিরে এসে গর্ডন দেখল ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে ভাবল, কী নিষ্পাপ সুন্দর চেহারা। সময় এলে এই ছেলেও কঠিন বাস্তবকে চিনতে শিখবে। সবাই শেখে—কিন্তু কেউ কেউ আগেই ঝরে যায়।

আকাশ একটু ফিকে হয়ে আসতেই গর্ডন উঠে পড়ল। ওয়্যাগন থেকে কফি

খুঁজে বের করল। সিসেরো যখন চোখ খুলল, দেখল তার নাস্তার জন্য কফি আর কিছু বেকন তৈরি।

'খেয়ে নাও,' উপদেশ দিল গর্ডন। 'ওরা এখনই এসে পড়বে।'

'বাবার আসতে দেরি আছে। আলো ফোটার আগে সে রওনাই হবে না।'

'সে এখন পথেই আছে—বিশ মিনিটের মধ্যেই এখানে হাজির হবে।'

পানির ব্যারেলের কাছে গিয়ে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে চুল আঁচড়ে আগুনের ধারে ফিরে এল সিসেরো।

পরিষ্কার আকাশ। শুকনো লেকের ধারে যেখানে ওয়্যাগনটা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে ধূসর-সাদা রঙের নিষ্ফলা জমি ছাড়া আর কিছুই নেই। একটা দুটো ঝোপ লেকের ধারে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ওগুলোও ধুলোয় ধূসর হয়ে আছে। ভোরের আলো ফোটার আগে পাহাড়গুলোকে কালো দেখাচ্ছে।

বিষাদ ভরা চোখে পাহাড়গুলোর দিকে চাইল গর্ডন। পুরো সত্তা ওকে জলদি সরে পড়তে বলছে। রুফাসের দল আর যা-ই জেনে থাকুক, ওরা যে কত দুর্বল তা বুঝে ফেললে বিপদ আছে। কারণ রুফাস আর তার লোকজন কেবল মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই বেঁচে আছে।

নিজের কাপে কফি ভরে নিয়ে তর্কে নামার জন্য গর্ডনের দিকে চাইল সিসেরো। গর্ডন ওকে উপেক্ষা করল।

'আমার মতে কেউ একজনকে বিশ্বাস করল না বলেই তাকে গুলি করার ব্যাপারটা হাস্যকর—কোন অর্থই হয় না,' বলে উঠল সিসেরো।

'তোমার ন্যায়-অন্যায় বোধের দাম অন্য মানুষ কতটা দেবে, তা সঠিক জানলে তুমি অবাক হতে। যে দেশে যে নিয়ম, সেইভাবেই মানুষকে চলতে হয়—নইলে দেশ ছাড়তে হয়। একদিন তুমি আবিষ্কার করবে, যেখানে যেমন দরকার, সেইভাবেই এসব রীতির জন্ম হয়। এখানে ন্যায্য কারণ আছে বলেই মানুষের এই মনোভাব।'

কথা বলতে বলতেই কালো ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল গর্ডন। ওর চোখ দুটো ট্রেইল আর আশপাশের রিজের ওপর ব্যস্ত রয়েছে। ক্ষীণ ট্রেইলের দিকেও চাইল সে। ওদিক দিয়েই ষাঁড় নিয়ে ওরা আসবে। এখন যা আলো ফুটেছে তাতে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ আগেই ষাঁড় চলার একটা হালকা ধুলো ওর চোখে পড়েছে।

'এই দেশে,' বলে চলল সে, 'মানুষ কাপুরুষ বা মিথ্যাবাদী প্রমাণ হলে টিকতে পারে না।

'মানুষের কথার ওপরই এখানে ব্যবসা হয়। বিক্রেতা যদি বলে এক হাজার গরু আছে—ক্রেতা ওগুলো গোনার দরকার মনে করে না। কোন স্বাক্ষর বা সাক্ষীর দরকার পড়ে না, আইনগত কাগজপত্রও থাকে না—বিশ্বাসের ওপরই টাকা লেনদেন হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন গোনা হবে তখন সংখ্যা ঠিক না থাকলে বিক্রেতার বিপদ আছে।

'যদি দেখা যায় একটা লোকের কথার দাম নেই, কেউ আর ওর সাথে ব্যবসা করবে না। একবার অবিশ্বাসের পাত্র হলে কেউ তাকে কোনওদিন বিশ্বাস করবে

না। সবাই এড়িয়ে চলবে।

'এ ছাড়াও, এদেশে প্রায় সবকিছুর মধ্যেই বিপদ আছে। তাই কেউ যখন বিপদের মোকাবিলা করতে যায়, তখন যা-ই ঘটুক, কে-কে শেষ পর্যন্ত তার সাথে থাকবে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দরকার। তাই কাপুরুষের সাথে কেউ সম্পর্ক রাখে না।

'ইণ্ডিয়ান এলাকার ভেতর দিয়ে কেউ হাজার মাইল গরু তাড়িয়ে নিতে চাইলে গোলাগুলি হবে, এটাই স্বাভাবিক। আরও অনেক রকম বিপদ আসতে পারে। মাঝেমাঝে একই দিনে ডজনখানেক বিপদও একসাথে দেখা দেয়। তাই, দলে কাপুরুষ নিয়ে এগোনো অসম্ভব।

'কেউ একবার কাপুরুষ বা মিথ্যাবাদী বলে পরিচিত হলে বড় কাজ তো দূরের কথা, কোন ছোট কাজও তার পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।'

জিনের ওপর উঠে বসল গর্ডন। 'এবং এই কারণেই কারও ব্যাপারে ওই সব শব্দ ব্যবহার করা, বা ইঙ্গিত দেয়া এখানে চরম অপমান বলে গণ্য হয়।

'তুমি দেখবে, এখানে কোন গোলমাল বাধলে কেউ আইনের আশ্রয় নেয় না। নিজেই একটা বিহিত করে। এটাই স্বাভাবিক, কারণ সাহায্যের জন্য যাওয়া যায় এমন কাউকে সহজে পাওয়া মুশকিল।

'আমার ধারণা তুমি একটা ভাল ছেলে, তাই বলছি, মুখ বুজে শুধু শুনে আর দেখে এদেশের হালচালটা আগে জেনে নাও। তা হলে বেশিদিন বেঁচে থেকে এদেশকে ভালবাসার সুযোগ পাবে তুমি।

'নিজের রাইফেলটা হাতের কাছে তৈরি রেখো। তুমি ভাবতে পারো ওরা খুন করবে না। কিন্তু আমি জানি অনেক খুন ওরা করেছে—আরও কয়েকটা করতে ওদের মোটেও বাধবে না। সহজে আমাদের পিছু ওরা ছাড়বে না। তোমার মনে রাখতে হবে ওরা হন্যে হয়ে মেয়ে খুঁজছে। আর এক্ষেত্রে মেয়ে মানে তোমার মা, বোন আর গারস্টোন মেয়েদেরই বোঝায়।'

জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না গর্ডন—জবাব চায়ও না। সময় নিয়ে অনেক কথা সে আজ বলছে। এত বকবক করা ওর অভ্যাস নয়—তবু কেন বলল, তা সে নিজেও জানে না। হয়তো ছেলেটাকে গর্ডনের পছন্দ হয়েছে...গডফ্রির মত নয় সিসেরো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ষাঁড়গুলোর কাছে পৌঁছে গেল গর্ডন। নিজেদের স্বভাব মত ধীর গতিতে আগে বাড়ছে ষাঁড়। কেইসি আর গারস্টোন সাথে এসেছে। দুজনেই সশস্ত্র।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে ওদের ওয়্যাগনের দিকে এগিয়ে যাবার সুযোগ দিল গর্ডন। রুফাসের একটা লোক খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে নজর রাখার কথা উল্লেখ করেছিল। সন্দেহ নেই এখনও কেউ ওদের ওপর চোখ রেখেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, আক্রমণ করার আগে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে?

ওদের একজনকে আহত করেছে গর্ডন ফেবলস। ওরা প্রতিশোধ নিতে আসবেই। যখন আসবে তখন তাকে একাই ওদের মোকাবিলা করতে হবে।

দুই

রেড হর্সে সকাল এল। পুব আকাশ থেকে লেবু-রঙের আলো এসে কালের প্রভাবে জীর্ণ বাড়িগুলোর কাঠামো সুস্পষ্ট করে তুলল। রোদে আর বাতাসে দরজাগুলো বেঁকে গেছে; বাইরে ঝুলানো সাইনগুলোও আবছা হয়ে গেছে, এখন আর পড়া যায় না।

শহরটা একেবারে স্তব্ধ। ফাঁকা ঘরগুলো থেকে কোন আওয়াজ আসছে না। রাস্তার ভেতর দিকে চৌবাচ্চাটার কাছে একটা রোডরানার পাখি ছুটে বেরিয়ে ওদের দেখল। তারপর পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে অদৃশ্য হলো।

গর্ডন ফেবলস কালো ঘোড়ার পিঠ থেকে মুখ তুলে রাস্তার দিকে চাইল।

সে কি পারবে? সাহস করে চেষ্টা করা কি ওর ঠিক হচ্ছে? এতদিনের ঘুমন্ত শহরটাকে আবার কর্মব্যস্ত আর মুখর করে তোলা কি তার পক্ষে সম্ভব? প্রথম যারা পৌঁছবে তারাই হয়তো পুরো ব্যাপারটা ফাঁস করে দেবে। যারা বিউয়েলস ব্লাফ জমে ওঠার সময়ে উপস্থিত ছিল তাদের কেউ ওই দলের ভিতর থাকলেই সব কেঁচে যাবে।

বিরাট প্রতারণার একটা প্ল্যান এঁটেছে সে। তবে এর আগে আজ পর্যন্ত কাউকে ঠকায়নি ও। কিন্তু কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসতে হলে মূলধন দরকার। বেশ কিছু টাকা না থাকলে জমি, গরু কিনে র‍্যাঞ্চ করা যাবে না। মনটা খচখচ করছে—কিন্তু এ ছাড়া সে করবেই বা কী?

ক্লান্ত আর বিরক্ত হয়ে উঠেছে গর্ডন। সস্তা, নোঙরা সেলুনে তাস খেলা, আর মাতাল লোকের নিজেকে বড় করে জাহির করার চেষ্টা—কিছুই ওর ভাল লাগে না। এই শহর তার অবস্থা পরিবর্তন করার একটা সুযোগ, বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে।

ক্লেইমগুলো যারা কিনবে তাদের কী ঘটল এ নিয়ে সে কেন চিন্তা করবে? ওরাও তার মতই পরিণত বয়স্ক—জ্ঞান বা বুদ্ধিতে কেউ তার চেয়ে ছোট নয়। তারা নিজেরা দেখেশুনেই কিনবে—কেউ জোর করে ওদের বাধ্য করবে না।

কেইসি আর গারস্টোনের মত লোকের এতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। ওদের সে দোকানের সাজ হিসাবে ব্যবহার করবে—ব্যস। গর্ডন এখানে নিয়ে না এলে ওদের কিছু লোক ওই মরুভূমিতে মারা পড়ত। আগেও অনেক লোক ওখানে মারা পড়েছে। অন্তত এখানে তারা একটা সুযোগ পাবে। কিন্তু তাই কী?

যত্ন নিয়ে শহরটাকে খুঁটিয়ে দেখল সে। পরিত্যক্ত জীর্ণ শহরে সমৃদ্ধি আর জৌলুসের ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে। প্রথমেই ইয়্যাঙ্কি সেলুন আর দোকানগুলো ফিটফাট করে ব্যবসা চালু করতে হবে। কামারের কাজ কেইসির জানা আছে বলে শুনেছে—ওকে তার আগের পেশায় ফিরে যেতে উৎসাহিত করতে হবে।

শহর থেকে আগাছা আর ঝোপ পরিষ্কার করে নতুন হিচিং রেইল বসাবে, পাথরের চৌবাচ্চাটাও পরিষ্কার করবে, সাইনবোর্ডগুলো নতুন করে পেইন্ট করবে। গাছগুলো ছেঁটে সুন্দর করবে; হয়তো কিছু মরুভূমির ফুলগাছ বুনে শহরটাকে আরও ঘরোয়া একটা পরিবেশ দেবে।

জায়গাটা চমৎকার—প্রায় ছবির মত বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। শহরটাতে কী কী করলে যেমন চায় সেই চেহারা আসবে, তা ওর জানা আছে।

সাইনগুলোর লেখা বৃষ্টি, বাতাস আর ধুলোর আঘাতে প্রায় মুছে গেছে। কিন্তু শুকনো লেকের ধারে সে কিছু আয়োডিন আগাছা জন্মাতে দেখেছে—ওই গাছ থেকে সুন্দর কালো রঙ তৈরি করা যায়। ইণ্ডিয়ানরা মাটির পাত্র আর কম্বল রঙ করার জন্য ওই কালি ব্যবহার করে। সাইনবোর্ড লেখার জন্য সে-ও ওটা ব্যবহার করবে।

কোন্ ক্লেইমগুলো যে ক্রেতারা বেশি পছন্দ করবে তা গর্ডন জানে। বুঝেশুনেই জায়গামত টোপ পুঁতে রাখবে সে। বাইরে থেকে দেখে যেসব জমিতে সোনা পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হয় সেগুলো সে নিজের জন্য রাখবে। খুঁটি পোঁতা হলে প্রত্যেকটাতেই কিছু কিছু কাজ করবে, তাতে স্তূপগুলো সদ্য-খোঁড়া চেহারা পাবে। তারপর ওগুলো বিক্রি হয়ে গেলে ঘোড়ার পিঠে যত দ্রুত সম্ভব ট্রেইল ধরে হাওয়া হয়ে যাবে।

রুবেন গারস্টোন এর আগেও দোকানদারি করেছে। দোকান করার জন্য কিছু মালপত্রও সাথে এনেছে। কয়েক থান মোটা কাপড়, শার্টের কাপড়, যন্ত্রপাতি, পেরেক, কাঁচি, সুঁই, সুতো—এই রকম আরও অনেক জিনিস। কেইসির কাছেও বাড়তি অনেক মাল আছে যা বিক্রি করা যাবে।

খাবার যা আছে তাতে সবার দু'সপ্তাহ চলবে, তবে শিকার করে কিছু মাংস জোগাড় করতে হবে। পরে ওদের আরও খাবার জোগাড় করতে হবে। জিনিস বা টাকার বিনিময়ে, যারা পথে বিশ্রাম নিতে এই শহরে থামবে, তাদের কাছ থেকে খাবার সংগ্রহ করা যাবে।

এই এলাকায় পাহাড়ে হরিণ আর 'বিগ হর্ন' ভেড়া পাওয়া যায়। কপাল ভাল থাকলে দু'একটা শিকার মিলেও যেতে পারে। ওই ওয়াশটার পিছনে কী আছে সেটা ওর দেখা দরকার।

জিনের ওপর ঘুরে শহরের নীচে সমতল জমিটার দিকে আবার চাইল গর্ডন। মনের চোখে ওই জমিতে শস্যের দোলা দেখতে পাচ্ছে। এখন ভাল ঘাস জন্মেছে ওখানে। পানি থাকলে ওখানে ভাল ফসল জন্মানো যেতে পারে। আগামীকাল ওখানে গিয়ে দেখেশুনে বাঁধের জন্য একটা জায়গা বেছে নেবে সে।

ইয়্যাঙ্কি সেলুনের সামনে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ও। লাগাম হাতে রেখেই দিনের আলোয় সেলুনটা চট করে এক ঝলক দেখার জন্য উঁকি দিল। তারপর ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে চৌবাচ্চার পাশে ঘাস খাওয়ার জন্য বেঁধে রেখে আবার সেলুনে ফিরল।

ক্লসিটে একটা ঝাড়ু খুঁজে পাওয়া গেল। দরজা-জানালা যে কয়টা খোলা যায় খুলে, সেলুনটাকে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করল। ঝাড়ু দেয়া শেষ করে ফায়ারপ্লেসে

আগুন জ্বেলে একটা বড় কেতলিতে পানি গরম করতে বসাল।

শহরের লোকজন ব্যক্তিগত জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেয়নি, সবই ফেলে গেছে। বোঝা বাড়াতে চায়নি। 'সিঙ্ক' ট্রেইল পার হতে হলে হালকা হয়ে যাত্রা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিদ্রূপের চোখে আয়নায় নিজের চেহারা দেখল গর্ডন। ওর ধারণা কাজ আর কঠিন পরিশ্রম শুধু বোকাদের জন্য। অথচ সেই গর্ডনই আজ যেমন খাটছে এমন আর জীবনে কখনও খাটেনি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কাজ করতে ওর ভাল লাগছে—রীতিমত উপভোগ করছে।

'মানুষ যখন কঠিন পরিশ্রমে আনন্দ পেতে শুরু করে, তখন বুঝতে হবে তার বাঁচার আনন্দ শেষ হতে চলেছে,' মনেমনে ভাবল গর্ডন। কিন্তু সবকিছু নিজের মত করে গড়ায় একটা অদ্ভুত তৃপ্তি পাচ্ছে সে।

পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে নোরা কেইসি আর লুলু গারস্টোনকে দেখতে পেয়ে কাজ রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'মিস গারস্টোন, তোমার বাবাকে বলো ওপাশের দোকানটা পরিষ্কার করে, তার কাছে বিক্রি করার মত যা কিছু আছে সেগুলো শেলফে সাজাতে পারে।'

নোরার দিকে চোরা-চোখে চাইল গর্ডন। মেয়েটা তাকে কেমন যেন অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। 'তোমার বাবা চাকাটা মেরামত করতে চাইলে কামারের দোকানে খুঁজলে যন্ত্রপাতি পাবে। ভাল মনে করলে ওখানে ব্যবসাও খুলতে পারে।'

'আর তুমি কী করবে?' খুব ভদ্রভাবে প্রশ্ন করল নোরা। 'মানুষকে গুলি করবে?'

'তোমার ভাই আমার পদ্ধতি পছন্দ করেনি, মিস কেইসি। তবে সুখের বিষয়, কে কী ভাবে, এতে আমার কিছু আসে যায় না। যাই হোক, আমি বাধা না দিলে ওর পা দুটো পুড়ত।'

সে কী ভাবে তাতে গর্ডনের কিছু আসে যায় না—এটুকুই নোরার কানে বাজছে। এটা সে আশা করেনি। অন্যান্য সুন্দরী মেয়েদের মত সে পুরুষের তোয়াজেই অভ্যস্ত। এভাবে তাকে ঝেড়ে ফেলাটা সে ঠিক সহ্য করতে পারছে না।

'তুমি কী করো না করো, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই,' বলল নোরা।

'খুব ভাল কথা। এখন তুমি সেলুনের ডিশ ওয়াশার হতে না চাইলে বাইরে খেলতে যাও।'

মুখ খুলল নোরা, কিন্তু কোন জবাব দিতে পারল না। ঝট করে ঘুরে বেরিয়ে গেল সে।

খুব রেগেছে। প্রতিজ্ঞা করল কোনওদিন কোনও অবস্থাতেই আর গর্ডনের সাথে কথা বলবে না।

পানি গরম হচ্ছে। যত গ্লাস আর বোতল আছে বের করে, সিঙ্কটা পরিষ্কার করে ফেলল গর্ডন। তারপর একটা ব্যারেল বের করে ওটা যতদূর সম্ভব বন্ধ করে পানি ভরল। প্রত্যেকটা জোড়া থেকে পানি চুইয়ে পড়ছে। কিন্তু গর্ডন জানে পানিতে ভিজে ফুলে ওই ফাঁকগুলো বন্ধ হয়ে যাবে।

যেখানেই যাচ্ছে, সাথে উইনচেস্টারটা নিয়ে যাচ্ছে। সব ঘরেই কিছু না কিছু কাজ বাকি রয়েছে। কিন্তু রাইফেলটা দরকার পড়লে দ্রুতই দরকার পড়বে। জানে কেইসি বা গারস্টোন ওকে সাহায্য করতে দেরি করে ফেলবে–সময় মত কিছুই করবে না ওরা। ওরা পুব থেকে এসেছে, পশ্চিমের রীতি বোঝে না। তবে নিজের কাজ ওরা ভালই বোঝে। ওখানে কেউ কোন আপত্তি করতে পারবে না। লোকগুলো সত্যিই খাটতে পারে। গডফ্রি ছাড়া সবাই খাটে।

রাস্তা আর সেলুনে সময় ভাগ করে নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করল গর্ডন। কোমর পর্যন্ত খালি গায়ে কাজ করছে। একটা টিনে কতগুলো ফুটো করে নিয়ে পানি ছিটানোর কাজে ব্যবহার করছে।

নোরা ওর দিকে চেয়ে নাক টানল। 'তুমি ভুলে যাচ্ছ এখানে মহিলারা উপস্থিত রয়েছে,' খোঁচা দিয়ে বলল সে।

'বেল্ট পর্যন্ত খালি গায়ে কাউকে দেখলে তোমার যদি আপত্তি থাকে, তবে সময় থাকতেই ওসব ভুলে যাও। পশ্চিমে প্রায়ই এমন দেখতে পাবে তুমি। চোখকে সইয়ে নাও।'

দ্বিতীয় দিনের শেষে গাছ ছাঁটল গর্ডন। কিছু ফুল গাছও লাগাল।

তৃতীয় দিন ঘোড়া নিয়ে বেরোল সে। রাস্তায় একটা সাইনবোর্ড পুঁতে এল।

'রেড হর্স'

ছয় মাইল।

তারপর বিউয়েলস ব্লাফের সাইনটা তুলে এনে পুড়িয়ে ফেলল। আরও কিছু ইঙ্ক উইড গাছ এনে কালি তৈরি করে গারস্টোনের দোকান, কামারের দোকান ছাড়াও অন্যান্য সাইনগুলোও পেইন্ট করল।

গডফ্রি ওকে এসব করতে দেখে প্রশ্ন করল, 'ওগুলো পেইন্ট করে কী লাভ হবে? চালাবার লোকই তো নেই।'

'আসবে।' সংক্ষেপে জবাব দিল গর্ডন। পুরো দলের মধ্যে একমাত্র গডফ্রিকেই সে অপছন্দ করে। প্রথম দিন সিসেরোর সাথে না থেকে দায়িত্ব এড়িয়ে চলে এসেছিল বলেই ওকে দেখতে পারে না।

নোরা কেইসি ওর পাশে থেমে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ গর্ডনকে কালি তৈরি করে সাইনবোর্ড পেইন্ট করতে দেখল। 'এই কাজ তুমি কোথায় শিখলে?' প্রশ্ন করল সে। 'অর্থাৎ ওই গাছ থেকে যে রঙ পাওয়া যায় কীভাবে জানলে?'

'ইণ্ডিয়ানরা মোড়ের দোকান থেকে দরকারী সব কিছু কেনার সুযোগ পায় না। তাই আশপাশে যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই ওদের কাজ চালিয়ে নিতে হয়।' হাত দিয়ে পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল গর্ডন। 'ওখানে খাবার আর ওষুধ সবই পাওয়া যায়—কী চাও, সেটা জানলেই হলো।'

'শিগগিরই যদি লোকজন এসে হাজির না হয়, তবে ওসব সত্যিই দরকার হয়ে পড়বে। আমাদের যা আছে তাতে বেশিদিন চলবে না।' সরে গেল মেয়েটা।

খুঁটি পুঁতে দুটো ক্লেইম নিজের জন্য রাখল গর্ডন। দুটোতেই আগের বার বেশ কিছু কাজ করা হয়েছিল। খুঁটি পোঁতা হলে গাঁইতি আর কোদাল নিয়ে কাজে লেগে গেল সে। পুরনো স্তূপের ওপর নতুন মাটি ফেলে সদ্য কাজ করা হয়েছে

এমন একটা চেহারা দিল।

জায়গাগুলো সম্ভাবনাময়—সন্দেহ নেই। তবু, মাটিতে এমন অনেক গর্তই দেখেছে সে। অনেক নমুনা সে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে। মাইনাররা সব থেকে ভাল নমুনাটাই মানুষকে দেখায়। গড়পড়তা জিনিসটা নয়।

আবার ঢিবিটার কাছে ফিরে গড়নটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। মাইনে কিছু কাজ সে আগেও করেছে—কিছু কিছু বোঝে। কয়েক থালা মাটি চেলে দেখল, সোনার কোন নাম গন্ধও নেই।

তৃতীয়দিন একটা হরিণ আর কতগুলো নীল কোয়েইল মেরে আনল গর্ডন। পঞ্চম দিনে বিগ হর্ন ভেড়া মারল। সেই সাথে কিছু বুনো বাঁধা কফি আর বুনো পেঁয়াজও আনল।

সবাইকে খুঁটি পুঁতে ক্লেইম প্রতিষ্ঠা করার উপদেশ দিল সে। খনির কাজ করুক না করুক জমি নিয়ে রাখলে পরে ভাল লাভে বিক্রি করতে পারবে।

'যেখানে সোনা নেই তেমন ক্লেইম বিক্রি করলে কী ঘটবে?' প্রশ্ন করল নোরা।

'যদি জানি ওখানে সোনা আছে, তা হলে সেটা নিজেই রাখব,' সোজাসুজি বলল গর্ডন। 'তবে অনেকেই আনন্দের সাথে ঝুঁকি নিতে রাজি হবে।'

'তারা সোনা পেল কি না পেল তাতে তোমার কিছু আসে যায় না?'

'আমার কি ঠেকা পড়েছে? সাত ভূতের ভাবনা ভাবার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।'

নোরা কেইসি যে তার বিরুদ্ধে এতে কোন সন্দেহ নেই। ওর থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। সিসেরো কেইসি তো তার সাথে কথাই বলে না।

সপ্তম দিনে চারটে ওয়্যাগন এল। ওরা গারস্টোনের কাছ থেকে কিছু জিনিস কিনল। ম্যালকম ওদের একটা চাকা মেরামত করে দিল। কিন্তু ওরা থাকল না। ক্যালিফোর্নিয়া ছাড়া আর কোন চিন্তা ওদের মাথায় নেই।

ওই দিনই একটা হরিণ মারল গর্ডন। শহরে ফেরার সময়ে লক্ষ করল গারস্টোনের দোকানের সামনে হিচিঙ রেইলে একটা অপরিচিত ঘোড়া বাঁধা রয়েছে।

স্পারের খোঁচা দিয়ে ব্রিজের ওপর শব্দ তুলে দোকানের সামনে এসে হাজির হলো সে। এই সময়ে দোকান থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল।

লোকটার দেহ পেশীবহুল। চোখ দুটো উদ্ধত। কাঠের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট তৈরি করল। পিস্তলটা ওর পায়ের সাথে বাঁধা। ঘোড়ার পিঠে খাপে রয়েছে রাইফেল। কোন পানির বোতল, স্যাডল ব্যাগ বা বিছানা কম্বল নেই।

'এদিকেই থাকো তুমি?' প্রশ্ন করল গর্ডন।

বাঁকা চোখে গর্ডনকে যাচাই করে দেখতে দেখতে জিভে সিগারেট ঠেকাল। তারপর ওটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কাছেই ওদিকে থাকি।'

'তাই মনে হচ্ছে, বেশিদূর আসনি তুমি,' খোঁচা দিয়ে বলে ওর ঘোড়াটার দিকে চাইল সে।

চারপাশে একবার চেয়ে দেখে একটা ম্যাচের কাঠি বের করে লোকটা বলল, 'রেড হর্স! আশ্চর্য তো? এদিকে ওই নামের কোন শহরের কথা শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'আগে শোনোনি, এখন শুনলে।'

ম্যাচের কাঠি হাতে সময় নিয়ে লোকটা গর্ডনের পিস্তল দেখল। 'তুমিই তা হলে সেই লোক, ফেবলস...গর্ডন ফেবলস। নামটা পরিচিত ঠেকছে।'

'হ্যাঁ, রুফাস নামটাও পরিচিত।'

শব্দ করে হাসল লোকটা। 'ঠিক জায়গা মতই হাত দিয়েছ। তবে আমি রুফাস নই। যদিও ওর কথাতেই আমি সেবা করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।'

'আমাদের তার দরকার নেই।'

'সেই সিদ্ধান্ত রুফাস নেবে।' সুস্থিরভাবে চারপাশে চাইল লোকটা। 'যা দেখছি এখানে তোমরা মাত্র চার-পাঁচজন রয়েছ। এমন বেশি কিছু নয়—তাই না?'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল গর্ডন। 'ওখানে কাঠের ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছ? রুফাসকে বলো, সে যাদের পাঠাবে, তাদের যারা গুলি খেয়ে না মরবে, ওই ব্রিজের ওপর থেকে ফাঁসিতে ঝুলবে।

'ওকে জানিও সে যদি এখানে গোলমাল বাধাতে একজন লোকও পাঠায় আমি নিজে ওর পিছু নেব।'

'অনেক বড় বড় কথা বলছ, বন্ধু। একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

গর্ডনের মনে রাগ দানা বেঁধে উঠেছে। সে জানে দুর্বলতা দেখালেই রুফাসের লোকজন ওদের ওপর চড়াও হবে।

'তোমার কোমরেও পিস্তল ঝুলছে,' বলল সে।

লোকটা একটু চমকাল—চোখ দুটো সতর্ক হলো। 'নিজের সম্পর্কে দেখছি তোমার অগাধ বিশ্বাস।' মাথা নাড়ল সে। 'এই মুহূর্তে বিরোধের মধ্যে আমি যাচ্ছি না, মিস্টার ফেবলস।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই লোকটাকে ঘোড়ার পিঠে শহর ছেড়ে চলে যেতে দেখল গর্ডন। তারপর গোড়ালির ওপর ঘুরে দোকানে ঢুকল।

'আর একজন খদ্দের,' উৎফুল্ল স্বরে বলল গারস্টোন। 'তামাক কিনল।'

ফেবিয়ান ওর কোমরের দিকে নির্দেশ করল। 'তোমার পিস্তল কই?'

'পিস্তল?'

'শোনো,' গর্ডনের গলায় বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। 'এইমাত্র যে লোকটা এখানে এসেছিল সে একজন খুনী। রুফাসের দলের লোক। পিস্তল বের করে কোমরে ঝোলাও—দরকার পড়লে ওটা ব্যবহার করতেও প্রস্তুত থাকতে হবে।'

'আমার কাছে সবই হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে,' বয়স্ক লোকটা বলল। 'রুফাস দলের কথাও আমি কখনও শুনিনি।'

'আমিও না,' সিসেরো কেইসি বলে উঠল। 'আমার মনে হয় লোকটা একজন সাধারণ যাত্রী।'

'সাথে মেয়েরা না থাকলে আমি তোমাদের ফেলেই চলে যেতাম—মজা টের পেতে। তোমরা ভাবছ পশ্চিম ফিলাডেলফিয়ার মত।'

ঘোড়ার পিঠে উঠে চলে গেল গর্ডন। কাঁধ ঝাঁকাল রুবেন গারস্টোন। 'এতে এত চটে যাওয়ার কী হলো বুঝলাম না। ওই লোকটাকে তো আমার ভালই মনে হলো। খুব অমায়িক আর ভদ্র।'

'মিস্টার গারস্টোন,' নোরা কথা বলল, 'হয়তো ও ঠিকই বলছে। লোকগুলো সিসেরোকে বেঁধে রেখেছিল, কিছু মারধরও করেছে।'

'ওরা মাতাল ছিল!' প্রতিবাদ করল সিসেরো। মাতাল কাউহ্যাণ্ড কিছু আমোদ-ফূর্তি করছিল। তাই বলে লোকটাকে গুলি করার কোন দরকার ছিল না।'

রাস্তা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেল নোরা। গর্ডনকে সে যতই অপছন্দ করুক না কেন, এটা স্বীকার করতেই হবে যে লোকটা আর সবার চেয়ে বেশি কাজ করেছে। কারও কাছ থেকে সাহায্য চায়নি, নিজেই রাস্তা পরিষ্কার করেছে, সাইনবোর্ড পেইন্ট করেছে, ফুটপাত মেরামত করে হিচিঙ রেইল বসিয়েছে।

তাই বলে নোরা ওকে বিশ্বাস করে না...বিন্দুমাত্রও না। কিন্তু এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখেছে, লোকটা মিথ্যা বলেনি।

সেলুনে ঢুকে নোরা দেখল গর্ডন গ্লাস পালিশ করছে। 'কেন মিছেমিছি এসব করছ? বিক্রি করার মত তো কিছুই তোমার নেই।'

হাত দিয়ে ব্যারেলটার দিকে দেখাল সে। 'আমার অমর্যাদা করছ তুমি। ওটায় হুইস্কি ভরা রয়েছে। স্বীকার করি ওটা ইণ্ডিয়ান হুইস্কি—কিন্তু হুইস্কি বটে।'

'ওটা তুমি কোথায় পেলে?'

'মানুষ হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়েই কোনমতে চালিয়ে নেয়। ইণ্ডিয়ান ব্যবসায়ীরা মিসৌরির আশপাশে এইভাবেই হুইস্কি তৈরি করে। তোমার মায়ের কাছে দুই গ্যালন প্লাম জুস ছিল—কিছুটা গেঁজিয়ে ওঠায় ফেলে দিতে যাচ্ছিল। ওই থেকেই শুরু। তারসাথে এক পাউণ্ড চিউইঙ টোব্যাকো, আর দুই পাউণ্ড লাল মরিচ একসাথে জ্বাল দিয়ে মিসেস গারস্টোনের কাছ থেকে এক বোতল জামাইকার আদা রস মিশিয়ে চল্লিশ গ্যালন পানি দিয়েছি। ওর সাথে এক গ্যালন কালো মোলাসেস আর দুই বার সাবান—ব্যস।'

'লোকে ওই ছাইপাঁশ খাবে?'

'এটাই শহরের একমাত্র হুইস্কি।'

'তোমাকে বোঝা ভার, মিস্টার ফেবলস। ওটা খেলে মানুষ মারা পড়বে!'

'আমি তোমাকে কথা দিতে পারি এই এলাকার মানুষ মরবে না। কেউ কেউ পছন্দই করবে—বাকি লোকজন সহ্য করবে।'

গর্ডনের চেহারায় আরও কিছু দেখার চেষ্টা করল নোরা। 'মিস্টার ফেবলস, তোমার মতলবটা কী বলো তো?'

'সহজ-সরল ব্যাপার—একটা শহর দাঁড় করাবার চেষ্টা করছি। রেড হর্স শুরুতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। একে বাঁচার একটা দ্বিতীয় সুযোগ আমি দিচ্ছি।'

'তারপরে কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কে বলতে পারে? হয়তো আমি আর কোথাও চলে যাব।'

এখন আর গারস্টোন বা কেইসির সাথে খায় না ফেবলস। সিসেরো ওকে অপছন্দ

করে। এর প্রভাব অন্যান্যদের ওপরও কিছুটা পড়েছে। শিকার পেলে গর্ডন ওদের ভাগ দেয়—তারপর নিজের কাজে যায়।

শহরের নীচে সমতল জমিটা ঘুরে দেখেছে সে। ঢালটা এমন যে সহজেই পানি বইতে পারবে। কেবল বাঁধ দিয়ে পানি আটকাতে পারলেই হলো। ওয়াশের অন্তত একটা জায়গায় বাঁধ দেয়ার মত উপযুক্ত জায়গা সে দেখে রেখেছে। জায়গাটা বেশ সরু—ওখানে দেয়াল আর তলা, দুটোই কিছুদূর পর্যন্ত পাথরের।

প্রথমে কিছু পাথর গড়িয়ে ফেলে দড়ির সাহায্যে কিছু গুঁড়িও শক্ত করে বসিয়ে দিল গর্ডন।

প্রত্যেকবার শহর থেকে বেরোলেই ট্র্যাকের জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখে ও। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ট্র্যাক ওর চোখে পড়েনি। গরু-ঘোড়াগুলোকে সমতল জমির নীচের অংশে চরতে দেয়া হয়। গডফ্রির ওপর ওদের দেখাশোনার ভার ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

অস্থিরচিত্তে ট্রেইলের দিকে চেয়ে থাকে গর্ডন। কিন্তু ওয়্যাগনের দেখা মেলে না। কোন রকম নড়াচড়াই চোখে পড়ে না। অথচ সময় বয়ে যাচ্ছে। সামান্য যা কিছু খাবার ওদের সাথে ছিল তাও ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। গর্ডন নিজে মাংস, পেঁয়াজ আর বুনো বাঁধাকপির ওপরই বেঁচে আছে।

শহরের পরে ক্যানিয়নের অন্ধকার গহ্বরটা দেখলে ভয়ই লাগে। শেষ বাড়িটার পর ক্যানিয়নের দেয়াল দুটো খাড়াভাবে নেমে গেছে। পঞ্চাশ ফুটের বেশি ওর ভেতর দেখা যায় না।

কেউ যদি ফ্ল্যাশ ফ্লাডে ওই ক্যানিয়নে আটকা পড়ে, তার বাঁচার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

এগারো দিনের মাথায় একটা ওয়্যাগন এল। ব্রিজের ওপর শব্দ তুলে গড়িয়ে গড়িয়ে এল। ফেবলস আমন্ত্রণ জানাতে এগিয়ে গেল।

ওয়্যাগনের ড্রাইভার শুকনো-পাতলা গড়নের মানুষ। শক্ত-কঠিন চেহারা। পরনে গান-বেল্ট রয়েছে, পাশেই রাখা আছে ওর রাইফেল। পাশে বসা মহিলার মায়ের মত চেহারা। চেহারা দেখেই বোঝা যায় কাজের মেয়ে।

কীথ বার্ন মিসৌরির লোক। ঘোড়ার সাজ তৈরি করা ওর পেশা। দেখেই ওকে পছন্দ করল গর্ডন।

'তুমি যদি মাইনিঙে উৎসাহী হও তবে এখানে ক্লেইম করার মত অনেক জমি আছে। তবে নিজের পেশা না ছেড়ে অবসর সময়ে মাইনিঙ করতে পারো।'

'এদিকে ইণ্ডিয়ান নেই?'

'ছিল, কিন্তু অনেকদিন হলো এদিকে আর আসে না। কোন চিহ্নই নেই।' একজন সম্ভাব্য নাগরিক হারানোর ভয়ে সে আবার বলল, 'সত্যি কথা বলতে কী, তোমার মত একজন পাশে থাকলে সাহস অনেক বাড়ে। ইণ্ডিয়ান না থাকলেও রুফাসের দল আছে–ওরা ইণ্ডিয়ানদের চেয়েও খারাপ।'

'ওদের কথা শুনেছি।'

শহরটাকে ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কীথ। 'পথ চলতে চলতে আমার স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বাচ্চারাও অসুস্থ। কিছুদিন বিশ্রাম নিতে চাই।'

'চাষ বাস করেছ কখনও?'

কীথের চেহারায় আগ্রহ ফুটে উঠল। 'ওর মাঝেই আমি বেড়ে উঠেছি। বলতে গেলে লাঙ্গল ধরেই হাঁটা শিখেছি।'

শহরের নীচে ওই জমিটার কথা বলল গর্ডন। 'বাঁধের কথাও জানাল। মিসৌরির লোকটা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। মাঝেমাঝে ফিরে জমিটা দেখছে।

'তোমাকে দেখে জুয়াড়ী বলেই মনে হয়,' শেষে বলল কীথ, 'কিন্তু কথায় মনে হয় চাষ করার অভিজ্ঞতা আছে। জমিটা আমি দেখব।'

পরদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গর্ডন বাঁধ তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকল। প্রথম দৃষ্টিতে ওটাকে বাঁধ বলে কেউ চিনতে পারবে না। কেবল একটা বাধার সৃষ্টি করেছে ও। ওতে পানিতে বয়ে আনা টুকরো আটকা পড়ে মজবুত হবে। ও কী করছে তা দেখার জন্য শহর থেকে কেউ আসেনি। ওকে সাহায্য করার প্রস্তাবও কেউ দেয়নি।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিনে চারটে ওয়্যাগন এল। ব্যবসা ভালই হলো। একটা ওয়্যাগন ইয়্যাঙ্কি সেলুনের সামনে এসে থামল।

ওয়্যাগনের চালক সেলুনে ঢুকল। একটু থলথলে চেহারা। মাথার একটা অংশে অকালেই চুলে পাক ধরেছে। ভুঁড়ি হয়নি বটে, কিন্তু একটু ভাব রয়েছে। আরাম-প্রিয় লালচে গাল, তীক্ষ্ণ নীল চোখ।

'নাম ড্যান ক্লার্ক,' ঘোষণা করল লোকটা। 'আমাকে একটা হুইস্কি দাও।'

গর্ডন গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢালার পর ড্যান আবার বলল, 'আমি নিজেও সেলুনের ব্যবসাই করেছি। হয়তো তোমাকে কিছু বুদ্ধি দিতে পারব।'

'সন্দেহ নেই,' শুকনো গলায় জবাব দিল গর্ডন। 'আমিও তোমাকে একটা বুদ্ধি দিতে পারি। হুইস্কিটা খেও না।'

আড়চোখে গর্ডনের দিকে চেয়ে হুইস্কিতে চুমুক দিল ড্যান। সাবধানে, বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, এভাবে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল। 'অস্বাভাবিক ফ্লেভার,' ভদ্রতা বজায় রেখে বলল ড্যান। 'ব্র্যাণ্ডটা ঠিক চিনতে পারলাম না।'

'ইণ্ডিয়ান হুইস্কি। আমার নিজের তৈরি।'

'আমাকে বরং এক গ্লাস পানিই দাও।'

পানিটা চেখে দেখে হেসে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল। 'চুনা-পাথরের পানি। সবচেয়ে খাঁটি। ঠিক কেণ্টাকির বোরবন দেশের মত। বন্ধু,' পানির দিকে দেখাল সে, 'যদি ভাল হুইস্কি বানাতে চাও, তবে ওটাই তোমার প্রথম রসদ—ভাল পানি।'

'মিস্টার ক্লার্ক,' হেঁটে বারের অন্যপাশে গেল গর্ডন। 'আমার হুইস্কি তৈরির কোন ইচ্ছা নেই। সেলুন চালাতেও আমি চাই না। তোমার যা কিছু লাগে আমি সাপ্লাই দেব—জুয়ার দিকটা আমি সামলাব। অবশ্য যদি খেলা হয়। আধাআধি বখরা। পছন্দ হয়?'

আবার পানিতে একটা চুমুক দিল ক্লার্ক। 'সিক্সটি-ফরটি,' বলল সে। 'আমি নিউ ইয়র্ক, রিচমণ্ড, এবিলিন, লীডসভিল, কোরিন, সিলভার রীফ—অনেক জায়গাতেই কাজ করেছি। আমার কাজ আমি জানি।'

ওর দিকে চাইল গর্ডন। সম্ভবত বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। লোকটা

জীবনের ভাল ভাল জিনিসেই অভ্যস্ত। কিন্তু ভাল থাকলে কেন পশ্চিমে এসেছে?

'ঠিক আছে, আমি রাজি। এখন থেকেই তুমি চার্জ বুঝে নাও। আগামীকাল তোমার জন্য একটা মদ তৈরি করার জায়গা ঠিক করা হবে।

'তুমি আমাকে আর কোন প্রশ্ন করবে না?'

'কাজের লোক হলে তোমাকে আমার চাই। নইলে—বিদায়।'

'আমি একটা মানুষ খুন করেছি।'

'রুফাসের দল যদি আমাদের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে আরও খুন তোমাকে করতে হবে।'

'এমন শহরই আমার পছন্দ,' নিচু স্বরে বলল ড্যান। 'বাড়ি ফিরে খুশি হলাম।'

আর একটা ওয়্যাগনে তিন ব্যারেল হুইস্কি এনেছে ড্যান। এক কেস ক্লারেটও আছে ওর সাথে। ওর সাথে যে আর কী কী আছে, তা এখনই বোঝা গেল না। উপর তলায় দুটো অ্যাপার্টমেন্ট করা হলো। তার একটাতে ড্যান উঠল।

ধীরে ধীরে ব্যবসা জমে উঠছে। কয়েকটা ওয়্যাগন এল। একবার একটা ওয়্যাগনের-কাফেলাই এল। সবখানেই ফেবলস আছে। কিন্তু প্রত্যেকদিনই বাঁধের কিছু না কিছু কাজ সে করেছে। দু'দিন কীথও তার খচ্চর এনে ওকে সাহায্য করল। ধীরে বাঁধটা বড় হলো।

একদিন দুপুরবেলা গর্ডন বারে বসে কফি খাচ্ছে, এই সময়ে গডফ্রি বারে ঢুকল। বারের কাছে এগিয়ে পিতলের রেইলের ওপর সে একটা পা রাখল। পায়ে স্প্যানিশ স্টাইলের উঁচু বুট—সাথে মেক্সিকান স্পার। রাখালের কাজ করার সময়ে পিস্তলটা সে পায়ের সাথে বেঁধে নিয়েছে।

'মাল দাও।' ওর স্বর শুনেই বোঝা গেল বলার সময়েই সে আশা করছিল ওকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। এ নিয়ে একটা গোলমাল পাকাবার প্রস্তুতি নিয়েই সে এসেছে।

'একটা বিশ সেন্ট,' বলল ড্যান। 'বেশিরভাগ জায়গাতেই দাম কম, কিন্তু হুইস্কি কড়া ড্রিঙ্ক।'

বারের ওপর একটা সিলভার ডলার রাখল ছেলেটা। 'ভেবেছ আমার কাছে টাকা নেই?' বলল সে। 'কই, এখন ড্রিঙ্কটা দাও।'

কোন মন্তব্য না করেই ড্যান ওকে ড্রিঙ্ক সার্ভ করল। দেয়ার আগে আলোর সামনে ধরে রঙটা পরীক্ষা করে দেখল।

'তুমি কি এখনও গরু-ঘোড়ার দেখাশোনা করছ?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল গর্ডন।

'হ্যাঁ। তাতে কী?'

'ওগুলো এখন কে দেখছে?'

'ওহ্, ওরা ঠিকই আছে, ওদের আর কী হবে?'

'রুফাসের লোকজন হয়তো তাড়িয়ে নিয়ে যতে পারে।'

বারের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল গডফ্রি। ওর গোড়ালিটা ব্রাস্ রেইলের

ওপরই রয়েছে। 'তুমি মিছেমিছি ব্যাপারটাকে বড় করে দেখছ,' বিদ্রূপের স্বরে বলল সে। 'ওদের মত শক্তিশালী দল কয়েকটা গরু নিয়ে কী করবে?'

'শক্তিশালী?' পুনরাবৃত্তি করল গর্ডন। 'ওই দল? ওখানে কয়েকজন পরিণত লোকের মোকাবিলা করার মতও কোন মানুষ নেই। একজনের বিরুদ্ধে পাঁচজন না হলে ওরা লড়ে না।'

জোরে গ্লাস নামিয়ে রাখতে গিয়ে কিছুটা মদ চলকে পড়ল। 'তুমি ছাই জানো! ওরা একটা কঠিন দল!'

ওর কথাটাকে পাত্তা দিল না গর্ডন। একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও জিজ্ঞাসা করল না। দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

বারে ড্যানকে বলছে গডফ্রি, 'বাবার কাছে শুনলাম তুমি অ্যাবিলিনেও বারটেণ্ডারের কাজ করেছ। তুমি যখন ছিলে তখন কি হিককের সাথে তোমার দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'শুনেছি পিস্তলে নাকি তার হাত খুব চালু। ওরা তো বলে আউট-ল'দের মধ্যে সে-ই নাকি সব থেকে ফাস্ট।'

'লোকটা আউট-ল নয়। শহরের মার্শাল সে।'

'ওয়াইল্ড বিল হিকক? আমার তো ধারণা ছিল সে একজন আউট-ল।'

'আউট ল-দের মধ্যে পিস্তলবাজ কমই আছে,' বলল কীথ। 'যারা হিককে চেনে তারা বন্দুকবাজ বলে নয়, লোকটা ভাল বলেই ওকে পছন্দ করে।'

'আর ক্লে অ্যালিসন? সে-কি আউট-ল ছিল না?'

'সেও কোন আউট-ল নয়—সিমেরনে ওর র‍্যাঞ্চ আছে।'

কফি শেষ করে কাপে আবার কফি ঢালল গর্ডন। 'গান-ফাইটার হতে হলে একটা জিনিস খুব জরুরি—হাজার প্র্যাকটিস করলেও মানুষ তা অর্জন করতে পারে না।'

উদ্ধতভাবে গর্ডনের দিকে ফিরল গডফ্রি। 'সেটা কী?' স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ছেলেটা গর্ডনকে পছন্দ করে না।

'যে তোমাকে গুলি করতে যাচ্ছে তার চোখে-চোখে চাওয়ার সাহস থাকতে হবে। অনেক গান-ফাইটার আমি দেখেছি—দরকারের সময়ে ওরা জাফরানের মতই হলুদ হয়ে যায়।'

উনিশ বছর বয়সের ছেলের মতই ছকে পড়েছে গডফ্রি। নিজেকে অনন্য ভাবে—অদ্বিতীয়। পরীক্ষা না করেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে গান-ফাইটার হতে যা যা দরকার, সেসব ওর মধ্যে আছে। তাই পিস্তলটা উরুর সাথে বেঁধে উদ্ধত আর গর্বিত একটা ভাব নিয়ে চলে। কিন্তু একটা জিনিস ওর মাথায় ঢোকেনি, সেটা হচ্ছে, মানুষ যখন কোমরে পিস্তল ঝোলায় তখন আর তার ছেলেখেলা সাজে না। পিস্তল ঝোলানোর মানেই হচ্ছে দরকার হলে সে ওটা ব্যবহার করবে। সেইসাথে এও বুঝতে হবে যে সে যেমন গুলি করতে পারে, তেমনি অন্য মানুষও তার দিকে গুলি ছুড়তে পারে।

খুব বিচলিত বোধ করছে গর্ডন, কিন্তু তা দেখাতে চাইছে না। নিরাপদে

বোকামি করার মত কোন আড়াল নেই। সময়কালে সে নিজেও অনেক বোকামি করেছে—কিন্তু বন্দুক নিয়ে করেনি।

পারিপাশিক অবস্থাই গান-ফাইটারের সৃষ্টি করে—মানুষ ইচ্ছা করলেই তা হতে পারে না। একবার নাম হয়ে গেলে সারা জীবন আরও ভাল হওয়ার জন্য তাদের কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। যাদের মাথায় দোষ নেই তারা কখনও গান-ফাইটার হিসাবে নাম কিনতে চাইবে না।

যে দেশে সবাই কোমরে পিস্তল ঝোলায়—যেখানে ঝগড়া মেটাবার উপায় হিসাবে এটা স্বীকৃত—সেখানে স্বভাবতই কেউ কেউ অন্যের চেয়ে বেশি দক্ষ হবে। যারা টিকে থাকে তারাই গান-ফাইটার হিসেবে চিহ্নিত হয়।

যত পিস্তল লড়াই সে দেখেছে, বা যেগুলোর কথা শুনেছে, তার সবকটাই নেহাত তুচ্ছ কারণে ঘটেছে। সেভেন পাইনসের ঘটনার মত।

একটা ধাক্কা খেয়ে গর্ডন উপলব্ধি করল শহর মেরামত ফিটফাট করায় সে এত ব্যস্ত ছিল যে সেভেন পাইনসের কথা ভুলেই গিয়েছিল। এতদিনে পসির নেশা নিশ্চয় কেটে গেছে—হয়তো গর্ডনকে ফাঁসিতে লটকানোর পরিকল্পনাই বাদ দিয়েছে ওরা। কিন্তু উল্টোটাও হতে পারে, ওদের সিদ্ধান্তই ঠিক, এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ওকে খুঁজে বের করার জন্য খোঁজ-খবর নিচ্ছে কিনা কে বলতে পারে?

এতসব ঝামেলার মধ্যে আরও বিপদ বাড়াতে গডফ্রি নিজেকে গান-ফাইটার ভাবতে শুরু করেছে। গর্ডন জানে এরপর কী ঘটবে। বাহাদুরি দেখাতে গডফ্রি বড়াই করে ঘুরে বেড়াবে—কিন্তু অন্তর থেকে জানবে কাউকে সে গুলি করে মারেনি। যতদিন তা না হচ্ছে সত্যিকার গান-ফাইটার হতে পারবে না ও।

কফি শেষ করে বেরিয়ে পড়ল গর্ডন। বারের ওপর সিলভার ডলারটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। রুফাস দলের পক্ষ নিয়ে গডফ্রির কথা বলাও দুর্বোধ্য ঠেকছে। রুপার মুদ্রাটা সে কোথায় পেল? হতে পারে পশ্চিমে আসার সময়েই সে ওটা সাথে এনেছিল...কিন্তু তাই কী?

সেলুনের ভেতর ড্যান ক্লার্ক ইঙ্গিতে গর্ডনের দিকে দেখাল। 'ওই একটা পুরুষ যাচ্ছে। সমর্থ লোক।'

'ও?'

উদ্ধত প্রতিবাদ আর তাচ্ছিল্যের সুর ওর গলায়। 'আমি নিজেই ওর মোকাবিলা করতে ভয় পাব না। ওকে শক্ত লোক বলে আমার মনে হয় না।'

'যারা ওই ধরনের কথাবার্তা বলে তাদের অনেককেই কবর দিতে সাহায্য করেছি আমি।' বারের ওপর কনুই-এর ভর দিল ড্যান। 'বাছা, তুমি কোমরে একটা পিস্তল ঝুলিয়েছ—কিন্তু কাউকে পেটে গুলি খেতে দেখেছ? নাড়ি-ভুঁড়ি ধুলোয় লুটিয়ে রক্তক্ষয়ে মারা যেতে দেখেছ? সব সময়ে অন্য লোকটাই মারা পড়বে তার কোন মানে নেই—তোমার ভাগ্যেও একই ঘটনা ঘটতে পারে। কথাটা মনে রেখো।'

গ্লাসের হুইস্কি বাকিটুকু একবারে শেষ করে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল গডফ্রি। 'তাতে ভয় পাই না আমি,' দৃঢ় স্বরে জবাব দিল সে। 'সম্ভবত আমিই

ওদের ধুলোয় লুটাতে দেখব।'

'কিন্তু জোর দিয়ে কিছুই বলতে পারো না, বাছা। আমি অনেক দেখেছি। একটা কথা জেনো—তুমি ওদের একজন নও। পিস্তলবাজের ধাতই আলাদা।'

গডফ্রি গারস্টোন চলে যাওয়ার পর নিজের বোকামির জন্য নিজেকেই গাল দিল ড্যান। ওই কথাগুলো বলাতেই এখন ছেলেটা তাকে ভুল প্রমাণ করতে সচেষ্ট হবে। এসব তরুণদের প্রত্যেকেই মনে করে সে একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে। একই পথে এগিয়ে একই ভুল করে। ওরা যা খুঁজছে তা খেলো আর অসার। জীবনের আসল সৌন্দর্য আর আনন্দ কোনওদিন উপলব্ধি করতে পারে না। যা কিছুর দাম ওরা দেয়—খাবার, ড্রিঙ্ক, মেয়ে আর খ্যাতি—সবই ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাবে...কিন্তু কীসের নেশায়?

বারে রাস্তার দিককার জানালাটার দিকে সরে গেল ড্যান। ওই জানালা দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত রাস্তা দেখা যায়। সে বলেছে, এটাই তার পছন্দের শহর। এবং তা মনেও করে। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও। একটা জায়গায় খুঁটি গেড়ে স্থির হতে চায়।

এরই মধ্যে নিজের পছন্দসই একটা জগৎ সে তৈরি করে নিয়েছে। এর অনেক কিছু সাথে করেই এনেছে। সেলুন চালাতে ওর ভাল লাগে। ভাল হুইস্কি সার্ভ করে আনন্দ পায়। লোকটা চুপচাপ—বেশি কথা বলার অভ্যাস নেই। প্রফুল্ল সামাজিক পরিবেশ, মানুষের বন্ধুসুলভ ব্যবহার আর খোলাখুলি কথা বলাই ওর পছন্দ। মাতাল লোক সে পছন্দ না করলেও ওদের সহ্য করতে শিখেছে।

নিজের জন্য ড্যান ক্লার্ক আলাদা দুটো জগৎ গড়ে নিয়েছে। একটা তার পেশাগত জগৎ—যার মাধ্যমে সে রোজগার করে। অন্যটা তার অবসর কাটানোর জগৎ—উপর তলায় উঠে দরজা বন্ধ করে দেয় লোকটা। সে স্থির জানে শহরের লোকের সাথে মেলামেশা করলেই উটকো ঝামেলা বাড়ে। গর্ডন ফেবলসের মত সেও একটু আলাদাই থাকবে।

গর্ডনের সাথেও ওর বড় একটা কথা হয় না। সকালে নাস্তার টেবিলে কফি খাওয়ার সময়েই যা একটা দুটো কথা হয়। গর্ডন কখনও ড্যানের কামরায় ঢোকেনি—ড্যানও গর্ডনের কামরা দেখেনি।

ড্যানের সাথে নিগ্রো কাজের লোকটা অন্ধকার হবার পর ওয়্যাগন থেকে মাল উপরে তুলেছে। ওর ঘরে আছে কিছু ভাল পেইন্টিঙ, একটা পিয়ানো আর গোটা পঞ্চাশেক বই। এক খদ্দের ওকে মনটেইনের একটা বই দিয়েছিল, সেই থেকেই ওর পড়া শুরু। বিশ বছর পার হয়ে গেছে, এখনও তার কাছে মনটেইনের বইটা আছে। ঘরে টার্কিশ 'রাগ' আর একটা চমৎকার চার-খুঁটিওয়ালা বিছানা রয়েছে।

অভ্যাসবশেই ড্যান জানালার কাছে একটা উইনচেস্টার আর বারের নীচে একটা শটগান রাখে। একটা ডেরিঞ্জারও সে কাছে রাখে। বিভিন্ন সুবিধামত জায়গায় আরও অস্ত্র লুকিয়ে রাখা আছে।

সারা জীবন মূল্যবান যা কিছু সে জড় করেছে সবই দুটো ওয়্যাগনে চাপিয়ে সাথে এনেছে। তবে তা এমন বেশি কিছু নয়। ওর মগজে যা আছে সেটা আসলে দামী।

জীবনের সৌরভ উপভোগ করতে তার ভাল লাগে। রসিয়ে রসিয়ে বই, সঙ্গীত আর পেইন্টিঙের স্বাদ গ্রহণ করে ড্যান। নেহাত বাধ্য হয়েই ওকে সীমান্তে আসতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সীমান্তকে ভালবেসে এখানেই থেকে গেছে।

ড্যান সব মানুষকেই স্বাগত জানায়, কিন্তু ওর বন্ধু খুব কম। গর্ডন ফেবলস সম্পর্কে এখনও নির্দিষ্ট কোন ধারণা না জন্মালেও ওকে ড্যানের ভালই লাগে। লোকটার অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস আর ভাল পরিবার থেকে এসেছে বলেই মনে হয়। ছোটখাট ব্যবহারে ওটা প্রকাশ পায়। মেয়েদের সাথে কথা বলার সময় পুরো শালীনতা বজায় রাখে—কখনও বাড়াবাড়ি করে না। খাওয়া, পান করা, চলাফেরা, সবকিছুতেই ওর একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করেছে ড্যান। নিজে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এলেও সম্ভ্রান্ত মানুষ চিনতে ভুল করে না।

বিশেষ একটা ব্যাপারে গর্ডনকে ড্যান ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার শহরে বসবাস করার মত লোক খুঁজছে গর্ডন। যাদের বিশেষ কোন যোগ্যতা আছে কেবল তাদেরই সে থাকার প্রস্তাব দিয়েছে। যে শহর খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী হওয়ার কথা সেখানেই কোনও মাইনার নেই। এর কারণটা জানার কৌতূহল ড্যানের হচ্ছে।

রেড হর্সে এখন উনত্রিশটা পরিবার বাস করছে। হোটেলটা খোলা হয়েছে। একজন ডাক্তারেরও আগমন ঘটেছে। রুবেন গারস্টোন হ্যারি নামের এক লোককে পার্টনার নিয়ে আরও মাল জোগাড় করে ব্যবসায় নেমেছে। একটা বেকারীও খোলা হয়েছে।

চতুর্থ সপ্তাহের শুরুতে একটু সকাল-সকালই বার খুলে বসেছে ড্যান। দরজা খুলে কীথ বার্ন ঘরে ঢুকল।

'মিটিঙটা কোথায়?' প্রশ্ন করল সে।

'মিটিঙ?'

'গর্ডন ফেবলস এখানে দেখা করতে বলেছে। জানিয়েছে আরও লোক থাকবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পিছন দিকের কামরাটা দেখাল ড্যান। 'ফেবলস ওখানে আছে। আরও লোক আছে ওর সাথে।'

মিসৌরির লোকটা ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আশ্চর্য, ফেবলস ওকে এ ব্যাপারে কিছুই জানায়নি। একটা চুরুট বের করে মাথা কেটে রাস্তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ড্যান।

কীথ বার্ন, ওয়েন বেকেট আর লেন ভিকার্স...সবাই ভাল যোদ্ধা...দরজা খুলে ডিক ঢুকল—ওর সাথে নোয়েল আবার মাথা ঝাঁকিয়ে পিছনের দরজাটা দেখাল ড্যান। তারপর ম্যাচ জ্বেলে চুরুটটা ধরাল।

কীথ সীমান্তে আর ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ওয়েন আর লেন ভিকার্স দুজনই ফিফথ ক্যাভেলরিতে ছিল। ডিক সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানে না ড্যান, কিন্তু নোয়েল টেক্সাসের মানুষ—ট্রেইল ড্রাইভার ছিল সে।

লোকগুলো চলে গেলে ফেবলস বারে ঢুকে কফির অর্ডার দিল। ড্যান আগেই

কফি তৈরি করে রেখেছে।

'তোমাকে বলার দরকার মনে করিনি,' হঠাৎ বলল গর্ডন। 'তুমি বলেছিলে এটাই তোমার শহর—জানি দরকার হলে এর জন্য যুদ্ধ লড়তেও তুমি প্রস্তুত থাকবে।'

'তুমি কি গোলযোগ আশা করছ?'

'যে কোনও দিন।' কফিতে একটা চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখল গর্ডন। 'কেইসি, গারস্টোন, হ্যারি, এরা মনোস্থির করার আগে অনেক আলাপ আলোচনা করে সময় নষ্ট করবে। ততক্ষণে শহরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মেয়েরা ধর্ষিত বা খুন হয়ে যাবে। আমি এমন কিছু লোক চাই যাদের ওপর নির্ভর করা যায়। তারা কে কোথায় আছে আমার জানা দরকার। ওরা কতখানি তৈরি সেটাও খুব জরুরী।'

আবার কফিতে একটা চুমুক দিয়ে ফেবলস বলে চলল। 'আমার বিশ্বাস যা-ই ঘটে সেটা আমি সামলাতে পারব। ওরা আমাকে দিয়েই শুরু করবে। আমি জনা ছয়েক বিশ্বাসী লোক চাই যারা সতর্ক নজর রাখতে ভুলবে না।'

'আর আমি?' জানতে চাইল ড্যান। 'আমাকে কি তুমি গোনার মধ্যে ধরছ না?'

'তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকবে। কী করতে হবে সেটা তোমাকে আমার বলে দিতে হবে না। এটাই স্বাভাবিক যে ওদের কিছু লোক এখানে বারে হাজির হবে। সেটা ঘটলে বুদ্ধি করে ওদের অকেজো করে রাখলেই চলবে।'

বারের ওপর সাবধানে চুরুট নামিয়ে রাখল ড্যান, যেন ছাইটা না পড়ে। 'আমি একটা ওয়াইনের বোতল খুলতে চাই,' বলল সে।

'"শুধু প্রথম আঙুরের ওয়াইন,"' উদ্ধৃতি দিল গর্ডন।

বারের তলা থেকে বোতলটা বের করার সময়ে মুখ তুলে চাইল ড্যান। '"আঙুর তলায় তিন রকম আঙুর হয়,"' বলল সে, '"প্রথমটা আনন্দের, দ্বিতীয়টা মাতলামির, আর তৃতীয়টা অনুশোচনার।"' দুটো গ্লাসেই অর্ধেকের কিছু বেশি মদ ঢালল ক্লার্ক। 'আমার বিশ্বাস অ্যানাখারসিস কথাটা বলেছিল।'

একটা গ্লাস গর্ডনের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজের গ্লাসটা হাতে তুলে দিল। 'রেড হর্সের নামে!' টোস্ট করল সে।

'অ্যাঁ?...হ্যাঁ...হ্যাঁ, নিশ্চয়। রেড হর্সের সমৃদ্ধি!'

কিন্তু একটু ইতস্তত করেছিল গর্ডন। সেদিন রাতে বিছানায় ধবধবে সাদা চাদরের নীচে শুয়ে কথাটা ভাবল ক্লার্ক।

'ইতস্তত করল ফেবলস...কেন?'

তিন

আগুনের পাশে চারজন লোক বসে আছে। ঘোড়ার পিঠে গডফ্রি ওখানে হাজির

হলো। জায়গাটা পাহাড়ের খাঁজে। শহরের তলায় সমতল জমিটার থেকে মাত্র আধমাইল দূরে ঝোপের ভিতর। গডফ্রি যে ট্রেইল ধরে গিয়েছে সেটা শহর থেকে দেখা যায় না। এবং শহরটাও ওখান থেকে দেখা যায় না। কথামতই রুফাস আর ট্যাণ্ডি হিরাম ওখানে রয়েছে।

'আমাদের জন্য কোন খবর আছে, বাছা?'

জিনের ওপর থেকে নেমে আগুনের ধারে এগিয়ে গেল গডফ্রি গারস্টোন। উরুর সাথে বাঁধা পিস্তলটা সম্পর্কে সে খুব সচেতন। গোড়ালির ওপর বসে একটা সিগারেট রোল করা শুরু করল।

'শহরের কেউ কোন বিপদ আশা করছে না–এটাই তো জানতে চাও?'

'আর কোন বিপদ হবেও না।' আগুনের ওপাশে নিজের লোকজনের দিকে চেয়ে চোখ টিপল রুফাস। 'আমরা ওই ফেবলস লোকটার সাথে একটু কথা বলতে চাই। ও-ই লোকটাই তো শহর চালাচ্ছে।'

থুতু ফেলল গডফ্রি। 'আমাকে চালায় না সে। চেষ্টাও করবে না!'

রুফাসের পাশে বসে আছে টম ট্রেনটন। রাষ্ট্রের ভেতর যখন যুদ্ধ চলছিল লোকটা তখন ওয়ারক্সে পাহাড়ের ধারে চাষ-আবাদ করত। যুদ্ধে তার কোন আগ্রহ ছিল না, তবে লুট-তরাজে খুব আকর্ষণ ছিল। প্রথমে কোয়ানট্রিল, তারপর ব্লাডি অ্যাণ্ডারসন, আর সবশেষে রুফাসের দলে যোগ দিয়েছে ও। এদিকে আসার পথে একা পেলেই যাত্রী আর মোষ শিকারীদের খুন করে লুট করেছে।

'ওকে তো তুমি শায়েস্তা করলেই পারো? বলল টম। 'ওকে মারতে পারলে তোমার সম্মান বাড়বে।'

'আমার সাথে লাগতে আসে না ও।'

'কাপুরুষ, তোমাকে ভয় পায়।'

কথাটা গডফ্রি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। কিন্তু শুনতে ভালই শোনাল। ওরা তাই বিশ্বাস করুক এটাই সে চায়। 'আমার সাথে লাগে না,' আবার বলল সে।

'আমার একটা লোককে অযথা গুলি করেছে ও,' রুফাস বলল। 'বেচারা এখনও বিছানায় পড়ে আছে।'

ট্যাণ্ডি হিরাম কিছুই বলেনি। সিগারেটের ধোঁয়ার আড়াল থেকে চোরা চোখে ওর দিকে একবার চাইল গডফ্রি। শুকনো নেকড়ের মত চেহারা, বয়সে গডফ্রির থেকে মাত্র দু'তিন বছরের বড় হবে। বাঁটে মুক্তা বসানো দুটো পিস্তল ঝুলছে ওর কোমরে।

ওই পিস্তলগুলোর ওপর চোখ পড়তেই একটা উত্তেজনার শিহরণ খেলে গেল ওর সারা দেহে। ট্রেনটনের কাছে শুনেছে ট্যাণ্ডি নাকি এরমধ্যেই ষোলোজনকে খতম করেছে।

'অনেক লোকজনের যাওয়া আসা চলছে শহরে,' মন্তব্য করল রুফাস। 'তোমার বাবা নিশ্চয় ভাল ব্যবসা করছে।'

'সেলুনের ড্যান ক্লার্ক...ওই লোকটাই দুহাতে টাকা লুটছে।'

'তোমরা ওখানে একটা নাচের ব্যবস্থা কেন করো না? অনেক সুন্দর সুন্দর

মেয়ে আছে ওখানে—নাচের আয়োজন করলে আমরাও আসতে পারি। আউট-ল হওয়ার একটাই অসুবিধা, মেয়েদের দেখা পাওয়া ভার। তবে শহরে গেলে মেয়েরা খুব কদর দেয়—গায়ে-পড়ে যেচে কাছে আসে। সুন্দরী মেয়েরা সত্যিকার আউট-ল-দের কাছে ভিড়তে পারলে বর্তে যায়।'

অবিশ্বাসের চোখে ট্যাণ্ডির দিকে চাইল ট্রেনটন। 'তুমিই বলো, শেষ কবে একটা মেয়ের সাথে শুয়েছ তুমি?'

'বিশ্বাস করো!' নিজের উক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করল ট্যাণ্ডি। 'আউট-ল-রা হয় গতিশীল, ভীষণ আর সাহসী...মেয়েরা আকৃষ্ট হয়।'

অস্বস্তি বোধ করছে গডফ্রি। আউট-ল-দের কথাবার্তা ঘুরেফিরে শেষ পর্যন্ত মেয়েদের আলোচনায় গিয়েই স্থির হয়। আর সে, একটা স্টেজ লুট করা, বা কিছু গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু চায় না।

'কেইসির মেয়েটা একটা তেজী ঘোড়া। ভিন্স শহরে গেছিল—দেখেছে। মেয়েটা নাকি দেখতে দারুণ।'

'হ্যাঁ, মেয়েটা দেখতে সুন্দর,' স্বীকার করল গডফ্রি। 'কিন্তু ওর নাক উঁচু।'

আগুনের ওপর চড়ানো কফি পট থেকে কফি ঢেলে নিল সে। ওর এখন ফেরা উচিত। সেদিন বাবা নীচের সমতল জমিতে এসে ওকে দেখতে না পেয়ে খুব রাগারাগি করেছে।

'এই নাও'—নিজের বোতলটা তুলে ধরল রুফাস—'কফির সাথে এর কিছুটা মিশিয়ে নাও। বুকে লোম গজিয়ে উঠবে।'

বোতল থেকে খানিকটা হুইস্কি গডফ্রির কাপে ঢেলে দিল রুফাস। আসল কথা, হুইস্কি ওর বিশেষ পছন্দ নয়। বড়রা খায় বলে সেও খায়।

'শহরে আইনের দেখাশোনা কে করে? কাউকে মার্শাল বানানো হয়েছে, নাকি সবাই সতর্ক পাহারায় থাকে?'

'আরে না,' তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল গডফ্রি। 'ওরা একদল কৃষক—কঠিন হবার সামর্থ্যই ওদের নেই। সম্ভবত গর্ডন নিজেকেই আইন-রক্ষক বলে মনে করে। কিন্তু কোন ব্যাজ পরে না।'

নিজের কফিতেও অনেকখানি হুইস্কি ঢেলে নিল রুফাস। 'আমার মনে হচ্ছে তোমাদের একটা ইলেকশন দরকার,' চতুরতার সাথে প্রস্তাব রাখল সে। 'ইলেকশন করে ভোটে হারিয়ে ওকে সরিয়ে দিতে পারবে। তারপর তোমরা নিজেরাই ইচ্ছামত শহর চালাতে পারবে।'

কফিতে চুমুক দিল ছেলেটা। অনুভব করল কফিতে মিশানো হুইস্কি ওর বুকে জ্বালা ধরিয়ে নীচে নামল। 'বুঝলাম না—শহরটাই ফেবলসের, ওকে কীভাবে তাড়াব?'

'ওটা ওর শহর কে বলল? শহর কি কারও কেনা? এমন শুনেছ কখনও?'

আর এক ঢোক কফি গিলে স্মরণ করার চেষ্টা করল গডফ্রি। কিন্তু কিছুই মনে করতে পারল না। তবে শহর বা তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিশেষ জানেও না সে। গর্ডনকে অপছন্দ করে বলেই তার এই খেদ। তা ছাড়া বাবা এবং আর সবাই তাকে এত টাকা খাজনাই বা দিতে যাবে কেন? শহরটা ওখানে, আছে

জানত—ওদের সবাইকে কেবল ওখানে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী করেছে গর্ডন?

বাবার সাথে দেখা হলেই সে সব কথা বুঝিয়ে বলবে। ওদের ধারণা তারাই সব জানে! আর বুড়ো কেইসি...সিসেরোর সাথেই সে আগে কথা বলবে। ছেলেটা ফেবলসকে মোটেও পছন্দ করে না। নোরাও ওকে বিশ্বাস করে না।

গর্ডনকে শহর থেকে বের করে দিতে পারলে সে একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়াবে। একটা কাজের কাজ হবে—ভাবল সে।

'ফেবলসকে তাড়াতে পারলে তুমি নিজেই সব দখল করে বসতে পারবে,' প্রস্তাব দিল রুফাস। 'তোমার ইচ্ছা মতই চলবে শহর।'

কথাটা আগে তার মনে আসেনি...হ্যাঁ, মন্দ কী? কিন্তু হঠাৎ ওর স্বপ্ন টুটে গেল। বাবা আর কেইসি পরিবার ওকে ছোটকাল থেকে চেনে। ওরা হেসেই উড়িয়ে দেবে—বিশ্বাসই করবে না সে এত কিছু পারে।

কিন্তু সে নিজেই যদি কোন কৌশলে গর্ডনকে সরাতে পারে...?

ছেলেটা কী ভাবছে আন্দাজ করল রুফাস। 'ওকে গুলি করেই তুমি হত্যা করতে পারো। তখন আর কেউ তোমার বিরুদ্ধে কথা বলবে না। তুমিই হবে চীফ! টপ বস!'

দূর থেকে মেঘের ডাক শোনা গেল। কিন্তু গডফ্রি খেয়াল করল না। গরুর দেখাশোনা করার কথাও সে ভুলে গেছে।

রুফাস উঠে দাঁড়িয়ে লাথি মেরে মাটি ফেলে আগুন নিভিয়ে ফেলল। 'এই নাও—' অর্ধেক বোতলটা গডফ্রির দিকে বাড়িয়ে দিল সে—'বাকিটা তুমিই শেষ করো। সামনের সপ্তাহে আবার দেখা হবে। কোথায় দেখা করতে হবে সেটা আমার একজন লোক তোমাকে জানিয়ে আসবে।'

ঘোড়ার পিঠে চড়ে তীক্ষ্ণ চোখে গডফ্রির দিকে চাইল রুফাস। 'আমার দলের একজনকে গুলি করেছে ফেবলস। ওর গায়ে যে গুলি বেঁধাবে তার জন্য আমার দলে একটা জায়গা থাকবে।' সে আবার বলল, 'ও মরল কিনা তা আমি দেখতে যাব না—ওকে অকেজো করলেই চলবে।'

ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। আর এক ঢোক মদ খেয়ে ওদের যাওয়া দেখল গডফ্রি। আজ পর্যন্ত ওদের আড্ডা তাকে চেনানো হয়নি—অর্থাৎ এখনও সে পুরো বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। ঠিক আছে...সেও দেখে নেবে।

সূর্য এখনও ঢলে পড়েনি—বেশ গরম। আর একটু হুইস্কি খেল সে। তারপর ঘোড়ার পিঠে চেপে সমান জমির দিকে রওনা হলো।

হুইস্কিতে অভ্যস্ত নয় গডফ্রি—আজ অনেক খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু ওই নিয়ে নয়, ফেবলসের কথাই সে ভাবছে। লোকটাকে মারতে পারলে সে-ই হবে বস্। মার্শালও হতে পারে। কালো কোট পরে দাঁড়াবে রাস্তার কোনায়—ট্যাণ্ডি-হিরামের মত দুটো মুক্তো-বসানো পিস্তলও কিনবে।

নাক উঁচু নোরা কেইসিকে সে দেখিয়ে দেবে!

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট ট্রেইলের ওপর এসে পড়ল সে। ট্রেইলটা খুব সরু, চওড়ায় আট ইঞ্চির বেশি হবে না; আর খুব পুরনো। নিঃসন্দেহে ইণ্ডিয়ান বা পাহাড়ী ভেড়ার তৈরি। ওটা ধরেই এগোল গডফ্রি। পঞ্চাশ গজ এসে একটা ফাঁকা

জায়গায় বেরিয়ে এল। একটা পাথরের নগ্ন কাঁধের ওপর ওটা হারিয়ে গেল। কিন্তু আরও সামনে এগিয়ে আবার যেন ট্রেইলটার দেখা পেল সে।

মাতাল অবস্থায় প্রায় মিলিয়ে যাওয়া পথটা ধরেই এগোল। তা হলে এই ট্রেইলটাই গর্ডনও খুঁজছে বলে শুনেছে ও। ফেবলস বলেছে ক্যানিয়নের ওপর দিয়ে ভেড়ার কোনও পায়ের ছাপ সে দেখেনি—তাই পাহাড় পেরোবার জন্য ওরা নিশ্চয় আর একটা পথ ব্যবহার করে। হয়তো এটাই সেই পথ।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ট্রেইল ধরেই গডফ্রি আরও আধমাইল এগোল। এখানে সেখানে কিছুকিছু চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ওই পথ যখন ছাড়ল তখন গডফ্রি গরু চরানোর জায়গা পেরিয়ে এসেছে। গরুর কোনও কথা ওর মনেই নেই। দূরে অস্পষ্টভাবে পাহাড়ের ভেতর গুড়গুড় শোনা গেল...শব্দটা মেঘের গর্জনের মত।

বেশি মাতাল হয়ে পড়েছে গডফ্রি—খুব ঘুম পাচ্ছে ওর। হুইস্কি বোতল থেকে শেষটুকু গলায় ঢেলে খালি বোতলটা পুরনো ট্রেইলের পাশেই ফেলে, শহরের দিকে ঘোড়া ফেরাল সে। সূর্য ডুবে গেছে। এখন আর কোনওদিকেই ওর খেয়াল নেই।

পাহাড় থেকে নীচে নামার রাস্তা খুঁজে পাওয়া কঠিন ব্যাপার। এই অবস্থায় গডফ্রির পক্ষে তো অসম্ভব। ঘোড়াটাই পথ বের করে ওকে ফিরিয়ে আনল।

ওই রাতে পাহাড়ে বৃষ্টি হলো।

গর্ডন ক্লান্ত ছিল বলে সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে। বিজলি চমক আর সেই সাথে প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। ছাদের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার আওয়াজ হচ্ছে।

বিছানার ওপর উঠে বসল ফেবলস। বৃষ্টি আসছে...এখনই ছিটে-ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। ছাদের ওপর বৃষ্টির শব্দ থেমে গেল। বিছানায় বসে জানালার বাইরে চেয়ে গর্ডন ভাবতে চেষ্টা করছে এমনভাবে হঠাৎ তার ঘুম কেন ভেঙে গেল?

বাঁধ!

ওটার কাজ কিছু বাকি আছে কিনা ভাবল সে। নাহ্, বৃষ্টি নামার আগে যা যা করার দরকার ছিল সবই করা হয়েছে।

মেঝেতে নেমে জানালার ধারে এগিয়ে বাইরে তাকাল। দূরে পাহাড়ের পিছনে বিজলির চমক দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি এলে শহর আর নতুন বোনা ফসলের কী কী সুবিধা হবে ভাবতে ভাবতেই দেখতে পেল একজন আরোহী রাস্তা ধরে আসছে। লোকটা জিনের ওপর যেভাবে বসে আছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, হয় মাতাল বা আহত হয়েছে।

লোকটা চোট পেয়েছে মনে করে জানালা থেকে সরে আসার মুখে আবার বিজলি চমকাল।

ওকে গডফ্রি গারস্টোন বলে চিনতে পারল গর্ডন।

'গডফ্রি গারস্টোন?' অবিশ্বাসের সাথে জোরেই বলে উঠল সে।

ঘড়ি দেখল...রাত একটা বেজে গেছে। গরুগুলোকে খোঁয়াড়ে ফিরিয়ে এনে অনেক আগেই ছেলেটার ঘুমিয়ে পড়ার কথা। তাড়াতাড়ি পিছন দিককার জানালা

দিয়ে বাইরে চাইল ফেবলস। খোঁয়াড় ফাঁকা!

গরুর দল খোঁয়াড়ে না থাকলে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বাঁধের সামনে স্বাভাবিক জায়গাতেই ওরা আশ্রয় নেবে। রাখালের কাজ ছিল ঝড়ের আগেই ওগুলোকে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনা।

বাঁধের উপরের দিকে সিকি-মাইল পর্যন্ত বেরোবার কোন রাস্তা নেই। পায়ে হেঁটে মানুষ বা পাহাড়ী সিংহ হয়তো উঠতে পারবে, কিন্তু গরু বা ঘোড়া নিয়ে সেটা অসম্ভব। পাহাড়ে ভারি বৃষ্টির পর যে পানির ঢল নামবে, তাতে ফ্ল্যাস-ফ্লাড অনিবার্য। গরু আর ঘোড়া যা কিছু ওখানে থাকে সব মারা পড়বে। রেড হর্সের কয়েকটা ঘোড়া ছাড়া বাকি গরু, ঘোড়া আর খচ্চর, সবই ওখানে রয়েছে।

রেড হর্সের কিছু বিপদ হলে ওই জন্তুগুলোই লোকজনের বাঁচার একমাত্র পথ। কারও কারও জন্য ওগুলোই সর্বস্ব। হারালে বাঁচবে না।

আর দেরি করল না গর্ডন। খোঁয়াড়ের দিকে এক ঝলক দেখেই চেয়ারের ওপর রাখা ট্রাউজার্স পরে নিল। তাড়াহুড়া করে বুট জোড়া পরে গান-বেল্টটা তুলে নিল। হ্যাটটা মাথায় দিয়ে বেল্ট পরতে পরতে দরজার দিকে ছুটল।

নিজের ঘরে বিছানার ওপর বসে তেলের বাতিতে মনটেইন পড়ছে ড্যান ক্লার্ক। দরজা বন্ধ করার পর সিঁড়ি দিয়ে ছুটে গর্ডনের নীচে নামার আওয়াজ ওর কানে এল। বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল সে। নীচের রাস্তাটা ফাঁকা।

ওখানে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট উদ্বিগ্নভাবে কী ঘটছে বোঝার চেষ্টা করল। শেষে সিদ্ধান্ত নিল গর্ডনের সাহায্য দরকার হলে সে তার দরজায় টোকা দিত।

কালো ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপিয়ে ওকে আস্তাবলের দরজায় নিয়ে এল গর্ডন। ঘোড়ার পিঠে চড়ার সময়ে পাহাড়ের দিক থেকে আবার মেঘের গর্জন শোনা গেল। গর্ডন নিজেকে সব সময়ে স্বার্থপর মানুষ হিসাবেই জানে—এবং এটা বিশ্বাসও করে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ভাবল না এখন যা করতে যাচ্ছে সেটা তার বিশ্বাসের পরিপন্থী।

ঘোড়াটা খুব ভাল জাতের। ওর পিঠে চড়ে রাস্তা ধরে এগোবার আগে অভ্যাসবশে পমেলের সাথে ঝোলানো দড়িটা ছুঁয়ে দেখল গর্ডন।

অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি নড়ে উঠল। দোকানের সামনে কেউ কোদাল হাতে আসন্ন বৃষ্টির জন্য নালা কাটছে।

'কীথ?'

'কে, গর্ডন নাকি?'

'হ্যাঁ। আমি গরুগুলো ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি—দুজন হলে সুবিধা হত।'

'আমি বর্ষাতিটা নিয়ে আসছি।'

সময় নষ্ট করল না কীথ। লণ্ঠনের আলোয় ওকে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাতে দেখল গর্ডন। আস্তাবল থেকে নতুন খড় আর গোবরের গন্ধ আসছে। অল্প আলোয় কীথের অস্পষ্ট আকার ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

পাহাড়ে তুমুল বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেছে; এই সময়ে ওরা খাঁজটার কাছে পৌঁছল। গর্ডনের মত মিসৌরির লোকটাও জানে গরু-ঘোড়াগুলো কোথায় আশ্রয়

নেয়। শহরের সব ষাঁড়, কিছু ঘোড়া, সব গরু আর খচ্চর রয়েছে নীচে।

নীচে নামার আগে কীথের কনুই ছুঁলো গর্ডন। 'তুমি গরুগুলোকে গাইড করার জন্য এখানেই থাকো, আমি নীচে গিয়ে ওদের তাড়িয়ে আনছি।'

'দুজন গেলে কাজটা তাড়াতাড়ি হবে,' বলে কীথও খাঁজ ধরে নীচে রওনা হলো।

'পানির ঢল যখন নামবে, তোড়ের মুখে গাছের গুঁড়ি আর পাথর নিয়ে গর্জন করে ছুটে আসবে। কাজটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও।'

বার্ন শুনল না—ঢাল বেয়ে নেমে গেল। গর্ডন ওর পিছু নিল। নীচে নেমে দুজনেই ওয়াশ ধরে বাঁধের দিকে ছুটে এগোল। যে কোনও মুহূর্তে পিছন থেকে বন্যার পানি আসার আওয়াজ শুনতে পাবে বলে আশঙ্কা করছে গর্ডন। ওর ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে উঠেছে।

কয়েকটা গরু আর খচ্চর আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে। ভীত চোখে ওরা পাহাড়ের দিকে চাইছে। কীথ দড়ির কুণ্ডলী হাতে নিয়ে উরুর ওপর বাড়ি দিয়ে শব্দ করতে করতে ঘোড়া নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। 'হাই-ইয়াহ্! হাই-ইয়াহ্! ওঠ!'

ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে বাকিগুলোও উঠে দাঁড়াল। বেপরোয়া চিৎকার আর দড়ির চাপড় মেরে ওরা জন্তুগুলোকে রওনা করাল। গর্ডন তার পিস্তল বের করে আকাশের দিকে একটা গুলি ছুঁড়ল। ক্যাটল আগে বাড়তে শুরু করল, কিন্তু লীডারগুলো পিছিয়ে পড়ছে।

'ওদের জোর করে তাড়াও!' চিৎকার করে বলল গর্ডন। 'লীডাররা ওটার গন্ধ পাচ্ছে! পানির শব্দ শুনতে পেলে ওরা কিছুতেই আর শব্দের দিকে আগে বাড়বে না।'

পিস্তল ফুটিয়ে, চিৎকার আর চাবুকের মত দড়ির বাড়ি দিয়ে সবগুলোকে ওয়াশ ধরে খেদিয়ে নিয়ে চলল ওরা। মুখে ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল গর্ডন। আতঙ্কের একটা ঠাণ্ডা স্রোত ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। অনুভূতিটা ওর চেনা...পূর্ব অভিজ্ঞতা তার আছে। পানির একটা দেয়াল সামনের বাতাসকে ধাক্কে নিয়ে আসছে।

বারবার গুলি ছুঁড়ছে ওরা। ভাল স্টক-হর্স ওই কালো ঘোড়াটা। সেও পিছিয়ে পড়া গরুগুলোর পাছায় ছোটছোট কামড় বসিয়ে সাহায্য করছে। আগে বাড়ছে ওরা, বেশ দ্রুত আগে বাড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাল। লীডারগুলো থেমে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চাবুক মেরে আবার ওদের দৌড় শুরু করাল গর্ডন।

বৃষ্টি শুরু হলো। জোর বাতাসে প্রথমে কয়েকটা বড় ফোঁটা ঝাপটা মারল, তারপর নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। সামনে কোথাও বাজ পড়ল। আবার লীডারগুলো থেমে দাঁড়াল—ঘোরার মতলব করছে। কীথকে পিছন দিকটা সামলাতে দিয়ে গর্ডন এগিয়ে দড়ির বাড়ি দিয়ে আবার ওদের এগিয়ে নিয়ে চলল।

হঠাৎ মেঘের গর্জন আর বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে আর একটা শব্দ ওদের কানে পৌঁছল। লীডারগুলো বেগে ছুটছে এখন—গর্ডন পিছিয়ে এল।

'ছুটিয়ে নিয়ে চল!' চিৎকার করল সে। 'পানি ক্যানিয়নে ঢুকে পড়েছে!'

দড়ি আর পিস্তলের সাহায্যে ক্যাটল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওদের ঘোড়া দুটো সামনে পিছনে ছুটাছুটি করে ভীত জন্তুগুলোর পাছায় দাঁতের চিমটি বসাচ্ছে। হঠাৎ খাঁজের উপর বড় পাথরের নিশানাটা গর্ডনের চোখে পড়ল। ওই পথেই গরু নিয়ে উপরে উঠতে হবে।

বাঁক ঘুরে খাঁজের কয়েক গজের মধ্যে চলে এল ওরা। ওয়াশটা ওখান থেকে সিকি-মাইল সোজা চলে গেছে। বিদ্যুতের আলোয় পানির দেয়ালটাকে তোলপাড় করে ছুটে আসতে দেখা গেল।

বারো ফুট উঁচু। মাথার উপর গাছের গুঁড়ি লোফালুফি করতে করতে এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে ওদের দিকে ছুটে আসছে। মুহূর্তের জন্য অভিভূত হয়ে পড়ল গর্ডন।

ওদের সরে পড়া অসম্ভব। আর সময় নেই। এবার সে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছে—সেইসাথে কীথেরও। মনের ভয় ছাপিয়ে এবার তাগিদের তাড়ায় সে চিৎকার করে উঠল।

'কীথ! পালাও!' ঝড়ের শব্দে ওর গলা শোনা গেল না।

অনবরত বিদ্যুৎ চমকের আলোয় কীথ ওর হাত নাড়া দেখতে পেল। দুজনেই খাঁজ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল। প্রায় একই সময়ে গরুর লীডার ফাঁকটা দেখে বাড়ি ফেরার রাস্তা চিনতে পারল। একটা আতঙ্কিত ডাক ছেড়ে বিশাল ষাঁড়টা খাঁজ লক্ষ্য করে দৌড় দিল। মুহূর্তে বাকিগুলোও ওর পিছু নিল। গরুর দলের মাঝে পড়ে প্রবাহের সাথেই এগোল গর্ডন। হঠাৎ গরুর ভীত ডাক আর পানির গর্জন ছাপিয়ে একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেল সে।

ভিড়ের মধ্যে উপরে নিরাপদ জায়গার দিকে যেতে যেতেও ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ফেবলস। দেখল কীথ ঘোড়া সহ পটকান খেয়েছে—ওর পা ঘোড়ার তলায় আটকা পড়েছে।

চিন্তা করল না গর্ডন—কতটা ঝুঁকি আছে ভেবে সময় নষ্ট করল না। হয়তো ঘোড়াটা মারা পড়তে পারে, কিংবা কীথের গায়েও লাগতে পারে—কিন্তু ওটাই একমাত্র আশা। ঘোড়াটা স্থির হয়ে পড়ে আছে। ঘোড়াটার চামড়া গুলির আঘাতে জ্বালিয়ে ওকে উঠতে বাধ্য করলে হয়তো কীথ তার পা ছাড়িয়ে নেয়ার একটা সুযোগ পাবে।

পিস্তল তুলে লেভেলে আসতেই ট্রিগার টিপে দিল গর্ডন। ডাক ছেড়ে লাফিয়ে কোনওমতে উঠে দাঁড়াল ঘোড়া। তারপর খাঁজ লক্ষ্য করে দৌড়ে বেঁচে গেল।

পানির তোড়ে আর সব শব্দ এখন তলিয়ে গেছে। ছাড়া পেয়ে কীথ তাড়াতাড়ি ওয়াশের পাথুরে দেয়ালে একটা বেরিয়ে আসা পাথর লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। পরমুহূর্তেই বন্যার পানি এসে পড়ল। ওর দেহটা চকচকে পানির তলায় ঢেকে গেল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পমেলে বাঁধা দড়ি নিয়ে ছুটে ওয়াশের পাড়ে পৌঁছল গর্ডন। দৌড়ের মাঝেই একটা ফাঁস তৈরি করে ফেলেছে ও। ল্যাসো ছোঁড়ায় এমন কিছু ওস্তাদ সে নয়, তা ছাড়া অনেক দিনের অনভ্যাস—বুঝতে

পারছে কীথের বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। হয়তো এতক্ষণে সে মারাই পড়েছে, না তোড়ের মুখে ভেসে গেছে।

ওয়াশটা খরস্রোতা পানিতে দশ ফুট ভরে উঠেছে। পানির সাথে বড় বড় গুঁড়ি আর পাথর ভাসছে,আর ডুবছে। কতক্ষণ এমন চলবে? এক ঘণ্টা? দু'ঘণ্টা? তিন? কীথের দেহটা ততক্ষণে বহুদূর ভেসে যাবে। ক্যানিয়ন পেরিয়ে মরুভূমিতে গিয়ে স্থির হবে ওটা।

সাবধানে আরও কাছে এগোল গর্ডন। সতর্কভাবে পা ফেলছে যেন ফস্কে নিজেও পড়ে না যায়। ওপাশের পাড় থেকে বারো ফুট লম্বা ছয় ফুট চওড়া একটা চাক ভেঙে পড়ল।

কীথ যেখানে অদৃশ্য হয়েছে তার কাছাকাছি পৌঁছল গর্ডন। ওখানে দড়ির ফাঁসটা আঁকড়ে ধরে কাদার ওপর শুয়ে খাড়া ধারের ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে নীচে উঁকি দিল। দড়ির অন্য মাথা পমেলের সাথে বাঁধা।

ওর নীচে সাদা একটা হাত দেখা যাচ্ছে। হাতটা ভিজে পাথরে পিছলে যাচ্ছে। আরও নীচে কীথের নাকটা কেবল পানির ওপরে ভাসছে। অন্য হাতটা বেকায়দা ভঙ্গিতে কোনওমতে পাথর ধরে আছে।

বাইরে বেরিয়ে থাকা পাথরটাই প্রচণ্ড স্রোতের টান থেকে ওকে কিছুটা আড়াল করেছে। এই কারণেই সে ভেসে যায়নি। কিন্তু গর্ডনের চোখের সামনে ওর হাত পিছলে যাচ্ছে।

আরও এগিয়ে কাদায় হাঁটু গেড়ে হাত বাড়িয়ে কীথকে ধরার চেষ্টা করল গর্ডন। অনেক কষ্টে কব্জির নাগাল পেল।

পিচ্ছিল...অত্যন্ত পিচ্ছিল।

হাঁটুর নীচে সামান্য গর্ত ওর পতন ঠেকাবে আশা করে মুক্ত হাত দিয়ে গর্ডন ফাঁসটা নীচে ফেলল। মিস করল ফাঁস–কিন্তু কীথ বোকা নয়। সে শক্ত লোক. জীবনের জন্য সে আগেও লড়েছে, এখনও দুর্বলতা প্রকাশ পেল না। মাথা সরিয়ে ফাঁসটা গলায় পরল কীথ। তারপর বেপরোয়াভাবে একবার চট করে গর্ডনের দিকে চেয়ে, পাথর ছেড়ে অন্য হাতটা ফাঁসের ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিল।

মুহূর্তে কীথের সমস্ত ভার পড়ল পিচ্ছিল কব্জি ধরা গর্ডনের হাতে। ঝাঁকিতে হাঁটুর ঠেকা ছুটে গেল। কাদার ওপর পিছলে ভারের টানে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কিতভাবে গর্ডন অনুভব করল পানিতে পড়ে যাচ্ছে।

খামচে কোনওমতে দড়িটা ধরে ফেলল গর্ডন। হাতের মুঠো পিছলে নেমে যাচ্ছে সে। কীথের গায়ে বাড়ি খেয়ে থামল। দুজনই দড়ি ধরে ঝুলছে—বাঁচার জন্য তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে যুঝছে। গর্ডনও কীথের সাথে একই ফাঁসের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল।

বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা অনবরত ওদের মুখের ওপর বাড়ি দিয়ে চলেছে। পানির স্রোত টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। একবার একটা ভারি কাঠের গুঁতো খেয়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠল গর্ডন। দড়িটা টানটান রয়েছে।

সাবধানে গর্ডন ওয়াশের খাড়া ঢালে পা রাখার মত একটা জায়গা খুঁজল। দড়িটা যদি একটু ঢিল দেয়া যায়...

রোপিঙ হর্স সম্পর্কে কীথও সবই জানে। চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সেও পা রাখার জায়গা খুঁজতে শুরু করল। দড়িতে কিছু ঢিল দেয়া দরকার।

দুজনে মিলিত চেষ্টায় একটু ঢিল দিল। অমনি কালো ঘোড়াটা পিছিয়ে গিয়ে দড়িটা টানটান রাখল। আবার একই চেষ্টা করল ওরা। কীথ পা রাখার একটা জায়গা খুঁজে পেলেও গর্ডন পেল না। কিন্তু কীথ ওর বগলের নীচে হাত রেখে জোরে ঠেলা দিল—আরও একটু ঢিল পাওয়া গেল। ঘোড়াটা আবার পিছিয়ে দড়ির টান বজায় রাখল।

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

পাড়ের ধারটা ওদের মাত্র কয়েক ইঞ্চি উপরে। কোমর পানিতে ডুবে আছে ওরা। কিন্তু পা রাখার মত কোনও জায়গা নেই। গর্ডনের একমাত্র সান্ত্বনা, সে জানে কালো ঘোড়াটা ওইভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ে না গেলে সে দড়ির টান বজায় রাখবে।

কালো ঘোড়াটা অনেক খারাপ গরু, পাজি লঙহর্ন আর একরোখা ষাঁড়কে দড়ি দিয়ে কাবু করেছে। তার কাজই দড়িটাকে টাইট রাখা—ওইভাবেই তাকে ট্রেইন করা হয়েছে। মহাপ্রলয় এলেও সে দড়ি টেনে দাঁড়িয়ে থাকবে।

দড়ির ফাঁসে ঝুলছে ওরা। মাংসের মধ্যে কেটে বসে যেতে চাইছে দড়ি। গর্ডনের হাত টনটন করছে—দড়ির ঘষায় হাতের তালু লাল হয়ে গেছে—জ্বলছে।

পানির সেই প্রাথমিক তোড় কিছুটা কমেছে বটে, কিন্তু স্রোতের টান এখনও রয়েছে। তবে ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচণ্ডতা নেই। বিপদ কাটেনি মোটেও—তবে ঘোড়াটা বিশ্বস্তভাবে ওদের টেনে রেখেছে।

'পানি নেমে যাচ্ছে!' গর্ডনের কানের কাছে চিৎকার করল কীথ। 'আমার হিপ-পকেটের নীচে চলে গেছে!'

কয়েক মিনিট পর ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হলো। এবার ডান দিকে গর্ডন একটা পাথর দেখতে পেল। ওটার ওপর পা রাখা সম্ভব।

ঝুঁকে ওটার ওপর পা রেখে ধাক্কা দিল সে। সাথে সাথে ঘোড়া ঢিল নিয়ে নিল। ধার ধরে ফেলেছে গর্ডন। কীথ পা বাধিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে—এবার সেও ধার ধরে ফেলল। দড়ির ঢিলটা এমন হঠাৎ করে টান করল ঘোড়া যে টানের চোটে দুজনেই কাদামাটি মেখে হেঁচড়ে পাড়ে উঠে এল।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল কীথ। 'এমন রাতে কেউ বাইরে বেরোয়!' ক্ষোভের সাথে বলল সে।

কালো ঘোড়াটা এগিয়ে এসেছে গর্ডনের কাছে। উঠে দাঁড়িয়ে ফেবলস ঘোড়াকে আদর করতে করতে বলল, 'এক কাপ কফি হলে মন্দ হত না।'

'ওহ, আমার একটা কড়া ড্রিঙ্ক দরকার। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর খাব না, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে চাঙ্গা হতে হলে আমার হুইস্কি চাই।'

কালো ঘোড়াটার পিঠে চেপে দুজনে একসাথে শহরে ফিরল।

ভোর হয়ে এসেছে—কাদা মেখে নিঃশেষ অবস্থায় শহরে রাস্তা ধরে এগোচ্ছে ওরা। কিন্তু ক্লান্ত হলেও ওদের খুশি দেখাচ্ছে। রুবেন গারস্টোনকে দেখা গেল এরই মধ্যে বাইরে বেরিয়ে তার ফুটপাতটা ঝাড় দিচ্ছে। অবাক হয়ে সে মুখ তুলে

চাইল।

'তোমাদের এ কী অবস্থা হয়েছে?' প্রশ্ন করল সে।

সোজা কথার মানুষ কীথ। কম কথায় জানাল কী ঘটেছে। 'আর একটু হলে আমাদের পোষা জন্তুর-পালটাই হারাতে বসেছিলাম,' শেষে বলল সে। 'ওখানে তোমারও আট-নয়টা গরু-ঘোড়া ছিল।'

'ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না,' বলল গারস্টোন। 'গডফ্রি কখনও—'

'ও মাতাল ছিল,' বাধা দিয়ে বলে উঠল অ্যাল বুচার। বুচার পরে এসেছে, কাউকে তোয়াজ করে চলার ধার ধারে না সে। 'আমি জানালা বন্ধ করতে উঠেছিলাম, দেখলাম ঘোড়ার পিঠে রাস্তা ধরে ছেলেটা আসছে। সম্ভবত আস্তাবলেই ঘুমিয়ে নেশা কাটাচ্ছে।'

ধীরে ধীরে গডফ্রির ঘুম ভাঙল। প্রথমেই খড়ের গন্ধ ওর নাকে এল। চোখ খুলে বাড়ির পিছনে ছাপরাটার ছাদ ওর চোখে পড়ল। ওটাই ওদের আস্তাবল।

উঠে বসে চারপাশে চাইল সে। মাথার ভেতরটা দপ্দপ্ করছে, মুখটাও বিস্বাদ ঠেকছে। পিস্তলটা খাপ থেকে পড়ে গিয়েছিল, ওটা তুলে আবার খাপে ভরল।

আকাশে সূর্য অনেকটা উপরে উঠেছে। চারপাশ থেকে সকালের আওয়াজ ওর কানে আসছে। কিন্তু ওগুলো প্রভাতী শব্দ নয়। কোন মোরগ ডাকছে না। কেবল একটা মুরগী ডিম পেড়ে কট্কট্ কট্কট্ কট্কট্ কটাশ কট্ শব্দে নিজের কৃতিত্বের কথা জানান দিচ্ছে।

দু হাতে মাথা চেপে ধরে টলতে টলতে দরজার চৌকাঠের সাথে ধাক্কা খেল গডফ্রি।

ওর ঘোড়াটা নেই...জিনটাও নেই। বাইরে তাকাল সে। তীব্র আলোয় চোখ কুঁচকে গেল। তাড়াতাড়ি ঘোড়াটা খুঁজে বের করে গরুগুলোর কাছে ওকে পৌঁছুতে হবে। নইলে বাবা—

আস্তাবলের কোথাও ঘোড়াটা নেই। বাইরেও ওটাকে দেখা গেল না। বেল্টটা ভাল করে বেঁধে টুপি পরে রাগের সাথে সে স্টোরে ঢুকল।

'আমার ঘোড়া কোথায়?' ব্যাখ্যা দাবি করল গডফ্রি। 'কেউ আমার ঘোড়া নিয়ে কোথাও গেছে।'

তার বাবা মুখ তুলে চাইল। 'যেটাকে তুমি নিজের ঘোড়া বলছ, ওটা আসলে ম্যালকম কেইসির,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। 'সিসেরো এখন ওটা চালাচ্ছে। গরু-ঘোড়া চরানোর যে কাজটা তোমাদে দেয়া হয়েছিল সেটাও এখন থেকে সে-ই করবে।'

গডফ্রির মাথায় রাগ চড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই তার বাবা বাধা দিল।

'তুমি মাতাল ছিলে,' তিক্তভাবে বলল বয়স্ক লোকটা। 'জঘন্য রকম বেহদ্দ মাতাল হয়ে নোংরার মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিলে। কীথ আর গর্ডন যদি না থাকত তবে গতরাতে আমাদের সব খোয়াতে হত।'

'কেন কী হয়েছিল?'

সংক্ষেপে কীথ ঘটনা জানিয়েছিল—সে রসিয়ে গল্প বলতে জানে না। কিন্তু ওর স্বভাব সবার জানা আছে বলেই কল্পনায় খুঁটিনাটিগুলো ভরে নিতে কারও অসুবিধা হয়নি।

'আমি জানতে চাই তুমি ওই হুইস্কি কোথায় পেলে,' জিজ্ঞেস করল গারস্টোন। 'ড্যান ক্লার্ক তোমার কাছে ওটা বেচেনি।'

'তুমি নিজের চরকায় তেল দাও!'

গারস্টোনের মুখটা সাদা হয়ে গেল। 'মুখ সামলে কথা বল!' কাউন্টারের পিছন থেকে বেরিয়ে এল সে। 'একটা এঁচড়েপাকা ছেলের মত ব্যবহার তোমার থেকে অনেক সহ্য করেছি—আর না! ওই পিস্তলটা খুলে এখনই আমার কাছে জমা দাও। আর এখন থেকে প্রতি সকালে উঠে তুমি আমাকে স্টোরের কাজে সাহায্য করবে।'

'কক্ষনো না!' চিৎকার করল গডফ্রি। 'আমি ছেলেমানুষ নই! আমার যা খুশি তাই আমি করব!'

দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। রাস্তায় বেরিয়ে একটু দাঁড়াল। কামারের দোকান থেকে ম্যালকম কেইসির হাতুড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওই দিকে রওনা হয়েও একটু এগিয়ে থেমে গেল। কেইসি তার বাবার চেয়েও কড়া—ওর সাথে কথা বলে কোন লাভ হবে না।

এখনও তার পকেটে কয়েকটা ডলার রয়েছে; তাই সেলুনের দিকেই রওনা হলো। তারপর আবার ইতস্তত করল...ফেবলস থাকবে ওখানে। প্রত্যেকদিন এটাই ওর নাস্তা খাওয়ার সময়। গর্ডনের সাথে দেখা হোক, এটা সে চায় না—অন্তত আজ সকালে নয়।

ফেবলস একটা হিরো, মহান মানুষ। সে তাদের পশুগুলোকে বাঁচিয়েছে—বা ওই রকমই ভাব দেখাচ্ছে। এতে বাহাদুরির কী হলো? ওগুলোকে ওয়াশ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আসা এমনকী কঠিন কাজ?

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে গডফ্রি—ওর মাথাটা দারুণ ধরে আছে। মায়ের মুখোমুখি হতেও ওর সাহস হচ্ছে না। তাই বাড়ি যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ওর একটা ঘোড়াও নেই।

ব্যাপারটা ওকে প্রচণ্ড একটা আঘাত দিয়েছে। ঘোড়া ছাড়া রুফাসের সাথে দেখা করতে যেতে পারবে না। ঘোড়া ছাড়া কোথাও যেতে পারবে না—কিছুই করা যাবে না! এখন সে কোন মুখে রুফাসের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে তার ঘোড়াটা কেড়ে নেয়া হয়েছে? যে আউট-ল দলের সদস্য হতে চায়, সেই শক্ত লোকটার থেকেই বাচ্চাকে শাস্তি দেয়ার মত চড় মেরে ঘোড়া কেড়ে নিয়েছে!

রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে সমতল জমিটার দিকে চাইল গডফ্রি। একজন আরোহী ওয়াশের ধার দিয়ে যাচ্ছে। ওটা ফেবলস। ওরকম ঘোড়া এদিকে আর দ্বিতীয়টা নেই।

ঝট করে ঘুরে ইয়্যাঙ্কি সেলুনের দিকে রওনা হলো সে। বারের পিছনে দাঁড়িয়ে সকালের চুরুটটা উপভোগ করছে ড্যান ক্লার্ক।

'এক কাপ কফি হবে? আর তার সাথে দুটো ডিম?' জিজ্ঞেস করল গডফ্রি।
ঘুরে পট থেকে কফি ঢালল ড্যান। 'ডিম নেই,' বলে কাপটা বারের ওপর দিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিল। 'এখানে ওসব জোগাড় করা কঠিন।'
রেগে কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল গডফ্রি। কেন যেন মনে হলো, সে যাই বলুক লোকটা পাত্তা দেবে না।
একটু পরে সে কথা বলল। 'ওরা আমাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছে। আমার দোষ, একটু হুইস্কি খেয়েছিলাম। অন্যায়টা কী করলাম?'
মুখ থেকে সিগার নামিয়ে মনোযোগ দিয়ে ছাইটা পরীক্ষা করে দেখল ক্লার্ক। চারদিকে সমান আর ভালভাবে গড়ে উঠছে ওটা। চুরুটটা আবার মুখে তুলে বাইরে দূরে সমতল জমির দিকে চাইল সে।
'এতসবের কোন মানেই হয় না,' নালিশ জানাল গডফ্রি। 'ওখানে থাকলেও ক্যাটলের কোন ক্ষতি হত না। ওই নড়বড়ে বাঁধ কিছুতেই পানি ধরে রাখতে পারবে না।'
ড্যান নিজের কাপ নিয়ে পট থেকে কফি ঢেলে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্ডনের ফেরার কথা। ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে সে।
ফেবলস ওর কাছে একটা ধাঁধা। লোকটা কী ধরনের মানুষ? গতরাতের ঘটনায় নতুন কিছু জানেনি ক্লার্ক। কঠিন পরিস্থিতিতে যে লোকটা দিশাহারা হবে না তা সে ধরেই নিয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া আর সব ব্যাপারে লোকটা কেমন জানতে ইচ্ছে করে ওর। খুব চাপা লোক গর্ডন। কম লোকের কাছেই সে নিজের চিন্তাধারা ব্যক্ত করে।
'ওই ফেবলস লোকটা,' আবার বলল গডফ্রি, 'কোন চমক নেই, ওর চেহারা দেখলে আমার ক্লান্তি আসে।'
আবার মুখ থেকে চুরুট নামাল ক্লার্ক। কিন্তু রাগের সাথে তাড়াতাড়ি নামাতে গিয়ে ছাইটা পড়ে গেল। ওদিকে চেয়ে বিড়বিড় করে একটা গাল দিল সে।
'কোমরে একটা পিস্তল ঝুলায় বটে,' বলে চলল গডফ্রি, 'কিন্তু বাঁটে একটা দাগও নেই। একটাও না!'
রাগের মাথায় শেষে মুখ খুলতে বাধ্য হলো ক্লার্ক। কথা বলতে চায়নি সে—তবু বলতে হচ্ছে দেখে একটু উত্তেজিত বোধ করছে। সেলুন অন্যান্য জায়গা থেকে একটু সমযতন্ত্র। এখানে যে কেউ নিজের মনের কথা ব্যক্ত করতে পারে। কথাগুলো যদি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে খোঁচা না দেয় তা হলে যা খুশি বললেও কেউ আপত্তি করবে না। সাধারণত ভারাক্রান্ত মন থাকলেই কিছুটা হালকা হতে মানুষ বারে আসে। তাই বারটেণ্ডার অভ্যাসবশেই তাদের কথা শোনে; কানে তোলে না। একান্ত বন্ধু-মানুষ না হলে কোন মন্তব্য করে না।
কিন্তু এখন প্রতিবাদ করল ক্লার্ক। 'নিতান্ত খেলো মানুষ ছাড়া আর কেউ পিস্তলে দাগ কাটে না!' বলল সে। 'ওটা ছেলেমানুষি।'
'হ্যাঁ, তোমাকে বলেছে!' রেগে উঠল ছেলেটা। 'ট্যাণ্ডি হিরাম দাগ কাটে! ওর পিস্তলে ষোলোটা নচ আছে।'
কফিতে চুমুক দিল ক্লার্ক। কফিটা খুব হালকা হয়েছে। কাপ নামিয়ে রেখে

চুরুটটা তুলে নিল সে। হঠাৎ দুশ্চিন্তা ওকে ঘিরে ধরল। চট করে আড়চোখে একবার গডফ্রির দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। কতখানি বোকা ওই ছেলেটা?

'আমার সন্দেহ আছে,' বলল সে। ট্যাণ্ডির পিস্তলবাজিতে হাত ভাল ঠিকই, কিন্তু কখনও বাঁটে নচ কাটবে না ও।

'মনে করো তুমিই সব জানো,' তেতে উঠল গডফ্রি। 'আমি নিজের চোখে দেখেছি!'

বলেই বুঝতে পারল বেশি বলে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি বাকি কফিটুকু শেষ করে ফেলল। তারপর, 'কাজ আছে, এখন যাই,' বলে বেরিয়ে গেল।

বাইরে উজ্জ্বল রোদ। এক মুহূর্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে কী বলেছে ভাবল। সম্ভবত ড্যান ক্লার্ক ভাববে পশ্চিমে আসার পথে ওর সাথে ট্যাণ্ডি হিরামের দেখা হয়েছে। তা ছাড়া, ক্লার্ক কেমন করে জানবে সে কোথায় গিয়েছে বা কার সাথে দেখা হয়েছে?

রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল সে। বুঝতে পারছে বাবার সাথে তার সন্ধি করতেই হবে। কিন্তু এখনই বাবার মুখোমুখি হতে দ্বিধা বোধ করছে। তারচেয়ে বরং মায়ের সাথেই আগে দেখা করবে। তারপর ঘোড়া জোগাড় করার একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

গর্ডন ফেবলস ওয়াশের ধার দিয়ে ধীর গতিতে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। এখনও সে ক্লান্ত, কিন্তু পিঠের ওপর গরম রোদটা বেশ মিষ্টি ঠেকছে। বাতাসটা ধুলোমুক্ত, ঝরঝরে পরিষ্কার। পানি ধরে রাখতে পেরেছে দেখে ওর আরও ভাল লাগছে। ফ্ল্যাশ-ফ্লাডের অনেক পানি বাঁধের ওপর দিয়ে উপচে চলে গেছে বটে, তবু অনেক পানি আটকা পড়েছে।

বাঁধের মাত্র কয়েক ইঞ্চি নীচে রয়েছে পানির লেভেল। বাঁধ থেকে চড়াই-এর দিকে কয়েকশো গজ বিস্তৃত হয়ে আছে পানি। সূর্যের তাপে অবশ্য এর অনেকখানি বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে, কিন্তু বৃষ্টিভেজা মাটি আর এই পানিতে তাদের বোনা শস্য ঠিক মতই বেড়ে উঠবে। কয়েক একর জমিতে কর্ন, কয়েক সারি পেঁয়াজ, আলু, গাজর ইত্যাদি বোনা হয়েছে।

জিনের ওপর ঘুরে শহরের দিকে চাইল গর্ডন। সকালের আলোয় ওটাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। দৃশ্যটা সত্যিই সুন্দর। শহরের পিছনে গগনস্পর্শী পাহাড় ছবির মতই দেখাচ্ছে। ভালভাবে দেখাশোনা করতে পারলে একে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

তবে এতে শেষ পর্যন্ত তার কোন লাভ হবে না। ভাল খদ্দের পেলে ক্লেইমগুলো বেচে দিয়ে সরে পড়াই ওর প্ল্যান।

কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছে দেখে কিছুটা চিন্তিত হয়ে উঠছে সে। কারণ দিন যতই যাচ্ছে, শহরটাকে বিউয়েলস ব্লাফ বলে চেনে, এমন লোকের এসে হাজির হওয়ার সম্ভাবনাও ততই বাড়ছে। সেভেন পাইনস থেকে কারও এসে পড়ার ঝুঁকিও রয়েছে।

ওয়াশের ধার দিয়ে চলতে চলতে পশু চরানোর জমিতে পৌঁছে গেল গর্ডন। সিসেরো কেইসিকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার মুখ পাহাড়ের দিকে ঘোরাল

সে। কিন্তু ছেলেটাই ঘোড়া নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল।

'বাবার কাছে গতরাতের কাহিনি শুনলাম,' বলল সে। 'তুমি মারা পড়তে পারতে।'

'মানুষকে কিছু ঝুঁকি নিতেই হয়।'

'কিন্তু ওখানে তো তোমার কিছুই ছিল না,' সিসেরো বলল। 'কীথের কথা আলাদা, তার অনেক ক্ষতি হত।'

'আমার একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হত না,' জবাব দিল গর্ডন। 'কীথ সত্যিই কাজের লোক।'

ওরা আরও কয়েক মিনিট গরুর ঘাস, পানি, এসব বিষয়ে আলাপ করল, তারপর পাহাড়ের দিকে রওনা হলো ফেবলস। উত্তরে যাচ্ছে সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল। ও ভাবছে, হয়তো হরিণ পাওয়া যেতে পারে। এদিকে সে কখনও আসেনি। চিহ্ন খুঁজতে গিয়ে আগুনটা ওর চোখে পড়ল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আগুনের অবশিষ্ট অংশ নেড়েচেড়ে দেখল ফেবলস। বৃষ্টিতে ছাইগুলো দলা পাকিয়ে গেছে, কিন্তু পুরো পোড়েনি এমন কাঠের টুকরাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গোড়ালির ওপর বসে ওগুলো সরাল। নীচে বালু এবং আরও ছাই রয়েছে। একটা আগুনের ওপর মাটি ফেলে নিভিয়ে ফেলা হয়েছিল, তারই ওপর আবার আগুন জ্বালানো হয়েছে।

একবারের বেশি এটা কেউ ব্যবহার করেছে...কেন? কাছে কোথাও পানি নেই, আধমাইলের মধ্যে ঘোড়ার খাবার মত কোন ঘাসও নেই—কেবল কিছু ঝোপ রয়েছে। ক্যাম্পের জন্য এটা ভাল জায়গা নয়, শুধু একটু আড়ালে—এই যা।

আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল ফেবলস। অল্পদূর গিয়েই গডফ্রি যে ট্রেইলটা দেখেছিল সেটা ওর চোখে পড়ল।

গডফ্রির চেয়ে গর্ডনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। ওটাকে পুরনো ইণ্ডিয়ান ট্রেইল বলে চিনতে ওর দেরি হলো না। জীব-জন্তুরাও ওই ট্রেইল ব্যবহার করে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওটা ইণ্ডিয়ানরাই প্রথম তৈরি করেছে।

ছয় ইঞ্চির বেশি চওড়া নয় ওটা। পায়ের ঠিক সামনে আরেক পা ফেলে হাঁটা ইণ্ডিয়ানদের স্বভাব। এই কারণেই ট্রেইলগুলো সরু। ইণ্ডিয়ানরা এটা তৈরি করে থাকলে এটা নির্দিষ্ট কোন জায়গায় গিয়েছে...হয় পানি, নয়তো কোন খাবারের উৎস।

ট্রেইলটা হারিয়ে গেল, আবার খুঁজে পেল। তারপর একটা কাত হওয়া বিশাল পাথরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ট্র্যাকটা ওর চোখে পড়ল। জায়গাটাকে বৃষ্টি আর বাতাস থেকে আড়াল করেছে ওই পাথর। একটা ঘোড়ার পায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওখানে।

আর একটু এগিয়ে একটা জিনিস ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রোদ পড়ে চকচক করছে। কাছে গিয়ে দেখল ওটা একটা খালি হুইস্কির বোতল।

গডফ্রি মাতাল ছিল। এই হুইস্কি ড্যান ক্লার্ক বিক্রি করেনি, কারণ বোতলে মদ বেচে না সে।

তা হলে কি গডফ্রিই ওই খাঁজে কারও সাথে দেখা করেছিল? নাকি সেও তার মতই হঠাৎ ওটা আবিষ্কার করেছে? কিন্তু ওর এদিকে আসার কী কারণ থাকতে পারে? ওর কাজ ছিল গরু-ঘোড়া দেখা।

ঘোড়া নিয়ে আবার ট্রেইল ধরে এগোল গর্ডন। আন্দাজের ওপর অনুসরণ করছে। ওর সহজাত প্রবৃত্তি আর বুদ্ধি মিলিয়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েই এগোচ্ছে। সে জানে ইণ্ডিয়ানরা কখনও টিবির ওপর দিয়ে হাঁটে না, ওখানে নড়াচড়া সহজেই মানুষের চোখে পড়বে। ওরা উচ্চতা অনুযায়ী পাহাড়ের গা বেয়ে সবচেয়ে সহজ পথ বেছে নিয়ে ওই পথেই চলাচল করে।

আধঘণ্টা চলার পর ফেবলস বুঝল পাহাড়ের গভীর থেকে আরও গভীরে ঢুকে পড়ছে সে।

সাহস করে পাহাড়ের একটা ফাটলে ঢুকল ও। নীচে থেকে, বা যেখানে আগুনটা আবিষ্কার করেছিল, কোনওখান থেকেই ওই ফাটলটা দেখা যায় না। পাহাড়ের একটা বাড়তি কাঁধের কারণে একটা নকল দেয়ালের সৃষ্টি হয়েছে। ওটার পিছন দিয়ে এগোচ্ছে গর্ডন। ফাটলের ধারগুলো খাড়াভাবে পিছনে হেলে গেছে। দুদিকের দেয়াল থেকেই চোখা এবড়ো-খেবড়ো পাথর বেরিয়ে আছে।

দিনটা বেশ গরম, বাতাসও স্থির হয়ে রয়েছে। ক্রমাগত উপর দিকেই উঠে চলেছে গর্ডন। দুবার ঘোড়া থামিয়ে আশপাশের পাহাড়গুলো ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেছে, সেইসাথে ঘোড়াটাকেও বিশ্রাম দিয়েছে। যখনই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় প্রবেশ করেছে, লক্ষ করেছে উদ্ভিদেরও পরিবর্তন ঘটছে। উঁচু দিকের ঢালগুলোতে সর্বত্রই ফোঁটা-ফোঁটা পাইন গাছ দেখা যাচ্ছে—উপরের গাছগুলো বেশি মোটা।

তার ফিরতি পথ ধরা উচিত, কিন্তু ট্রেইলের আকর্ষণ ছাড়তে পারছে না। প্রত্যেকবারই ভাবছে সামনের বাঁকটা, বা বেরিয়ে থাকা পাথরের আড়ালে কী আছে দেখেই ফিরবে—কিন্তু সামনে এমন একটা কিছু পড়ছে যে ওর আড়ালে কী আছে না দেখে ফিরতে মন চাইছে না। হঠাৎ ট্রেইলটা বেশ খাড়া ভাবে নীচের দিকে নেমে একটা সরু ফাটলের মধ্যে দিয়ে এগোল। ফাটলের তলায় উপরের উঁচু খাড়া ক্লিফের ছায়া পড়েছে। ওখানে বাতাসটা আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা। আর পানির গন্ধ আসছে ওর নাকে।

যখন খুঁজে পেল, দেখল প্রাকৃতিক পাথরের চৌবাচ্চায় জমা হয়েছে পানি। পঞ্চাশ ফুট চওড়া, এবং বেশ গভীর। যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না, সেই ছায়া-ঘেরা জায়গাতেই গভীরতা সবচেয়ে বেশি। পানির একটা ছোট্ট ধারা চুইয়ে বেরিয়ে এসে এক পাশে কতগুলো পাথরের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে। ভেড়ার পায়ের ছাপ প্রচুর দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ঘোড়া, গরু বা মানুষের কোনও পায়ের ছাপ নেই।

তবে ক্লিফের দেয়ালে ইণ্ডিয়ান কিছু লেখা দেখা যাচ্ছে। লেখার অর্থ বের করার চেষ্টায় কৌতূহলী হয়ে ওগুলো ভাল করে পরীক্ষা করল গর্ডন। হয়তো ওটা শিকার-দেবতার কাছে ওদের প্রার্থনা।

ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে চৌবাচ্চার পাশ দিয়ে ফাটল ধরেই সে এগোল।

হঠাৎ পথটা ঘুরে নীচের দিকে একটা বিরাট খোলা ঘাসের পার্কে নেমে গেল। পার্কটা তিন মাইল লম্বা আর দু'মাইল চওড়া। ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা ঝর্না বয়ে যাচ্ছে। পার্কের চারপাশে পাহাড়—সব দিকেই প্রায় পনেরোশো ফুট উঁচু। কিন্তু উত্তর দিকে একটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে। এমনও হতে পারে ওই ক্যানিয়নটাই রেড হর্স শহরের পাশ দিয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ একটা মারমট (কাঠবিড়ালের মত জন্তু) পাথরের ওপর আঁচড়ের আওয়াজ তুলল। ঝট করে মাথা ফেরাল গর্ডন, সেইসাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিস্তলের বাঁটে ওর হাত পড়ল। দেখল ছোট্ট প্রাণীটা পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হলো।

আবার রওনা হতে যাবে, এই সময়ে সে লক্ষ করল ট্রেইলটা এখানে দুটো শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। মারমটটা ওদিকে না গেলে বাম দিকের শাখাটা ওর নজরেই পড়ত না। ওটা উঠতে উঠতে পাহাড়ের মাথায় চলে গেছে।

ট্রেইলের একটা ছোট্ট অংশ কেবল দেখা যাচ্ছে। এবং সেটাও প্রাকৃতিক কারণে ওরকম দেখাতে পারত। কিন্তু ওর অভিজ্ঞ চোখ মারমটের দেয়া ইঙ্গিত বুঝে পাথরের ভেতর ভাঙনটা ঠিকই দেখতে পেয়েছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে রাইফেলটা হাতে নিয়ে পাথরের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওখানে পৌঁছে গেল। একটা পথ আছে—ওদিক দিয়ে একটা ঘোড়ার উপরে ওঠা সম্ভব। উপরের ট্রেইলটা ওকে টানছে—সেই ছেলেবেলা থেকে আজও অজানাকে জানার আকর্ষণ গর্ডনের বিন্দুমাত্র কমেনি। কিন্তু অনেক দেরি হয়েছে, শহর থেকেও বহুদূরে এসে পড়েছে ও।

নীচের খোলা জায়গায় নেমে ঘেসো-জমিটা পাড়ি দিচ্ছে গর্ডন। ঝর্নাটার কাছে এসে পড়েছে, হঠাৎ একটা হরিণ দৌড় দিল। রাইফেল তুলে নিশানা নিয়ে গুলি ছুঁড়ল সে। হরিণটা পড়ে গেল।

ওটাকে কেটে-কুটে নিয়ে পাহাড়ের ফাঁক লক্ষ্য করে এগোল সে। তার স্থির বিশ্বাস ওটাই শহরে ফেরার পথ।

হঠাৎ একটা আরোহীকে দেখতে পেল ফেবলস। লোকটা কোন গর্তময় জায়গার আড়ালে ছিল বলে এতক্ষণ ওকে দেখা যায়নি। আরও একজন বেরিয়ে এল, ওর পিছন পিছন একে একে আরও কয়েকজন। ডান দিকে দূরে ওদের পাঁচ-ছয়জনকে দেখা যাচ্ছে।

ইউতে...

গর্ডন ফেবলস কালো ঘোড়াটার কাঁধে হাত রাখল। 'তৈরি থাকো, বাছা...আমাদের জোরে ছুটতে হতে পারে।'

রাইফেলটা ডান হাতে নিয়ে ঘোড়াকে ফাঁকের দিকে রওনা করল গর্ডন। রাইফেলের বাঁটটা উরুর ওপর রাখা। মাথাটা সিধে সামনের দিকে—মনে হচ্ছে ডাইনে বা বাঁয়ে, কোনওদিকেই সে দেখছে না। মৃদু বাতাসে ঘাসগুলো দুলছে; সামনের ফাঁকটার দিকে ওর চোখ।

কতদূর, আধমাইল? এক মাইল? এমন গরম আর স্থির বিকেলে দূরত্ব সঠিক আন্দাজ করা মুশকিল। আবার হালকাভাবে বাতাস নড়ে উঠল। লম্বা ঘুমের পর জেগে উঠছে যেন।

আরোহীরা কাছে এসে পড়ছে। 'বাছা, চল,' নিচু গলায় ঘোড়াকে নির্দেশ দিল গর্ডন। সুন্দর সহজ ছন্দে কালো ঘোড়াটা এগিয়ে চলল।

ইণ্ডিয়ানরা দুভাগ হয়ে গেল। একদল ফাঁকটার দিকে যাচ্ছে, অন্য দল গর্ডনের পিছন দিকে চলেছে।

গর্ডনের মুখের ভিতরটা শুকনো ঠেকছে। ঠোঁটে জিভ ঠেকাল সে—ওগুলোও শুকনো।

কাছে এসে পড়ছে ওরা...শীঘ্রি রাইফেলের আওতায় এসে যাবে। কালো ঘোড়াটা অনেকদূর পথ চলেছে বটে, কিন্তু এখনও ক্যানিয়ন পর্যন্ত জোরে ছুটতে পারবে।

আর কতদূর? কয়েকশো গজ এগিয়েছে ফেবলস—হয়তো সিকি মাইল এসেছে। আর সময় নেই।

'এবার প্রাণ নিয়ে ছোট, বাছা...যাও!'

বিরাট একটা লাফ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল গর্ডনের ঘোড়া। সামনে ক্যানিয়নের ফাঁকটা হাঁ করে রয়েছে। হঠাৎ ইণ্ডিয়ান ইউতে লোকগুলো 'হুপ' দিয়ে ওর পিছনে তাড়া করল।

বেশি উৎসাহী হয়ে সামনের লোকটা রাইফেল ছুঁড়ল। গুলির শব্দটা ক্লিফের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। কালো ঘোড়াটা চমৎকার ছুটছে। পথটা এখনও পরিষ্কার, কিন্তু বাধা দেয়ার জন্য ইণ্ডিয়ানরাও এখন ক্যানিয়ন-মুখের দিকে ছুটছে। ডাইনে চেয়ে দেখল সে। ইণ্ডিয়ানরা বেশ কাছে এসে পড়েছে।

ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল গর্ডন। অল্পদূর এগিয়েই ওটা সরু হয়ে মাত্র বিশ গজে দাঁড়াল। বাম দিকে কিছু বড় বড় পাথর পড়ে আছে। ঘোড়ার গতি কমাল ও।

'এখানেই আমরা রুখে দাঁড়াব, বাছা,' বলে ঘোড়াটাকে পাথরের আড়ালে নিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

কাছের ইণ্ডিয়ানটা মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে রয়েছে, লোকটা ওকে পার হয়ে ছুটে এগিয়ে গেল। রাইফেল তুলে দ্বিতীয় ইণ্ডিয়ানের ঘোড়াটাকে গুলি করল সে। তারপর গোড়ালির ওপর ঘুরে প্রথম ইণ্ডিয়ানের দিকে চেয়ে দেখল. লোকটা এতক্ষণে ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে আসছে। আবার ফায়ার করল গর্ডন। দুহাত শূন্যে ছুঁড়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল লোকটা।

রাইফেলে আরও দুটো গুলি ভরে অপেক্ষা করছে ফেবলস।

বিশাল ক্লিফের ছায়ায় ওখানটা বেশ ঠাণ্ডা। উপরে মাত্র এক চিলতে আকাশ দেখতে পাচ্ছে ও। গতরাতের বৃষ্টির পর বালু এখনও শক্ত হয়ে জমে আছে। অন্ধকার হতে এখন আর বেশি বাকি নেই।

আবার পিছন ফিরে দেখল ফেবলস। ইণ্ডিয়ান টাট্টুটা একপাশে সরে দাঁড়িয়ে আছে। ইউতে লোকটা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। ওখানকার বালু রক্ত মিশে গাঢ় দেখাচ্ছে।

সামনের উপত্যকাটা শূন্য। কেবল লম্বা ঘাস বাতাসে দুলছে।

চার

ওই দিনই বিরাট ওয়্যাগন ট্রেইনটা রেড হর্সে এল।

শেষ বিকেলে পৌঁছল ওরা। বেয়াল্লিশটা ওয়্যাগন লাইন ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এল। ব্রিজের ওপর চাকার গমগম শব্দ উঠল।

আওয়াজ পেয়ে ড্যান তার জানালা দিয়ে ব্রিজের দিকে তাকাল। এত বড় ওয়্যাগন ট্রেইন সে আগে কখনও দেখেনি। আর এই সময়েই গর্ডন ফেবলস অনুপস্থিত।

নিগ্রো সহকারীকে ডেকে ব্যস্তভাবে বলল, 'সব কাজ রেখে জলদি কীথ বার্নকে ডেকে নিয়ে এসো।'

গডফ্রি গারস্টোন দোকানে রয়েছে। 'ঠিক আছে...ওকে টাকা দাও,' বাবাকে বলল সে। 'আমার মতে এখানে একটা ইলেকশন হওয়া দরকার। ভোট নিয়ে একজন ব্যাজ-পরা মার্শাল আর একজন মেয়র আমাদের নির্বাচিত করা উচিত।'

'ছেলেটা ঠিকই বলেছে,' সমর্থন করল কেইসি। 'আমি দাঙ্গাবাজি পছন্দ করি না। আর গর্ডন যে দাঙ্গাবাজ লোক, এটা সে প্রমাণ করেছে। এটা ঠিক, সে আমাদের পশুগুলো রক্ষা করেছে—কিন্তু তার বদলে আমাদের লাভের ত্রিশ শতাংশ সে দাবি করতে পারে না।'

'সবার সাথে আলাপ আলোচনা করার জন্য একটা মিটিঙ ডাকব আমরা। বাটলার, কচ, বার্ন—'

'ওকে বাদ দিয়ে রাখতে পারো। বার্ন ওই গর্ডনের পাশেই দাঁড়াবে।'

ওয়্যাগনগুলো রাস্তা ধরে এগিয়ে এল। সাদা বিশাল ওয়্যাগন উপযুক্ত ষাঁড়েই টানছে। ভিতরে সান-বনেট পরা মেয়ে আর রুক্ষ জামা-কাপড় পরা পুরুষ। সবার সাথেই আছে রাইফেল আর কোমরে ঝুলছে পিস্তল। লোকগুলো ব্যবসায় উৎসাহী—কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস করার মত জায়গা খুঁজছে। স্টোরে এক গাদা লোকের ভিড়। সবাই কেনাকাটা করছে—আপাতত ফেবলসকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।

কীথ বার্ন বারে ঢুকে ক্লার্কের সাথে একটা ঠাণ্ডা বিয়ার খেল। শহরের অন্য মাথায় ড্যান ক্লার্ক লাভা-স্রোতের ভিতর একটা আইসকেভ খুঁজে পেয়েছে—ওখানেই বিয়ার ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা করছে সে।

'ওর সাথে দেখা হয়নি আমার,' বলছিল কীথ। 'সকালে সূর্য ওঠার সাথে সাথে সে ঘোড়া নিয়ে বাঁধে পানি দেখতে বেরিয়েছিল। সিসেরো বলল ওর সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করে গর্ডন পাহাড়ের দিকে গেছে।'

চিন্তিত হয়ে উঠছে ক্লার্ক।

দেখতে পাচ্ছে বাইরে ওয়্যাগনগুলো এসে থামল—লোকজন নামছে। কিছু লোক সেলুনে এসে ঢুকল। ওদের অর্ডার মত ড্রিঙ্ক সরবরাহ করে ওদের কথা

শুনছে ড্যান। ক্লেইম আর প্রস্‌পেক্ট সম্পর্কে ওরা জানতে চায়।

'ফেবলসের কাছে তোমরা সব জানতে পারবে,' জানাল ড্যান। 'সে-ই এই শহরের মালিক।'

লম্বা-চওড়া একটা চৌকো চেহারার মানুষ উদ্ধতভাবে চোখ তুলে তাকাল। 'আমি যে শহরে থাকি সেই শহর চালানোর মত মানুষ এখনও জন্মায়নি,' বলল সে। 'এই ফেবলস লোকটা কে?'

'ও একটা ভাল লোক,' জবাব দিল ড্যান। 'সে-ই এই শহর চালু করেছে।'

'ঠিক আছে, শুরু করেছে, ভাল কথা—কিন্তু কোথায় সে?'

'আছে কোথাও, সময় হলেই দেখা পাবে।'

গডফ্রি গারস্টোনও বারে এসেছে। তার কাছে এখনও কয়েকটা রূপার ডলার রয়ে গেছে। তারই একটা বারের ওপর রেখে সে বলল, 'গর্ডন ফেবলসকে আর বেশি দিন এই শহর চালাতে হবে না। আমরা ইলেকশন করব। ভোটের মাধ্যমে আমরা একজন শেরিফ আর মেয়র ঠিক করব।'

ওর কথায় আমল দিল না ড্যান, কিন্তু তবু তার মনটা খচখচ করছে। সত্যিই যদি ইলেকশন ডাকা হয়, তবে সেটা কখনোই গর্ডনকে সাহায্য করার জন্য ডাকা হবে না। তাকে বিদায় করার উদ্দেশ্যেই ওই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিঃশব্দে দ্রুত কাজ করে চলেছে ক্লার্ক। কথা খুব কমই বলছে—যা বলছে, প্রশ্নের জবাবেই বলছে। টের পাচ্ছে গডফ্রি গারস্টোন অনেক কথাই বলছে, তবে তার সবই গর্ডনের বিপক্ষে।

খদ্দেরের ভিড়ে রাত দশটা পর্যন্ত ড্যানকে বার খোলা রাখতে হলো। সেলুনের কাজ নির্বিঘ্নেই চলল। কেবল ওই বিশাল গাওয়ার নামের লোকটাই একটু গোলমাল করার তাল তুলেছিল।

ওয়্যাগন ট্রেইনটা লিভেনওয়ার্থ থেকে যাত্রা করে নেভাডা আর ক্যালিফোর্নিয়া মাইনে যাবে। ওরা দু'তিনদিন রেড হর্সে বিশ্রাম নিয়ে আবার পশ্চিমে রওনা হবে।

গোল্ড-রাশ ঝিমিয়ে আসার পর এখন ওয়্যাগন ট্রেইনের সংখ্যা একেবারে কমে গেছে। এখনকার ওয়্যাগন ট্রেইন হয় মালপত্র নিয়ে মাইনে যায়, কিংবা মাইন থেকে কাঁচা-মাল বয়ে নিয়ে যায়। রেড হর্সে থেকে যাওয়ার মত যথেষ্ট মানুষ এই ট্রেইনের সাথে এসেছে।

ফেবলস-এর এখন এখানে থাকা দরকার ছিল। সে-ই শক্ত সমর্থ লোক বেছে রেড হর্সের বাসিন্দা নির্বাচন করে। যারা কিছু করতে পারে, এমন কাজের লোকই চায় গর্ডন। কিন্তু এখন ওই কাজ করার মত কেউ নেই। ফেবলস নেই, কথাটা ভাবাই যায় না।

কীথ এসেছে। বিষণ্ন মনে সে বলল, 'আমার মোটেও ভাল লাগছে না। শহরে ইলেকশনের কথাবার্তা চলছে। গডফ্রি গারস্টোনই বেশিরভাগ কথা বলছে—ওর সাথে সিসেরোও আছে।'

'ফেবলস কোথায়?' প্রশ্ন করল ড্যান। 'আজ ওর এখানে থাকাটা খুব জরুরী ছিল।'

বার বন্ধ করার আধঘণ্টা আগে টব ট্রেনটন ঘোড়ার পিঠে করে রেড হর্সে

হাজির হলো। কাছেই একটা খাড়া পাহাড়ের মাথা থেকে ওয়্যাগন ট্রেইনটাকে সে আসতে দেখেছে। অচেনা লোকের ভিড়ে মিশে নিজের চোখে শহরের সবকিছু দেখার এই সুযোগ।

ওয়্যাগন ট্রেইনটা এত বড় যে এই সময়ে শহর আক্রমণ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অন্তত একশো মানুষ আছে ওখানে। এখন পর্যন্ত গডফ্রির দেয়া রিপোর্টের ওপরই নির্ভর করছে ওরা। কিন্তু ট্রেনটন ওকে বিশ্বাস করে না। এটা পরিষ্কার যে ফেবলসকে গডফ্রি মোটেও দেখতে পারে না। তাই ওর পক্ষে গর্ডনকে একটা নিচু চোখে দেখা বিচিত্র নয়।

টম ট্রেনটন খুব বুদ্ধিমান নয় বটে, কিন্তু ওর বিপদ টের পাওয়ার ক্ষমতা জন্তুর মতই প্রখর। সেই রাতে ওয়্যাগনের কাছে চারজন যারা ছিল তাদের মধ্যে সে-ও একজন। ফেবলসকে সে দেখেনি, কিন্তু ওর গলার স্বর শুনেছে।

সেদিনের পর থেকে গডফ্রির মুখে সে গর্ডনের সম্পর্কে এত কথা শুনেছে যে দেখলে চিনতে পারবে। নিজের চোখে গর্ডন ফেবলসকে দেখে লোকটা কতখানি বিপজ্জনক বুঝে নিতে চায়। টমের এতদিন বেঁচে থাকার পিছনে একটা বড় কারণ এই যে সে পিস্তলবাজ বলে খ্যাতি চায় না। তা ছাড়া বিপদ আছে এমন কারও বিরুদ্ধে পিস্তল যুদ্ধে মোকাবিলা করার শখ ওর নেই।

সবার অলক্ষ্যেই রেড হর্সে পৌঁছল টম। অনেক অচেনা লোকের ভিড়ে ওর উপস্থিতি কেউ খেয়াল করল না। ওয়্যাগনের অর্ধেকই মাল বোঝাই করে আনা হয়েছে। চালক হিসাবে যারা এসেছে তাদের প্রত্যেকেই সশস্ত্র সমর্থ লোক। অনেক ইণ্ডিয়ান ফাইটে ওরা কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

ইয়্যাঙ্কি সেলুন থেকে কিছুটা দূরে ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখল। তারপর সতর্ক চোখে চারপাশে ভাল করে চেয়ে সেলুনে ঢুকে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল ট্রেনটন।

টম প্রথম যাকে চিনল সে হচ্ছে ড্যান ক্লার্ক। ওকে অ্যাবিলিন আর করিন্, দু'খানেই দেখেছে সে। ড্রিঙ্কটা নিয়ে দূরে কোনায় একটা টেবিলে গিয়ে বসল।

ক্লার্ক কি ওকে চিনতে পেরেছে? মনে হয় না। ক্লার্কের ওকে কোনও ব্যাপারে সন্দেহ করার কিছু নেই, কারণ টম যতটুকু জানে ওর সম্পর্কে ক্লার্কের কিছুই জানার কথা নয়।

অনেক মদ বিক্রি হচ্ছে। টীমস্টাররা সবাই বারে ভিড় জমিয়েছে। যে হুইস্কি ওরা পান করছে তা আশ্চর্য রকম ভাল।

কিন্তু ফেবলসকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। চিন্তিত হয়ে উঠছে ড্যান ক্লার্ক। লোকটা গেল কোথায়?

টম ট্রেনটন টেবিলে বসে থাকার সময়েই কীথ বার্ন বারে এল। কীথকে আগে কখনও দেখেনি, তবু ওর টাইপ চিনতে টমের ভুল হলো না। আশ্চর্যের কথা, কীথ যে কাঠের কেবিনে জন্মেছে, সেটা টমের বাড়ি থেকে মাত্র তিন পোয়া মাইল।

হুইস্কি শেষ করে নিঃশব্দে টেবিল ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেল টম। ড্যান ক্লার্ক বোতলে চুমুক লাগাতে লাগাতে আড়চোখে ওর যাওয়া দেখল। টম ট্রেনটন ক্লার্কের তীক্ষ্ণ মেধা বা খদ্দেরদের প্রতি তার বিশেষ মনোযোগের কথা কিছুই জানে না।

'কীথ,' বারের ওপর দুই কনুই রেখে ডাকল ড্যান। 'তুমি টম ট্রেনটনের নাম

শুনেছ?'

'ট্রেনটন? আমার এলাকায় কিছু ট্রেনটন ছিল। ওরা বিশেষ ভাল লোক নয়। হয়তো কিছু ভাল লোকও ছিল, কিন্তু আমি ওদের চিনি না। কেন?'

'টম ট্রেনটন এইমাত্র এখান থেকে বেরিয়ে গেল। আমার ধারণা ও রুফাসের দলের লোক। কয়েক বছর আগে রিপাবলিকান দলের বেশ কয়েকজন লোক মোষ শিকার করতে এসে ক্যাম্পে খুন হয়েছিল। পিছন থেকে গুলি করা হয়েছিল ওদের। ক্যাম্পও লুট করা হয়েছিল। প্রথমে ইণ্ডিয়ানদের দোষ পড়লেও পরে বোঝা গেছে ওটা একটা সংঘবদ্ধ দলের কাজ।

'ট্রেনটনও ওই সময়ে এদিকেই ছিল। যার সাথে সে যাচ্ছিল সে খুন করা মানুষের রাইফেল সহ ধরা পড়েছিল। এরপরই পুরো গায়েব হয়ে গিয়েছিল লোকটা।

'পরে করিন-এ ওকে দেখা গেছে। বাইরে লোকটার দেখা পেলে ওর ওপর চোখ রেখো।'

পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল কীথ। দুটো দালানের ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে বাঁকা গোঁফওয়ালা টম ট্রেনটনকে চিনতে কীথের দেরি হলো না। লোকটা বন্ধ দোকানের সামনে উঁকিঝুঁকি মারছে।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কীথ। ওর ঘোড়াটাকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। বে ঘোড়াটার পিঠে খাপে ভরা রাইফেলটা রাখা রয়েছে।

মাঝরাতের দিকে টম ট্রেনটন নিজের ঘোড়া নিয়ে বিদায় নিল। কান পেতে ব্রিজের ওপর কোনও ক্ষুরের শব্দ পেল না। নীচের সমতল জমির ওপর দিয়ে সে চলে গেছে। বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ল কীথ।

পাথরের ভেতর ঘোড়ার জন্য ভাল আড়াল পেয়েছে গর্ডন। ক্যানিয়নের মুখে কোন কর্ম-চাঞ্চল্য নেই। ঘোড়াটা পানি খেয়ে উপরের দিকে পাথরের মাঝখানে ঘাস খাচ্ছে। দীর্ঘ সময়ের জন্য গেড়ে বসেছে গর্ডন।

ইউতে ইণ্ডিয়ানরা কি কোনওক্রমে ওর পিছন দিক দিয়ে আসতে পারবে? সম্ভব। ওর একমাত্র সুযোগ হচ্ছে ক্যানিয়ন ধরে রেড হর্সের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু অন্ধকার হওয়ার অপেক্ষায় আছে গর্ডন। ক্যানিয়নের সামনের মুখটা ওরা বন্ধ করে বসে আছে। ওদের দু'তিনজন যদি ক্লিফের ওপর উঠে ওর জন্য ওত পেতে অপেক্ষা করে?

সূর্য ঢলে পড়েছে। একটু ইতস্তত করল, তারপর অদৃশ্য হলো। ক্যানিয়নে এখন আলো-আঁধারের খেলা চলছে। তবে মাঠটাতে এখনও অনেক আলো আছে।

ইউতে ইণ্ডিয়ানরা জানে অন্ধকার নামলেই গর্ডন ক্যানিয়ন ধরে এগিয়ে ওদের কজা থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তবু ওরা নতুন আক্রমণের কোনও চেষ্টা করল না। হয়তো ওরাও অন্ধকার হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ইণ্ডিয়ানরা সাধারণত রাতের বেলা যুদ্ধ পছন্দ করে না। তবে এমনও হতে পারে ওরা পিছন দিকে কোনও সুবিধা মত জায়গা বেছে নিয়ে গর্ডনের জন্য অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ কালো ঘোড়ার মাথাটা উঁচু হলো। কান খাড়া করে ক্যানিয়নের ভিতরে

কিছু দেখছে। গর্ডনের পিছন দিকে ওখানে কিছু আছে।

অন্ধকার নেমে এল। শেষবারের মত আর একবার পানি খেয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠল ফেবলস। রাইফেলটা খাপে ভরে পিস্তল হাতে তুলে নিল সে।

নিঃশব্দে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে যেদিক থেকে ক্যানিয়নে ঢুকেছে সেদিকেই রওনা হলো গর্ডন। এটা ওরা আশা করবে না। সোজা বিপদের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে ও।

বালুর ওপর ঘোড়া হাঁটার কোনও শব্দ হচ্ছে না। ক্যানিয়নের মুখ একটা বিরাট দরজার মত দেখাচ্ছে...ওপাশে উপত্যকা। আকাশে তারা উঠেছে। প্রায় ষাট গজ এগোনোর পর ওরা গর্ডনকে দেখতে পেল।

ধোঁয়ার গন্ধ এল ওর নাকে। সেই সঙ্গে দেখতে পেল একটা ইণ্ডিয়ান মাটি ছেড়ে উঠে ওর দিকে ধেয়ে আসছে। পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করল গর্ডন।

দেখল ইণ্ডিয়ানের দেহটা গুলির আঘাতে কেঁপে উঠল। একই সাথে কালো ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা মারল। তীর বেগে ঘোড়াটা ছুটল ক্যানিয়নের মুখ দিয়ে খোলা উপত্যকার দিকে।

অন্য ট্রেইলটা কি খুঁজে পাবে সে? রাতের বেলা ওটা অন্যরকম দেখাবে। তবে বহুদিন আগেই গর্ডন সতর্ক যাত্রীর মত বারবার পিছন ফিরে জায়গা চিনে রাখার অভ্যাস করেছে। উল্টো দিক থেকে দেখলে সব জায়গাই ভিন্ন রকম দেখায়। একই পথে ফিরতে হলে পথ চিনতে এই কায়দাটা বিশেষ কাজে লাগে।

সিকি মাইল অত্যন্ত দ্রুত ছোটার পর গতি কমিয়ে দিক বদলে সমকোণে এগোল। উপত্যকার পুব দিকে এগোচ্ছে ও। ফাঁকটা খুঁজে পেয়ে ওর ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল গর্ডন। ট্রেইল ধরে উপত্যকার পাশে পাহাড়ে উঠে এল।

সামনে ঝুঁকে উঁকি দিয়ে উপরে ডান দিকে পাথরের খাঁজটা খুঁজছে গর্ডন। আশা করছে চিনে ঠিকটাই বেছে নেবে।

এখানে, স্তব্ধ ঠাণ্ডা রাতে ধুলোময় ঘাস আর সেজের গন্ধ আসছে ওর নাকে। পিছন থেকে ওরা ধাওয়া করে আসবে। এই ট্রেইলের দিকেই যে সে এসেছে, এটা ওদের অজানা নেই।

নিচু স্বরে ঘোড়ার সাথে কথা বলছে গর্ডন। ঘোড়াটা ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অতিরিক্ত খাটুনি খাটছে। এই দেশে ঘোড়া ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না...এই কারণেই এরা ঘোড়া চোরকে ফাঁসিতে ঝোলায়।

বিকেলে যে ট্রেইল ধরে এসেছে, সাবধানে সেদিকে এগোচ্ছে গর্ডন। এতক্ষণ যে খাঁজটা খুঁজছিল সেটা হঠাৎ ওর চোখে পড়ল। চট করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে খাড়া ট্রেইল ধরে এগোল। স্বভাবজাত ভাবে ঘোড়াটা নিজেই ট্রেইল অনুসরণ করে চলল।

পাথরের ফাঁক দিয়ে ঘুরে ঘুরে খাড়াভাবে উপরে উঠে এল ওরা। এখন পাইন গাছের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে। পাথর আর গাছের আড়ালে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে রাতের জন্য ক্যাম্প করল ফেবলস।

ঘোড়ার ওপর পাহারার ভার ছেড়ে দিয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমাল গর্ডন। সূর্য ওঠার আগেই ওর ঘুম ভাঙল। কান পেতে কিছুক্ষণ শুনল—পাইনের পাতায় বাতাসের

আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ ওর কানে এল না। ঘোড়াটা অলস ভঙ্গিতে ঘাস চিবাচ্ছে। কিছুক্ষণ স্থির বসে পুরো সত্তা দিয়ে সকালটাকে উপলব্ধি করল। ইণ্ডিয়ানরা আশপাশে কোথাও থাকলে তার জানা দরকার। বসে বসে পাখির চোখে পড়েনি এমন কিছু পাইনের বাদাম খেল সে।

একটু পরে উঠে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল। তারপর ঘোড়াকে হাঁটিয়ে ট্রেইলের কাছে নিয়ে ভালভাবে মাটি পরীক্ষা করে দেখল, কিন্তু নিজের ঘোড়া ছাড়া আর কোনও ছাপ ওর চোখে পড়ল না। তবু নামতে ইতস্তত করছে ফেবলস, কারণ, ওটা একটা ফাঁদও হতে পারে। সে যতদূর জানে তাতে বাঁচার মাত্র দুটো পথই ওর সামনে খোলা আছে, নিশ্চয় ইণ্ডিয়ানরাও তা জানে। হয়তো নীচে কোথাও ওরা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ঘোড়ার পিঠে চেপে যে ট্রেইল ধরে চূড়ায় উঠেছে তার থেকে দূরে সরে গেল সে। পাইন গাছের তলা দিয়ে এগোচ্ছে। হাতের রাইফেলটা যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তৈরি রয়েছে।

পরিষ্কার উজ্জ্বল একটা সকাল। বাতাসটা টাটকা আর নির্মল। বাতাসে আরামদায়ক একটা ঠাণ্ডা ভাব। পাইনের সুঁই মাড়িয়ে এগোচ্ছে ঘোড়া। ওর চারপাশেই পাইন গাছ।

ঢালের ওপর সরু একটা জন্তুর ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে গর্ডন। পাইনের ফাঁক দিয়ে বাম দিকে মাঝেমাঝে একটা বিশাল পাহাড় ওর চোখে পড়ছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওটা এই এলাকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।

হঠাৎ পাহাড়ের ঢালটা সোজা নেমে গেল। ঢালের উপর দাঁড়িয়ে গর্ডন দেখল পাহাড়টা খাড়াভাবে চার হাজার ফুট নেমে নীচের উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে। নিশ্চয় এটাই বিগ স্মোকি ভ্যালি।

কয়েক মিনিট পর পাথরের ভিতর থেকে একটা ঝর্না বেরিয়ে এসেছে দেখতে পেল সে। নিজে পানি খেয়ে ঘোড়াটাকেও পানি খাওয়াল ফেবলস।

ঝর্নার পাথর ভাঙাচোরা আর এবড়ো-খেবড়ো। চওড়া স্ফটিকমণি পাথরের একটা শিরা পাললিক পাথরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। পানি খাওয়ার জন্য হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে পানির তলায় বালুর সাথে চকচকে গুঁড়ো ওর চোখে পড়ল।

সোনা? হতে পারে...বা মেকি সোনাও হতে পারে। কিছু বালু তুলে বিছিয়ে একটা ভেজা কাঠি দিয়ে কিছু দানা আর পাত আলাদা করতে সক্ষম হলো।

গাছের ছায়া ঝর্নার ওপর পড়লেও তাতে উজ্জ্বলতা একটুও কমছে না। ছুরি বের করে কয়েকটা পাত পরীক্ষা করে দেখল কাটা যাচ্ছে।

আন্দাজ করল ওগুলো সোনাই হবে। মাইনার হিসাবেও সে অতীতে কিছু কাজ করেছে। তবে পয়সা হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়া সোনা সে বিশেষ নাড়াচাড়া করেনি। কয়েকটা মাইনে সে কাজ করেছে যেখানে খনিজ পাথর গুঁড়ো করার আগে সোনার দেখা মেলে না।

এগুলো যদি সোনাই হয় তবে জলপ্রপাতের তলায় বেশ সোনা পাওয়া যাবে। এই সোনা ব্যবহার করেই নিজের ক্লেইম সাজাবে ও। কিন্তু এখানে আবার ফিরে আসায় ঝুঁকি আছে—আবার ইউতে ইণ্ডিয়ানদের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে। ঝর্নার

পাশে ছায়ায় বসে সে ছোট্ট এক স্তূপ সোনা উদ্ধার করল। সাবধানে একটা পুরনো খামে ভরে ভিতরের পকেটে রেখে দিল।

এখানে আর ফিরে আসার প্রয়োজন নেই। ক্লেইম সাজাতে সোনার চেয়ে মানুষের কল্পনাই বেশি কাজ করে। লোকে আসলে কী দেখল তারচেয়ে কতটা পাওয়া সম্ভব সেই চিন্তাই বড় হয়। তাই মানুষের কাছে মূল্যহীন জমি বেচাও এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

খিদে পেয়েছে ওর। সকালে নাস্তা খাওয়ার পর কয়েকটা পাইন বাদাম ছাড়া সারাদিনে আর কিছুই গর্ডনের পেটে পড়েনি। খাবার নেই তবু গুলি করে কিছু শিকার করতে ভয় পেয়েছে—শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ইউতে ইণ্ডিয়ানরা হাজির হয়ে যাবে। খিদে সহ্য করে কষ্ট পাওয়া গর্ডনের কাছে নতুন কোনও ব্যাপার নয়। মিছে অসন্তোষ প্রকাশে যে লাভ নেই এটা সে অনেক আগেই শিখেছে। ঘোড়ার পিঠে উঠে ঢাল বেয়ে সে নীচের দিকে রওনা হলো। বাম দিকে যে পাহাড়টা দেখেছে, আন্দাজ করল, ওটা প্রায় চার মাইল দূরে আছে।

অনেক উঁচুতে আছে সে...আশপাশের গাছপালা দেখেই সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। সমুদ্রের লেভেল থেকে প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে আছে ও। খাড়াভাবে সুন্দর একটা গিরিখাত নীচের দিকে নেমে গেছে, বুনো আর নিঃসঙ্গ। গর্ডনের চোখ দুটো উত্তর-পশ্চিমে ওটাকে অনুসরণ করল।

খাঁজ পেরিয়ে ইণ্ডিয়ান ট্রেইল ধরে পাহাড়ে উঠেছিল গর্ডন। যে গিরিখাত ধরে উঠেছিল এটা সেই গিরিখাতও হতে পারে। হয়তো দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে ওটা। তাই যদি হয় তবে শহর থেকে সে খুব দূরে নেই। ক্যানিয়নের তলায় পৌঁছতে পারলে ভাল হত, কিন্তু নীচে নামার কোনও পথই দেখা যাচ্ছে না। আকাশের ওপর একটা দ্বীপে আটকা পড়েছে ফেবলস। এলাকাটা তিন মাইল লম্বা আর আধমাইল চওড়া।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমে রওনা হলো সে। ইণ্ডিয়ানদের দিকেই ফিরে চলেছে ও। পুব দিকে মালভূমিটা খাড়াভাবে প্রায় হাজার ফুট নীচে নেমেছে। তবে ওখানে আরও একটা ঢাল রয়েছে যেটা অন্যগুলোর মত এতটা খাড়া নয়।

কয়েকঘণ্টা খুঁজে একটা নীচে নামার পথ বের করল গর্ডন। কালো ঘোড়াটা খুরের ওপর পিছলে নীচে নামছে। কয়েকশো ফুট নেমে আসার পর জন্তু চলাচলের একটা ট্রেইল ওর চোখে পড়ল। এক মাইল ওটা ধরে চলার পর পথটা ক্যানিয়নের ভিতর নামতে শুরু করল।

সারাটা দিন পাহাড়ের ওপরই কেটেছে ওর। যখন নামল তখন নীচেটা অন্ধকার হয়ে এসেছে।

ক্যানিয়ন সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ফেবলসের আছে, তাই আর এগোবার চেষ্টা না করে ঝর্নার ধারে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে রাতের জন্য ক্যাম্প করল। ক্যানিয়নের তলাটা অসংখ্য পাথর আর গাছের গুঁড়ি বিছিয়ে রয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় ক্যানিয়ন হঠাৎ করে পঞ্চাশ ফুট বা তারও বেশি খাড়াভাবে নেমে গেছে। সাধারণত অভিজ্ঞ চোখে খুঁজলে ক্রীকের ধার ঘেঁষে

একটা ইণ্ডিয়ান ট্রেইল বা জীব-জানোয়ার চলার পথ দেখতে পাওয়া যাবে। ওই পথেই কেবল বিপদ এড়িয়ে নিরাপদে এগোনো সম্ভব।

পরদিন দুপুরে ফেবলস রেড হর্স শহরে পৌঁছল। রেড হর্সকে দেখে রেড হর্স বলে আর চেনা যাচ্ছে না। রাস্তায় অনেক ওয়্যাগন আর নতুন অপরিচিত মুখ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ম্যালকম কেইসিকে দেখতে পেয়ে তার দিকে এগোল ফেবলস। কিন্তু লোকটা চট করে ঘুরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অবাক হয়ে রাস্তা ধরে আরও এগিয়ে গেল সে। একটা নতুন সেলুন খোলা হয়েছে। সেলুনের কাছেই একটা দরজার ওপর সাইন বোর্ড ঝুলছে: মেয়রের অফিস।

ড্যান ক্লার্ক ওকে ঘোড়া বেঁধে রাখতে দেখে রাস্তায় বেরিয়ে এল। 'কোথায় ডুব দিয়েছিলে?' প্রশ্ন করল সে। 'দুদিন কোন দেখাই নেই?'

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দিল গর্ডন।

'গতরাতে ওরা একটা ইলেকশন করেছে,' জানাল ড্যান। কেইসি আর গারস্টোন এর পিছনে ছিল। গডফ্রি সারা শহরে ইলেকশনের কথা প্রচার করেছে। কেইসি সম্ভবত মেয়র হবে বলে আশা করেছিল—কিন্তু ধারে-কাছেও যেতে পারেনি। ওয়্যাগন ট্রেইনের নতুন লোকটা ওয়্যাগন ট্রেইনের সব ভোট পেয়ে জিতে গেছে। শুধু তাই না, ওই লোক একজন মার্শাল আর একটা ডেপুটি মার্শালও নিযুক্ত করেছে।

ক্লার্কের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে ফেবলস।

'ঠিকই বলছি,' জানাল ক্লার্ক। 'একজন মার্শাল আর তার ডেপুটি। গোলমাল পাকাবার উপযুক্ত লোক যদি কেউ থাকে তো ওই গাওয়ার। বিশাল চেহারার একটা নীচ লোক। তোমাকে খুঁজছে সে।'

'এখানেই আছি, দেখা হবে।'

'ফেবলস,' বলল ক্লার্ক, 'একটু সাবধানে ধীরে এগোনো ভাল। তুমি যাওয়ার পরে অন্তত ষাটজন নতুন লোক এখানে এসেছে। ওরা শুনেছে এই শহরের মালিক তুমি—কিন্তু কথাটা ওরা মানতে রাজি নয়। অন্য লোকগুলো কথাটা মেনে নিয়েছিল কারণ তারা তোমার কাছে ঋণী ছিল। নতুন লোকগুলো কোনও ঋণ স্বীকার করে না।'

গর্ডন ফেবলস রাস্তার দিকে চাইল—ওর ভিতরে রাগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। শহরটা তার। সে-ই এটা শুরু করেছে, রাস্তা পরিষ্কার করেছে, সে...কিন্তু রেগে উঠছে কেন ও? তার আসল উদ্দেশ্য তো ছিল কয়টা ক্লেইম বিক্রি করে সরে পড়া।

'হয়তো সবই আবার ঠিক হয়ে যাবে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে,' বলল গর্ডন।

ফেবলসের কথায় ড্যান অবাক হলো। কী আশা করেছিল তা সে জানে না—তবে আর যা-ই হোক এটা আশা করেনি।

সেলুনে ঢুকে কফি খেল গর্ডন। ড্যান ওর খাবার নিয়ে এল। বসে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে।

পরে, উপরে নিজের কামরায় বসে তিনটা চিঠি লিখল। চিঠি শেষ করতেই দরজায় টোকা শোনা গেল। ড্যানের সহকারী নিগ্রো জো দরজায় টোকা দিয়েছে।

"বস বলল নীচে কে যেন তোমাদের সবার সাথে দেখা করতে চায়।" একটু ইতস্তত করল জো। "নতুন মেয়র আর মার্শাল।"

উঠে দাঁড়াল গর্ডন। যত্নের সাথে কালো কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিল সে—কিন্তু তার আগে পিস্তল চেক করে দেখল।

"মিস্টার ফেকলস," আয়নায় নিজের চেহারার দিকে চেয়ে বলল গর্ডন। "গুড লাক!" তারপর আবার যোগ করল, "হয়তো ওটার দরকার হবে তোমার।"

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়েই ঝামেলা হবে টের পেল সে। বারে সার বেঁধে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে—সবাই তার অপরিচিত।

"জো," ঘাড় ফিরিয়ে বলল গর্ডন। "কীথ বার্নিকে খবর দাও—বলো আমি দেখা করতে চাই।"

শব্দ করে হাসল নিগ্রো লোকটা। "মিস্টার ফেকলস, ওই লোককে খবর দিয়ে আনাতে হবে না। সে আগেই বারে হাজির হয়েছে—একটা শটগান আছে ওর হাতে!"

আড়চোখে চেয়ে গর্ডন দেখল একটা আলাদা টেবিলে লেন ভিকার্স, নোয়েল আর ওরেন বেকেট বসে আছে। ওদের থেকে গজখানেক দূরে কোনায় বসে আছে ডিক।

গর্ডনের মন অনেকটা হালকা হয়ে গেল। অনেককাল আগে তার কিছু বন্ধু-বান্ধব ছিল। ভবঘুরে মানুষকে জীবনে অনেক কিছুই হারাতে হয়। কোথাও শিকড় গাড়েনি সে। লোকজনের সাথে চেনা-পরিচয় হওয়ার মত দীর্ঘদিন সে কোথাও থাকেওনি। ওদের কয়েকজনের নিজের সংসার আছে—পরিবারের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু তবু ওরা এসেছে।

ধীর পায়ে নীচে নামল গর্ডন। সবার চোখ ওর ওপর। ডিক উঠে দাঁড়াল।

"তোমার টেবিলে এসো মিস্টার ফেকলস," নিচু স্বরে বলল সে। আরপর ফিসফিস করে জানাল, "আমরা শেষ পর্যন্ত তোমার সাথে আছি।"

"ধন্যবাদ," বলে চেয়ার টেনে বসল গর্ডন।

সিঁড়ির মাথা থেকে এক নজর ওদের দেখার পর আর কারও দিকে চায়নি ফেকলস। চাইবেও না। ওদের যদি দরকার হয় ওরাই তার কাছে আসবে।

আড়ম্বরের সাথে একটা ওয়াইনের বোতল এনে টেবিল মুছে যত্নের সাথে বোতল আর গ্লাস গর্ডনের সামনে রাখল ড্যান। তারপর নিচু স্বরে বলল, "মোটা কম্বলের মত শার্ট পরা লোকটাই গাওয়ার। দরজার কাছে কালো হ্যাট পরা লোকটা ওর ডেপুটি।"

"আর মেয়র?"

"ওই যে আসছে..."

গর্ডনের জন্য গ্লাসে মদ ঢেলে বোতল আর গ্লাস দুটোই টেবিলে নামিয়ে রেখে বারে ফিরে গেল ক্লার্ক।

লাইট আর গর্ডনের মাঝে একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে। টেবিলের ওপর ওর

ছায়া পড়েছে।

হ্যাঁ, অত্যন্ত ভাল বোধ করছে গর্ডন। ইউতে ইণ্ডিয়ানদের ফাঁকি দিয়ে অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে সে। শহরে ফিরেছে ও—ওর পিছনে ভাল, শক্ত লোকজন রয়েছে—সামনে রয়েছে ওয়াইনের গ্লাস।

গ্লাস তুলল সে।

'তুমিই কি ফেবলস?' সামনে দাঁড়ানো লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'আমি গর্ডন ফেবলস।' গ্লাসের মদে আলোর খেলা দেখছে ও। 'তুমি আমার সাথে কথা বলতে চাও? যদি শহরে দালানে থাকার ব্যাপারে আলাপ থাকে তবে বারে মিস্টার ক্লার্কের সাথে আলাপ করতে পারো। ওই বিষয়ে সে-ই আমার এজেন্ট।'

'আমার বিশ্বাস তুমি এর গুরুত্বটা ঠিক বুঝতে পারছ না, ফেবলস।' লোকটার গলার স্বর ঠাণ্ডা। 'ভাড়া নেয়া বা লাভের পারসেন্টেজ দেয়ার কোনও ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা এসেছি—থাকার প্ল্যান নিয়েই এসেছি।'

চেয়ারের পিছন দিকে হেলান দিয়ে ওয়াইনের স্বাদ গ্রহণ করল গর্ডন। 'চমৎকার জিনিস,' বলল সে। 'ক্লার্ক প্রশংসার দাবিদার।'

চোখ তুলে তাকাল গর্ডন। ভাল পোকার খেলোয়াড় বলে ওর চেহারায় কোনও ভাব প্রকাশ পেল না। সোজা আয়রন জন বুয়েলের চোখে চোখ রাখল সে। লোকটা একটা ঠগ, জুয়াচোর আর পিস্তলবাজ। আরও অনেক বদনাম ওর আছে। ওই লোকই বিউয়েলস ব্লাফের আদি প্রতিষ্ঠাতা।

জীবনে অনেক কঠিন কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা গর্ডন করেছে। একটা চুলও ওর নড়ল না, চোখের পাতাও কাঁপল না। আয়রন জন বিউয়েলকে চেনার কোনও লক্ষণ ওর চেহারায় প্রকাশ পেল না।

চুপচাপ অপেক্ষা করে পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নিল গর্ডন। আয়রন জন অস্বস্তিভরে ফেবলসের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে যতই সময় কাটছে যতই সময় যাচ্ছে গর্ডনের প্রাধান্য বাড়ছে

আবার গ্লাসে চুমুক দিল সে। তারপর গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বলল, 'হ্যাঁ কী যেন বলছিলে?'

'আমি বলেছি—' বিউয়েলের জোরাল গলা সবাই শুনতে পাচ্ছে—'আমরা কেউ ভাড়া বা পারসেন্টেজ দিতে রাজি নই। আমাদের মতে এটা তোমার শহর নয়।'

'বুঝলাম,' একটু হাসল ফেবলস। 'আমি আশা করব তোমার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাবে। তবে,' সবাইকে শোনানোর মত জোরে কথাগুলো বলল সে, 'যাদের কাজ জানা আছে এমন নাগরিককে আমরা স্বাগত জানাই। শহরের প্রচলিত নিয়মকানুন তাদের মেনে চলতে হবে।'

ওয়াইনে আর একটা চুমুক দিল সে। 'তুমি নিশ্চয় আশা করছ না তোমাদের ভুয়া ইলেকশন কেউ মেনে নেবে। এই কামরার মাত্র জনা ছয়েক লোকের ভোট দেয়ার অধিকার আছে। অন্যেরা এখানকার বাসিন্দা বলে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

'এ ছাড়াও, সব মাইনিঙ শহরের নিয়ম হচ্ছে যারা প্রথম বাসিন্দা তারাই আইন-কানুন ঠিক করে—এবং সেই নিয়মেই সব চলে। তোমাদের ইলেকশন

নিয়মমাফিক হয়নি। সঠিক কাজের পদ্ধতি এটা নয়।'

গ্লাস নামিয়ে রাখল গর্ডন। ঠাণ্ডা ভাবে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছে সে। ওর সামনে দাঁড়ানো লোকটা আয়রন জন—কঠিন লোক। শয়তানি আর ঠগবাজিতে ফেবলস ওর কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

'এটা আমার নজরে এসেছে যে তুমি একজন মার্শাল আর একজন ডেপুটি মার্শালও নিযুক্ত করেছ। আমাদের এখানে কোনও গণ্ডগোল এখন পর্যন্ত হয়নি—গোলমাল আশাও করছি না। একমাত্র ইউতে আর রুফাসের দল কিছু ঝামেলা বাধাতে পারে।'

আয়রন জন অস্বস্তি বোধ করছে। এই ধরনের কিছু সে মোটেও আশা করেনি। গর্ডন ফেবলসকে নিজের সম্পর্কে খুব নিশ্চিত মনে হচ্ছে...কেন?

তার মুখ থাকছে না—বুঝতে পারছে আয়রন জন। হঠাৎ না ভেবেই সে বলে উঠল, 'মার্শাল, এই লোকটাকে গ্রেপ্তার করো!'

হাসল ফেবলস। 'আমাকে অ্যারেস্ট করবে? কোন অপরাধে? নিজের চরকায় তেল দিয়ে আপন মনে ওয়াইন খাচ্ছি বলে?'

গাওয়ার খুশি হয়েছে। কেবল বেশি বেশি কথাই হয়েছে এতক্ষণ। বিউয়েলের পাশ নিয়ে ঘুরে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল সে।

'এই, তুমি!' জোরাল কণ্ঠে বলল সে। 'উঠে দাঁড়াও!'

একটা বিশাল হাত ফেবলসের কাঁধে রাখল গাওয়ার। গায়ে হাত দেয়া পছন্দ করে না গর্ডন। হাতটা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে সেই সাথে গাওয়ারের পায়ের পিছনে পা বাধিয়ে সজোরে হেঁচকা টান দিল সে।

ভারসাম্য হারিয়ে বাতাস খামচে ধরার চেষ্টা করে দড়াম করে মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল গাওয়ার। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল ওর গলার ওপর শটগান ধরে আছে লেন ভিকার্স।

গাওয়ারের ছুটফটে হাত দুটো মেঝের ওপর স্থির হলো। মাটিতে পড়ে আছে ও-মুখটা হলুদ হয়ে গেছে। এজন্য গর্ডন ওকে দোষ দিল না। গলার ওপর শটগান ধরা থাকলে তার বিরুদ্ধে কোনও তর্ক চলে না।

আবার গ্লাসটা তুলে নিল গর্ডন। 'একটা কথা এখানে ব্যাখ্যা করা দরকার মনে করছি,' শান্ত স্বরে বললেও সবাই ওর কথা শুনতে পাচ্ছে। 'বাঁধটা, যেখানে চাষের জন্য পানি ধরা হয়েছে, ওটা সম্পূর্ণ আমার নিজের চেষ্টায় তৈরি—কীথ বার্ন কিছু সাহায্য করেছে। ওই পানির অধিকার পুরোপুরি আমার। আরও কথা আছে, এই শহরের পানির অন্য উৎসটা এই জমির ওপর—এবং ওটাও আমার সম্পত্তি। মরুভূমি পাড়ি দেয়ার জন্য যাত্রায় আমি একবারই পানি দেব। যারা ভাড়া বা পারসেণ্টেজ দিতে রাজি হবে না তারা কিছুই পাবে না।'

'এটা তুমি করতে পারো না!' রেগে উঠে প্রতিবাদ করল বিউয়েল। 'আমি এখানকার মেয়র!'

'সম্পূর্ণ ভুল,' জবাব দিল গর্ডন, 'আমি অ্যাকটিঙ মেয়র। আইন সম্মত ইলেকশন যতদিন না হচ্ছে আমিই মেয়র থাকব।'

উঠে দাঁড়াল ফেবলস। 'আমিই এখানে প্রথম এসেছি-রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার

করে সাইনবোর্ডগুলো নতুন করে লিখেছি। বাঁধ তৈরি করে প্রথম ফসল আমিই বুনেছি। ব্যবসার জায়গা দেয়ার মালিকও আমি। আমিই রেড হর্সকে ম্যাপে স্থান দিয়েছি!"

সরাসরি বিউয়েলের দিকে চাইল ফেবলাস। "এখানে যদি এমন কেউ উপস্থিত থাকে যে দাবি করতে পারে সে আমার আগে এখানে এসেছিল এবং প্রমাণ দিতে পারে এটা পরিত্যক্ত হয়নি—তা হলে এখনই মুখ খুলুক।"

আয়রন জন বিউয়েলের পেটের ভেতর কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগল। এই ফেবলাস লোকটা তাকে চেনে...ফেবলাস জানে ও কে...সে কী করেছে তাও জানে।

একেবারে বোকা হয়ে গেছে আয়রন জন। ফেবলাস জো'র দিকে ফিরে বলল, "তিনটে বোতলে পানি ভরে এখানে নিয়ে এসো, জো।"

"কী জন্য?" জানতে চাইল বিউয়েল।

"তোমার জন্য, মিস্টার বিউয়েল—" ফেবলাসের গলার স্বর ভীষণ কড়া শোনাল—"আর তোমার মার্শাল আর ডেপুটির জন্য। তিন বোতল পানি তোমাদের দেয়া হবে, সেই সাথে তোমাদের প্রতি নির্দেশ থাকবে—এদিকে আর পা বাড়িও না!"

চুপ রয়েছে বিউয়েল। আশা করছে তার পিছন থেকে কেউ কিছু বলবে। কিন্তু বারের সবাই নীরব রইল। এদিক ওদিক চাইল সে। শাওয়ার মেঝোতে পড়ে আছে—এখনও শটগানটা ওর গলার ওপর ধরা। শটগান যে ধরে আছে তার সাথে একই টেবিলে আরও লোক রয়েছে—সম্ভবত ওরাও ফেবলাসের সমর্থক।

হঠাৎ ঘুরে দরজার দিকে রওনা হলো আয়রন জন।

"বিউয়েল!" বারের মধ্যে ফেবলাসের স্বরটা তীক্ষ্ণ শোনাল। লোকটা প্রায় কুঁকড়ে গেল। "পানির বোতলটা ছেড়ে যাচ্ছ তুমি।"

পাশের টেবিলের দিকে ফিরল গর্ডন। "লেন, তুমি আর কীথ এই লোকগুলোকে ঘোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো। ওয়েন, তুমিও ওদের সাথে যাও।"

ইতস্তত করল আয়রন জন। "তুমি কি আজ রাতেই আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছ?"

মাথা ঝাঁকাল গর্ডন। "শুধু আজ রাতেই নয়, এখনই এই মুহূর্তেই আমি তোমাদের বিদায় করছি। রাত্রে যাত্রা করলে তোমাদের পানি বেশিক্ষণ টিকবে। পানি ফুরাবার আগে আর একটা ওয়াটার হোলে পৌঁছতে চাইলে আর মিছে কথা বলে সময় নষ্ট করো না।"

ওরা চলে গেলে বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল গর্ডন। ওখানে যারা আছে তাদের বেশিরভাগই ভাল লোক। আড়চোখে ওদের দিকে চেয়ে সে বলল, "ড্যান, এই ভদ্রলোকদের প্রত্যেককে ড্রিঙ্ক দাও—খরচ আমার।"

এবার নিচু স্বরে কথা বলল ফেবলাস। "আমার দাবি হয়তো তোমাদের কাছে অতিরিক্ত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শহরটা আর একটু গুছিয়ে উঠতে পারলে টাকা আদায়ের ভাগ অনেক কমিয়ে দেয়া হবে। আমরা এখানে কেবল ভাল মানুষ চাই। তোমাদের কেউ এখানে থাকতে চাইলে ড্যান ক্লার্কের সাথে আলাপ করতে

পারো, কিংবা সকালে আমার সাথেও কথা বলতে পারো।"

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল গর্ডন।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পর টের পেল ওর সারা দেহ ঘামে ভিজে উঠেছে। কলারটা টাইট ঠেকছে—গরম লাগছে। কোট খুলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ফেবলস।

এখনও ওর বিশ্বাস হচ্ছে না সে জিতেছে।

নোরা কেইসি সেলাই করছে, কিন্তু ওর কান খোলা রয়েছে। ইয়্যাঙ্কি সেলুনে কী ঘটেছে সেই গল্প শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। তার বাবা ঘটনা বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। গারস্টোনেরও বিশ্বাস হচ্ছে না। সকালে নাস্তার পর থেকে ওদের মধ্যে ওই আলোচনাই হচ্ছে।

ওর বাবাই ফেবলসকে সরাবার প্ল্যানে লীডারদের একজন ছিল। আর গারস্টোনও সর্বক্ষণ ওর পাশে ছিল। আজ পর্যন্ত গারস্টোন আর তার বাবা এই প্রথম কোন বিষয়ে একমত হয়েছে। আরও অনেকেই ছিল—তবে তার বাবা যে মেয়র নির্বাচিত হবে বলে আশা করেছিল এটা নোরা জানে। নতুন লোকগুলো তাকে বাড়ি দিয়ে একপাশে সরিয়ে দেয়ায় বেচারা কেইসি খুব বড় একটা আঘাত পেয়েছে।

নোরা কেইসি কূটনীতির কিছুই বোঝে না। কিন্তু সে যতটুকু দেখেছে তাতে দলগত চেষ্টা চিনতে ওর ভুল হবার কথা নয়। বিউয়েলের মেয়র হওয়ার প্রস্তাবে সাথে সাথেই সমর্থন এসেছিল—সন্দেহ নেই ওই প্রস্তাব আর সমর্থন সবই আগে থেকে ঠিক করা ছিল।

লসনকেও মেয়র হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল বটে, কিন্তু ওর ইলেকশনে জেতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এরপরেই প্রার্থীর মনোনয়ন বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তাব এল—সমর্থনও করা হলো। এতে বিউয়েলের জিত নিশ্চিত হয়ে দাঁড়াল।

নোরার বাবা এখনও বুঝতে পারছে না তার কী হয়েছে।

ইলেকশন থেকে তাকে এমন রূঢ় ভাবে বাদ দেয়া হলো যে ব্যাপারটা সে বিশ্বাসই করতে পারছে না।

ম্যালকম কেইসির এখন আর গর্ডনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মুখ নেই—এজন্য তাকে দোষ দেয় না নোরা।

গডফ্রিও আছে ওখানে। একটু নড়েচড়ে বসল সে। ভারি পিস্তলটা পায়ের ওপর অস্বস্তিকর ভারি ঠেকছে। নোরার ধারণা, গডফ্রির ভয়, সে যে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়েছে এটা হয়তো সবাই খেয়াল করছে না।

'কিন্তু লোকটা কী করল?' প্রশ্ন করল গডফ্রি। 'তুমি বলছ সে শুধু বসেই ছিল। কিছু একটা সে নিশ্চয়ই করেছিল?'

কচ গল্প বলছে, বলে যথেষ্ট আনন্দও পাচ্ছে। 'বললাম তো, সে কিছুই করেনি!' হাসল সে। 'দেখে মনে হচ্ছিল ফেবলস স্কুলের টিচার আর ছোট বাচ্চা বিউয়েলকে শাসন করার জন্যে ওর কাছে হাজির করা হয়েছে। বিউয়েলকে

একেবারে বোকা বানিয়ে ছেড়েছে লোকটা। শেষে অবশ্য পানির কথাটা গর্ডন তুলেছিল।'

'পানি?'

'হ্যাঁ, পানির মালিক সে। কেউ ওর কথা না মানলে পানি বন্ধ করে দেবে। কেউ চলে যেতে চাইলে যাত্রার জন্য কিছু পানি সে পাবে।'

নোরা ভাবছে...অবশ্যই, কথাটা আগে কেন ওর মনে আসেনি? পানি ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না—আর রেড হর্সের সব পানিই ফেবলসের।

'যে কেউ রাতের বেলা বাঁধ থেকে পানি নিয়ে আসতে পারবে,' বলল গারস্টোন। 'কতক্ষণ সে পাহারা দিয়ে রাখতে পারবে?'

'ওই পানি?' নাক সিটকাল মিসেস গারস্টোন। 'ওই পানি আমি তো খাবই না, ওতে ধোয়ার কাজও করব না। ওর ভেতর গরু-ঘোড়া হাঁটে, ওখান থেকে ওরা পানিও খায়।'

নোরা প্রতিবাদ করল। 'আমি বুঝতে পারছি না ওকে তাড়াবার জন্য সবাই এমন উঠে পড়ে লেগেছে কেন। কার কী ক্ষতি করেছে ও? শহরে যারা আছে তাদের মধ্যে সব থেকে বেশি ওই লোকটাই খেটেছে।'

'আমিও কারও চেয়ে কম পরিশ্রম করিনি,' আপত্তি জানাল কেইসি।

'তুমি কঠিন পরিশ্রম করেছ, ঠিক,' স্বীকার করল নোরা। 'কিন্তু সেটা নিজের দোকানে তোমার নিজের লাভের জন্য। ফেবলস বাঁধ তৈরি করেছে, রাস্তা পরিষ্কার করেছে, গাছ ছেঁটে ফুল গাছ লাগিয়েছে, ফুটপাত মেরামত করেছে—শহরটা বাসের উপযোগী করে তুলতে আরও একশো রকম কাজ সে করেছে।'

'এজন্যে সে টাকাও কম পাচ্ছে না!' ক্ষোভের সাথে বলল গারস্টোন।

'পাবে না কেন?' সুতো ছিঁড়ে ব্লাউজটা আলোয় ধরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল নোরা। 'আর তোমরা যা করেছ ভাবতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে। ওই গাওয়ার লোকটা যতবার আমার দিকে তাকিয়েছে আমার আর একবার গোসল করার ইচ্ছা হয়েছে। একটা পরিবর্তন তোমরা চেয়েছিলে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তোমাদের ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

ওরা চুপ করল—কিন্তু ঠিক মেনে নিতে পারল না।

ইয়্যাঙ্কি সেলুন ঠাণ্ডা আর স্তব্ধ হয়ে আছে। ফেবলসের তাস শাফল করার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ঠিক মত সাজিয়ে চারটা হাত বাঁটল সে। নিজের তাসগুলো তুলে দেখল ও।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে ড্যান তার কাছের একটা হাত তুলে নিয়ে দেখল চারটা নয়। আর একটা হাত তুলে দেখল চারটা ছয়। 'খারাপ না,' শুকনোভাবে মন্তব্য করল সে। 'সবগুলো হাতই কি এমন ভাল?'

'আমারটা আরও ভাল,' জবাব দিয়ে চারটা সাহেব টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিল গর্ডন।

ড্যান তার হাতের কাপড়টা বারের মাথায় রেখে বসল। একটা চুরুট ধরাল সে। গর্ডন ফেবলস ওর দিকে চেয়ে একটু হাসল। ক্লার্ক কিছু কথা বলতে চায়।

'গডফ্রি গারস্টোন,' মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে বলল সে, 'ওই ছেলেটাই সব থেকে প্রথম ইলেকশনের কথা তুলেছিল।'

আনমনে তাস শাফল করে মাঝখান থেকে কেটে আবার বাঁটার জন্য তৈরি হলো ফেবলস।

'তুমিও জানো, আমিও জানি,' বলে চলল ড্যান, 'ওর পক্ষে নিজে ভেবে ইলেকশনের বুদ্ধি বের করা সম্ভব নয়। ওর বাবার পক্ষে এটা সম্ভব বটে, কিন্তু গারস্টোন বা কেইসির মুখে কিছু শোনার আগে গডফ্রিই নিজে থেকে কথাটা তুলেছিল।'

গর্ডন চিৎ করে নিজের জন্য দুটো টেক্কা বাঁটল, তারপর দ্বিতীয় বাঁটে আর একটা টেক্কা নিল।

'ওই রূপার ডলারগুলো,' চুরুটে একটা লম্বা টান দিল ক্লার্ক। 'গারস্টোনের কাছে কখনও আমি রূপার মুদ্রা দেখিনি। কেবল গডফ্রি ওই টাকা খরচ করে।

'আমি লক্ষ করে দেখেছি ওই ছেলে ছাড়া আর কেউ ওই মুদ্রা ব্যবহার করে না। রূপার টাকা মাইনিঙ ক্যাম্পে বিরল...যে কোন টাকাই বিরল।'

'কী বলতে চাও?'

'ওই রুফাসের দলের টম ট্রেনটন, সে সেদিন রাতে এখানে এসেছিল...সেও ড্রিঙ্কের জন্য রূপার টাকায় দাম দিয়েছে—নতুন মুদ্রা।'

তাসগুলো গুছিয়ে যত্নের সাথে টেবিলের ওপর থাক করে রাখল গর্ডন। 'তোমার কি মনে হয় রুফাস দলের কারও সাথে গডফ্রি গোপনে যোগাযোগ রেখেছে?'

'সেই রাতে আমার থেকে হুইস্কি কেনেনি ও—কিন্তু প্রচুর হুইস্কি খেয়েছিল। হাফ ডলার ছাড়া এই শহরে রূপার মুদ্রা নেই আর ওর কাছে রয়েছে নতুন সিলভার ডলার।'

চুরুটের ওপর ছাই-এর লম্বা হওয়া লক্ষ করছে ড্যান। 'তিনমাস আগে সেনা বাহিনীর বেতন নিয়ে একটা ওয়্যাগন কারসন থেকে ফোর্ট চার্চিলে যাচ্ছিল—পথে ওটা লুট হয়। চারজন মারা পড়েছিল...ইণ্ডিয়ানদের দোষ দেয়া হয়েছিল।'

গর্ডনের দিকে মুখ তুলে চাইল ক্লার্ক। 'ওতে বেশিরভাগ মুদ্রাই ছিল মিণ্ট থেকে সদ্য তৈরি রূপার ডলার।'

দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল ফেবলস। পথের ওপর রোদ দেখা যাচ্ছে। সবই মিলে যাচ্ছে, আগুনের ধারে কেউ কারও সাথে দেখা করেছে—ওখানে কেউ ক্যাম্প করতে যাবে না। খালি হুইস্কির বোতলটাও গর্ডন দেখেছে।

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' বলল সে। তারপর নেভানো আগুন খুঁজে পাওয়ার কথা ড্যানকে জানাল।

'এরপরে কী?' জিজ্ঞেস করল ক্লার্ক।

কাঁধ ঝাঁকাল ফেবলস। 'একটু ভেবে দেখো, ড্যান, গডফ্রি নেহাত ছেলেমানুষ। ওর বয়স মাত্র উনিশ। ওই বয়সেও তুমি আমি পরিপূর্ণ পুরুষ ছিলাম—ওর উনিশ আমাদের চোদ্দোর সমান। হয়তো আরও পরে ছেলেটার সুবুদ্ধির উদয় হবে।'

'তুমি ভাল করেই জানো তা হবে না,' জবাব দিল ড্যান। 'তুমি নিজেই বলো কতবার গডফ্রির মত ছেলেকে কোমরে পিস্তল ঝোলাতে দেখেছ? প্রথমে ওরা পিস্তলবাজ হতে চায়, আউট-ল আর গানফাইটারদের ওরা ভক্তি করে। পিস্তল ঝুলিয়ে নিজেকে একটা কেউকেটা ভাবতে শুরু করে। গোপনে প্র্যাকটিসও করে। ওখানেই থামলে ভাল ছিল, কিন্তু কাউকে খুন না করা পর্যন্ত ওদের শান্তি নেই।

"গানফাইটার মানুষ মারবে, তা না হলে খ্যাতি আসবে না। কিন্তু এটা সে কখনও ভাবে না অন্য মানুষটাও গুলি ছুঁড়বে। স্বপ্নে মানুষ কখনও ধীরে ড্র করে না, মারাও পড়ে না—দিবাস্বপ্নে তো নয়ই। সুতরাং একদিন না একদিন সে পিস্তল ব্যবহার করবেই।"

ফেবলস আবার তাসগুলো হাতে তুলে নিল। অলসভাবে আঙুলের ফাঁকে নাড়াচাড়া করছে। 'ড্যান, আমাকে কী করতে বলো তুমি? ওর বাবার কাছে যাব? আমার বিশ্বাস হয় না বাবার কথায় সে পিস্তল ছাড়বে। আমি জানি তা সে কিছুতেই করবে না।

'গডফ্রির কাছে যাব? ভাল করেই জানো তা হলে কী ঘটবে। সে আমার মোকাবিলা করার চেষ্টা করবে, তাতে হয়তো ওকে আমার মেরে ফেলতে হবে। ওই ছেলের বিরুদ্ধে আমি পিস্তল ধরতে চাই না, ড্যান।'

চুপ করে আছে ক্লার্ক। গর্ডন যা বলেছে তা খুব সত্যি। ছেলেদের যখন গডফ্রির মত বাড় বাড়ে তখন আর ওদের ফেরার কোনও পথ থাকে না। হয় ওরা কাউকে খুন করে, বা নিজেরা খুন হয়।

তাস গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল ফেবলস। 'আমার ক্লেইম দেখতে যাচ্ছি,' বলে বেরিয়ে গেল সে।

বিরক্ত হয়ে উঠছে ফেবলস। রেড হর্সে অনেকদিন কাটিয়ে ফেলেছে। কিছু ডলার ওর রোজগার হয়েছে বটে, কিন্তু অঙ্কটা সামান্যই। এখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওই শহর ছেড়ে চলে যাওয়াই ওর জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। স্টেজ রুট ধরে কারসনে চলে যেতে পারে। এখানে থাকাটা বোকামি হচ্ছে। ওর সমস্ত সত্তা বলছে বিস্ফোরণ আসন্ন হয়ে উঠেছে, আর বিস্ফোরকের মাথার ওপরেই সে বসে আছে।

মাইনে পৌঁছে কোট আর শার্ট খুলে কাজে লাগল। সুড়ঙ্গের মধ্যে দু'ঘণ্টা গাঁইতি নিয়ে কাজ করল। নিজের দুশ্চিন্তা ভুলতেই কাজ করছে গর্ডন। এখানে কিছু পাওয়ার আশা সে মোটেও করে না।

ফাটলের ভেতর গাঁইতি ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে একটা বড় চাক ভাঙল—পায়ের কাছে পড়ল ওটা। শেষে যন্ত্রপাতি রেখে সুড়ঙ্গের মুখে বেরিয়ে এল।

নীচে রেড হর্স শহরটা দেখতে পাচ্ছে ফেবলস! মুগ্ধ চোখে ওদিকে চেয়ে রইল সে। রাস্তায় ডজনখানেক লোক দেখা যাচ্ছে, দুটো ওয়্যাগন আর কয়েকটা জিন চড়ানো ঘোড়াও রয়েছে। প্রত্যেক বাড়ির সামনেই দড়ির ওপর কাপড় শুকাচ্ছে। গারস্টোনের দোকানের পিছনে তিনটে তাঁবু দেখা যাচ্ছে। আরও দূরে, নীচে সমতল জমিতে উজ্জ্বল সবুজ রঙের শস্য পাতা ছেড়ে বড় হতে শুরু করেছে...কয়েকটা সপ্তাহ খুব দ্রুত কেটে গেছে।

দুটো ছোট ছেলে গারস্টোনের দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে এগোল।

এখানে একটা স্কুল করা দরকার। স্কুল ছাড়া কোন শহরই পরিপূর্ণ হয় না।

কিন্তু তার এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ক্লেইম বিক্রি করতে পারুক না পারুক আর একমাস শেষ হলেই সে এই শহর ছাড়বে। এর বেশি সে কিছুতেই থাকবে না।

কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার পরও মনের কোনায় কোথায় যেন একটা বেদনা অনুভব করছে ফেবলস। থাকাটা বোকামি। বিউরেল ফিরে আসতে পারে। রুস্কাসের দল আসতে পারে। অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

শার্ট পরে প্যান্টের ভেতর গুঁজে বোতাম লাগাবার সময়ে নোরা কেইসিকে ওর ক্লেইমের কাছেই টিলার ওপর দেখতে পেল গর্ডন। ঘোড়ার পিঠে রয়েছে মেয়েটা।

'অ্যাকটিঙ মেয়র সাহেব কেমন আছ?' ভদ্রভাবেই প্রশ্ন করল নোরা।

আড়চোখে বিরক্তভাবে নোরার দিকে চাইল গর্ডন। 'আমার অ্যাকটিঙ বা অন্য রকম মেয়র হওয়ার কোন শখ নেই,' বলল সে।

"তোমাকে আমি পছন্দ করি না সত্যি," স্বীকার করল নোরা, 'কিন্তু শহরের উন্নতির জন্য তুমি অনেক কিছু করেছ—হলে তোমারই মেয়র হওয়া উচিত।"

'আমিও তোমাকে পছন্দ করি না," ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল গর্ডন। "আর আমার এখানে প্রাপ্যও কিছু নেই। আমি ওকে বাধা দেয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে লোকটা ঠগ।"

গর্ডনের চোখে চোখে চাইল নোরা। 'বিউরেলস ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা জন বিউরেল।'

শার্টের বোতাম লাগানো শেষ করল গর্ডন। বোতামের ওপরই ওর পুরো মনোযোগ। তা হলে মেয়েটা জানে! আর উপায় নেই, এখন তাকে শহর ছাড়তেই হবে। যখন সে চোখ তুলে তাকাল, ওর মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

'দুঃখিত, এই পর্যায়ে শহরের জন্য ভাল মেয়র হয়ে আমার পক্ষে বিশেষ কিছুই করা সম্ভব নয়। আমার সামনে অনেক বাধা।'

'বিষয়টা এড়িয়ে যেও না,' মিস্টার ফেবলস। তুমি সব কিছুকেই এমন চমৎকারভাবে নিজের লাভের উদ্দেশে ব্যবহার করো, কোন সৎলোক এমন করবে না। আমার বাবা একটু অস্থিরচিত্ত মানুষ হলেও সন্দেহপ্রবণ নয়। কিন্তু আমি সন্দেহপ্রবণ।

'সেদিন ট্রেইলের ওপর শহরের নাম বলতে গিয়ে তুমি ক্ষণিক ইতস্তত করেছিলে। তারপর আমাদের লাল ঘোড়াটা দেখে চট করে নাম বলেছিলে রেড হর্স।

'স্বভাবতই শহরে আসার পর আমি কৌতূহলী ছিলাম। কোথাও শহরের নাম দেখতে না পেয়ে অবাক হলাম। একটা সাইনবোর্ডই অনুপস্থিত ছিল—ব্যাঙ্কের সাইন।'

'মিস কেইসি, তোমার মনটা খুব পেঁচাল। কেউ যখন এতটা সন্দিগ্ধ হয় তখন মানুষ স্বভাবতই ভাবতে পারে তোমার চিন্তাধারায় কোন ত্রুটি আছে।"

মেয়েটা আকর্ষণীয়া—এক কথায়, দারুণ। হঠাৎ ওকে তাড়াতে পারলেই যেন গর্ডন বেঁচে যায় বলে মনে হচ্ছে ওর। মেয়েটা শহরে ফিরে যাচ্ছে না কেন? ও কি

তার ওপর নজর রাখছে? কিন্তু কেন? তাকে ফাঁসাবার মত সব তথ্য তো মেয়েটার জানাই আছে?

'তুমি তা হলে বিউয়েলস ব্লাফের কথা জানো?'

'হ্যাঁ, আমি তখন বেশ ছোট ছিলাম। কিন্তু আমার এক কাকা খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছিল—কিন্তু দেখা গেল সব ভুয়া।' ঠাণ্ডা চোখে গর্ডনকে যাচাই করল নোরা। 'ওটা একটা ঠগবাজি ছিল।'

'একটা শহর কি কখনও ঠগ হতে পারে?' শান্ত কণ্ঠে বলল গর্ডন। 'লোক না থাকলে তো শহরই থাকবে না। জন বিউয়েল চলে গেছে। ওর সাথে যারা এসেছিল তারাও গেছে—ওদের আমি ফিরে আসতে দিইনি। এখন আমাদের এখানে যা আছে সেটা নতুন নামের একটা শহরই কেবল নয়—এতে শুরু হয়েছে নতুন জীবন।' চোখ তুলে নোরার দিকে চাইল ফেবলস। 'মিস কেইসি, কতগুলো পুরনো দালানের সমষ্টি কীভাবে ঠগ হয়?'

'তুমি কথায় খুব পটু।'

'তোমার বাবাও এখানে রয়েছে...সেও শহরের একটা অঙ্গ। সে কি ফ্রড? বা তোমার বন্ধু গারস্টোন?'

কিন্তু কথায় ভুলল না নোরা। 'আর তুমি? তুমি কি ফ্রড?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফেবলস। 'কে বলতে পারে সে আসলে কী? তুমি নিজেও কি তোমাকে চেনো? আমি নিজেও আসলে জানি না আমি কী।

'দেখো।' হাত বাড়িয়ে শহরের দিকে দেখাল ফেবলস। 'ওই দেখা যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। একটা খালি খোলস ছিল—এখন সেখানে হয়েছে ঘর। শহরবাসী রোজগার করছে। মাঠে ফসল জন্মেছে, সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিগগিরই গরুরা বাচ্চা দেবে। আমাদের শহরের হয়তো মরণ হতে পারে, কিন্তু এখন এটা জীবন্ত...একে আমাদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা দরকার।

'যাই হোক, একটা মানুষ কি একটা শহরের নিয়তিকে বদলাতে পারে? আমি যদি ঠগবাজও হই, কী আসে যায়? আমাকে ছাড়াই শহর চলবে।'

একটু চিন্তা করল নোরা, তারপর ধীরে মাথা নাড়ল। 'না, মিস্টার ফেবলস, আমার তা মনে হয় না। আমি তোমাকে যতই অপছন্দ করি, এবং শহরের আর সবাই যত অপছন্দই করুক, আমার মনে হয় না তোমাকে ছাড়া শহরটা বাঁচতে পারে, বা বাঁচবে।'

কিছুটা সহানুভূতি পেয়ে গর্ডন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তা হলে হয়তো আমি ঠিক ফ্রড নই।'

পাহাড় থেকে নোরা নেমে যাওয়ার পর ধপ করে বসে একটা গাল বকল গর্ডন। মেয়েটার কথার ধরনে ফেবলসের রাগ চড়ে যায়। চুপ করে থেকে কেবল মেয়েটাকেই তার কথা বলতে দেয়া উচিত। কিন্তু মেয়েটা খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করেই তাকে উত্তর দিতে বাধ্য করে।

ওকে ছাড়া শহর বাঁচবে না, এসব বাজে কথা। কিন্তু ভাবনাটা তাকে অস্থির করে তুলছে। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কী আসে

যায়? সবার ভাল-মন্দ দেখার দায়িত্ব তার নয়।

কিন্তু ওটা তার আসল সমস্যা নয়। নোরা যদি গর্ডনের সম্পর্কের যা জেনেছে তা ফাঁস করে দেয়—না বলারও কোন কারণ নেই—তবে শহরটা আগেরবারের চেয়েও তাড়াতাড়ি খালি হয়ে যাবে।

পাঁচ

গর্ডন ফেবলস উপরে নিজের কামরায় ফিরল। কয়েকদিন আগেই রুবেন গারস্টোনের কাছ থেকে কিছু কাপড়, কম্বল আর অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্র কিনে এনেছে সে। ছোট একটা পুঁটুলিতে সব গুছিয়ে নিল। নিজের কাপড় আর বাড়তি কার্তুজও নিল। টুকিটাকি আরও কিছু জিনিসের সাথে হোটেলে পাওয়া দুটো বইও গুছিয়ে নিল।

সব গুছানো হলে সেলুনের পিছনে আস্তাবলে গিয়ে কালো ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে খাবার খেতে দিল। ঘোড়ার নালগুলোও পরীক্ষা করে দেখল যাত্রার উপযোগী আছে কিনা।

'যখন বেরোব, জোরে ছুটে আমাদের অনেকদূর যেতে হবে,' ফিসফিস করে ঘোড়ার কানে কানে বলল গর্ডন। 'যে কোন সময়েই ছুটতে হতে পারে।'

আস্তাবলের সামনে অস্বস্তিভরে থেমে দাঁড়াল ফেবলস। জিন চাপিয়ে এখনই রওনা হচ্ছে না কেন? বড় একটা সুযোগের জন্য মিছে কেন অপেক্ষা করছে? হয়তো সে সুযোগ আসবেই না। ইউতে ইণ্ডিয়ানদের হাত থেকে বেঁচে আসায় ওর নিজের ক্ষমতার সাথে ভাগ্যও অনেকটা সাহায্য করেছে। জন বিউয়েলের বিরুদ্ধেও সে বন্ধুদের সাহায্যে ওকে অপদস্থ করতে পেরেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে তার ভাগ্য এত প্রসন্ন নাও হতে পারে।

ইউতে ইণ্ডিয়ানরা ওদিকে কোথাও রয়েছে—গর্ডন জানে ওরা এই শহরের ওপর লক্ষ রেখেছে। রুফাসের দলটাও ওদিকে আছে। শহরের ভাবও ঠিক স্থির নয়। কিছু লোক রয়েছে যারা গর্ডনকে পছন্দ করে না। গডফ্রি গারস্টোনও কোমরে পিস্তলের বেল্ট চড়িয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য তৈরি হয়েই আছে।

বিতৃষ্ণার চোখে শহরের দিকে চাইল ফেবলস। তার হয়েছেটা কী? কেন এই শহর গড়ে তোলার জন্য সে মিছে সময় নষ্ট করছে? ক্লেইম সাজাবার কাজ ওর শেষ হয়েছে। এখন শুধু ঠকানো যায় এমন একজন টাকাওয়ালা লোক দরকার।

তবু তাতে হয়তো অনেক সময় লেগে যাবে—আর বেশি অপেক্ষা করা নেহাত বোকামি হচ্ছে। অনুভব করছে তার সৌভাগ্য ফুরিয়ে আসছে। মনের এই ধরনের অনুভূতিকে অতীতে সব সময়েই সে গুরুত্ব দিয়েছে—তাতে ঠকেনি।

উপর তালায় নিজের কামরায় ফিরে বিষণ্ণভাবে চারপাশে চাইল গর্ডন। একটা গুদাম-ঘর...মানুষের থাকার যোগ্য জায়গা নয়। নীচের তালাতেও কফি

খাওয়া আর ড্যানের সাথে গল্প করা ছাড়া আর কোন আকর্ষণ নেই।

স্ট্র্যাপ খোলা প্যাকেটার দিকে আড়চোখে চাইল—শেষ মুহূর্তে আরও কিছু ভরবে বলে ওটা ইচ্ছা করেই আঁটেনি। বই দুটো উপরেই রয়েছে। পড়ার ইচ্ছা ওর সব সময়েই ছিল, কিন্তু কেন যেন সময় হয়ে ওঠেনি। সে জানে ওটা আসলে সত্যি নয়—সময় ঠিকই থাকে। অদরকারী আর অবান্তর কাজগুলো বাদ দিলেই মানুষ অনেক সময় হাতে পায়।

শহরের চিন্তাই ঘুরে ফিরে গর্ডনের মাথায় আসছে। রেড হর্স দ্রুত বেড়ে উঠছে—সে-ই সব করেছে। কিন্তু এখন সে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। জানে তার সরে পড়া উচিত; এমনিতেই এখানে অনেক সময় কাটিয়ে ফেলেছে। চারদিক থেকে বিভিন্ন সমস্যা তাকে ঘিরে ফেলছে।

একটা কাজই ওর বাকি আছে—সেটাই শেষ করল। হ্যাট পরে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে বিউয়েলের বিরুদ্ধে যারা তার পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাল।

গডফ্রি গারস্টোন ওল্ড গেট সেলুনের সামনে নিষ্কর্মাভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেলুনটা লুথার টেম্পল নামে এক হোৎকা লোক নতুন খুলেছে। ছেলেটাকে দেখেই গর্ডন অস্বস্তি বোধ করছে। কারণ সে জানে গডফ্রি কী ভাবছে। ছেলেটা যদি রেড হর্সের একজন আদি বাসিন্দার সন্তান না হত তা হলে গর্ডনের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ ছিল না। কেবলস মনে করে ওদের কাছে তার একটা ঋণ রয়ে গেছে।

গর্ডনকে এগোতে দেখে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে ঘুরে তাকাল গডফ্রি। আড়চোখে ওর দিকে একবার চেয়ে গর্ডন বলল, "হ্যালো, গডফ্রি। ইদানীং পাহাড়ের দিকে আর যাওনি?"

গডফ্রি ওই লোকটার মুখোমুখি হওয়ার একটা ছুতো খুঁজছে। বারবার নিজেকে বুঝিয়েছে কেবলসকে তার হত্যা করতেই হবে। রুফাস ওর মৃত্যু চায়। কাজটার ভার তার ওপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে ওর ধারণা। কিন্তু ছোট্ট মন্তব্যটা কথার ছলে করা হলেও গডফ্রিকে ভীষণ বিব্রত করে তুলল। ওর নিরাপত্তার ভিত নড়ে গেছে।

কিছু বলার জন্য মুখ খুলল সে। কেবলস কি জানে? কী ভাবে তা সম্ভব? তাকে কি অনুসরণ করা হয়েছিল? হঠাৎ গডফ্রির ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে এল...বাবাকে যদি জানিয়ে থাকে লোকটা?

কিন্তু গর্ডন ইচ্ছা করেই ওর দিকে পিছন ফিরে সেলুনে ঢুকে গেল।

লুথার টেম্পল বারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। মোটা হলেও শক্তিশালী লোক, বিরাট চৌকো মুঠি, আর হাতের পেশীগুলো ফুলে আছে। সাদা, সমান দাঁতের ফাঁক থেকে সিগারটা নামিয়ে ঠাণ্ডা চোখে কেবলসকে খুঁটিয়ে দেখল সে। লুথারকে দেখে গর্ডন বুঝল লোকটা জীবনে অনেক বিপদ মাথায় নিয়েছে, এবং তা যোগ্যতার সাথে মোকাবিলাও করেছে।

টেবিলে চিকন গড়নের একটা লোক বসে আছে। তারের মত টানটান ওর দেহ। উঠে বারের দিকে এগোল লোকটা। সরু হলেও বাজের মতই তীক্ষ্ণ ওর

চেহারা—চোখ দুটো খুব কাছাকাছি বসানো। আড়চোখে ওকে দেখল গর্ডন। জুয়াড়ী লোকটা তার ডান হাত বিশেষ এক ভঙ্গিতে ধরে আছে। হাতার ভেতরে পিস্তল আছে ওর—সাবধান ফেবলস, নিজেকে সতর্ক করল গর্ডন।

'আমি ফেবলস,' বলল সে। 'একমাত্র সৎভাবে চালালেই এই সেলুন চালাতে পারো। জুয়া খেলায় চুরির খবর পেলেই এটা বন্ধ করে দেব আমি।'

রাস্তার ওপারে গর্ডফ্রির সামনে এসে দাঁড়াল কীথ বার্নি। 'ফেবলস কি ওর ভেতর ঢুকেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।'

কীথ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রাস্তার অন্য মাথায় ডিক একটা ওয়্যাগনে মাল তুলছে। 'ডিক—একটু এদিকে শুনে যাও,' বলল সে।

সেলুনের ভেতর, জুয়াড়ী চোখ তুলে গর্ডনের দিকে চাইল। 'তুমি কি আমাকে অসৎ বলছ?'

'তোমাকে অপবাদ দিচ্ছি না—কারণ তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। কেবল নিয়মটা জানিয়ে দিলাম।'

'শুনলাম তুমিই নাকি শহর চালাচ্ছ,' বলল টেম্পল। 'কিন্তু তোমাকে এখনই সাবধান করে দিচ্ছি...এই সেলুন তোমার কথায় চলবে না। আমরা পার্সেন্টেজও দেব না। এটা বন্ধ করারও তোমার কোনও অধিকার নেই।'

অস্পষ্ট একটা হাসির ইঙ্গিত খেলে গেল গর্ডনের ঠোঁটে। 'সময় এলে তখন ওই ব্যাপারে আমরা আলাপ করব,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'পার্সেন্টেজের কথায় বলছি, ওটা আমি কালেক্ট করব।' জুয়াড়ীর দিকে চাইল ফেবলস। 'আমার নিজেরও কিছু কিছু খেলার অভ্যাস আছে।'

হাসল জুয়াড়ী। 'নিশ্চয়...যখন তোমার খুশি চলে এসো।'

রাস্তায় বেরিয়ে গর্ডন দেখল কীথ আর ডিক বাইরে দাঁড়িয়ে—ভিতরে ঢোকার জোগাড় করছে ওরা। 'ধন্যবাদ,' বলল সে, 'তোমাদের পাশে দেখলে সাহস বাড়ে।'

'ঝামেলা?'

'হ্যাঁ, তা কিছু হবে।' একটু থামল সে। 'ভিতরের ওই জুয়াড়ী—ওর নাম বার্ক লিস্টার। পোকার খেলায় দুজন লোককে সে খুন করেছে—মেয়ে ঘটিত ব্যাপারে আরও একজন। যদি চুরির অভিযোগ তোমাদের কানে আসে ওকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো। কথাটা ছড়িয়ে দিয়ো, কেমন?'

চলে যেতে গিয়েও থামল গর্ডন। 'লোকটা কোটের হাতায় পিস্তল রাখে। ব্যবহার জানলে ওটাই পিস্তল বের করার সবচেয়ে দ্রুত উপায়।'

'গর্ডন?'

ডিকের দিকে ফিরল সে। 'বলো?'

'ভেতরে দানবের মত লোকটা—সে পিস্তল যুদ্ধে নামবে না। পিস্তল সাথেই রাখে না। কেবল খালি হাতে ফাইট করে।'

একটু ভাবল ফেবলস। 'তুমি চেনো ওকে?'

'লোকটা এক সময়ে নিউ ইয়র্কে জন মরিসের বক্সার ছিল। অনেক

প্রফেশনাল ফাইটে জিতেছে।'

নিউ ইয়র্কের ভীষণ মুষ্টিযুদ্ধের কথা ফেবলসের মনে পড়ল। মরিস আর পুল দুই বিরোধী দল ছিল। প্রায়ই ওদের মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট হত। মরিস একবার বক্সিঙে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল—পরে সারাটোগায় একটা জুয়ার আড্ডা খুলেছিল। নিউ ইয়র্ক পলিটিক্সেও লোকটার বেশ প্রভাব ছিল।

ওইসব মারপিটে প্রায়ই লোকজন মারা পড়ত। চোখ, কান বা দাঁত তো অহরহই হারাত। লুথার টেম্পল ওই দলের সাথে জড়িত থাকলে নিঃসন্দেহে কঠিন লোক।

'আহাম্মক, পালিয়ে যা,' ইয়্যাঙ্কি সেলুনে ফেরার পথে নিজেকেই বলল গর্ডন। 'এখনও সময় আছে।'

কিন্তু গেল না সে। নিজেকে দিনের মধ্যে কয়েকবার 'হাঁদারাম' বলে গাল দিল—কিন্তু থেকেই গেল।

আসল কথা জায়গাটাকে সে ভালবেসে ফেলেছে। শহরটা বড় হচ্ছে। তার দেখাদেখি নতুন বাসিন্দাদের অনেকে বাগান করে, গাছ ছেঁটে শহরটাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

শহরে গোলমাল বা ঝামেলা খুব সামান্যই হচ্ছে। অধিবাসী প্রায় সবাই খুব পরিশ্রমী আর সংসারী লোক। দু'একজন যে মাঝে-মধ্যে মাতাল হয় না তা নয়। কিন্তু ঘুমাতে যেতে বলার চেয়ে কঠিন কোন ব্যবস্থা ওদের বিরুদ্ধে নেয়ার দরকার পড়েনি।

কিন্তু বেশি সুখ ওদের কপালে নেই।

হঠাৎ করেই গোলমাল শুরু হলো। ব্রিজের অন্যপাশে মাত্র এক মাইল দূরে একটা ওয়্যাগন আক্রান্ত হলো—তিনজন মারা পড়ল।

গুলির শব্দ রেড হর্সের সবাই শুনেছে, কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল ওয়্যাগনের মালিক, তার স্ত্রী আর ছেলে মারা পড়েছে। ওয়্যাগন লুট করে ঘোড়া নিয়ে গেছে। এটা ইউতেদের কাজও হতে পারে, কিন্তু কয়েকটা আরোহীর ঘোড়া নাল পরা ছিল।

'হয়তো চুরি করা ঘোড়া,' বলল কেইসি। 'এটা ইণ্ডিয়ানদেরই কাজ।'

'কিংবা সাদাদের কাজ,' গম্ভীর স্বরে বলল গর্ডন। 'এটা রুফাস দলের একটা প্রিয় চমক।'

এবং এর পরেই এক রাতে গডফ্রি গারস্টোন একটা মানুষ মারল।

ওয়্যাগনগুলো সূর্য ডোবার আগেই পৌঁছেছিল। বেশিরভাগই মাল-টানা ওয়্যাগন—কিন্তু ওদের সাথে কয়েকটা পরিবারও এসেছে—ওরিগনে যাচ্ছে ওরা। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য মাল-টানা ওয়্যাগনগুলোর সাথে যোগ দিয়েছে। এদেরই একজন শহরে ড্রিঙ্ক করতে এসেছিল। বয়স চল্লিশ, লম্বা মেদহীন গড়ন।

লোকটা লুথার টেম্পলের সেলুনে ঢুকেছিল। একটা ড্রিঙ্কের পর আর একটা খেল। যতক্ষণ ছিল একটা কথাও বলেনি সে। কিন্তু অন্ধকার সেলুন থেকে আলোয় বেরিয়েই গডফ্রির সাথে ধাক্কা খেল।

সেলুন থেকে লোকটা খুব তাড়াহুড়া করে বেরোচ্ছিল—যেন হঠাৎ একটা কিছু

ওর মনে পড়েছে। জোর ধাক্কা খেয়ে গডফ্রি টলতে টলতে দু'পা পিছিয়ে গেল।

গাল বকে পিস্তল বের করার জন্য হাত বাড়াল গডফ্রি। বাঁট ছোঁয়ার পরেও ওর ভেতরটা চিৎকার করে উঠল না! না! কিন্তু এই মুহূর্তটার জন্য সে অনেক অপেক্ষা করেছে: পিস্তল হাতে উঠে এল, অপরিচিত লোকটার দিকে তাকাল গডফ্রি।

'প্লীজ! আমি তোমাকে—'

গডফ্রির হাতের পিস্তলটা যেন কেশে উঠল—লোকটা ঘুরে সেলুনের দেয়ালে ধাক্কা খেল, তারপর ধীরে গা ছেড়ে হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল।

মহিলা কণ্ঠে একটা চিৎকার উঠল—লোকজন ছুটে এল। মহিলা আর্তনাদ করে কেঁদে আহত লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নতুন লোকটা অর্ধেক ঘুরে বিস্ফারিত চোখে কতক্ষণ গডফ্রির দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আমি দুঃখিত। আমি ইচ্ছা করে ধাক্কা...'

ওইভাবেই লোকটা মারা গেল সেলুনের পাশে। তার স্ত্রী ওকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নার দমকে থেকে থেকে কাঁপছে মহিলার দেহ। গডফ্রির চোখে চোখ রেখেই প্রাণ হারাল সে।

'শোনো,' গডফ্রি সাফাই গাইল, 'আমি চাইনি–' কিন্তু কেউ ওর কথা শুনছে না।

'পিস্তল কক করছিল লোকটা!' অনুনয় করে বলল গডফ্রি। 'আমি দেখেছি!'

লোকটার পিস্তল পরীক্ষা করে দেখল কীথ। 'খাপের ভিতর বোতাম আঁটা। পিস্তল ঠিক করার লোক খুঁজছিল ও। পিস্তলের ঘোড়াটা ভেঙে গেছে।'

'সেটা আমি কীভাবে জানব?' প্রতিবাদ করল গডফ্রি। 'আমি—'

'তুমি অনেকদিন থেকেই একটা শিকারের খোঁজে ছিলে,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ক্যাফের মালিক লসন। বড়াই করে বেড়িয়েছ, নিজেকে শক্ত প্রমাণ করার চেষ্টায় আড়ম্বরের সাথে সবাইকে তোমার পিস্তল দেখিয়ে বেড়িয়েছ। এখন তুমি এমন একজনকে গুলি করেছ যে কারও কোন ক্ষতি করেনি। একজনকে বিধবা আর তিনজনকে এতিম করেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, খুন করেছ তুমি,' বলে উঠল বাটলার। 'এটা খুন ছাড়া আর কিছু না।'

গডফ্রি পিছিয়ে গেল। পেটের ভিতরটা গুলাচ্ছে ওর—বুঝতে পারছে বমি হবে। সবার সামনে বমি করে ফেলার আগেই রাস্তা ছেড়ে চলে যেতে চায়। তাড়াতাড়ি একটা গলিতে ঢুকে পড়ল সে।

একটা মানুষ মেরেছে ও।

একটা বাড়ির দেয়ালে ভর দিয়ে বমি করল। সে কীভাবে জানবে লোকটার কাছে অকেজো পিস্তল ছিল? লোকটা তাকে ধাক্কা দিয়েছিল—অন্তত তার তাই মনে হয়েছে।

হাতের উল্টোপিঠে মুখ মুছে ঘুরে দালানের পিছন দিকে চলে গেল সে।

বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছে ওর—কিন্তু মায়ের চোখের কথা মনে আসতেই ওই চিন্তা বাদ দিল। তার বদলে করালের বার টপকে আস্তাবলে ঢুকল। সেখানে সদ্য কাটা খড়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল।

মরণাপন্ন লোকটার বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি, আর মহিলার ফুঁপিয়ে কান্নার দৃশ্য কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না। গডফ্রি কুঁকড়ে পড়ে রইল ওখানে—শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। শব্দ শোনার জন্য কান পাতল সে। কিন্তু কোন শব্দ নেই। খড় ছেড়ে উঠে সাবধানে জামা-কাপড় ঝেড়ে ফেলল। এতক্ষণে পিস্তলটার কথা ওর মনে পড়ল। পিস্তলের খালি চেম্বারে গুলি ভরল সে।

না হয় সে লোকটাকে মেরেই ফেলেছে, কিন্তু ওরই তো দোষ? এমনভাবে কোন ভদ্রলোক দরজা দিয়ে বেরোয়? তাকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলেই দিয়েছিল। নেহাত আত্মরক্ষার খাতিরেই সে গুলি করেছে। লোকটা তাকে আক্রমণ করেছে বলেই মনে করেছিল—জানবে কীভাবে?

নিজের পিস্তলের দিকে চাইল গর্ডন। একটা মানুষ মেরেছে সে। এখনও সেও পিস্তলের বাঁটে একটা নচ কাটতে পারে! ক্ষণিকের কুঁকড়ে যাওয়া মনটাকে এখন একটা গর্ব ছেয়ে ফেলছে। সবাই একথা বলতে পারে না যে তারা একটা মানুষ মেরেছে।

রাস্তায় বেরিয়ে পিস্তলটাকে আর একটু সামনে টেনে নিল গর্ডন। ঠিক আছে...ওরা কথা বলে, বলুক। ওরা যদি কঠিন হয় সেও ছেড়ে দেবে না।

রাস্তাটা খালি। কয়েকটা জানালায় কেবল আলো দেখা যাচ্ছে। সাপার খাওয়ার সময় পার হয়ে গেছে, খিদে পেয়েছে ওর। রেস্টুরেন্টে ঢুকল সে।

ভেতরে দুজন অচেনা লোক খাবার খাচ্ছে। ওকে দেখামাত্র লোকদুটো খাবার শেষ না করেই উঠে দরজার দিকে রওনা হলো। এই সময়ে রান্নাঘর থেকে ওদের জন্য কফি নিয়ে হাজির হলো লসন। 'কোথায় যাও?' চেঁচিয়ে ডাকল সে, 'তোমাদের কফি এনেছি!'

'দরকার নেই,' জবাব দিল একজন। 'আমাদের বরং খিদেও ভাল।'

গডফ্রি রক্তের চাপ অনুভব করছে মুখে। সে কি এই অপমান সহ্য না করে পিস্তলে ওদের মোকাবিলা করবে? লোকদুটোর দিকে ঘুরছে গডফ্রি—বুঝতে পারছে না কী করবে। এই সময়ে লসন কথা বলল।

'বেরিয়ে যাও,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে, 'এখানে আর কখনও এসো না। তোমার মত লোকজনকে আমি সার্ভ করি না।'

ইতস্তত করল গডফ্রি। অত্যন্ত রাগ হচ্ছে ওর। ঝুঁকে কাউন্টারের তলা থেকে একটা দোনলা বন্দুক বের করল লসন। 'সরে পড়,' আবার বলল সে। 'আমার ওপর ভার থাকলে আজ রাতেই তুমি ফাঁসিতে ঝুলতে।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল গডফ্রি। ওরা এভাবে তার সাথে কথা বলতে পারে না! সে ওদের দেখিয়ে ছাড়বে!

একটা ঘোড়া ওর দরকার—আর যাই হোক, একটা ঘোড়া ওর অবশ্যই চাই। গোল্লায় যাক ওরা—সে রুফাস দলের সাথে যোগ দেবে!

কিন্তু এখন কোথায় যাবে? এখনই বাড়ি ফেরার ইচ্ছা ওর নেই। গডফ্রির সন্দেহ হচ্ছে শহরের সবখানেই সে লসনের মতই ব্যবহার পাবে। হঠাৎ ইয়্যাঙ্কি

সেলুনের কথা ওর মনে পড়ল।

ফেবলস হয়তো ওখানে আছে। আবার নাও থাকতে পারে—কিন্তু থাকলে ওদের এবার মুখোমুখি হওয়া দরকার। কারণ এখন নতুন ভিত্তিতে গর্ডন ওর সামনে দাঁড়াবে। এখন ফেবলস ওকে সমীহ করে চলবে। তা ছাড়া ড্যান ক্লার্ক কোন খদ্দেরকেই সেলুনে ঢুকতে বাধা দেয় না। লোকটা রেড হর্সে আসার অল্পদিনের মধ্যেই ওর এই মতবাদ সবাই জেনে ফেলেছে। কাউকেই সে সেলুন থেকে বের করে দেয়নি।

কয়েক পা এগোতেই পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ওকে বাধা দিল। লোকটা টম ট্রেনটন।

'তুমি খুব ফাস্ট পিস্তল চালাতে পারো, গডফ্রি। ঘটনাটা আমি দেখেছি। দ্রুতবেগে মসৃণভাবে পিস্তল বের করেছিলে তুমি।'

কাঁধ উঁচিয়ে একটা বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করল গডফ্রি। ফুটপাতে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে ও। 'লোকটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল,' বলল সে।

'ওরা তো মরার খবর শুনে ভাববে ফেবলসকেই তুমি শেষ করেছ।' কথাটা গডফ্রির মনে ভাল করে বসার সুযোগ দিতে একটু থামল ট্রেনটন। 'হতে পারত। একই উপায়ে ফেবলসের বেলায় তুমি ম্যাথিউ-এর চেয়েও সহজে কাজ সারতে পারতে।'

'ম্যাথিউ কে?'

'যাকে তুমি মেরেছ।' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে টম আবার বলল, 'লোকটাকে সবাই খুব পছন্দ করত। ইলিনয়সে ওর দুই ভাই থাকে—ওদের খুব প্রিয়জন ছিল ম্যাথিউ।'

'তাতে আমার কী?'

'এখনও পুরো গুরুত্বটা তুমি বোঝনি, বাছা। ওর দু'ভাই তোমাকে শেষ করতে আসবে। এখন থেকে তোমার চোখ-কান খোলা রাখতে হবে।'

অস্বস্তিভরে অন্য পায়ের ওপর দেহের ভর রাখল গডফ্রি। 'ফেবলসকে মারা আরও সোজা হবে, একথার মানে কী?'

'কারও সাথে ধাক্কা খাওয়াটা খুব সহজ কাজ। কিংবা আশপাশে কেউ না থাকলে তুমিই আগে ড্র করতে পারো...ফেবলসের বন্ধু-বান্ধব বিশেষ নেই।'

'ম্যাথিউ নাম করা কেউ ছিল না। কিন্তু ফেবলসের কথা ভিন্ন।' থামল টম ট্রেনটন। 'রুফাস তো ট্যাণ্ডি হিরামকে শহরে পাঠাতে চায়। ট্যাণ্ডিরও আসার খুব ইচ্ছা—কিন্তু আমার মতে তোমার একটা সুযোগ পাওয়া উচিত।'

চুরুটের গোড়ায় ঘষে একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালাল টম। 'দরকার হলে আমরাও তোমাকে একটু সাহায্য করতে পারি। অবশ্য তোমার সাহায্যের দরকার আছে একথা আমি বলছি না—তবে বিনামূল্যে একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে, সেটুকুই লাভ।'

'তোমরা কোথায় থাকবে?'

'ইয়্যাঙ্কি সেলুনের উল্টোদিকের দোকানটার উপর তালায় কেউ থাকে না। আমাদের দুজন লোক রাইফেল নিয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে ওখানে উঠে লুকিয়ে

থাকতে পারে। ফেবলস দরজা দিয়ে বেরোবার সময় তুমি ওর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে পিস্তল বের করবে। তোমাকে পিস্তল বের করতে দেখলেই আমরা জানালা থেকে গুলি করে ওকে ঝাঁঝরা করে ফেলব। তারপর পিছন দিক দিয়েই নেমে আমরা ঘোড়া নিয়ে ছুটে পালাব।'

গর্ডন ফেবলস তার নির্দিষ্ট টেবিলে সকালের নাস্তা খেতে বসেছে। একটু পরেই লিওনার্ড ড্যাভেনপোর্ট ইয়্যাঙ্কি সেলুনে ঢুকল। লম্বা গড়নের তরুণ লোক ড্যাভেনপোর্ট। ওর হাসিখুশি চেহারার আড়ালে একটা সিরিয়াস ভাব রয়েছে।

'তুমিই কি মিস্টার ফেবলস?' প্রশ্ন করল লিও। শুনলাম তোমার কাছে বিক্রি করার মত কিছু মাইনিঙ ক্লেইম আছে।'

গর্ডনের চেহারায় কোনও রকম খুশির ভাব প্রকাশ পেল না। 'কথাটা একটু অন্যভাবে বললে বলা যায় আমার কিছু মাইনিঙ ক্লেইম আছে কথাটা ঠিক—সেগুলো আমি বিক্রি করব কিনা, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। তবে অন্যদিকে এটাও ঠিক যে খোঁড়াখুঁড়ির ব্যাপারে আমার খুব উৎসাহ নেই। উপযুক্ত দাম পেলে হয়তো বেচতেও পারি।'

নিজের কাপে আবার কফি ঢেলে নিয়ে আর এক কাপ লিওর দিকে ঠেলে দিল গর্ডন। 'তুমি কি মাইনার?'

'ঠিক তা নয়,' জবাব দিল সে। 'তবে আমি মাইনিঙ করতেই পশ্চিমে এসেছি।' তীক্ষ্ণ চোখে গর্ডনের দিকে চাইল লিও। 'এখানে কাউকে মাইনিঙ করতে দেখছি না...কেন?'

'দোষটা আমারই। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্য শহর গড়ে ওঠে না। তাই এখানে প্রথমে কিছু ব্যবসা চালু করতে চেয়েছি আমি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে,' একটু থেমে যোগ করল সে, 'আমার জমিতে আমি কিছু কাজ করেছি।'

আধঘণ্টা ওদের মধ্যে কথাবার্তা হলো; তারপর দুজনে একসাথেই পাহাড়ে উঠল।

লিওনার্ড ড্যাভেনপোর্ট চিন্তাযুক্তভাবে চারপাশে চেয়ে দেখল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে কিছু কাজ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতির সাথে এক-চাকার একটা ঠেলাগাড়িও দেখা যাচ্ছে। গর্ডনই ওটা ব্যবহার করেছে। স্তূপের ওপর কিছু নতুন-খোঁড়া পাথরও রয়েছে। সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে দেয়াল থেকে দুই চাকা পাথর খসিয়ে পরীক্ষা করল লিও।

ঝুঁকে একটা পাথর তুলে নিয়ে চট করে ওটা একটু দেখেই পকেটে ভরল গর্ডন।

'ওটা একটু দেখতে পারি?' হাত বাড়াল লিও।

'ও কিছু না,' সাবধানে অসাবধান হওয়ার ভঙ্গি করে জবাব দিল গর্ডন। 'কিচ্ছু না।'

বাইরে আলোয় বেরিয়ে আবার চারপাশে চাইল লিও। 'এর দাম কত চাইছ তুমি?' প্রশ্ন করল সে।

মাথা নাড়ল গর্ডন। 'আমি দুঃখিত, আমার মনে হয় না এটা আমি বিক্রি

করতে চাই। স্বীকার করছি আমি মাইনার নই, এবং ঠিক দাম পেলে বিক্রি করব বলেছিলাম–কিন্তু মত পাল্টেছি আমি...এখনই বিক্রি করতে চাই না।'

বোঝার ভঙ্গিতে ওর দিকে চাইল লিও। 'ভিতরে ওই পাথরটা পেয়েই কি তোমার মত পাল্টাল?'

'না, না...অবশ্যই না।'

'আমি তোমাকে ক্যাশ তিন হাজার দেব।'

'দুঃখিত।'

নীচে শহরের রাস্তাটার দিকে চাইল ফেবলস। তিন হাজার? অনেক টাকা! টাকাটা নিয়ে সরে পড়াই উচিত। একবার ভাবল, কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাটা বাতিল করে দিল।

ইয়্যাঙ্কি সেলুনের দরজায় একটু থামল গর্ডন।

'আরও কিছু বেশি অফার করতে পারি আমি,' প্রস্তাব দিল লিও।

'তোমাকে আরও অনেক উঠতে হবে,' বলে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল গর্ডন। বারের কাছে এগিয়ে ড্যান ক্লার্ককে বলল, 'তোমার হাতুড়িটা একটু দাও তো?'

ড্যাভেনপোর্ট তখনও দরজার গোড়ায় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। পিছনের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ ওর কানে গেল। তারপর হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভাঙার আওয়াজ। কয়েকটা আঘাত...পাথর গুঁড়ো হলো। কয়েক মিনিট পর গর্ডন সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গারস্টোনের দোকানে ঢুকল।

'তোমার সোনা মাপার পাল্লাটা বের কর–আমি সামান্য কিছু সোনা ওজন করতে চাই।'

পাহাড়ী ঝর্না থেকে আনা সোনা বের করল গর্ডন। বেশিরভাগ মাইনিঙ ক্যাম্পেই চায়ের চামিচের এক চামিচ সোনাকে এক আউন্স বলে ধরা হয়। গর্ডনের কাছে যা আছে তা এক চামিচের চেয়ে কম। কিন্তু ওটাই যথেষ্ট।

'হাফ আউন্স,' মাপার পর জানাল রুবেন। 'একটু বেশিই হবে। আমার আন্দাজে ওর দাম বারো ডলার হবে।'

'ঠিক আছে।'

বারো ডলার বাড়িয়ে দিল গারস্টোন। গর্ডন টাকাটা পকেটে ভরল।

'এটা কি তোমার মাইনে পেয়েছ?' প্রশ্ন করল দোকানি।

শব্দ করে হাসল ফেবলস। 'মুঠোর সমান এক টুকরো পাথর থেকে এই সোনা পেয়েছি।'

গারস্টোনের চোখে কৌতূহল প্রকাশ পেল। 'ওখানে এমন আরও আছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল গর্ডন। 'হয়তো নেই...সম্ভবত কপাল জোরেই ওটা পেয়েছি।'

রাস্তা পার হয়ে আবার ইয়্যাঙ্কি সেলুনে ঢুকল ফেবলস। কয়েক মিনিট পরেই সে লিওকে ওই দোকানে ঢুকতে দেখল। নিজের মনেই হেসে পিছিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। ড্যানের চোখ ওকে লক্ষ করছে।

কীথ বার্ন সেলুনে ঢুকল, ওর পিছনে লসন। 'মিস্টার ফেবলস, তুমি কি ব্যস্ত?' জিজ্ঞেস করল লসন।

'কেন, কী ব্যাপার?'

'ওল্ড গেট সেলুনে বার্ক লিস্টার গোলমাল করছে। গতরাতে সে দুজন নতুন লোককে ভাল মত ছিলেছে। বার্ক অসৎভাবে হারিয়েছে বলে ওরা অভিযোগ করায় সে ওদের মুখের ওপর হেসেছে।'

'গুলি করেনি বার্ক?'

'ওদের কাছে অস্ত্র ছিল না। কিন্তু আমার ধারণা ওরা শোধ নিতে ফিরে যাবে।'

ফেবলস নিজের কফি কাপের দিকে চেয়ে আছে। সে নিজেই ওদের শাসিয়ে এসেছে। গর্ডন নিজে কিছু না দেখলেও এটা সরাসরি চ্যালেঞ্জ বলেই ওর মনে হচ্ছে। কিন্তু যাদের ঠকানো হয়েছে? তারা কি ফিরে আসবে?

কীথকে জিজ্ঞেস করল গর্ডন, 'তোমার তো ওদের সাথে কথা হয়েছে, ওরা কি ফিরবে?'

'ওরা ঠিকই আবার যাবে। টের পেল কি না পেল সেদিকে তোয়াক্কা না করেই লিস্টার ওদের ঠকিয়েছে।'

উঠে দাঁড়াল গর্ডন। 'আমি লিস্টারের সাথে কথা বলছি।' রাস্তায় বেরিয়ে রাস্তা ধরে নীচের দিকে চাইল ফেবলস। শহরের নীচে সমতল জমিতে নবাগত ওয়্যাগনগুলো দেখা যাচ্ছে।

রাস্তার উল্টোপাশের দোতালায় টম ট্রেনটন আঙুল তুলে ফেবলসের দিকে নির্দেশ করল। 'দেখছ? ওকে ঠিক জায়গা মতই পাওয়া গেছে। তুমি ওকে ডাক, আমি গুলি করব। সবাই ভাববে তুমিই গুলি করেছ। কিন্তু তোমাকে দুটো গুলি করতে হবে, বুঝেছ? দ্বিতীয়টা মিস করবে, তা হলে আমার গুলিটাও তোমার বলেই চালানো যাবে।'

'তোমারটা তো ওর পিছন দিকে লাগবে।'

'সেই জন্যেই বলছি তোমার দ্বিতীয় গুলিটা মিস হওয়া দরকার। তুমি দাবি করতে পারবে প্রথম গুলি খেয়ে ঘুরে যাওয়ায় দ্বিতীয়টা পিঠে লেগেছে। কিন্তু আমিও হয়তো ওর সামনের দিকেই গুলি লাগাতে পারব—অন্তত চেষ্টা করব।

রাস্তার ওধারে গর্ডন ফেবলস নিজের হ্যাটটা সোজা করল। 'আমি টেম্পল আর লিস্টারের সাথে কথা বলতে চললাম,' বলল সে।

'তা হলে তাড়াতাড়ি যাও,' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল কীথ। 'ওই যে ওরা আসছে!'

দুজন লোক রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। দুজনের কোমরেই গানবেল্ট আঁটা রয়েছে। এখনও বেশ দূরে রয়েছে ওরা—কিন্তু পদক্ষেপ দেখে বোঝা যাচ্ছে একটা সঙ্কল্প নিয়ে এগোচ্ছে। ডাইনে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে না।

কয়েকজন লোক ওদের পেরোতে দেখে ফুটপাতে বেরিয়ে এল। দু'একজন মহিলাও। কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে, সবাই জানে কী ঘটতে যাচ্ছে। পদক্ষেপের গতি বাড়াল ফেবলস, কিন্তু দেরি হয়ে গেল ওর। দুজন দুপাশ থেকে সেলুনের দরজার দিকে এগোল। ওদের একজন ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল।

ডাবল ব্যারেল বন্দুকের গুলি দরজা ভেদ করে লোকটাকে রাস্তার ওপর নিয়ে ফেলল। বার্ক লিস্টার গুলি করেছে। পরমুহূর্তেই টেম্পলের ছুঁড়ে দেয়া দ্বিতীয়

বন্দুকটা লুফে নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে আবার গুলি ছুঁড়ল।

দ্বিতীয় লোকটা বন্দুকে প্রচণ্ড শব্দে আর বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যুতে অভিভূত হয়ে মাত্র সিকি সেকেণ্ড দেরি করেছিল—কিন্তু সেটাই তার কাল হলো। দ্বিতীয় গুলি ওর দেহটা দুটুকরো করে ফেলল।

লুথার টেম্পল শান্ত নিচু স্বরে কথা বলল। 'খালি হয়ে গেছে, তাই না?'

বার্ক সচেতন হয়ে একটু পিছিয়ে গেল, তারপর ধীরে মাথা ঘুরিয়ে এপাশওপাশ দেখল। যেমন করে র‍্যাটল স্নেক অনিশ্চিত বিপদের দিকে মাথা ফেরায়, ঠিক তেমনি।

'ওটা হাত থেকে ফেল না,' বলল গর্ডন। 'ফেললে আমি মনে করব তুমি পিস্তল বের করার চেষ্টা করছ।' ঘাড় না ফিরিয়েই সে আবার বলল, 'কীথ, তুমি পিছনের দরজায় থাকো। ও কোন চালাকি করার চেষ্টা করলেই গুলি কোরো।'

ধীর পায়ে এগিয়ে গেল গর্ডন। 'ভেতরে চলো, বার্ক। পোকার তো তোমার খেলা, তাই না?'

অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে বার্ক। 'তুমি খেলতে চাও?'

'হ্যাঁ...যদি একে খেলা বলা চলে। হ্যাঁ, আমি খেলতে চাই।'

লিওনার্ড ড্যাভেনপোর্টও ওখানে হাজির হয়েছে। কৌতূহল নিয়ে গর্ডনের দিকে চেয়ে আছে সে।

'ড্যাভেনপোর্ট, ক্লেইমের জন্য তোমার শেষ অফারটা আমাকে জানাও।'

'দশ হাজার ডলার,' পট করে জবাব দিল লিও। 'ক্যাশ।'

'ঠিক আছে, আমি রাজি।'

'বুঝলাম না,' বলছিল বার্ক। 'এখন খেলবে কেন?'

ফেবলসের ভেতরে ঠাণ্ডা আর স্থির একটা অনুভূতি হচ্ছে। পিস্তল যুদ্ধের আগে এই রকমই বোধ করে সে। কিন্তু আজ সেই সাথে আরও একটা কিছু অনুভব করছে—ঘৃণা।

যারা দুজন মারা গেছে তাদের একজনকেও চিনত না সে। কিন্তু ওদের শহরে আসতে দেখেছে। ওরা ভাল, সৎ লোক ছিল...দুজনেরই পরিবার আছে।

'ওই দুটো মানুষের কাছে তোমার কিছু ঋণ আছে,' শান্তভাবে জবাব দিল ফেবলস। 'ওদের পরিবার রয়েছে। আমি টাকাটা ওদের জন্য জিতে নেব।'

রসকষহীন হাসি হাসল লিস্টার। 'বোকামি করো না ফেবলস। ওদের কাছে তোমার কোন ঋণ নেই। এর মধ্যে জড়িও না।'

কথার কথা বলল জুয়াড়ী লোকটা। আসলে মনে মনে এতে তার কত লাভ হবে সেই হিসেবই করছে ও। ফেবলসকে চেনে না সে—পছন্দও করে না।

লিস্টারের পিছন পিছন সেলুনে ঢুকে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে একটা টেবিলে বসল ফেবলস। ওর মুখোমুখি বসল লিস্টার। টেবিলে রাখা বাক্সের ভিতর থেকে এক প্যাকেট তাস বের করে শাফল করল সে। বড় তাস তোলায় বার্ক লিস্টারই বাঁটার সুযোগ পেল।

আবার শাফল করল সে, ফেবলস কাটল, তারপর তাস বাঁটা শুরু করল বার্ক।

'যতক্ষণ না একজনের সব টাকা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ খেলা চলবে,' বলল ফেবলস। 'তুমি হারলে তোমাকে শহর ছাড়তে হবে।'

বার্ক ওর কথার কোনও জবাব দিল না। তাসই বার্কের খেলা—এটাই সে বোঝে। ওহাইও থেকে আসার পর টেক্সাসের একটা গরুর ক্যাম্পে এর শুরু। এর পর একের পর এক কাউ ক্যাম্পে খেলেছে সে এক বছর। তারপর নিজেই এক কাউ ক্যাম্পে খেলা খুলে বসল। পরে বিভিন্ন স্থানে কিছুকিছু টাকা কামিয়েছে। তবে নদীর স্টীমারে বা সেইন্ট লুই আর শিকাগোর মত বড় বড় জায়গায় সে খেলেনি। কিন্তু নিজের সম্পর্কে সে নিশ্চিত।

খেলছে ওরা। বার্ক জিতছে। পুরো একঘণ্টা এইভাবেই চলল। কিন্তু এর মধ্যে লোকটা চুরি করেনি—ফেবলসও তা জানে।

কিন্তু হঠাৎ তাসের কিছু বদল ঘটল। বার্কের বাঁটার সময়েই তা ঘটল। ফেবলস ভাল হাত পেল, চুরি সন্দেহ না করে জেতার জন্য খেলল ফেবলস—কিন্তু দেখা গেল বার্কের ভাল হাত ছিল কিন্তু মনে করল, ফেবলস ধাপ্পা দিচ্ছে, তাই বেশি বেশি বাজি ধরে এতক্ষণ যা জিতেছিল, তার এক তৃতীয়াংশ হারল।

পরের দানেই খারাপ হাত নিয়েও বেশ কিছু টাকা জিতল বার্ক। এক ঘণ্টা পর দেখা গেল গর্ডন ধীরে নিজের জিতের পাল্লা ভারি করছে। বার্ক লিস্টার ড্রিঙ্কের প্রস্তাব দিল। লুথার টেম্পল ড্রিঙ্ক নিয়ে এল। কিন্তু গর্ডন ওর দিকে চেয়ে হেসে হাত উঠিয়ে বলল, 'ওটা পাশের টেবিলে রাখো। ওখান থেকেই আমরা ড্রিঙ্ক নিয়ে নিতে পারব।'

কামরায় সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে। বার্কের চেহারা একটু ফ্যাকাসে হলো। সে বলল, 'এর মানে কী?' রাগে ওর চোখ গরম হয়ে উঠেছে।

খুনী! ভাবল ফেবলস। লোকটা পিস্তল বের করার একটা সুযোগ খুঁজছে।

'ট্রের ব্যাপারে আমার কুসংস্কার আছে। খেলার সময়ে টেবিলের কাছে ট্রে আমি পছন্দ করি না। বার্কের চোখে চোখে চেয়ে হাসল গর্ডন। 'আমি জানি এখনও সৎ খেলা চলছে, কিন্তু টেবিলে ট্রে আসলে অনেক সময়ে অসৎ খেলা চলে।'

বার্ক কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু আসলেই ট্রের তলায় সাজানো তাস আনা হয়েছিল বলে একটু ইতস্তত করে চেপে গেল। কিন্তু গর্ডন জানে কেন। ওর ভয়, বেশি উচ্চ বাচ্য করলে গর্ডন ট্রে উল্টে দেখতে চাইতে পারে।

'ঠিক আছে, ওসব ছাড়। এসো তাস খেলা যাক,' বলল বার্ক।

গর্ডন অন্যদিকে চেয়েছিল। এই সময়ে পকেটের নীচে থেকে বাঁটার শব্দ ওর কানে এল। সামান্য একটু তফাৎ, কিন্তু ওর অভিজ্ঞ কানে সেটা ধরা পড়ল। প্যাকেটের শেষের তাসটা কায়দা করে বাঁটার শব্দ সামান্য হলেও একটু ভিন্ন। কিন্তু চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখাল না সে। তাস তুলে দেখল তার হাতে তিনটে নয়। দুটো তাস বদলে আরও একটা নয় পেল সে।

তাস গুছিয়ে দুই ডলার বাজি ধরল ফেবলস। বার্ক তার তাসের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ সময় নিল। এতে গর্ডনও ভাবার সময় পেল। তিনটে নয় সম্ভব—এতে খেলোয়াড় বাজির টাকা বাড়াতে উৎসাহী হবে। কিন্তু চতুর্থ নয়টা স্বাভাবিক নয়।

গর্ডন বিচার করে দেখল চতুর্থ নয়টা দৈবক্রমেই ওর হাতে এসেছে। সে নিশ্চিত যে তাসের প্যাকেটে দাগ দেয়া হয়নি। তা ছাড়া সাধারণত টেক্কা থেকে দশ পর্যন্তই দাগ দেয়া হয়। সুতরাং নয় পর্যন্ত দাগ দেয়া যা হিসাব রাখা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু প্রায় অসম্ভব হলেও এক তাস তুলে পাঁচ তাসের ভাঙা রান পুরো করা বা দুই তাস নিয়ে ট্রায়োর চতুর্থ তাস তোলা প্রায় অসম্ভব হলেও পোকারে বিরল নয়।

বার্ক বাজি বাড়িয়ে দশ ডলার খেলল। গর্ডন একশো ডলার ধরে পাল্টা জবাব দিল (ফ্ল্যাশের মত বাজি বাড়ানো এই খেলায় নির্দিষ্ট ডবলে সীমিত নয়, ইচ্ছা মত বাড়ানো যায়)। বার্কের মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, কিন্তু গর্ডনের মনে হলো তার বাড়তি টাকা বাজি ধরায় ক্লার্ক খুশি হয়েছে। হয়তো সে মনে করেছে বড়শীতে মাছ ধরা পড়েছে। মনে মনে হাসল গর্ডন, কিন্তু নিঃসন্দেহ হতে পারল না চতুর্থ নয়টা সত্যিই আকস্মিক দুর্ঘটনা কিনা। ওটার ওপরই বাজি ধরেছে ফেবলস।

গর্ডনের বাজিকে বাড়িয়ে পাঁচশো করল বার্ক।

দান শেষ হলে দেখা গেল বার্কের ফুল হাউস—তিনটে কুইন আর দুটো জ্যাক। গর্ডন তার চারটা নয় বিছিয়ে দিয়ে টাকা টেনে নিল।

বার্ক লিস্টার অবাক হয়ে তাসের দিকে চেয়ে রইল। সে জানে গর্ডনের চতুর্থ নয় পাওয়াটা কত কঠিন, কিন্তু তাই ঘটেছে। এখানে চুরির কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বার্ক ডিল করছে—গর্ডন কি তাস পাবে সেটা তার জানার কথা নয়।

নিস্পৃহ কৌতূহল নিয়ে ফেবলস ওকে লক্ষ করছে। ব্যাপারটা এখন আর মজার পর্যায়ে নেই। সবচেয়ে বেশি চোট লাগে, এমন জায়গায় ব্যথা পেয়েছে বার্ক। নিজেকে তাসের ওস্তাদ বলে ভাবে সে। এবার থেকে সিরিয়াস খেলা হবে।

অলস ভঙ্গিতে তাসগুলো তুলে শাফল করে কাটার জন্য বার্কের দিকে এগিয়ে দিল। কাটা হলে ডিল করল। ফেবলস ভাল পোকার খেলোয়াড়। জুয়াচোর লোক সাধারণত চুরি করার তালে থাকে বলে তারা ভাল খেলোয়াড় হয় না। তাই চুরি ছাড়া ওরা জিততে পারে না। তবে ভাল জানলে সারা খেলায় একবার চুরি করাই জেতার জন্য যথেষ্ট। তবে সেজন্য উপযুক্ত সময় বেছে নিতে হয়।

একটা ছোট জোড়া নিয়ে ধাপ্পা দিল গর্ডন। এখন আর নিজের ওপর বার্কের ততটা বিশ্বাস নেই। শো না দিয়ে সে অফ চলে গেল।

বার্কের সমস্যা নিখুঁতভাবে বুঝতে পারছে ফেবলস। চুরির জন্য ঠিক মত তাস সাজাতে সময়ের দরকার। স্টাড পোকারে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সোজা, কারণ ওই খেলায় পাঁচটার মধ্যে চারটা তাসই চিৎ করে বাঁটা হয়। তাই প্রত্যেক দানে অনেকগুলো তাস দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। যে তাসগুলো দরকার সেগুলোর ওপর লক্ষ রাখলেই চলে। কিন্তু ড্র পোকারে টেবিলে আগে থেকে সাজানো তাস না এলে চুরি করা কঠিন।

এ ছাড়াও খেলায় লোক যত কম থাকবে তাসও একই হারে কম দেখা যাবে। ফেবলস বুঝতে চেষ্টা করছে লিস্টার কোন পদ্ধতি বেছে নেবে। জুয়াড়ী লোকটাকে রাগাবার জন্য ইচ্ছা করেই স্বচ্ছন্দ একটা ভাব দেখাচ্ছে গর্ডন।

খেলা অনিশ্চিত দোলায় দুলছে। ভাগ্য বারবার দিক পরিবর্তন করছে। কিছুক্ষণের জন্য অন্য লোকজনও খেলায় যোগ দিয়েছিল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে কেবল দুজনের মধ্যেই হচ্ছে, এটা এতই সুস্পষ্ট যে ওরা খেলা ছেড়ে উঠে গেল। রেড হর্সের সবাই জানে খেলা চলছে। ওরা এও জানে খেলার শেষে একটা গণ্ডগোল বাধবে।

লুথার টেম্পল একবার বসছে, আবার বারের পেছনে হাঁটাহাঁটি করছে। আর বিদ্রূপের চোখে খেলার অগ্রগতি খেয়াল করছে। ওই চোখ জীবনে অনেক পাজি লোক দেখেছে। ভাল লোক যা দেখেছে তার সংখ্যা খুব কম। পরীক্ষায় যারা কঠিন আর নিষ্ঠুর প্রমাণিত হয়েছে তাদেরও সে দেখেছে। ঘনঘন ওর চোখ গর্ডন ফেবলসের ওপরই গিয়ে পড়ছে।

লিস্টারের জেতার ওপর তারও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে সে দেখছে ধীর গতিতে তার লোকটাই হেরে চলেছে। তাস পক্ষপাতিত্ব করছে না, দুজনকেই সমান সাহায্য করছে। লিস্টার নিজের ইচ্ছা মত খেলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। যখন ভাল তাস পাচ্ছে, গর্ডন কেমন করে যেন টের পেয়ে বেশি বাজি ধরছে না—ফাঁদ এড়িয়ে যাচ্ছে।

টেম্পলের করার কিছুই নেই। ট্রের তলায় সাজানো তাস এনে একবার সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ফেবলস টের পেয়ে গেল। এখন বসে বসে কী ঘটে দেখা ছাড়া উপায় নেই। লোকজন আসছে, যাচ্ছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে ভিড় পাতলা হলো। কীথ বার্ন রয়েছে, ডিক চলে গেল। ওর জায়গায় ওয়েন বেকেট এল। ইয়্যাঙ্কি সেলুন বন্ধ হলে ড্যান ক্লার্কও হাজির হলো।

ঘামতে শুরু করেছে বার্ক লিস্টার। আজ রাতে কিছুই ওর পক্ষে কাজ করছে না। প্রায় আধঘণ্টা আগে একটা টেক্কা চুরি করেছে ও। এখন আরও একটা সরিয়েছে। তিন তিনবার সে গর্ডনকে ছিল্ দেয়ার জন্য তাস সাজিয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। একবার বেঁটে গর্ডনকে সে ফুল হাউস দিয়েছিল। কিন্তু গর্ডন তিনটা তাস বদলাল। অবাক হয়ে বোকার মত চোখ তুলে চাইতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল।

তাস মনে রাখার ক্ষমতা ফেবলসের অসাধারণ। জুয়া খেলায় এটা একটা অমূল্য গুণ। হঠাৎ সে উপলব্ধি করল ডায়মণ্ডের টেক্কাটা অনেকক্ষণ দেখেনি। তাসগুলো হাতে তুলে নিল...সরু...দু'একটা তাস খোয়া গেছে। যারা তাস খেলে তারা এসব জিনিস ঠিকই টের পায়। হয়তো সে ভুল করেছে, কিন্তু ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়।

তাসগুলো নামিয়ে রাখল সে। 'এই তাস "ব্যাড-লাক,"' ঘোষণা করল গর্ডন। 'দুজনের কারোই এতে সুবিধা হচ্ছে না। নতুন প্যাকেট আনা হোক।'

ভিতরে ভিতরে লিস্টারের ভীষণ রাগ হচ্ছে। ইচ্ছা করছে লাফিয়ে উঠে গালের ওপর একটা প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দেয়। দুটো টেক্কা সরাবার পর লোকটা বলে কিনা তাস বদলাও!

বারের পেছনে তাকের ওপর এখন এক প্যাকেট তাস দেখা যাচ্ছে। টেম্পল যখন ট্রে নিয়ে আসে তখনও ওটা ওখানে ছিল না। ট্রে ফেরত নিয়ে যাওয়ার

পরপরই ওটার উদয় হয়েছে। সন্দেহ নেই ওই সাজানো তাসই ওরা খেলায় ঢুকাতে চেয়েছিল।

লুথার টেম্পল বারের তলা থেকে অন্য তাস বের করতে যাচ্ছিল। ফেবলস তাকের প্যাকেটটা দেখিয়ে বলল, 'ওটাই আমরা ব্যবহার করব।'

মুহূর্তের জন্য একটু ইতস্তত করল টেম্পল, তারপর ওটাই টেবিলে এনে হাজির করল। বার্ক বাধা দিতে গিয়েও থেমে গেল। এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। হয়তো তার চালাকি প্রকাশ করে দিতে চাইছে ফেবলস। হাজার হোক এটা ওদের সেলুন। এবং সে এই সেলুনেরই জুয়াড়ী।

তাসগুলো হাতে নিয়ে ফেবলস দেখল নীচের তাস একটা তিন। নীচের দিকে তাস সাজানোর জন্য ওটা অস্বাভাবিক একটা তাস। সুতরাং সম্ভবত উপরের তাসগুলো সাজানো হয়েছে। বার্ক ওই তাসে তাকে হারাতে চাইলে সে-ই ডিল করবে—অর্থাৎ প্রথম তাস যে হারবে তার।

সহজ স্বরে কথা বলতে বলতে প্যাকেটের তিন চতুর্থাংশ কেটে উপর থেকে উপরের তাসগুলো কাটা তাস পর্যন্ত শাফল করে বাকিটা আবার উপরে নিয়ে এল। বহু বছরের প্র্যাকটিস করা দক্ষতায় সে পুরো ব্যাপারটা সারল। এই দক্ষতা কেবল নদীর স্টীমার, নিউ ইয়র্ক সারাটোগা, নিউ অরলিন্স, সেইন্ট লুই, ক্লিভল্যাণ্ড ইত্যাদি বিখ্যাত জুয়া সেলুনেই চলে।

প্যাকেটটা কাটার জন্য বার্কের দিকে বাড়িয়ে দিল ফেবলস। কাটার পরে তাসের ভাগ দুটো তুলে নিয়ে অন্য হাতের আড়াল দিয়ে এক হাতেই ওগুলো আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল।

কাটা তাস আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা তাসে চুরির একটা বড় অঙ্গ। কারণ সাজানো তাসে ওটা করতে না পারলে তাস সাজানোটাই বৃথা। আরও গোটা ছয়েক পদ্ধতি গর্ডনের জানা আছে, কিন্তু এক হাতে কাজ সারাটাই ওর বেশি পছন্দ।

যে তাসগুলো সে উপরে চায়, সবার চোখের সামনে সেটা নীচে যেতেই হবে। কিন্তু বাম হাতের মধ্যমা ভাগ দুটো সামান্য একটু আলাদা করে রাখে। অনেক অভ্যাসের ফলে এক হাতেই ব্যাপারটা সম্পন্ন করা সম্ভব।

ফেবলস যখন ডিল করল তখন বাইরের বাতিগুলো একেএকে নিভে আসছে। বার্ক লিস্টার অবাক চোখে নিজের তাসগুলোর দিকে চাইল। এগুলোই সে ফেবলসকে দেবে বলে সাজিয়েছিল। চিনতে পেরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অফ গেল জুয়াড়ী। মৃদু হেসে টেবিলে সামান্য যা বাজি ধরা হয়েছিল তা টেনে নিল গর্ডন।

আধঘণ্টা পর সুযোগ দেখতে পেল বার্ক। পরপর দুই দান সৎভাবে খেলেই জিতল সে। তৃতীয় দানও টেক্কা আর বিবির ফুল হাউসে জিতল।

তাসগুলো একসাথে জড়ো করার সময়ে টেক্কাগুলোর অবস্থান মনে গেঁথে রাখল গর্ডন। ওর নিজের হাতেও একটা টেক্কা ছিল। শাফলের কায়দায় আরও দুটো বিবি সংগ্রহ করল সে। কাটার পর আবার এক হাতে তাস পাল্টে আগের জায়গায় এনে বাঁটা শুরু করল। ডিলে বার্ককে তিনটে বিবি দিল।

নিজের তাসগুলো তুলে ভাল করে দেখে টেবিলের টাকা দেখল ফেবলস,

তারপর বার্কের দিকে চাইল। এবার প্রতিদ্বন্দ্বীর বাজির অঙ্ক দ্বিগুণ করল। দুজনেই দুটো করে তাস বদলাল। বার্ককে সে চতুর্থ বিবির সাথে আর একটা তাস দিল। দু'হাজার ডলারের বোর্ড হলো। শো দেয়া হলে দেখা গেল বার্কের চার বিবির বিরুদ্ধে গর্ডনের চার টেক্কা রয়েছে।

তাসগুলোর দিকে চেয়ে লিস্টারের চেহারা ফ্যাকাসে আর ভয়ানক হয়ে উঠল। চোখ তুলে গর্ডনের দিকে যখন চাইল তখন ওর চোখে আগুন ঝরছে। 'তুমি...তুমি—'

সম্পূর্ণ স্থির রয়েছে ফেবলস। সে তৈরি। 'তুমি দুজন লোককে চুরি করে হারানোর পর ওদের হত্যা করেছ। আমাকেও তুমি চুরি করে ঠকাবার চেষ্টা করেছ—কিন্তু তুমি চুনো-পুঁটি, লিস্টার। তাসে তোমার হাত নেই, হবেও না কোনদিন। নদীর জুয়াড়ীরা তোমাকে দেখে হাসবে।

'এখন তোমাকে আমি একটা সুযোগ দিচ্ছি। দশ মিনিট সময় তোমাকে দেয়া হলো, এর মধ্যে তুমি শহর ছেড়ে চলে যাও!'

বার্ক লিস্টারের ভিতরটা তিক্ততা আর ঘৃণায় কাঁপছে। ওই লোকটাকে সে পেটে গুলি করে মারবে, তাতে মরার আগে অনেক ভুগবে ও।

বাম হাতে সে নিজের হ্যাটটা তুলে নিল। হ্যাটটা সামনে ধরে ডান হাত দিয়ে কোনা ধরতে গেল, যেন দুহাতে হ্যাটটা পরবে। ডান হাতটা হ্যাটের আড়ালে অদৃশ্য হলো। ফেবলস ওকে গুলি করল।

গুলিটা হ্যাট ফুটো করে ওর কোটের মাঝের বোতাম সহ পেটে ঢুকল।

হ্যাটটা মাটিতে পড়ল। এখন বার্কের রক্তাক্ত হাত আর বাম হাতের কব্জির সাথে মেটাল-ক্লিপ দিয়ে আটকানো ডেরিঞ্জারটা অর্ধেক বের করা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

লিস্টার পিছিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারের ওপর পড়ে চেয়ারসুদ্ধ মাটিতে পড়ল। পড়ার আগে ওর মাথাটা টেবিলের সাথে ঠুকে গেল। সেই সাথে একটা কালো টেক্কাও মাটিতে পড়ল।

সতর্ক চোখে একে একে সবাইকে দেখছে ফেবলস। কিন্তু সবাই নীরব। শেষে ওয়েন বেকেট বলে উঠল, 'লোকটা পিস্তল বের করছিল!'

উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের টাকা একখানে জড় করে সমান দুভাগে ভাগ করল গর্ডন।

'কীথ,' বলল সে, 'এগুলো মৃত লোক দুটোর স্ত্রীরা পাবে। আর, ওরা যদি রেড হর্সে থাকতে চায় আমরা ওদের জন্য বাড়ি তৈরি করে দেব।'

'ওরা এত টাকা হারেনি,' বলল কীথ।

'আমার শহরে ওরা তাদের স্বামী হারিয়েছে,' সংক্ষেপে জবাব দিল গর্ডন। 'এগুলো ওদের কাছে নিয়ে যাও।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ফেবলস। সকালের রোদে ওর চোখ দুটো একটু কুঁচকে গেছে। হঠাৎ ক্লান্ত বোধ হচ্ছে ওর—অত্যন্ত ক্লান্ত। কিন্তু ওর টাকা উঠে গেছে; ক্লেইম বিক্রি করে দশ হাজার ডলার পেয়েছে।

এবার সে যাবে। এখানে তার আর কোন প্রয়োজন নেই।

ছয়

গর্ডন ফেবলস ইয়্যাঙ্কি সেলুনের দোতালায় নিজের কামরায় জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের হাতে নতুন করে গড়া শহরটাই দেখছে ও। আগামীকালই সে এই শহর ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু বুকের ভিতরটা এমন মোচড় দিয়ে উঠছে কেন?

তার যা দরকার ছিল রেড হর্স তাকে তা দিয়েছে। এখন আর রেড হর্সকে ওর দরকার নেই। কিন্তু ঘুরে ফিরে বারবার ওর সতৃষ্ণ চোখ নীচের ওই মাঠটার দিকেই যাচ্ছে কেন? চমৎকার সবুজ রঙ ধরেছে মাঠে। শস্যগুলো এখন বড় হয়েছে—ওদিকে চেয়ে ওর চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

পানি সরবরাহের ওপর নির্ভর করা যায় না। তাই সমতল জমিতে ওদের দু'একটা কুয়া খুঁড়ে নিতে হবে। পাহাড়ের গোড়ায় ওখানে পানি পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

শহরে ঘোড়ার নাল তৈরি করার একজন লোক দরকার। হয়তো কীথই কাজটা করতে পারবে। একজন দর্জিও দরকার; চেষ্টা করে কাজ জানে এমন কাউকে ওদের আনিয়ে নিতে হবে।

এসব চিন্তা মাথায় আসছে বলে নিজেকেই একটা গাল দিল গর্ডন। কোন লাভ নেই—ড্যাভেনপোর্ট যখনই টের পাবে তার ক্লেইমে আসলে কোন সোনা নেই, তখনই সব ফাঁস হয়ে যাবে। আগেরবারের চেয়েও তাড়াতাড়ি লোকজন শহর খালি করে পালাবে। শহরটা যে একটা ধাপ্পার ওপর চলছে সেটা সবাই বুঝে ফেলার আগেই তার সরে পড়া ভাল।

নিজের জিনিসপত্রের দিকে চাইল গর্ডন। আর একটা পানির বোতল এবং আরও কিছু খাবার ওর দরকার। হ্যাট পরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল সে। ড্যানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে নড করল। ড্যান তার সিগারটা সাবধানে বারের কোনায় নামিয়ে রেখে রাস্তা ধরে গর্ডনের এগিয়ে যাওয়া লক্ষ করল। ড্যানের চোখে উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে।

রাস্তা পার হয়ে গারস্টোনের দোকানে ঢুকল। পুরোপুরি ঢুকে পড়ার পর সে টের পেল নোরা কেইসি ছাড়া দোকানে আর কেউ নেই। কাউন্টারের পেছনে আছে ও।

বেরিয়ে আসছে এই সময়ে নোরার কণ্ঠস্বর ওকে বাধা দিল। 'মিস্টার ফেবলস, কিছু চাই তোমার?'

ফিরে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল সে। 'হ্যাঁ,' কথা না বাড়িয়ে বলল গর্ডন। 'একটা পানির বোতল কিনতে চাই।'

'নিশ্চয়।' সরাসরি গর্ডনের চোখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কোথাও যাচ্ছ?'

নচ্ছাড় মেয়ে! নিজের অনুভূতি গোপন করার আগেই ওর চোখে রাগ প্রকাশ পেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'এদিক ওদিক ঘুরে এলাকাটা ভাল করে চিনতে প্রায়ই বাইরে যাই আমি। পশ্চিমের মরুভূমিটা একটু ভাল করে ঘুরে দেখতে চাই।'

পানির বোতলের সাথে আরও যা যা দরকার সবই বের করে দিল নোরা। ওর দোকানে থাকার ব্যাপারে মন্তব্য করল গর্ডন।

'আজ মিস্টার গারস্টোন মাঠে গেছে। গডফ্রি ওকে সাহায্য করতে নারাজ, তাই কাজটা আমাকে দিয়েছে গারস্টোন।' আবার গর্ডনের চোখে চোখ রাখল নোরা। 'তুমি একটু সাবধান থেকো। গডফ্রি তোমাকে পছন্দ করে না।'

অপ্রত্যাশিত সাবধান বাণীতে অবাক হলো গর্ডন। 'আমার তো ধারণা ছিল আমি মরলে বা শহর থেকে কোনমতে বিদায় হলেই তুমি খুশি হও।'

'কক্ষনো না। তোমাকে আমাদের দরকার।'

'শহরের কাউকেই দরকার নেই।' মালপত্র সব একত্রে জড় করল সে। কিন্তু এখনই যেতে মন চাইছে না। ইতস্তত করছে। ওর উক্তিতে অবাক হয়েছে নোরা। মেয়েটার নীল চোখ আরও বড় দেখাচ্ছে। হঠাৎ ভাবাবেগে কথাটা বলে গর্ডনও কুণ্ঠিত বোধ করছে। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল সে। 'আসলে যাকে ছাড়া চলে না পৃথিবীতে তেমন মানুষ কেউ নেই।'

'তুমি ভুল করছ। যাদের ছাড়া চলে না এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে।' কাউন্টারের আরও কাছে এগিয়ে এল নোরা। 'মিস্টার ফেবলস, আমার অনেক জানা বাকি রয়ে গেছে। কীথ বার্নের কাছে আমি কিছুটা শুনেছি। জুয়ায় জেতা টাকা তুমি কীভাবে খরচ করেছ তা আমি জেনেছি। জানি তুমি নিজের সর্বস্বের ঝুঁকি নিয়ে কেন ওই খেলায় বসেছিলে। মিস্টার ফেবলস, তুমি আসলেই ফেবলস—রূপকথার মানুষ।'

'জেতার জন্যই খেলেছি আমি,' বলল গর্ডন। 'লোকটা এই শহরে থাকার যোগ্য ছিল না।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল নোরা। 'তোমাকে আজ পর্যন্ত আমি একটুও বুঝলাম না, মিস্টার ফেবলস। তুমি নিজেও একজন জুয়াড়ী, অথচ এই শহরে কোন জুয়াড়ীকে তুমি স্থান দাওনি। কাজ জানা সলিড মানুষই তুমি নিয়েছ।'

'জুয়াড়ীরা ভ্রাম্যমাণ পাখির মত। আমি নিজেও তাই।'

'তাই তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে?'

'যাওয়ার ব্যাপারে আমি কিছু বলিনি,' একটু অস্থিরভাবে বলল গর্ডন। 'কিন্তু আমি চলে গেলেই বা কার কী আসে যাবে? প্রথম সুযোগেই ওরা আমাকে সরাবার চেষ্টা করেছিল—আবারও করবে।'

'মানুষের মত বদলায়। আমার বিশ্বাস ওদের চিন্তাধারাও কিছুটা বদলেছে।'

কাউন্টারের পিছন থেকে বেরিয়ে এল নোরা। দরজার দিকে দু'এক পা এগিয়েছিল ফেবলস। কিন্তু নোরা ওর কাছে এগিয়ে এল। 'আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা প্রতারক, মিস্টার ফেবলস। দারুণ প্রতারক।'

বিদ্রূপের হাসি হাসল গর্ডন। 'আমার তো ধারণা ছিল তুমি আগেই তা

জানতে...তুমি শহরের নাম পাল্টানোর ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলে যে ওটা আমি কোন না কোন কারণে করেছি।'

'আমি সেকথা বলছি না মিস্টার ফেবলস। আমার তোমাকে ফ্রড মনে হয় কারণ আমার বিশ্বাস তোমার অন্তরটা ভাল, তুমি একজন ভাল নাগরিক, অথচ জুয়াড়ী, ঠগবাজ আর ভবঘুরের মুখোশ পরে রয়েছ।

'বোকার মত কথা বলছ তুমি!' রূঢ়ভাবে বলল সে। 'ভাবের আবেগে তুমি রোমাণ্টিক কথাবার্তা বলছ!'

নোরা আর কিছু বলার আগেই দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল গর্ডন। দ্রুত হাঁটছে। ভাবছে, কেমন ধারা মেয়ে ওটা?

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। যাওয়ার আগে লুথার টেম্পলের সেলুনটা তার বন্ধ করে যেতে হবে। ওই একটা কাজই তার বাকি রয়েছে।

ঘুরে ওই সেলুনের দিকেই রওনা হলো গর্ডন। ভেতরে ঢুকে দেখল জনা ছয়েক লোক বারে মদ খাচ্ছে। তাসের টেবিলটা খালি।

সময় নষ্ট করল না গর্ডন। 'টেম্পল, তুমিই বার্ককে শটগানটা ছুঁড়ে দিয়েছিলে। কথাটা শুনেছি আমি। তোমার সেলুনে ওর উপস্থিতিও তুমি মেনে নিয়েছিলে। তোমার মত লোক আমরা এখানে চাই না। তুমি যা পুঁজি খাটিয়েছ সেটা তোমাকে দিয়ে ড্যান ক্লার্ক এই সেলুন কিনে নেবে...তোমাকে এখান থেকে বিদায় হয়ে যেতে হবে।'

মুখের চুরুটটা নামিয়ে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল টেম্পল।

'আর না গেলে?'

'আমরা তোমাকে তাড়িয়ে দেব।'

'আমরা?' চুরুটটা তুলে ওটা পরীক্ষা করে দেখল লুথার। 'অবশ্যই, তোমার সাহায্যের দরকার হবে। আমি পিস্তল ব্যবহার করি না, সুতরাং আমার বিরুদ্ধে পিস্তল ব্যবহার করতে পারবে না তুমি।'

'আমার যা বলার বলেছি, এখন বিক্রি করে দিয়ে ভেগে যাও।'

'খারাপ কথা,' বলল লুথার। ফেবলসকে আপাদমস্তক দেখছে সে। 'তোমাকে কাপুরুষ ভাবিনি আমি। শক্ত-সমর্থ চেহারা, চওড়া কাঁধ, হাতের মুঠিও ভাল—আমার ধারণা ছিল নিজেরটা নিজেই সামলাতে পারো তুমি। অবশ্য চিরকাল পিস্তলের আড়ালেই থেকেছ...এখন 'আমার' পেছনে লুকাচ্ছ।

'তবে এটা সত্যি যে পিস্তলে আমি যেমন তোমার সামনে দাঁড়াতে পারব না, খালি হাতে তুমিও তেমনি আমার সামনে পাত্তা পাবে না।'

ফেবলস বুঝতে পারছে তাকে টোপ দিয়ে ওদিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং যে নিচ্ছে সে জানে খালি হাতে তার কতটা ক্ষমতা। বুঝতে পারছে বারে যারা দাঁড়িয়ে আছে, সে এখন কিছু না বললে তারাও তাকে তাচ্ছিল্য করবে।

জিদ—ফেবলসেরও কিছু কম নেই। টেম্পলের দিকে চেয়ে সে হালকা সুরেই বলল, 'বোকামি করছ তুমি। আমাকে এভাবে চ্যালেঞ্জ করা তোমার ঠিক হচ্ছে না। ঘুসাঘুসিতে তোমার যথেষ্ট নাম আছে, টেম্পল, কিন্তু ওটা হারালে তোমার আর কিছুই থাকবে না—কিচ্ছু না। এতটা ঝুঁকি নেয়া তোমার ঠিক হবে না।'

খুব অবাক হয়েছে লুথার টেম্পল। কিন্তু ওর চেহারায় সেটা প্রকাশ পেল না। তার ইচ্ছা ফেবলসকে খুঁচিয়ে হাতাহাতি যুদ্ধে নামিয়ে পিটিয়ে লাশ করে ওর ইমেজটা ভেঙে দেবে। কিন্তু ফেবলস যেমন সহজভাবে চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল তাতে একটু বিব্রত বোধ করছে সে...লোকটা কি সত্যিই ফাইট করতে জানে?

'আমার হারাবার কিছুই নেই। টেম্পলকে হাতাহাতি ফাইটে হারাতে পারে এমন লোক এখনও জন্মায়নি। আমার সাথে ফাইটে নামলে তোমাকে থেঁতলা করে ছেড়ে দেব!'

হঠাৎ গর্ডন ফেবলসের বেশ ভাল লাগছে—রীতিমত উৎফুল্ল লাগছে। এই ভাল। যাওয়ার আগে রেড হর্সের জন্য এই শেষ কাজটুকু সে করবে। অনেকগুলো সপ্তাহ অসন্তোষের মধ্যে কাটিয়েছে গর্ডন। কোন পথে যাবে, কী করবে, এসব নিয়েও খুব অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল। কিন্তু ফ্রি-স্টাইল মারপিটে কোন নিয়ম-কানুনের বালাই নেই। হয় মার নয় মর—ব্যস, এই একটাই নিয়ম। খুশি মনেই কোমর থেকে গান বেল্টটা খুলল সে।

মুহূর্তে শহরের রাস্তায় চিৎকার উঠল। 'ফাইট! ফাইট! ফেবলস আর টেম্পল!...ফাইট!'

শহরের আনাচে-কানাচে থেকে সব লোক কাজ ফেলে ছুটে এল।

ইয়্যাঙ্কি সেলুনে ড্যান ক্লার্ক শুনল ওই চিৎকার। চমকে ঝট করে ঘুরতে গিয়ে ওর সিগারের ছাইটা মাটিতে পড়ল। 'লোকটা নির্বোধ।' আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল সে। 'নিরেট, নির্ভেজাল, গর্দভ!'

ডিক উঠে তাড়াতাড়ি ফাইট দেখতে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু কীথের ডাক শুনে থামল। 'ভেবে-চিন্তে কাজ করো!' চিৎকার করে বলল সে। 'মনে নেই আমাদের কী বলা হয়েছে?'

একটা বালতিতে কিছু পানি নিয়ে ঠাণ্ডা পানি বোতলে ভরে হাতের ওপর তোয়ালে ঝুলিয়ে রাস্তা ধরে রওনা হলো ক্লার্ক। কিন্তু যাওয়ার আগে সেলুনের দরজায় তালা দিতে ভুলল না।

ড্যান ক্লার্ক পৌঁছে দেখল রাস্তার ওপর কোমর পর্যন্ত খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে টেম্পল। গর্ডন তার জ্যাকেটটা সাবধানে ভাঁজ করে হিচ-রেইলের ওপর রাখছে।

'ওর ওজন তোমার চেয়ে চল্লিশ পাউণ্ড বেশি—উচ্চতা আর রীচেও ওর সুবিধা রয়েছে। জেতার কী উপায়?'

'ভেতর দিয়ে,' দাঁত বের করে হাসল ফেবলস। 'একমাত্র উপায় হলো আমাকে ওর ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে। ওকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে বিছিয়ে ফেলতে হবে। নইলে সে আমার পথ ছাড়বে না।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখো। তবে আমি শুনেছি ওর চোয়াল নাকি গ্র্যানিট পাথরের মতই শক্ত—ওখানে ঘুষি মেরে কোন ফল হবে না।'

শহরের সবাই ওখানে উপস্থিত বলে মনে হচ্ছে। নোরা কেইসিও খবর শোনার পর আর দেরি করেনি। স্টোর ফেলে প্রায় ছুটে চলে এসেছে মেয়েটা। আসার পথে চোখের কোণে একটা ঝিলিক দেখতে পেল। সূর্যের আলো যেন কিছুর ওপর পড়ে ঝিক্ করে উঠল। কিন্তু ওটা নিয়ে মাথা ঘামাল না সে।

টম ট্রেনটন খালি দোতালা থেকে একটা আয়নার সাহায্যে দূরের পাহাড়ে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। এক মুহূর্ত গেল, তারপরেই ওদিক থেকেও ঝিলিকের মাধ্যমেই জবাব এল। আয়নাটা নামিয়ে রেখে নিজের রাইফেল তুলে নিল টম।

সূর্যের দিকে চাইল সে...পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে ওদের? 'ফাইটটাকে অনেকক্ষণ জিইয়ে রেখো, ফেবলস,' ফিসফিস করে আপন মনেই বলল টম। 'জিইয়ে রেখো!'

গর্ডন ফেবলস কোমর পর্যন্ত খালি গা হয়ে ড্যানের দেয়া ড্রাইভিঙ গ্লাভস জোড়া পরে নিল।

ওদিকে চেয়ে টেম্পল একচোট খুব হাসল। 'খামোকা বোকার মত ওসব পরছ,' বলল সে। 'ওতে কোন কাজ হবে না।'

'নিয়ম কী হবে?' জানতে চাইল লসন। 'একেবারে শেষ পর্যন্ত?'

'ঠিক তাই,' বলে দাগের ওপর গিয়ে দাঁড়াল ফেবলস।

বিশাল উঁচু দেহ টেম্পলের। মেয়েদের মতই ওর চামড়া ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে। কিন্তু পেশীগুলো হারকিউলিসের মত। মুঠি দুটো প্রকাণ্ড—আঙুলের গাঁটে অতীতের অগণিত মারপিটের ক্ষত-চিহ্ন। হাত তুলে তৈরি হলো সে, গর্ডন এগিয়ে গেল ওর দিকে। ফেবলসের চোখে ঘৃণা—মনে, ছিঁড়ে ধ্বংস করার বুনো বাসনা।

বাম হাত দিয়ে মারার ভঙ্গি করে ওই হাতেই ঘুসি মারল। টেম্পলের দাঁতের ওপর গিয়ে পড়ল গর্ডনের মুঠি। ঘুসি খেয়ে বিশাল লোকটা গোড়ালি পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

'ও, বক্সার তুমি? সেটাই আমার বেশি পছন্দ,' বলল টেম্পল। 'ওদের আমি জীবন্ত চিবিয়ে খাই!'

আবার ধাপ্পা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ডান হাত চালাল ফেবলস। ঘুসিটা কোত্থেকে এল দেখতেই পায়নি গর্ডন। ঠিক গদার মতই আঘাত লাগল ওর মুখে। পা উপর দিকে উঠে গেল—দড়াম করে ধুলোয় আছাড় খেল সে। হতবুদ্ধি হয়ে চোখ তুলে দেখল টেম্পল ছুটে আসছে।

দৈত্যের মত লোকটা ডাইভ দিয়ে পড়ল। একটা পা উপরে তুলল গর্ডন। পা-টা টেম্পলের পেটের ওপর পড়ল—গতির ওপর গর্ডনের লাথি খেয়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে আছাড় খেল লোকটা।

কিছুটা আচ্ছন্ন অবস্থায় উঠে দাঁড়াল গর্ডন। দেখল অ্যাক্রোব্যাটের মত শূন্যে পা ঝাড়া দিয়ে লাফিয়ে নিজের পায়ে খাড়া হলো লুথার।

'ট্রেনিঙ পেলে তুমি ভাল ফাইটার হতে পারতে, বাছা,' বলল টেম্পল। 'দুঃখের বিষয় আজই ধ্বংস হবে তুমি!'

দু'হাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল টেম্পল। প্রথমটা আংশিকভাবে ঠেকাল গর্ডন, কিন্তু দ্বিতীয়টা ওর চোয়ালে লাগল। মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে। একটা আলো যেন বিস্ফোরিত হয়ে ছোট ছোট কণায় বৃষ্টির মত মাথায় পড়ল। নিচু হয়ে আর একটা ঘুসি কাটিয়ে মাথা দিয়ে সজোরে টেম্পলের বুকে গুঁতো মারল গর্ডন। তারপর মারাত্মক কায়দায় ঝটকা দিয়ে মাথাটা উপরের দিকে তুলল। কঠিন মারপিটে ওস্তাদ লোকজনের কাছে এটাই 'লিভারপুল কিস' বলে পরিচিত।

প্রচণ্ড আঘাতে টেম্পলের মাথাটা পেছন দিকে সরে গেল। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে দু'হাতে ঘুসি চালাচ্ছে গর্ডন। ঘুসির আঘাতে লুথারের বিরাট মাথাটা 'হ্যাঁ' বলার উপরে নীচে ঝাঁকি খাচ্ছে। টলছে লোকটা। কাছে থেকে কনুই দিয়ে নাকের ওপর একটা ভারি আঘাত হেনে পিছিয়ে এল ফেবলস।

কিন্তু পিছাতে গিয়ে পায়ের তলায় একটা পাথর পড়ে ওর পা পিছলে গেল। গর্ডনের মুখের ওপর একটা ঘুসি পড়ল। মুখে রক্তের স্বাদ পেল সে। একটা বুনো জিদ ফেবলসের মনে খুন করার ইচ্ছাটাকে প্রবল করে তুলছে। আবার হেড-বাট মারার চেষ্টা করে কপালে বিরাট মুঠির ঘুসি খেল। পরপর দুটো ঘুসি চালাল গর্ডন, কিন্তু দুটোই ঠেকিয়ে দিল লোকটা।

ডান হাতে আর একটা মেরে মিস করল। চট করে হাত ঘুরিয়ে দানবটার মাথা হেড-লকে ধরে ফেলল ফেবলস। পরক্ষণেই পা শূন্যে তুলে ঝাঁকি দিয়ে বসে টেম্পলের ঘাড় মটকে দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটা সেয়ানা, সেও ঝাঁকি খাওয়া এড়িয়ে ওর সাথেই গেল। দুজনেই একসাথে পড়ল।

মাটিতে টেম্পল একেবারে শয়তানের দোসর। ক্ষিপ্র গতিতে বুড়ো আঙুল শক্ত করে গর্ডনের চোখ লক্ষ্য করে খোঁচা মারল সে। ইচ্ছা করে ঘষে চোখা আর মোটা করা নখটা অল্পের জন্য চোখে লাগল না, কিন্তু চোখের কোনা থেকে কান পর্যন্ত চামড়া চিরে গেল।

চোখ হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল গর্ডন। টেম্পল ওর পাশে এসে শেষ আঘাত হানার জন্য হাত পিছিয়ে মুঠি পাকিয়ে তৈরি হলো। লাফিয়ে উঠে জোড়া পায়ে ওর মুখের ওপর লাথি কষাল ফেবলস। উল্টে পড়ে গেল লোকটা।

দুজনেই উঠে দাঁড়াল। গর্ডন সময় নষ্ট না করে দুহাতে ঘুসি মারতে মারতে এগিয়ে গেল। কিন্তু পিছু হটল না টেম্পল—সেও জবাবে পাল্টা ঘুসি চালাচ্ছে। দুজনের হাতই মুগুরের মত চলছে।

একেবারে মুখোমুখি প্রায় এক মিনিট ধরে দুজনে দুজনকে বুনো মার মারল। তারপর যেন কারও নীরব আদেশে পিছিয়ে গিয়ে ঘুরতে শুরু করল। ফেবলসের কাটা থেকে অনেক রক্ত পড়ছে। ওর অন্য চোখের নীচে নীল দাগ পড়েছে—চোয়ালেও একটা জায়গা কেটেছে। লুথার টেম্পলের একটা চোখ প্রায় বুজে এসেছে আর একটা ঠোঁট দু'ফাঁক হয়ে গেছে।

বুনো জন্তুর মতই হিংস্রভাবে ওরা লড়ছে। টেম্পল লড়ছে কোণঠাসা গ্রিজলির মত, আর গর্ডন পাহাড়ী সিংহের মত। গর্ডন বিরতিহীন ভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, সর্বদাই নড়ছে; লুথার সাবধানে চক্কর কাটছে, সুযোগ পেলেই দ্রুত পাল্টা আক্রমণ করছে। দুজনেই চতুর আর অভিজ্ঞ ফাইটার; দুজনেই নদীর ধারে বা ওয়াটারফ্রন্টে অনেক হাতাহাতি মারপিটে বিজয়ী হয়েছে।

দুজনেই সরে দাগের চক্করের কাছে চলে গেল। ড্যান ক্লার্ক গর্ডনের মুখে পানির ঝাপটা মেরে তোয়ালে দিয়ে সাবধানে রক্ত মুছিয়ে দিল। 'ওর বিরুদ্ধে বক্সিঙ করো!' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল ড্যান। 'লোকটা বর্বর!'

আবার দুজনে কাছাকাছি এল। ধোঁকা দিয়ে বাম হাতে টেম্পলের মুখ লক্ষ্য

করে মারল গর্ডন। তারপর বাম হাতের একটা ঘুসি কাটিয়ে টেম্পলের পাঁজরে ডান হাতে প্রচণ্ড জোরে মারল। বিশাল লোকটার ডান-হাতি ঘুসি সাইড স্টেপ করে কাটিয়ে দ্রুত পাল্টা আঘাতে ওকে কাঁপিয়ে দিল গর্ডন। কিন্তু আবার সাইড স্টেপ দিয়ে সরে যাওয়ার পথে লুথারের ঘুসিতে পড়ে গেল।

ঝাঁপিয়ে একটা লাথির মুখ থেকে সরে হাঁটুর ওপর উঠে বসল, ঠিক তখনই টেম্পল ছুটে এল ওর দিকে। সমস্ত ওজন নিয়ে লাফিয়ে লুথারের পায়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল গর্ডন—পড়ে গেল লোকটা।

টেম্পলই প্রথম উঠল, কিন্তু গর্ডন হাতের ওপর দেহের ভর রেখে ফ্রেঞ্চ সাভাতে ফাইটারের অনুকরণে কোমর সমান উঁচুতে জোড়া পায়ে লাথি চালাল।

ছুটে এগিয়ে আসার পথে লাথিটা জায়গা মত প্রচণ্ড আঘাত করল। বিস্মিত লুথার হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ল।

জলদি উঠে পড়ে টেম্পলের চিবুক লক্ষ্য করে লাথি হাঁকাল গর্ডন। মাথা সরিয়ে নেয়ায় সে কিছুটা রক্ষা পেল বটে, কিন্তু যেটুকু লাগল তাতেই আবার চিৎপাত হয়ে ধুলোয় পড়ল লুথার।

কিন্তু লোকটা উঠে আবার চার্জ করে এসে গর্ডনের পেটে বিশাল মাথা দিয়ে গুঁতো মেরে ওকে ফেলে দিল। পেটের ওপর আঘাত পেয়ে গর্ডনের সমস্ত দম ফুরিয়ে গেল। কিন্তু বেগে ছুটে আসায় টাল সামলাতে না পেরে গর্ডনকে পেরিয়ে গিয়ে পড়ল টেম্পল। কোনমতে উঠে ফেবলস কোথায় দেখার জন্য ফিরে দেখল টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে সে।

ছুটে এসে ফেবলসের মাথায় ঘুসি মারল দৈত্যটা। পড়ে যাচ্ছে বলে দ্বিতীয় ঘুসির জোর কিছুটা কম হলেও তাতে গর্ডনের গাল কেটে গেল। সশব্দে চিৎ হয়ে পড়ল সে। শেষ আঘাত করার জন্য ছুটে এল টেম্পল।

ওঠার শক্তি নেই বলে গড়িয়ে ডাইনে আর বাঁয়ে সরে লাথি এড়াবার চেষ্টা করছে গর্ডন। যে কোন একটা লাথি লাগলে, হয় মারা পড়বে বা খুলি ভেঙে যাবে ওর।

একটা প্রচণ্ড বেগে মারা লাথি মিস করে নিজেকে সামলাতে কিছুটা এগিয়ে গেল টেম্পল, এই সুযোগে উঠে পড়ল ফেবলস। ফুঁপিয়ে শ্বাস টানছে ও। প্রত্যেকবার শ্বাস নিতে গিয়ে মনে হচ্ছে বুকে ছুরি ঢুকাচ্ছে কেউ। এতগুলো ঘুসি হজম করে মাথার ভিতরে বেল বাজছে মনে হচ্ছে। লড়াই-এ পাঞ্চ-ড্রাঙ্ক হয়ে সে কোথায় আছে, কেন লড়ছে সব গুলিয়ে গেছে। কেবল একটা কথাই সে জানে; খুন করতে হবে, নইলে নিজেই খুন হতে হবে।

অপেক্ষা করছে সে, হাত দুটো ঝুলছে—লুথার টেম্পল এগিয়ে এল ওর দিকে। ফেবলসের সাথে লড়তে গিয়ে ওর দক্ষতা দেখে ভীষণ অবাক হয়েছে টেম্পল। ওর ঘুসিতেও অসম্ভব জোর। কিন্তু এখন সে নিশ্চিত, গর্ডন কাবু হয়েছে।

লুথার লোকটা কেবল বিশালই নয়, দারুণ শক্তিশালী। গর্ডনের মুখে হালকা একটা ঘুসি মেরে ওর প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখল ষণ্ডা লোকটা। পাল্টা জবাব এল না—তবু সতর্ক রয়েছে সে। আবার বাম হাতে ঘুসি মারার ভান করলে গর্ডন জবাব দিল। বাম হাতেই বাড়ি দিয়ে ওটা সরিয়ে ডান হাতে মেরে ওকে ফেলে

দিল টেম্পল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—আবার উঠে দাঁড়াল গর্ডন।

এবার হঠাৎ লুথার টেম্পলের মনে ভয় ঢুকল। বারবার সে তার সবচেয়ে জোরাল ঘুসি মেরে গর্ডনকে ফেলেছে, কিন্তু প্রতিবারই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে ও।

ওকে মাটিতে ফেলে আর উঠতে দেয়া যাবে না, ওখানেই রাখতে হবে। আবার মাটিতে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্রুত লাথি মেরে খতম করতে হবে।

চিৎকার করে করে দর্শকদের গলা ধরে গেছে। এখন নীরব বিস্ময়ে নৃশংস লড়াই দেখেছে ওরা। ঠিক যেন অতীতের আদিম দুজন মানুষ লড়ছে।

এগিয়ে এল টেম্পল। কঠিন একটা ফাইট লড়ছে সে। কিন্তু এখনও তার দম কিছু অবশিষ্ট আছে—ফেবলস প্রায় শেষ। বাম হাতে ঘুসি ছুঁড়ল সে...লাগল। আবার মারল...এটাও লাগল আবার মারল...হঠাৎ ওর বাম হাত আটকা পড়ল গর্ডনের হাতে। 'ফ্লাইঙ মেয়ারের' প্যাঁচে গর্ডনের পিঠের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে দড়াম করে আছাড় খেল সে। সাথে সাথে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গর্ডন—একটা হাঁটু গিয়ে পড়ল টেম্পলের সোলার প্লেক্সাসের ওপর।

লুথারের খুলির ভেতর আলোর বিস্ফোরণ ঘটল। নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিল সে। বুটের লাথিতে চোয়াল ভেঙে গেছে ওর—গোড়া থেকে আলগাভাবে ঝুলছে।

হাত...ওর হাতের ভেতর ফেবলসকে পাওয়া দরকার। হাতের কনুই-এর ভাঁজে চোয়াল আটকে, কাছে ভিড়বার চেষ্টায় ডান হাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোল টেম্পল।

হিচ রেইলে ফেবলসের পিঠ ঠেকল। লুথারের বিশাল ডান হাত গর্ডনের কণ্ঠনালীর ওপর পেঁচিয়ে চেপে বসল। মাথা নিচু করে রেখেছে লোকটা, তাই ওর চোখে খামচি দেয়ার চেষ্টা করে কোন লাভ হলো না।

বুট তুলে শিন-বোনের ওপর জোরে লাথি কষাল গর্ডন। তারপর গোড়ালি ঠুকে ওর পায়ের ওপর মারল। কিন্তু অসুরের শক্তিতে গলা ধরে ঝুলে রইল টেম্পল—ছাড়ল না।

লুথারের ডান হাতের কনুই-এর ওপর জোরে আঘাত করল। সেইসাথে হাত বাড়িয়ে বুড়ো আঙুলের পাশে নরম জায়গাটায় আঙুল ঢুকিয়ে ভীষণ জোরে চাপ দিল। সমস্ত শক্তি খাটিয়ে হাতটাকে গলার ওপর থেকে একটু আলগা করেই ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল গর্ডন। পরক্ষণেই ঘুরে টেম্পলের চোয়াল আড়াল করা কনুই-এ ঘুসি মারল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে। তারপরে পেটের ওপর প্রচণ্ড লাথি খেয়ে দুভাঁজ হয়ে মুখ থুবড়ে ধুলোয় পড়ে স্থির হয়ে রইল টেম্পল।

টলতে টলতে ওর দিকে এগোল গর্ডন। কিন্তু দু'পা এগিয়ে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল সে। উঠতে চেষ্টা করল—আবার পড়ল। শেষ শব্দ যা ওর কানে গেল সেটা রাইফেলের গুলির আওয়াজ।

আর একটা শব্দ...তারপর আর একটা।

চেষ্টা করে মাথার কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব দূর করে উঠে বসার চেষ্টা করল গর্ডন। একটা নরম আদর মাখা হাত ওর কাঁধ স্পর্শ করল। কেউ ফিসফিস করে বলল,

'স্থির হয়ে শুয়ে থাকো।'

গা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। মনে মনে কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করছে। চারপাশ অন্ধকার, একপাশে কয়েক চিলতে অদ্ভুত আলো দেখা যাচ্ছে।

গলার স্বর...ওটা নোরার। সেও তার সাথে রয়েছে।

এবার ফাইটের কথা ওর মনে পড়ল...কিন্তু তারপরে কী ঘটেছে? গুলির আওয়াজ সে পেয়েছে—এরপর তার আর কিছু মনে নেই।

'নোরা?'

'শ্...শ্!'

'আমরা কোথায়?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল গর্ডন। 'কী হয়েছে?'

'আমাদের ওপর হামলা এসেছিল...ঘোড়ার পিঠে অনেক লোক। তোমার ফাইট শেষ হবার পরই হঠাৎ যেন কোত্থেকে ওরা হাজির হলো। অনেক গোলাগুলি হয়েছে।' চুপ করে কান পাতল মেয়েটা, তারপর আবার বলল, 'হোটেলের তলায় রয়েছি আমরা।'

গর্ডনের মনে পড়ল হোটেলের নীচে পিছন দিকে কিছুটা ফাঁপা রয়ে গিয়েছিল, কারণ জমিটা প্রায় ওখান থেকেই ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। হোটেলের পিছন দিকটা আসলে আট ফুট উঁচু পাথরের ভিতের ওপর তৈরি করা হয়েছে।

হঠাৎ বুঝে ফেলল গর্ডন—ওই অদ্ভুত আলোর চিলতেগুলো আসলে রোদ...ফুটপাতের কাঠের তক্তার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। ফুটপাতের খুব কাছেই জ্ঞান হারিয়েছিল সে। মেয়েটা নিশ্চয় কোনমতে তাকে টেনে নীচে নিয়ে এসেছে।

জিজ্ঞাসা করায় ব্যাখ্যা দিল নোরা। 'ওরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘোড়া ছুটাচ্ছিল। আমার ভয় হচ্ছিল তুমি মারা পড়বে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'ওরা তোমাকে খুঁজছে। গডফ্রি গারস্টোনও ওদের সাথে আছে।'

'আমিও তাই সন্দেহ করেছিলাম।' চুপ করে শুয়ে নিজের বর্তমান অবস্থাটা বিচার করার চেষ্টা করল গর্ডন। সারা মুখ আড়ষ্ট হয়ে আছে—ব্যথা করছে। চোয়াল নাড়তেও ব্যথা পাচ্ছে। একটা চোখ ফুলে প্রায় বুজে এসেছে। আঙুল নেড়ে দেখল ওগুলোও আড়ষ্ট—নাড়লে ব্যথা লাগছে।

'কতক্ষণ হলো এই অবস্থা?'

'এক ঘণ্টা...বা সামান্য বেশি হবে।'

'আমার একটা অস্ত্র জোগাড় করা দরকার।'

চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল গর্ডন। গড়িয়ে উপুড় হয়ে খুব ধীরে হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল। সারা গায়ে ওর ব্যথা। মাথার উপরে তক্তার ওপর দিয়ে লোকজন চলাচলের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। ওরা নিশ্চয় রুফাসের লোক, নইলে চুপ করে থাকার কোন কারণ ছিল না।

নোরার দিকে ঝুঁকে সে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি ঘটছে কিছু বলতে পারো?'

'ওরা যখন শহরে ঢোকে, আমি জানি কেউ ওদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল—ওদের একজনকে পড়তেও দেখেছি আমি।'

'সবাই আশ্রয়ের জন্য ছুটল। আমার মনে হয় মিস্টার বাটলারকে ওরা মেরে

ফেলেছে। তুমি আর মিস্টার টেম্পলই কেবল রাস্তায় পড়েছিলে...আমার বিশ্বাস ওরা ভেবেছে তুমি মরে গেছ। তোমাকে এখানে টেনে এনে দাগের ওপর পানি ঢেলে মিশিয়ে দিয়েছি।

'ওরা এখন তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওদের কিছু কিছু কথা আমি শুনতে পেয়েছি।'

আবার ঠাণ্ডা মাটির ওপর গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল গর্ডন। উপরটা অন্ধকার—হোটেলের একতালার কামরা ওটা। মাঝে মাঝে একটা-দুটো গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ সবাইকে অসতর্ক অবস্থায় ধরতে পারেনি ওরা। কীথ বার্ন এবং শহরের ছোট রক্ষীবাহিনী দল সতর্কই ছিল।

প্রথমে একটা পিস্তল জোগাড় করা দরকার। তারপর বন্ধুদের কাছে পৌঁছার একটা উপায় বের করতে হবে। সবাই মিলে সমবেত চেষ্টায় রুফাসের দলকে শহর থেকে তাড়াবে। সেইসাথে নোরার নিরাপত্তার দিকেও তার নজর রাখতে হবে। তবে সর্বপ্রথম এই জায়গা ওদের ছাড়তে হবে।

নোরার বাহু ধরে আবার উঠে বসল গর্ডন। পেছন দিকে খোলে, এমন একটা পুরনো দরজার কথা তার মনে পড়েছে। দরজাটা এখন তারের মত ঝোপ আর আগাছার আড়ালে ঢাকা পড়েছে, তবে এখনও ঝোপের ভিতর দিয়ে চলাচল করার মত পথ রয়েছে।

সাবধানে উঠে অন্ধকারে হাতড়ে এগোল ফেবলস। দরজাটা খুঁজে পেল...কিন্তু ইতস্তত করছে—দরজাটার কজা ককিয়ে উঠবে না তো? উপায় নেই, তাকে চেষ্টা করতেই হবে। দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করল সে। সূর্যের তীব্র আলো ভেতরে ঢুকল। মাত্র বারো ফুট দূরেই ঝোপের শুরু। পেছন দিকে কয়টা জানালা আছে মনে করার চেষ্টা করল গর্ডন...ওগুলোর থেকে নিশ্চয় নজর রাখা হবে।

বেরিয়ে পড়ল ওরা—ছুটে তিন কদমেই ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল। আশা করছে কেউ দেখেনি।

ঝোপের পাশ দিয়েই পানি চলাচলে একটা নালার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ওটা যতই এগিয়েছে অগভীর হয়েছে। ওই পথেই এগিয়ে ইয়্যাঙ্কি সেলুনে পৌঁছার চেষ্টা করবে গর্ডন।

কোথায় একটা রাইফেল গর্জে উঠল...জবাবে দুটো গর্জাল।

নালার ভিতর উবু হয়ে বসে দুজনে কান পেতে রয়েছে। সূর্যের তাপে ফোস্কা পড়ার জোগাড়। পাথরগুলো এত গরম হয়েছে যে ছোঁয়া যায় না। ধীরে মাথা উঠিয়ে উঁকি দিল গর্ডন। দুটো দালানের ফাঁক দিয়ে রাস্তার একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। একটা ঘোড়া ওখানে মরে পড়ে আছে। কাছেই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একজন। লোকটার মাথায় টাক...অপরিচিত কেউ।

চোখ তুলে জানালাগুলোর দিকে চাইল ফেবলস। দেখল একটা জানালা থেকে রাইফেলের ব্যারেল বেরিয়ে আছে...বন্ধু না শত্রু? ঝুঁকি নিল না ফেবলস।

মাথার ভিতরে একটা ভোঁতা আর ভারি ব্যথা দপদপ করছে—গরমে ওটা আরও বেড়েছে। নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখল সে। ওগুলো ফুলে বেঢপ আকার ধারণ করেছে। কিছু কিছু অংশ বিবর্ণ হয়ে কালচে দেখাচ্ছে। পিস্তল

পেলেও হয়তো চালাতে পারবে, কিন্তু বেশ অসুবিধা হবে। রাইফেল...একটা উইনচেস্টার ওর দরকার।

আরও কয়েকটা গুলির শব্দ শুনতে পেল সে। শব্দ ঠিক কোথা থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা করল। হঠাৎ চামড়া ককিয়ে ওঠার শব্দে শ্বাস ফেলতেও ভুলে গেল ফেবলস। তারপর সাবধানে ঝোপের আরও ভিতরে, যেখানে নোরা অপেক্ষা করছে, সেদিকে সরে গেল।

সে কি কোন আওয়াজ করেছে? মনে হয় না।

সিদ্ধ করা রোদের তাপে ধুলো আর ঝোপ শুকানোর গন্ধ টের পাচ্ছে গর্ডন। স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে সে। এবার পায়ের শব্দ ওর কানে এল। হঠাৎ লোকটাকে দেখতে পেল। দূরত্ব দশ ফুটের বেশি হবে না।

মোটাসোটা একজন দাড়িওয়ালা লোক, পেটটা বেশ বড়। ওর হাতে রয়েছে রাইফেল, আর কোমরে পিস্তল ঝুলছে। কুতকুতে চোখ দুটোয় শয়তানি ভরা। লোকটা ওদেরই খুঁজছে...নিশ্চয় কিছু দেখেছে বা শুনেছে।

মাথা ঘুরিয়ে ঝোপের ভেতর ভাল করে খুঁটিয়ে দেখছে লোকটা। গর্ডন তার বাম হাতটা পেছনে নিয়ে নোরাকে সাবধান করতে চাইল। মেয়েটা চলে গেছে!

একটা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ওপর গর্ডনের হাত পড়ল। পাথরটা উঠিয়ে নিয়েই দেখল চার গজ দূরে লোকটার কাছেই নোরা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

'তুমি কি আমাকে খুঁজছ?' বলল মেয়েটা।

লোকটা রাইফেল তুলতে শুরু করেছিল, কিন্তু নোরার কথা শুনে আবার নামিয়ে নিল। নোরার দিকে এগোচ্ছে সে। তিন লাফে এগিয়ে লম্বা ডাইভ দিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গর্ডন। নোরা তাকে একটা সুযোগ দিয়েছে—সুযোগটা নষ্ট করল না।

গর্ডনের কাঁধ ভুঁড়িওয়ালার কোমরের কাছে আঘাত করল। ভারসাম্য হারিয়ে মোটা লোকটা প্রায় শূন্যে উঠে মাটিতে আছড়ে পড়ল। রাইফেলটা ওর হাত থেকে ছুটে গেল। ওটা ব্যারেল ধরে তুলে বাঁট ঘুরিয়ে নোরা লোকটার মাথায় বাড়ি মারল। ফেবলসের কাছে বাঁটের সাথে মাথার বাড়ি লাগার শব্দটা সুখের মনে হলো।

তাড়াতাড়ি উঠে ওর কোমর থেকে পিস্তলের বেল্টটা খুলে নোরার হাত থেকে রাইফেলটা নিল।

দালানের দেয়ালে সেঁটে আড়চোখে নোরার দিকে চাইল গর্ডন। 'আমার ধারণা ছিল তুমি দাঙ্গায় বিশ্বাসী নও,' নিচু স্বরে বলল সে।

মেয়েটার চিবুক একটু উঁচু হলো। 'সময়ে দরকার পড়ে,' বলল সে।

'ভাল,' গর্ডন ফিসফিস করে বলল। 'দ্রুত চিন্তা করো তুমি।'

রাইফেলটা পরীক্ষা করে দেখল ফেবলস। হেনরি পয়েন্ট ফোর-ফোর। বেল্টের কার্তুজও পয়েন্ট ফোর-ফোর ক্যালিবারের।

দালানগুলোর কাছ ঘেঁষে ওরা শহরের মাথার দিকে ছুটল। গর্ডনের ধারণা প্রতিরোধকারী দলটা ওখানেই ঘাঁটি গেড়েছে। পুরো শহরের ওপর নজর রাখার জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা হচ্ছে ওর মাইনিঙ ক্লেইম–যেটা সে ড্যাভেনপোর্টের কাছে বিক্রি করেছে। দ্বিতীয় ভাল জায়গাটা হচ্ছে ইয়াঙ্কি সেলুন।

যেভাবেই হোক ড্যান ক্লার্ক ওখানেই পৌঁছার চেষ্টা করবে। সম্ভবত আর সবাইও ওদিকেই যাবে—তবে নিজেদের পরিবার রক্ষা করার জন্য ওদের কিছুটা ছড়িয়ে থাকাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ একটা গুলি এসে ওর কাছেই দেয়াল থেকে কিছুটা চলটা তুলে নিল। তারপর আর একটা। মাথা নিচু করে দালানের ফাঁকে ঢুকে গর্ডন দেখল ময়লা লাল শার্ট পরা একটা লোক ওর দিকে ঘুরছে। ঘোরার সময়েই কোথা থেকে একটা গুলি এসে লোকটার গলার পাশে একটা ক্ষতের সৃষ্টি করল। কোমরের কাছে থেকেই 'হেনরি' চালাল গর্ডন—বুলেটের আঘাতে লোকটা রাস্তার ওপর উল্টে পড়ল। গর্ডনের আর একটা বুলেটে লাল-শার্ট একেবারে স্থির হলো।

'ওই গুলিটা কামারের দোকান থেকে এসেছে,' নিচু স্বরে বলল সে।

দালানের ফাঁকে অপেক্ষা করছে ওরা। নিজের বোকামির জন্য নিজেকেই দুষছে গর্ডন। লুথার টেম্পলকে নিয়ে ওর মাথা ঘামানোর কোনও দরকার ছিল না। ওই লোকের উস্কানিতে এভাবে লড়তে নামাও তার ঠিক হয়নি। এসবের মধ্যে না জড়ালে সে এতক্ষণে বহু মাইল দূরে থাকতে পারত। অথচ এখন সে আড়ালহীন অবস্থায় আটকা পড়েছে—সেইসাথে একটা অসহায় মেয়ের নিরাপত্তাও ওকে দেখতে হচ্ছে। গত একঘণ্টার ঘটনাগুলোর কথা মনে করে আবার ভাবল: আসলে মেয়েটাই ওকে দেখেশুনে এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছে।

গোলাগুলি থেমেছে, চারদিক স্তব্ধ।

দালানের ছায়ার দিকে চাইল ফেবলস। বিকেল হয়ে আসছে। রাত নামলে এত কম লোক পরিবার-ছেলেমেয়ে সহ নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। যা করার সেটা এখনই করা দরকার। রুফাসের দলটা রাতের অপেক্ষাতেই চুপ রয়েছে।

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল নোরা। 'মিস্টার ফেবলস, আমাদের বন্ধুরা কোথায় আছে সেটা আমাদের জানা দরকার—তাই না?'

'ঠিক,' স্বীকার করল সে। তারপর ইঙ্গিতে দালানের ছায়া দেখাল। 'সময় বয়ে যাচ্ছে। ওরা যদি আমাদের সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তা হলে আর সুযোগ পাব না আমরা। আমি যদি কীথ এবং অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি—ডিক, নোয়েল, লেন, ওয়েন, কীথ আর আমি, সবাই মিলে ওদের তাড়াতে পারব।'

'ওরা কোথায় আছে বলে মনে হয়?'

এক মুহূর্ত ভেবে সে বলল, 'আমি আন্দাজ করছি তোমার বাবা কামারের দোকানে ফিরে গেছে...সিসেরো দোকানের পিছনেই মা আর ছোটদের সামলাচ্ছে। ওইভাবেই ওরা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারবে।

'আমাদের মূল ঘাঁটি ছিল ইয়্যাঙ্কি সেলুন—এবং ড্যান ক্লার্ক ওখানেই ফেরার চেষ্টা করবে, কিন্তু সেটা তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। অন্যেরা যারা পরিবারের সাথে নেই, তারা ড্যানের সাথেই থাকবে। তাই আমার ইয়্যাঙ্কি সেলুনে পৌঁছানো একান্ত দরকার। মোট কথা ওরা যেখানেই থাক ওদের জানতে হবে আমি কী প্ল্যান করছি। ওরা ইয়্যাঙ্কি সেলুনে না থাকলে রাস্তার মাথায় আমার

মাইনিঙ ক্লেইমে থাকবে...এসব আমাদের আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

গর্ডনের মুখোমুখি হলো নোরা। 'আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।'

'বোকামি কোরো না।'

'বোকামি করছি না আমি, মিস্টার ফেবলস,' শান্ত স্বরে বলল নোরা। 'সবাই বলে আমি দেখতে ভাল এবং আমি যুবতী। বাবা আর অন্য সবাইকে তুমিই সাবধান করেছিলে রুফাসের দল মেয়েদের লোভেই আসবে...তাই যদি হয়, ওরা আমাকে গুলি করবে না।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে নোরার দিকে চাইল গর্ডন। 'জানো? দারুণ মেয়ে তুমি।'

'ধন্যবাদ...আমি রাস্তা ধরে সোজা ইয়্যাঙ্কি সেলুনের দিকে এগিয়ে যাব। যাওয়ার পথে যতটা পারি দেখে নেব। ওখানে পৌঁছে ভিতরে যতজন মানুষ আছে পরপর ততগুলো গুলি ছোঁড়ার ব্যবস্থা করব।'

'এর মধ্যে একটা ফাঁক রয়েছে। ওরা যদি রাইফেল ধরে তোমাকে ওদের কাছে যেতে বলে...তখন?'

'আমি হাঁটতেই থাকব। এই ঝুঁকিটা আমাকে নিতেই হবে।'

মাথা ঝাঁকাল গর্ডন। 'স্বীকার করতেই হবে, তোমার সাহস আছে। নার্ভও খুব শক্ত।'

হাত বাড়িয়ে দিয়ে গর্ডনের চোখের দিকে চাইল নোরা। 'ওদের আমি কী বলব?'

'বলো সম্ভব হলে আমি ওদের সাথে যোগ দেব। যদি না পারি ওদের জানিও আমাদের এখনই আক্রমণ করতে হবে। রুফাসের দল যেখানেই ঘাঁটি গেড়ে থাকুক রাত নামার আগেই ওদের সবাইকে তাড়াতে হবে। এখনই সময়—ওদের বলো এতে কেউ কেউ মারা পড়তে পারে—কিন্তু রাত নামলে একজনও বাঁচবে না।'

নোরার হাতটা নিজের হাতে নিল গর্ডন—তারপর হঠাৎ ওকে কাছে টেনে ঠোঁটের ওপর হালকা করে একটা চুমো খেল। 'তুমি খুব সুন্দর,' বলল সে। কথাটা যে সত্যি এটা সে নতুন করে উপলব্ধি করল। 'এই জীবন তোমার জন্য খুব কঠিন।'

গর্ডনের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে রাস্তার দিকে এগোল মেয়েটা। আরও দু'পা এগিয়ে কাঠের ফুটপাতে উঠল। এখন ওকে সবাই দেখতে পাবে। এবার রাস্তা ধরে এগোল নোরা।

অল্পক্ষণ নীরবতার পর একটা চিৎকার শোনা গেল। 'এই মেয়ে! এদিকে এসো। এখানে কেউ তোমার ক্ষতি করবে না।'

মেয়েটা থামল না—এগিয়েই চলল।

এবার কণ্ঠস্বরটা কঠিন হলো। 'আর এক পাও না! এগোলেই আমি গুলি চালাব।'

হেঁটেই চলল নোরা। ফুটপাতে ওর বুটের আওয়াজ পাচ্ছে গর্ডন। বাড়ির ফাঁকে প্রায় ফুটপাত পর্যন্ত এগিয়ে গেল সে। রাস্তার শেষের দিকে নোরাকে দেখা

যাচ্ছে।...হেঁটেই চলেছে।

গুলি এল। বুলেটের আঘাতে নোরার কয়েক ফুট সামনেই ধুলো উড়ল। কিন্তু মেয়েটার পদক্ষেপে একটুও দ্বিধা দেখা গেল না। একটু পরেই নোরা চোখের আড়ালে চলে গেল।

ফুটপাত পেরিয়ে গুটিগুটি রাস্তার কাছে এগিয়ে গেল ফেবলস। একটা রাইফেল ব্যারেলের ঝিলিক ওর চোখে পড়ল। গর্জে উঠল গর্ডনের হেনরি। বুলেট-খাওয়া লোকটার ঘোঁৎ করে ওঠার শব্দ ওখানেও পৌঁছল। রাইফেল শব্দ তুলে মাটিতে পড়ল।

গুলি করার পর মুহূর্তেই বসে পড়েছে ফেবলস। কয়েকটা গুলি ওর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। দালানের ফাঁক দিয়ে ছুটে বাঁক নিয়ে সোজা ইয়্যাঙ্কি সেলুনের দিকে চলল গর্ডন। থেমে চারপাশ দেখার জন্যও সময় নষ্ট করল না।

তিন কদম যাওয়ার পরেই রাইফেলের আওয়াজের সাথে গর্ডনের সামনের মাটি ছিটে উঠল। দ্বিতীয় গুলিতে বাড়ির কোনা থেকে কিছুটা চলটা উঠল। ঝাঁপিয়ে একটা পানির ব্যারেলের পিছনে অদৃশ্য হয়ে পরক্ষণেই গড়িয়ে আড়ালে সরে গেল। একটা গুলি পানির ব্যারেলটা ফুটো করে বেরিয়ে গেল। এক মুহূর্ত আগেও সে ঠিক ওই জায়গাতেই ছিল।

গর্ডনের লাক ফুরিয়ে আসছে—সে জানে। কাটা ঠোঁট থেকে আবার রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। 'হাঁদারাম!' নিজেকেই বলল সে। 'বেশি দেরি করে ফেলেছিস!'

টেম্পলের হোটেল থেকেই সম্ভবত গুলিগুলো আসছে। কোনায় এসে প্রত্যেক জানালা দিয়ে একটা করে গুলি ঢুকিয়ে মাথা নিচু করে ইয়্যাঙ্কি সেলুনের দিকে ছুটল গর্ডন।

পৌঁছে গেল সে। দড়াম করে পিছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। পিছলে থেমে দাঁড়াল গর্ডন ফেবলস। চোখ তুলে দেখল দুটো পিস্তল ওর দিকে তাক করা রয়েছে। ঘরের মধ্যে রুফাস সহ আরও ছয়জন লোক রয়েছে। ওখানে দাঁড়িয়ে হাসছে ওরা। নোরাও আছে ওখানে, ওদের হাতে ধরা পড়েছে।

ঝামেলার ওপর ঝামেলা। আজ তার আর রেহাই নেই। ইতস্তত করল না সে। তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে ওরা—হাতে পিস্তল বের করাই রয়েছে। কিন্তু জুয়ায় গর্ডন ঝুঁকি নেয়া শিখেছে, হয়তো বা সে একটু বোকাও—তবে সেটা ওদের জানা উচিত ছিল। হেনরির নলটা তুলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিভার টেনে গুলি ছোঁড়া শুরু করল গর্ডন।

দেখল রুফাসের আত্মবিশ্বাসী হাসি আর টম ট্রেনটনের বিদ্রূপের হাসি নিমেষে মিলিয়ে সেখানে আতঙ্ক ফুটে উঠল। বিশ ফুট দূরের লক্ষ্য রাইফেল দিয়ে কেউ মিস করে না, গর্ডনও করল না। নিশ্চিত জানছে সে মরবে, কিন্তু নোরাকে বাঁচার একটা শেষ সুযোগ ও দিতে চায়। রুফাসের মত লোকের সাথে কোন চুক্তি বা দরাদরিতে গিয়ে লাভ নেই।

প্রথম গুলির আঘাতে রুফাসকে ঝাঁকি খেতে দেখল ফেবলস। সে যে রাইফেল না ফেলে গুলি শুরু করবে এটা ওদের কেউ আশা করতে পারেনি। গর্ডন

যা করছে এটা উন্মাদের কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু সেই কারণেই এতে প্রায় কাজ হতে যাচ্ছিল—কিন্তু ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি।

রাইফেলের মুখ ঘুরিয়ে সে টম ট্রেনটনকে গুলি করল। এই সময়ে দেখল ট্যাণ্ডি হিরাম দরজা দিয়ে ঢুকে পিস্তল তাক করছে। পরপর দুবার ওকে গুলি করল গর্ডন। নোরা ছাড়া পাবার জন্য ওদের একজনের সাথে ধস্তাধস্তি করছে—ইচ্ছা করেই পাশের আর একজনকে ধাক্কা দিয়ে তার তাক নষ্ট করল মেয়েটা।

একদল কয়োটি ওরা। কেউই ওই ছোট কামরার মধ্যে রাইফেলের মুখোমুখি হতে চায় না। কয়েকজন লাফিয়ে দরজা দিয়ে এগিয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। দরজার দিকে এগোল ফেবলস—অমনি একটা ভারি আঘাতে আধপাক ঘুরে গেল ওর দেহ। সম্পূর্ণ ঘুরে, পিস্তলধারী লোকটাকে দোতালার ব্যালকনিতে আড়ালে সরে যেতে দেখল সে। লোকটা কোথায় আছে আন্দাজ করে কাঠের মেঝে ভেদ করে দুটো গুলি উপরে পাঠাল ফেবলস।

কিছু একটা ওর পায়ে কঠিন আঘাত হানল—পড়ে গেল গর্ডন। কয়েকটা বুলেট ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। যে লোকটা তাকে ধরে রেখেছে তার সাথে নোরা কোণঠাসা বুনোবেড়ালের মত যুদ্ধ করছে। এখন লোকটা নিজেই কোনমতে ছাড়া পেলে বাঁচে।

হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গেল লোকটা, কিন্তু ওর পিস্তল নোরা রেখে দিয়েছে। দরজার দিকে ছুটে পালাবার সময়ে মেয়েটা ওকে গুলি করল।

এক হাঁটুর ওপর উঠে বসেছে গর্ডন। রাইফেলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। মাটিতে শোয়া রুফাসের অনেক রক্ত যাচ্ছে—সাহায্যের জন্য অনুনয় করছে লোকটা। ওকে পার হয়ে এগোল ফেবলস।

ছিন্ন জামা নোরা ফেবলসের বাহুমূল ধরে চিৎকার করে উঠল, 'না! না!'

নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দরজার চৌকাঠের সাথে ধাক্কা খেল ফেবলস। বোকার মত বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে আছে সে। রাস্তার ধুলো ছোট ছোট ঝাপটায় জীবন্ত দেখাচ্ছে। তিনজন লোক ওখানে মরে পড়ে আছে...রুফাসের লোক।

হাঁটু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে টের পাচ্ছে গর্ডন। রাইফেল ছেড়ে দিয়ে দরজার চৌকাঠ খামচে ধরল। কিন্তু আঙুলেও শক্তি নেই। ঝপ করে মেঝেতে পড়ে গেল সে। একজন চিৎকার করছে আর একজন গুলি ছুঁড়ছে। বহুদূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ ওর কানে এল। শব্দটা থামছে না, মনে হচ্ছে যেন গর্ডনের নিজের খুলির ভিতরেই শব্দ হচ্ছে।

তারপর সে মারা গেল...বা ওই রকমই মনে হলো তার। আগে কখনও মরেনি, তাই অনুভূতিটাকে চিনতে ভুলও হতে পারে।

ভুলই হয়েছিল ওর। চোখ খুলে দেখল মিষ্টি রোদ পড়েছে তার বিছানায়। গায়ের ওপর রোদটা চমৎকার ঠেকছে। মৃদু বাতাসে একটা পর্দা দুলছে—কিন্তু ওর জানালায় কখনও পর্দা ছিল না।

একেবারে স্থির হয়ে শুয়ে রইল সে। পর্দাটা তার খুব পছন্দ হয়েছে—ভয় পাচ্ছে, নড়লেই ওটা হয়তো হারিয়ে যাবে। চুপচাপ শুয়ে থাকাতেও ওর ভাল

লাগছে; কোন দুশ্চিন্তা নেই...

না, তার দুশ্চিন্তা করার ন্যায্য কারণ রয়েছে। এখান থেকে ওর সরে পড়া দরকার। ড্যাভেনপোর্টের কাছে মাইনিঙ ক্লেইম বিক্রি করেছে সে—লোকটা শিগগিরই টের পাবে ওখানে সোনা নেই—কোনকালে ছিলও না।

ধীরে মাথা ফিরিয়ে চারপাশে দেখল। খালি-ঘরে আর কেউ নেই। এটা তারই কামরা, কিন্তু এখন আর আগের মত নেই। মেঝেতে কেউ একটা কাপড়ের রাগ্ বিছিয়েছে। সবকটা জানালায় পর্দা ঝুলছে। ঘরে আর একটা চেয়ার আমদানী করা হয়েছে—রকিঙ চেয়ার।

চোখ ছুঁয়ে বোঝার চেষ্টা করল ওটার কী অবস্থা। এবার সে সত্যিই দুশ্চিন্তায় পড়ল। ফোলাটা চলে গেছে!

ফোলাটা যখন সেরে গেছে তার মানে বেশ কয়েকদিন বিছানায় পড়ে আছে ও। নড়তে চেষ্টা করল; দেহটা আড়ষ্ট। দেহের মাঝখানে হাত দিয়ে দেখল শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে। তার পা-ও ব্যাণ্ডেজ করা।

কতটা জখম হয়েছে সে? এই অবস্থায় এখান থেকে ঘোড়ার পিঠে পালানোর কঠিন পরিশ্রম কি তার সহ্য হবে?

পরীক্ষা করে দেখার জন্য নড়ল গর্ডন। দেহটা আড়ষ্ট হয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু নড়াচড়া করতে পারছে। দরজার পাশে যাত্রার জন্য সব জিনিসপত্র জড় করে রেখেছিল; ওদিকে আড়চোখে চাইল। নেই...তবে একটু পরেই ওটা তার চোখে পড়ল—ক্লসিটের ভিতর রাখা আছে সব। তার রাইফেলটাও রয়েছে ওখানে।

রাস্তায় একটা ওয়্যাগনের শব্দ শোনা গেল। মাল বোঝাই ওয়্যাগনের ভারি আওয়াজ। লোকজনের গলা শুনতে পাচ্ছে...নীচে সেলুনে কেউ হেসে উঠল। সেলুনের কথা সে বিবেচনা করেনি। যাক, পিছন দিক দিয়ে বেরোবার একটা রাস্তা আছে, ওটা ব্যবহার করতে পারবে সে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: কতটা সময় সে পাবে?

পায়ের শব্দ পেল গর্ডন। শক্ত হীলের দ্রুত খটখট...কোন মহিলা হাঁটছে।

তাড়াতাড়ি চোখ বুজে শরীর-ঢাকা কম্বলের ওপর একটা হাত অসহায়ভাবে ফেলে রেখে চুপচাপ পড়ে রইল।

মেয়েটা ঘরে ঢুকে গর্ডনের দিকে চাইল, তারপর কপালে একটা হাত রাখল। আরামদায়ক কোমল স্পর্শ। কয়েক মিনিট হাতটা কপালে রেখে মেয়েটা উঠে বিছানা সমান করা শুরু করল। গর্ডনের দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিছানা সমানই ছিল।

শেষে মেয়েটা রকিঙ চেয়ারে বসল। মেঝের ওপর বাস্কেট টেনে নেয়ার আওয়াজ পেল গর্ডন। উল বোনার মৃদু কিটকিট শব্দ হচ্ছে। একটু পরে মেয়েটা নরম সুরে গাইতে শুরু করল—গলাটা বেশ ভাল। এরই মাঝে গর্ডন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙলে দেখল ঘরটা অন্ধকার। না...ঠিক তা নয়। কামরার ওপাশে একটা আলো রয়েছে—তার চোখের থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছে ওটা।

কেউ একজন কথা বলল...ড্যান। 'কেমন আছে ও?'

'বেঁচেই আছে।' নোরার গলা। হ্যাঁ, নোরাই হতে হবে...সবকিছুতেই ওর

থাকাই চাই। 'তবে কতটা জীবন্ত, বলা কঠিন।' মেয়েটার স্বরে যেন সামান্য ব্যাঙ্গের ইঙ্গিত রয়েছে বলে গর্ডনের মনে হলো।

'ড্যাভেনপোর্ট ওর কথা জিজ্ঞেস করছিল। জ্ঞান ফিরলেই লোকটা ওর সাথে কথা বলতে চায়।'

এতে গর্ডনের অবাক হওয়ার কিছু নেই। ভুয়া ক্লেইম বিক্রি করে ড্যাভেনপোর্টের থেকে দশ হাজার ডলার সে নিয়েছে।

'তোমার কি মনে হয় ফেবলস সত্যিই আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল?' আবার কথা বলল ড্যান।

'নিশ্চয়। সেটাই সে চেয়েছিল। ওর জিনিসপত্র তো তুমিও দেখেছ...যাবার জন্য তৈরি হয়েই সে প্যাক করে রেখেছিল।'

'তবে আমি বাজি রেখে বলতে পারি এখন আর সে যেতে পারবে না। ফাঁদে পড়ে গেছে ও।'

ড্যান ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরও চোখ বুজে পড়ে রইল ফেবলস। মেয়েটার যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। নোরা চলে গেলেই সে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। কপাল ভাল থাকলে ভোর হওয়ার আগেই বিশ-ত্রিশ মাইল চলে যাবে।

হঠাৎ নোরা উঠে দাঁড়াল। নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে বাস্কেটে বন্ধ করল। তারপর ক্যাবিনেট খুলে একটা বোতল বের করল। শব্দটা চেনে সে। মনে মনে চমকে চোখ খুলে তাকাল গর্ডন।

মেয়েটা ওর দিকে পিছন ফিরে আছে। বোতল থেকে ব্র্যাণ্ডি গ্লাসে কিছুটা মদ ঢালল নোরা।

ওকে ঘুরতে দেখে তাড়াতাড়ি চোখ বুজল গর্ডন। মেয়েটা বিছানার কাছে এগিয়ে এল। 'এটা খেয়ে নাও,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। 'এর দরকার আছে তোমার।'

চোখ খুলল গর্ডন। 'ভাবিনি আমার কখনও ড্রিঙ্কের দরকার হবে,' বলল সে। 'তবে তুমি যখন বলছ, খাব।'

'খেলেই ভাল করবে,' গম্ভীরভাবে বলল নোরা। 'ওরা এখনই এসে পড়বে।'

'ওরা?'

নোরার মুখের ভাব অপরিবর্তিত থাকল। 'মিস্টার ড্যাভেনপোর্ট, মিস্টার ক্লার্ক, কীথ—সবাই।

'এখানে আসছে? কেন?'

'সব ব্যাপার অফিশিয়াল করতে চায় ওরা,' জবাব দিল সে। তারপর আরও জুড়ল, 'রেভারেণ্ড গিলাস্পিও আসছে।'

'রেভারেণ্ড? এই শহরে?'

'আমাদের চার্চের প্যাস্টর সে। শহরে এখন একটা চার্চ হয়েছে।'

সন্দিগ্ধভাবে নোরার দিকে চাইল ফেবলস। 'আমি কতদিন এই অবস্থায় আছি?'

'আট দিন হয়ে গেছে...প্রায় নয় দিন। এর মধ্যে কত কী ঘটেছে জানলে তুমি অবাক হবে।'

কী ঘটেছে জিজ্ঞেস করতে গর্ডনের ভয় করছে। প্রসঙ্গ পাল্টে সে প্রশ্ন করল, 'ফাইটে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কী?'

'শহরের তিনজন লোক মারা গেছে, আর তুমি ছাড়া তিনজন আহত। বাটলার মারা গেছে, বব লিস্টারও—নতুন লোক সে। তবে লুথার টেম্পল যে আসলে কার হাতে মরেছে তা বলা কঠিন।

'রুফাসের দল দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টম ট্রেনটন, ট্যাণ্ডি হিরাম আর একজনকে তুমি শেষ করেছ—ওকে আমরা ব্যালকনির ওপর পাই। এ ছাড়াও ওদের আরও ছয়জন মারা পড়েছে। বেশিরভাগ লোকই তুমি সেলুন খালি করার পর রাস্তায় বেরিয়ে মারা পড়েছে।'

'অর্থাৎ ওরা যখন দরজা দিয়ে ছুটে পালায়?'

'যখন তুমি গুলি শুরু করে ওদের তাড়িয়েছ।' হঠাৎ হাসল নোরা। 'সবাই বলাবলি করছে কত নিখুঁতভাবে তুমি ওদের জন্য প্ল্যান তৈরি করে দিয়েছিলে। মিস্টার ড্যাভেনপোর্ট সহ মাইনে মোট পাঁচজন লোক উপস্থিত ছিল। লোকগুলো দৌড়ে রাস্তায় নেমে ওদের রাইফেলের মুখে ঝাঁঝরা হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত সবাই ধরে নিয়েছিল আমাদের হার হবে।'

'তা হলে রুফাস আমার গুলিতে মরেনি?'

'তোমার গুলিতে সে আহত হয়েছিল। পরদিন শহরের লোক ওর বিচার করে। ওর সাথে আরও একজন ছিল, সে কিছুতেই তার নাম আমাদের বলল না।'

'তারপর?'

'ওরা দোষী সাব্যস্ত হলো, ফাঁসি হয়েছে ওদের। এখানে বিচারে মোটেও দেরি করা হয় না, মিস্টার ফেবলস।' একটু বাঁকা হেসে সে আবার বলল, 'লিওনার্ড ড্যাভেনপোর্ট ছিল প্রসিকিউটিঙ উকিল।'

ওরা তা হলে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেনি। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছে গর্ডন।

ঝট করে উঠে বসল সে। বেশি তাড়াতাড়ি ওঠায় খ্যাঁচ করে ওর পাঁজরে খোঁচার মত একটা ব্যথা লাগল। 'শোনো, আমার ঘোড়াটা নীচেই আস্তাবলে রয়েছে...ওদের একটু দেরি করাও...যা হয় কিছু অজুহাত দেখাও...আমাকে এখান থেকে সরে পড়ার একটা সুযোগ দাও। আমি যা-ই করে থাকি না কেন, তোমার কোন ক্ষতি করিনি,' যুক্তি দেখাল সে।

'করোনি মানে? আমাকে চুমো খাওনি তুমি? বলনি আমি সুন্দর, এই জীবন আমার জন্য কঠিন? মিষ্টি কথায় আমাকে ভুলিয়ে এখন সরে পড়তে চাইছ?'

'শোনো, আমি—'

'চুপ করো!' বাধা দিল নোরা। 'ওরা এসে গেছে।'

ড্যান ক্লার্ক সবার আগে, পিছনে রয়েছে কেইসি, কীথ, লসন, ডিক, ড্যাভেনপোর্ট এবং আরও ডজনখানেক লোক। ওদের কয়েকজনকে গর্ডন আগে দেখেনি।

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে লিও ড্যাভেনপোর্ট বলল, 'তুমি যে ক্লেইমটা আমার কাছে বিক্রি করেছ ওটা কোন কাজের না—এক-দানা সোনাও ওখানে নেই।'

'আমি দুঃখিত,' বলল গর্ডন, 'তোমার টাকা আমি ফিরিয়ে দিতে পারি।'

'টাকাটা এখন আর তোমার কাছে নেই,' বলে উঠল নোরা। 'ওটা তোমার হয়ে আমি খরচ করেছি।'

'কী?'

'টাকাটা সে আমাকে দিয়েছে,' ব্যাখ্যা করল লিও। 'পাহাড়ের ওপর আর একটা ক্লেইমে কাজ করার জন্য...ইউতে ইণ্ডিয়ানদের সাথে সংঘর্ষের পর যেখানে তুমি সোনা পেয়েছিলে, সেইখানে।'

'ঘোরের মধ্যে তুমি কথা বলেছ,' বলল নোরা, 'ক্লেইমটা ভাল বলেই মনে হলো আমার। তাই মিস্টার ড্যাভেনপোর্টের কাছে গিয়ে আমি কীথকে সাথে নিয়ে তাকে ওটা খুঁজে বের করতে পাঠালাম। ভাল ট্র্যাকার কীথ, কিন্তু তবু ওটা খুঁজে বের করতে তার পাঁচ দিন সময় লেগেছিল।'

স্থির হয়ে বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল গর্ডন। এখন ওখানে রাত নেমেছে। একা হওয়ার সুযোগ পেলে ওখানেই থাকত সে...ঘোড়ার পিঠে।

তা হলে তার পাওয়া ক্লেইমটা ওরা খুঁজে বের করেছে। আর ওই মেয়েটা তারই টাকা ড্যাভেনপোর্টকে দিয়েছে ক্লেইমে কাজ করার জন্য।

'আমার পকেট থেকে তুমি টাকা বের করে নিয়েছ? এটা কি চুরি হলো না?'

'আমার মনে হয় না ওই বিষয়ে তোমার চেয়ে বেশি কেউ জানে,' জবাব দিল নোরা। কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছিল, তুমিও খুব অসুস্থ ছিলে...তা ছাড়া প্রত্যেক স্ত্রীরই একটা অধিকার—'

'প্রত্যেক কার?'

'স্ত্রীর,' জবাব দিল লিও। 'আমি তোমাকে দেখতে এসে নিজের কানে শুনেছি তুমি মিস কেইসিকে বিয়ে করবে বলেছ। তাই সোনা পাওয়ার পর নোরা কেইসির কাছ থেকে টাকা নিতে আমার বাধেনি।'

'কাগজপত্র সব তৈরি করা হয়েছে। রেড হর্স মাইনিঙ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে তোমাকে, আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট, আর মিস কেইসি ট্রেজারার।'

'আমাদের এখানে একটা ইলেকশনও হয়ে গেছে,' লিওকে থামিয়ে বলে উঠল ম্যালকম কেইসি, 'তুমিই মেয়র নির্বাচিত হয়েছ। অবশ্য আমি তোমার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলাম,' যোগ করল সে।

'এত লোকের মধ্যে তোমার মাথাই কেবল ঠিক আছে বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল গর্ডন। 'বাকি সব পাগল।'

সবাই চলে যাওয়ার পরও নোরা থাকল। গর্ডনের সাথে ওর কিছু কথা আছে।

'কী ঠিক করলে, থাকবে, না যাবে?'

'যাব,' জবাব দিল গর্ডন। নোরার চেহারা থেকে দীপ্তি মুছে গেল। 'চার্চে যাব, বিয়ে করতে।'

নোরাকে কাছে টেনে নিল গর্ডন।

***

চক্রান্ত

প্রথম প্রকাশ :১৯৯৪

এক

জেরোনিমো যখন তার চিরিকাওয়া অ্যাপাচি সঙ্গীদের নিয়ে ইণ্ডিয়ান রেজার্ভেশন থেকে পালিয়ে মেক্সিকোতে চলে গিয়েছিল, তখন সিরেনোতে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এর ছয় বছর পর আবার একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল। কাউণ্টির সব থেকে বড় র‍্যাঞ্চার বিল ম্যাটসনের একমাত্র ছেলে তরুণ নাইজেল গ্রীশাম কাউণ্টির ব্যাঙ্ক লুট করে হাতে নাতে ধরা পড়ল।

অবশ্য ওর চরিত্র যে লিলি ফুলের মত সাদা এমন কেউ বলবে না। অনেকেই বলে সে কোন কাজের নয়—বাউণ্ডুলে লোক। মা মরা ছেলেটা বাপের আদর পেয়ে বখে গেছে। যখন বারে মদ খাচ্ছে না তখন পোকার খেলছে—কিংবা ঘুমিয়ে নেশা কাটাচ্ছে।

কিন্তু ওর স্বভাব এমনই যে রাগ করা যায় না। লোকে ও যেমন, সেভাবেই ওকে মেনে নিয়েছে। শহরে যাদের নেই তাদের সাথে সে শেষ ডলারটাও নির্দ্বিধায় খরচ করে। স্যান সিমেয়ন উপত্যকার সব থেকে বড় র‍্যাঞ্চারের ছেলে না হলে হয়তো ওকে বেশির ভাগ সময় হাজতেই কাটাতে হত। কিন্তু সে যখন মাতাল হয়ে সেলুন থেকে বাইরে আসে তখন শেরিফ কার্ভারের কোনও ডেপুটি ওকে ঘোড়ার পিঠে তুলে ঘোড়ার পাছায় একটা থাপড় দিয়ে দেয়। নাইজেল বাড়ি না চিনলেও ঘোড়াটা ঠিকই চিনবে। ওরা জানে নাইজেলের ওই অবস্থায় ওর চেয়ে ঘোড়াটাই বেশি বুঝবে।

সবাই জানে কঠিন বিল ম্যাটসনের একটাই দুর্বলতা। তার ছেলে। জন্ম দেয়ার সময়ে মারা গেছে ওর মা। এর পর থেকেই ওকে আগলে রেখেছে বিল ম্যাটসন। ও'ই তার সব। কখনও সে তার ছেলেকে 'না' বলতে পারেনি। তাই পোকার টেবিলে যেসব I.O.U নাইজেল অবাধে লিখে দেয় সেগুলো প্রত্যেকটাই বিনা দ্বিধায় শোধ করে বিল।

শহরের লোকজন নাইজেলকে শান্ত প্রকৃতির বলেই জানে—তাই ওর এই দুঃসাহসিক ডাকাতির কথা প্রথমে কেউ বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু একজন মনে করিয়ে দিল নাইজেলের বাবা শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে খবর পাঠিয়ে সব সেলুনে জানিয়ে দিয়েছে এর পর থেকে যেন নাইজেলের পাওনাদারেরা তাদের পাওনা নাইজেলের কাছ থেকেই আদায় করে।

এই নতুন আলোকে মনে হচ্ছে যেন ছেলেটা টাকার অভাবে মরিয়া হয়ে টাকা পাওয়ার সব থেকে সহজ পথটাই বেছে নিয়েছিল।

শহরের সবারই কম-বেশি টাকা জমা রয়েছে ওই ব্যাঙ্কে। তাই নাইজেলকে কেউ সহানুভূতি দেখাল না। কারণ ব্যাঙ্ক থেকে ৪২,৬০০ ডলার খোয়া গেছে। টাকাটা উদ্ধার না হলে সবাই কিছু-না-কিছু টাকা হারাবে।

পরদিন সকালে সিরেনো সেন্টিনাল কাগজের বিশেষ সংখ্যা বের হলো। ওতে জানা গেল বিল ম্যাটসন পুরো টাকা কাভার করে একটা নোট লিখে দিয়েছে। কাগজ বের হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই সব বিক্রি হয়ে গেল।

কিন্তু সিরেনো সেন্টিনালের এডিটর উল্লেখ করল ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে বলেই যে নাইজেল ম্যাটসনের অপরাধের মাত্রা কমে গেল, তা নয়। আইনের চোখে সবাই সমান। শাস্তি না পেলে হয়তো মানুষের কষ্টার্জিত সঞ্চয়ের প্রতি সম্মান দেখাতে শিখবে না নাইজেল।

যাকে নিয়ে এত কথা সে তখন লোহার গারদের পিছনে হাজতে আটক অবস্থায় সিগারেটটা না ধরিয়েই ওটা চিবাচ্ছে। হাজতের একটা করিডর ওটাকে লাল ইটের তৈরি কোর্টহাউসের সাথে যুক্ত করেছে।

নাইজেল ম্যাটসন বিশাল আকৃতির যুবক। বয়স মাত্র বিশ ছাড়িয়েছে। চোখ দুটো হরিণের চোখের মতই নিষ্পাপ—সরল। মুখে একটা হাসি যেন লেগেই আছে। ওর কাছে জীবনটা হচ্ছে নেশার আড়াল থেকে দেখা একটা ঝাপসা সুখানুভূতি। যেন একটা কোল্ট—মনের সুখে সুন্দর ঘেসো জমিতে মুক্তভাবে চরে বেড়াচ্ছে। একটা হ্যাপি-গো-লাকি ছেলে—যার সব সমস্যার সমাধান বাবার আদর আর টাকাতেই হয়।

ওকে সুপুরুষই বলা যায়—শক্ত চোয়ালের বাঁক—সোজা নাক—চুলের রং পোড়া ইটের মত লালচে। কিন্তু নীচের ওপর অত্যাচারের ছাপ কিছুটা ওর ওপর পড়েছে। রক্ত-লাল চোখ। চোখ দুটো চোখের নীচে ফোলা মাংস-পিণ্ডের পিছনে কিছুটা ঢুকে গেছে। দামী জামা-কাপড় আর দামী বুট পরেও ওকে খেলো দেখায়। অথচ একজন পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক কাউহ্যাণ্ডকে তার রঙ ফিকে হওয়া ফ্ল্যানেল শার্ট আর ফাটল ধরা চামড়ার বুটেও অনেক শক্ত-সমর্থ মনে হয়।

দরজা খোলার শব্দে নেশা জড়ানো চোখে সেলগুলোর সারির শেষ মাথার দিকে তাকাল নাইজেল। দেখল গাঢ় রঙের শার্টে ব্যাজ পরা একজন শক্ত লোক ভিতরে ঢুকেছে। শেরিফ কার্ভারের চেহারায় দৃঢ়তা আর নিরপেক্ষতাই প্রকাশ পায়। চোখ দুটো কোয়ার্টস্ পাথরের মতই কঠিন আর ভাবলেশহীন। মাথা থেকে পায়ের পালিশ করা জুতো পর্যন্ত সবই নিখুঁত ভাবে পরিপাটি। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি—মোম মাখিয়ে পাকানো গোঁফ—কর্তৃত্ব মাখা তীক্ষ্ণ কথাবার্তা, সবই ওর স্মার্টনেসের পরিচয় বহন করে। কয়েক বছর আগে লোকটা সিরেনোতে এসে একটা সেলুন কিনেছিল। ওটার তখন প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার দশা ছিল। কিন্তু ওর পরিচালনায় সেটাই হয়ে দাঁড়াল সিরেনোর সব থেকে জনপ্রিয় সেলুন। পরের ইলেকশনে সে ওখানকার বয়স্ক শেরিফের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। শহরবাসীর একচেটিয়া ভোটে জিতে গেল সে। কিন্তু র‍্যাঞ্চাররা সবাই বুড়ো শেরিফকেই সাপোর্ট করেছিল। শেরিফ হয়ে বসে সে আগের সব ডেপুটিকে বরখাস্ত করে নিজস্ব লোক নিয়োগ করেছে। একটা নতুন আইনও সে চালু করেছে: শহরে কারও পিস্তল পরে ঘোরা চলবে না। কাউবয়রা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু এতে অযথা দোকানের কাঁচ ভাঙা আর সাইনবোর্ড চৌচির হওয়া বন্ধ হয়েছে।

র‍্যাঞ্চারদের কেউ নতুন শেরিফকে পছন্দ করেনি—এখনও করে না। কিন্তু

শহরবাসী ওর ওপর খুব খুশি। কারণ শহরে কাউবয়দের দৌরাত্ম্য সে শক্ত হাতে রোধ করেছে। র‍্যাঞ্চের লোকজনের ক্ষোভ কার্ভার স্পেন্সার শহরের দিকেই নজর বেশি দিচ্ছে—কাউন্টির অন্যান্য সমস্যায় ওর তেমন মাথা ব্যথা নেই। দিনদিন গরু চুরি বেড়েই চলেছে, অথচ কার্ভার গ্রাহ্যই করছে না। সে বলে, ও যেখান থেকে এসেছে, সেখানে র‍্যাঞ্চারদের সমস্যা তারা নিজেরাই সামলায়। র‍্যাঞ্চারদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা আক্ষেপ জমে উঠছে, কিন্তু ওদের করার কিছু নেই—শহরে ভোটারের সংখ্যা অনেক বেশি। আর শেরিফ ওদের মন জয় করে নিয়েছে। তাই ওর চাকরি নিশ্চিত।

দুই সারি সেলের মাঝখানের করিডর দিয়ে এগিয়ে এল কার্ভার। নাইজেলের সেলের সামনে এসে থামল সে।

'তোমার কিছু দরকার আছে?' পেশাদারী কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল শেরিফ।

'হ্যাঁ, আমাকে একটা ড্রিঙ্ক দাও।'

দাড়ি চুলকে গারদের ফাঁক দিয়ে ওর দিকে তাকাল কার্ভার। 'এটা আইন বিরুদ্ধ,' চিন্তাযুক্তভাবে বলল সে। 'কিন্তু যদি দিই তা হলে কি তুমি স্বীকারোক্তি দেবে?'

'নিশ্চয়!' না ভেবেই জবাব দিল নাইজেল।

পিছনের পকেট থেকে পাইন্টের একটা চ্যাপটা বোতল বের করল কার্ভার। ওটার ছিপি খুলে গারদের ফাঁক দিয়ে নাইজেলের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'কিন্তু বেশি না,' সাবধান করল সে, 'এক চুমুক, ব্যস।'

আগ্রহের সাথে স্পেন্সারের হাত থেকে ওটা প্রায় ছিনিয়ে নিল নাইজেল। বোতল কাত করে লম্বা একটা চুমুক দিল সে। ওটা ফিরিয়ে নেয়ার জন্য হাত বাড়াল শেরিফ। কিন্তু হেসে পিছিয়ে গেল নাইজেল।

'এটা তো প্রায় খালি,' অনুযোগ করল সে, 'অর্ধেকও নেই।' আরেকটা লম্বা চুমুকে বাকিটা শেষ করে খালি বোতলটা ফিরিয়ে দিল।

'অনেক মাতালকেই আমি হাজতে ভরেছি; কিন্তু তোমার মত খেতে পারে এমন আর দু'টো দেখিনি।'

'প্র্যাকটিস,' হেসে বলল নাইজেল। 'এখান থেকে বেরোচ্ছি কখন?'

'বাছা,' শক্ত স্বরে জবাব দিল কার্ভার, 'এবার আর ছাড়া পাচ্ছ না তুমি।'

'ঠাট্টা রাখো, বাবা আমার বেইলের টাকা দেবে।' নাইজেলের কণ্ঠে একটু উদ্ধত ভাব।

'সে আর তোমার পিছনে দাঁড়াবে না।' কার্ভারের গলার স্বর খুব কঠিন শোনাল। 'ব্যাঙ্ক ডাকাতি একটা গুরুতর অপরাধ। এর জন্য হয়তো ইউমা জেলে তোমাকে দশ বছর কাটাতে হতে পারে। কিন্তু এখন তোমার স্টেটমেন্ট—যদি সরাসরি স্বীকার করো তবে হয়তো সাজা কিছু কম হতে পারে।'

'নির্দোষ!' ঘোষণা করে সে তার তেলচিটে বাঙ্কে গিয়ে বসল।

স্পেন্সার তার ভারি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুমি যদি এভাবে খেলতে চাও খেলো। কিন্তু জুরি এটা হেসেই উড়িয়ে দেবে—আমার কী।' গটমট করে হেঁটে সোজা বেরিয়ে গেল সে—একবারও পিছন ফিরে চাইল না।

আবার নেশা জমে উঠছে। ভিতরে একটা গরম অনুভূতি—এর কোন তুলনা হয় না—ভাবল সে। কিন্তু হাজতে আটক অবস্থায় ওটা বেশিক্ষণ টিকল না। অস্থির ভাবে সেলের ভিতর পায়চারি শুরু করল নাইজেল। তখনও পায়চারি করছে—ডেপুটি শেরিফ একজনকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

আর্থার বেইট্‌স্‌, কোর্টের উকিল—নাদুসনুদুস বেঁটে মানুষ। স্টীলে ফ্রেমের চশমার পিছনে বাদামী চোখ দুটো বারবার পাতা ফেলছে। আঠারো বছর আগে প্রথম যখন কাজে ঢোকে তখন থেকেই সে বিল ম্যাটসনের আইন বিষয়ক সব কিছুর দেখাশোনা করে আসছে। ওর নিষ্পাপ চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই যে ওর মাথায় আইনের কত প্যাঁচ জড়ো হয়ে আছে। অনেকে বলে সে নাকি কোর্টে দিনকে রাত বলেও প্রমাণ করতে পারে। কথাটা অতিরঞ্জিত হলেও এতে কিছুটা কঠিন সত্যও আছে।

দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ডেপুটি। আর্থার এগিয়ে সেলের সামনে এসে থামল। তারপর ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'চাবিটা দাও।'

'কথা যা বলার বাইরে দাঁড়িয়েই বলতে হবে। শেরিফের নির্দেশ।'

একটু হাসল আর্থার। 'তোমার শেরিফকে গিয়ে বলো টেরিটোরিয়াল ক্রিমিনাল কোড অনুযায়ী সেকশন ৪১-এর ১৬ নম্বর প্যারাগ্রাফে লেখা আছে মক্কেলের সাথে উকিলের গোপনে আলাপ করার অধিকার আছে।'

একটু ইতস্তত করে এগিয়ে এসে সেলের দরজা খুলে দিল ডেপুটি। আর্থার ভিতরে ঢোকার সাথে সাথে আবার সেলের দরজা ঘটাঙ করে বন্ধ করে তালা মেরে দিল।

ঘুরে ডেপুটির দিকে শান্তভাবে তাকাল আর্থার। 'এবার তুমি দূরে সরে যাও,' বলল সে। 'আমাদের কথাবার্তা শুনতে পারবে না—সেকশন ঊনচল্লিশ।'

ভারি বুটের শব্দ দূরে সরে গেলে বেঞ্চের ওপর বসে হাতের ইশারায় নাইজেলকেও বসতে বলল। বাঙ্কের ওপর বসল সে। কয়েকবার বাতাস শুঁকে আর্থার বলল, 'আবার ড্রিঙ্ক করেছ?'

হাসল নাইজেল। 'শেরিফ আমার জানি-দোস্ত।'

'তোমার সব জানি-দোস্তকে একত্র করলেও এই অভিযোগ থেকে হয়তো রেহাই মিলবে না,' শুষ্ক স্বরে মন্তব্য করল আর্থার। 'ব্যাঙ্ক ডাকাতি একটা গুরুতর অপরাধ। তোমাকে কি ভূতে পেয়েছিল? এটা করতে গেলে কেন?'

'করিনি। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। মনে হয় আর কিছু লোক এটার মজা লুটেছে। কিন্তু বাবা কেন এখনও আমাকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে না?'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল বেইট্‌স্‌। 'নাইজেল, তোমাকে দ্রুত বেড়ে উঠে বুঝতে শিখতে হবে। এটা সামান্য মাতলামির চার্জ নয়। অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। তোমার বাবার মনটা একেবারে ভেঙে গেছে।'

'তা হলে আমার প্রতি তার মন বিষিয়ে গেছে?' নাইজেলের স্বরে তীব্র আক্ষেপ।

'এটা যদি সে আরও দশ-পনেরো বছর আগে করত তবে আজ এই অবস্থার সৃষ্টি হত না।' পাল্টা জবাব দিল আর্থার। ব্রীফকেস খুলে একটা কাগজ বের করল

সে। 'এখন পুরো ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখা যাক।' গলা খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করে সে আবার বলে চলল, 'শেরিফ কার্ভারের বিবৃতি দিয়েছে যে মঙ্গলবার ১৪ জুন অ্যাপল্‌জ্যাকে সে পোকার খেলছিল। ওর সাথে আর যারা খেলছিল তারা হচ্ছে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, টিম ক্রস, ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি, জ্যাক রেনল্ড, গরু ব্যবসায়ী, জন রায়ান, এবং ডাক্তার মারফি। এটা গতকাল রাতের ঘটনা। স্বভাবতই ওরা প্রত্যেকে টেবিলের পিছনের দেয়ালে বসানো হুকের সাথে নিজেদের কোট ঝুলিয়ে রেখেছিল। ক্রসের বিবৃতিতে জানা গেছে সে ব্যাঙ্কের চাবি কোটের ডান দিকের ভিতরের পকেটে রাখে।

'রাত এগারোটার দিকে তুমি মাতাল অবস্থায় সেলুনে ঢুকেছিলে—কিন্তু শেরিফ নিশ্চিত তুমি মাতলামির ভান করেছিলে। পোকার টেবিলের কাছে গিয়ে তুমি খেলায় যোগ দেয়ার দাবি জানাও। তোমাকে নেয়া হবে না শুনে খেপে পোকার টেবিল উল্টে ফেলে দিয়ে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছিলে। তোমাকে জোর করে বের করে দিয়ে টেবিল সোজা করে ওরা আবার খেলা শুরু করে।' এইখানে একটু থেমে আর্থার নাইজেলের দিকে তাকাল। 'এই পর্যন্ত ঠিক আছে তো?'

'সম্ভবত,' একটা হাই তুলে স্বীকার করল নাইজেল। 'তবে অনেক মাল খেয়েছিলাম আমি—ভান করিনি।'

'খেলা পুনরায় শুরু হওয়ার প্রায় ত্রিশ মিনিট পরে,' আবার কাগজটার থেকে পড়ে চলল আর্থার, 'ব্যাঙ্কের দিক থেকে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে খেলা ছেড়ে উঠে তদন্ত করতে বেরোল কার্ভার। দেখল ব্যাঙ্কের সামনে একজন অসাড় লোককে ঘিরে একটা ছোট জটলা জমেছে। মাটিতে পড়া লোকটা তুমি। তোমার পকেট থেকে অনেকগুলো বিশ ডলারের নোট বেরিয়ে আছে। ব্যাঙ্কের দরজাটা খোলা। ডাক্তার মারফিকে খবর দিয়ে আনানো হলে সে তোমাকে পরীক্ষা করে বলল বাম কানের উপরে মাথায় আঘাত লেগে তুমি জ্ঞান হারিয়েছ। পরে শহর থেকে অল্প দূরে তোমার ঘোড়াটাকে পাওয়া গেল—জিনটা ওর পেটের কাছে ঝুলছে। এতে বোঝা গেল তাড়াহুড়ায় ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে জিন পিছলে যাওয়াতেই পড়ে গিয়ে তুমি মাথায় চোট পেয়েছ।

'আসলে যে লোকটা গুলি ছুঁড়েছিল সে ব্যাঙ্কের থেকে একজনকে ছুটে পালাতে দেখেই গুলি করেছিল। কিন্তু লোকটা ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত ছুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। ধরে নেয়া হয়েছে সে-ই ছিল তোমার পার্টনার। ৪২,০০০ ডলার নিয়ে লোকটা সরে পড়েছে। তোমার পকেটে পাওয়া গেছে ৬০০ ডলার।'

আবার গলা পরিষ্কার করল আর্থার। 'পরে ব্যাংক ম্যানেজার টিম ক্রস টের পেল তার কোটের পকেট থেকে ব্যাঙ্কের চাবির গোছাটা খোয়া গেছে। মনে করা হচ্ছে ওখানে একটা গোলমাল সৃষ্টি করে তুমিই চাবির গোছাটা সরিয়েছ।'

কাগজটা সাবধানে ব্রীফকেসে ভরে রেখে সরাসরি নাইজেলের চোখের দিকে তাকাল আর্থার। 'সত্যি—নাকি মিথ্যা?'

'সাজানো মিথ্যা,' সংক্ষেপে জবাব দিল নাইজেল।

চশমা খুলে সাদা রুমাল দিয়ে যত্নের সাথে কাঁচ পরিষ্কার করল আর্থার।

'এটা কোন যুক্তি হলো না—জুরিকে বোঝাতে হলে জোরাল যুক্তি আর সাক্ষী-প্রমাণ দরকার।'

'তুমি কি ওইসব হাবিজাবি বিশ্বাস করো?'

'তোমার তরফের কথা না শুনে কীভাবে আমি মতামত দিই?' নরম সুরে বলল আর্থার।

'আমার কাছেও পুরো ব্যাপারটাই এখনও ঝাপসা,' একটু শুকনো হাসির সাথে স্বীকার করল নাইজেল। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে গতরাতের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করল সে। বাম কানের ওপর ফোলা জায়গাটার ওপর হাত পড়তেই ব্যথায় মুখ কুঁচকাল।

'উহ্, মনে হচ্ছে মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে,' নালিশ জানাল সে। 'গ্রে মিউলের বারটেণ্ডার আমাকে মদ দিতে অস্বীকার করল, বলল, "তুমি অনেক খেয়েছ—আর না, এবার থামো।" বেরিয়ে এলাম আমি। বাইরে একজন লোক আমাকে জিজ্ঞেস করল চড়া স্টেকে পোকার খেলা চলছে, আমি যোগ দেব কি না। বললাম, নিয়ে চল।

'আমাকে অ্যাপলজ্যাকে নিয়ে গেল লোকটা। দেখলাম সত্যিই কোনায় একটা টেবিলে খেলা চলছে। এগিয়ে গিয়ে আমি বিনীত ভাবেই ওদের জিজ্ঞেস করলাম, আমি খেলতে পারব কি? বেশ নেশাগ্রস্ত ছিলাম আমি। নিজেকে সামলাতে দু'হাতে টেবিল খামচে ধরলাম। কিন্তু ওখানের কেউ একজন পাজি হারামজাদা আমাকে টেবিলের তলা দিয়ে ল্যাঙ মেরে ফেলে দিল। টেবিল নিয়ে আমি উল্টে পড়লাম। টেবিলটা আমার ওপর পড়ল। বিচ্ছিরি একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। ওখান থেকে ওরা আমাকে অসম্মানের সাথে ব্যাট-উইঙ দরজা দিয়ে ঠেলে বের করে দিল।'

একটু থামল নাইজেল। কপালে আঙুল বুলিয়ে নিজের চিন্তাধারা গুছিয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করছে সে। 'হ্যাঁ, তারপর হঠাৎ আকাশ ভেঙে পড়ল আমার মাথায়। যখন জাগলাম, দেখি এই সেলে শুয়ে আছি—আমার মাথার ওপর ঝুলছে ডাকাতির অভিযোগ।'

বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আর্থার। 'আমি যা বুঝতে পারছি, তাতে আমাদের দোষ স্বীকার করে নিয়ে কোর্টের দয়া ভিক্ষা করাটাই ভাল হবে। এতে সাজা কম হবে।' উঠে স্টীলের দরজার কাছে গিয়ে ওটা ঝাঁকিয়ে শব্দ করল আর্থার।

'ঈশ্বর,' চেঁচিয়ে উঠল নাইজেল। 'আমি দোষী নই!'

'সেটা তুমি কীভাবে জানো? তুমি তো নিজেই স্বীকার করেছ গতরাতে পাঁড় মাতাল ছিলে তুমি।'

দুই

সন্ধ্যা হওয়ার আগেই আরও দু'জন নাইজেলকে দেখতে এল। একজন জিনি হিগিন, যার বাবা বক্স এইচের মালিক—অন্যজন ড্যান রুস্টার, ওদের ফোরম্যান। রুস্টার এমন একজন মানুষ যাকে মোটেও সহ্য করতে পারে না নাইজেল। চিকন গড়নের রোদে পোড়া গাঢ় রঙের লোকটা দারুণ দাপট নিয়ে চলে। কখনও একটার বেশি দু'টো ড্রিঙ্ক খায় না। কাজে সে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। কিন্তু সব থেকে বড় কথা হচ্ছে সে-ও মাতাল নাইজেলকে দেখতে পারে না। এর প্রধান কারণ তার বসের মেয়ে জিনি হিগিন ওকে ভালবাসে।

জিনি দেখতে সুন্দর, যে কোন পুরুষের চোখই ওর দিকে আকৃষ্ট হতে বাধ্য। পরিষ্কার মসৃণ ত্বক, সোনালি চুল, আঙুরের মত রসাল ঠোঁট—স্যান সিমেয়ন উপত্যকার সব থেকে সুন্দরী সে, এতে কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু মেয়ে মহলে তাকে কেউ পছন্দ করে না। গুণগ্রাহীরা বলে এটা নিছক হিংসা। কিন্তু হতে পারে ওর ঠাণ্ডা কঠিন সবুজ চোখ, কিংবা রেগে গেলে ভাঙা কাঁচের মত তীক্ষ্ণ স্বরই এর কারণ। এটা ঠিক, যে মেয়েটা যে কোন পুরুষকে সামান্য ইশারা করলেই সে ছুটে এগিয়ে আসবে। কিন্তু লোকে বলে ম্যাটসন র‍্যাঞ্চ সব থেকে ধনী বলেই মেয়েটা মাতাল নাইজেলের প্রতি আকৃষ্ট। বড় কোন নাচ হলেই মেয়েটা সবসময়ে নাইজেলের সাথেই যেত—তাই সবাই ধরে নিয়েছিল সে নাইজেলকেই বিয়ে করবে।

'দশ মিনিট,' ঘোষণা করল ডেপুটি। তারপর একটু পিছিয়ে গিয়ে কী ঘটছে তার প্রতি নজর রাখল। নাইজেল ম্যাটসন এখন একজন সাংঘাতিক লোক বলে গণ্য। শেরিফের নির্দেশ—ওকে যেন কোন অস্ত্র দেয়া না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

সেলের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা দুজন। বীতশ্রদ্ধ চোখে নাইজেলের খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর মাত্রা ছাড়িয়ে পান করার ফলে চোখের নীচে ফুলে ওঠা টোপলা দুটো দেখল জিনি।

'ভাল,' মন্তব্য করল সে, 'এখন তুমি শুধু মাতালই নও; ডাকাতও হয়েছ। আর কত নীচে নামবে তুমি, নাইজেল?' মেয়েটার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ—কঠিন।

'খুঁচিও না!' ধমকে উঠল সে। 'তুমি জানো আমি নির্দোষ!'

'নির্দোষ!' খেঁকিয়ে উঠল ড্যান, 'তা হলে "পিটারপ্যান"-এর ক্যাপ্টেন হুকও নির্দোষ ছিল!'

ফোরম্যানের মন্তব্য উপেক্ষা করে মেয়েটার দিকে চাইল নাইজেল। 'এখান থেকে আমাকে বের করা হচ্ছে না কেন?' জানতে চাইল সে। ওর স্বরে একটু আতঙ্কিত ভাব।

'কারণ কেউ তোমার বেইলের টাকা দিতে রাজি নয়,' সহজ সুরে জবাব দিল

জিনি। 'তুমি কি বুঝতে পারছ না এটা একটা সিরিয়াস চার্জ?'

'ওই ব্যাঙ্কের মিথ্যা রটনা?' রেগে উঠল নাইজেল। 'বোলো না তুমিও ওটা বিশ্বাস করেছ।'

'সন্দেহের কোন কারণ দেখি না,' কাঁধ উঁচিয়ে জবাব দিল মেয়েটা। 'টাকার দরকার ছিল তোমার।'

ঠোঁট উল্টাল নাইজেল। 'টাকার প্রয়োজন তো আমার সব সময়েই ছিল।'

'হ্যাঁ, তোমার বাবা এর জোগান দিত। কিন্তু এখন সেই উৎস শুকিয়ে গেছে।'

'আমিই অতিরিক্ত খরচ করে সব শেষ করে ফেলেছি?' হাসল নাইজেল। 'তোমার মুখে এমন কথা শুনব ভাবতে পারিনি।'

অস্থির ভাবে মাটিতে পা ঠুকল জিনি। 'জীবনে একবার অন্তত সিরিয়াস হও, নাইজেল। তুমি মাতাল ছিলে। মদ পেটে পড়লে মানুষের সুবুদ্ধি লোপ পায়।'

'তুমি যদি আমাকে বকাঝকা করার জন্যই এসে থাকো, তা হলে বিদেয় হও।' চটে উঠেছে নাইজেল।

'আমি তোমাকে দোষ স্বীকার করে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলার অনুরোধ জানাতে এসেছিলাম। তুমি কি বুঝতে পারছ না অনেক হাজার ডলার খোয়া গেছে—আর ওরা তোমাকেই দায়ী করছে। তোমার পার্টনারটা কে ছিল?'

'উন্মাদের মত কথা বোলো না,' ধমকে উঠল নাইজেল।

ওখানে দাঁড়িয়ে নাইজেলের দিকে তাকিয়ে রইল জিনি। রুমালের কোনা দিয়ে চোখ মুছছে সে। সান্ত্বনা দিয়ে ওর পিঠে হাত রাখল ড্যান। 'চলো আমরা যাই, ম্যাম।' ঠাণ্ডা শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

গারদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেয়েটার হাত ধরল নাইজেল।

'শোনো, জিনি।' ওর স্বরে আকুতি। 'আমি সত্যিই দুঃখিত। নির্বোধের মত মদ খেয়ে আমি ফেঁসে গেছি। দোষটা পুরোপুরি আমারই—আর কারও নয়। কিন্তু আমি চুরি করিনি।'

'তোমার পকেটে ব্যাঙ্কের টাকা পাওয়া গেছে,' অভিযোগ করল সে। 'সারা শহরের লোক বিশ্বাস করে তুমিই দোষী। এখন তুমি কী করবে?'

'এই মুহূর্তে আমি কোন বারে ঢুকে মদ খেয়ে দুঃখ ভুলতে চাই,' রস করে বলল সে। 'ওরা বিল ম্যাটসনের ছেলেকে কখনও মিথ্যা সাজানো অভিযোগে শাস্তি দিতে পারবে না। আবার বেরিয়ে আমি মাথা উঁচু করেই হাঁটব।'

'যে কোন গাধার ডাকও এর থেকে বেশি অর্থবহ,' টিপ্পনী কাটল ড্যান।

'মুখ সামলে কথা বলো,' পাল্টা জবাব দিল নাইজেল। 'খচ্চরের চেয়েও লম্বা তোমার ঠোঁট!'

'তোমরা দু'জনেই চুপ করো,' বাধা দিয়ে বলে উঠল জিনি। নাইজেলের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে ওর নাগালের বাইরে সরে গেল। 'এখান থেকে বেরোতে হলে তোমাকে একাই বেরোতে হবে, নাইজেল। আমি ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি—মদ খাওয়া তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু ব্যাঙ্ক ডাকাতি...'

'আমি কোন ডাকাত নই!' প্রতিবাদ করল সে।

উদাসীন ভাবে কাঁধ উঁচিয়ে ঘুরে রওনা হলো জিনি। ফোরম্যান ওর পিছু

নিল। ফিরে এসে নিজের বাঙ্কে লম্বা হয়ে শুলো নাইজেল। জিনিকে সে ছেলেবেলা থেকেই চেনে। এক সাথে ঘোড়ায় চড়ে স্কুলে গেছে, পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, নাচে গেছে। মেয়েটার রাগ পড়ে যাবে। তার বাবার মনও কোমল হবে, আর আর্থার তাকে আইনের কোন কৌশলে ঠিকই উদ্ধার করবে। জিনিও সব ভুলে ওকে ক্ষমা করবে।

কিন্তু জুরির রায়ে নাইজেলকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হলো। আর্থার বেইটস তার মক্কেলের স্বপক্ষে অনেক অনেক যুক্তি খাড়া করেছিল—হয়তো তার বাগ্মিতায় সেদিন আর্থার জিতেও যেতে পারত—কিন্তু যুবক ম্যাটসন কিছুতেই তার পার্টনারের পরিচয় ফাঁস করল না। ৪২,০০০ ডলারের কোন হদিস এখনও পাওয়া যায়নি। জুরি ভুলতে পারছে না যে কোর্ট থেকে ছাড়া পেলেই হয়তো বেরিয়ে সে তার অংশটা পার্টনারের কাছ থেকে আদায় করবে। জুরিদের মধ্যে অনেকের টাকাই গ্রীশাম কাউন্টি ব্যাঙ্কে জমা আছে। বিল ম্যাটসন যদি ক্ষতিটা পুষিয়ে না দিত, তখন কী হত?

জাজ শাস্তি ঘোষণা করার আগে কোর্টরুমের সবাইকে জানাল যে সে একটু ক্ষমাশীল হওয়ারই পক্ষপাতী। কারণ নাইজেল ম্যাটসন ঘটনার সময়ে পুরোপুরি মাতাল ছিল কি না সেটা নিঃসন্দেহে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে সে যে অপরাধ করেছে এতে সন্দেহ নেই। তাই শাস্তি হিসেবে ওকে ইউমা পেনিটেনশিয়ারিতে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হলো।

তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড!

ফ্যাকাসে হয়ে গেল নাইজেলের মুখ। দণ্ডটা ওকে .৪৫ গুলির মতই আঘাত হানল। ইউমা কারাগারে চোর-গুণ্ডা-বদমায়েশদের সাথে খাঁচায় বন্দী করা হবে তাকে। অথচ সে নির্দোষ। এটা কিছুতেই হতে পারে না। সে জেগে উঠে দেখবে এসবই ছিল একটা দুঃস্বপ্ন।

একজন ডেপুটি ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল—প্রচণ্ড আঘাতে আড়ষ্ট ওর চেহারা—তাকিয়ে আছে কিন্তু দেখছে না কিছুই—যন্ত্রচালিতের মত হাঁটছে।

কলোরাডো নদীর বাঁকে প্রিজন হিল-এর ওপর এই ইউমা টেরিটোরিয়াল কারাগার। প্রিজন হিল-এর নিরেট গ্র্যানিট পাথর খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে বিশটি অন্ধকার সেল। সরু একটা পথ আরও ভেতরে ঢুকে গেছে—ওখানে আছে "স্নেক পেন"—মেঝেতে লোহার কড়া বসানো রয়েছে। যারা কঠিন আর জেদী তাদের বশ মানাবার জন্য শিকল দিয়ে বেঁধে ঘুটঘুটে অন্ধকারে একা ফেলে রাখা হয়। প্রধান সেল ব্লকটা ষোলো ফুট উঁচু, আর আট ফুট চওড়া দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা বিশাল পাথর আর মাটির তৈরি ঘর। দু'শোরও বেশি কয়েদীকে এখানে রাখা হয়। প্রতি সেলে ছয়জন। পাথুরে পথ ধরে নীচে নামলে কবর-স্থান। ইউমার কয়েদীদের মধ্যে মৃত্যুর হার খুব চড়া।

কড়া রোদের মধ্যে কঠিন পরিশ্রম করে কেউ যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে বা কষ্ট সহ্য না করতে পেরে পালাতে চেষ্টা করে, তবে কঠিন গার্ডরা শক্ত মুগুরের

আঘাতে মাথা ভেঙে দেবে, কিংবা গুলি করে মেরে ফেলবে। যে কোন রকম অছিলা পেলেই হলো। স্নেক পিট-এর অন্ধকার গর্তে কত কয়েদী যে সাপের কামড়ে মারা গেছে তার হিসেব নেই। ওই অন্ধকার জায়গাটা র‍্যাটেল স্নেকেরও খুব প্রিয়। ওরাও রোদ মোটেই সহ্য করতে পারে না।

ইউমা ছিল পশ্চিমের আলকাত্রেজ। কিন্তু আলকাত্রেজও ইউমার তুলনায় ছিল অনেক নরম। যেসব কয়েদীকে কেউ সামলাতে পারত না তাদেরই ইউমাতে পাঠানো হত।

ইউমা থেকে কেউ কখনও পালাতে পারে না বলে এর সুনাম আছে। উত্তর আর পুবে ভীষণ বেগে বইছে কলোরাডো নদী। ভাল সাঁতারুও ওই কাদায় হলুদ স্রোতের তাণ্ডব পেরিয়ে বাঁচতে পারবে না। দক্ষিণে শুষ্ক মরুভূমি, আর পুবে বালুর পাহাড় আর চোরাবালি। মরুভূমিতে কনোপা আর ইউমা ইণ্ডিয়ানরা সতর্ক নজর রাখে, কারণ কোন পলাতক কয়েদীকে ধরে আনতে পারলে পঞ্চাশ ডলার পুরস্কার। হ্যাঁ, অনেকেই মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু খুব কম লোকই সফল হয়েছে।

অত্যন্ত ক্লান্ত নাইজেল। বাম দিকের দেয়ালে ছাব্বিশ নম্বর সেলের সবথেকে উঁচু তৃতীয় বাঙ্কে গা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে আছে সে। একটি ছাড়া বাকি পাঁচটা বাঙ্কেই রয়েছে একজন করে ক্লান্ত কয়েদী। পাঁচ দিন হলো কার্ভারের ডেপুটি নাইজেলকে ইউমায় পৌঁছে দিয়ে রসিদ নিয়ে ফিরে গেছে।

প্রত্যেক দিন দশ ঘণ্টা করে কাজ করতে হচ্ছে প্রখর রোদে। মাঝে দুপুরে খাওয়ার জন্য মাত্র আধঘণ্টা বিরতি। প্রতিদিন গাঁইতি আর কোদাল নিয়ে কঠিন গ্র্যানিট পাথর কেটে নতুন সেল তৈরির কাজে নিয়োজিত আছে ওরা। যখনই কোন কয়েদী পিঠ সোজা করার জন্য একটু থামে, একজন মুগুরধারী গার্ড এগিয়ে আসে।

শক্ত পেশীর লোকের জন্যও কাজটা কঠিন। মদে আসক্ত নাইজেল ম্যাটসনের মত কোমল দেহের মানুষের জন্য এটা নরক। একবার কাহিল হয়ে পড়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু গার্ডের মুগুরের বাড়িতে ব্যথায় অতিষ্ঠ হয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে কাজে লেগেছিল। পাথর খোঁড়ার কাজে গার্ডদের কাছ থেকে কোন রেহাই নেই। এই কাজে গাফিলতির কোন মাফ নেই। পিঠে উইনচেস্টার রাইফেল আর শক্ত লাঠি হাতে গার্ডগুলো সবার ওপর সতর্ক নজর রাখে। কিন্তু তাই বলে ওরা যে খুব নিশ্চিন্ত থাকতে পারে তাও না। প্রায়ই ক্ষিপ্ত কয়েদী কোদালের বাড়ি দিয়ে ওদের মাথা ফাটিয়ে দেয়। আসামীরা অনেকেই পশুর চেয়ে বেশি উন্নত না। মাঝেমাঝে তারা সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে ক্ষিপ্ত হয়ে গার্ডদের আক্রমণ করে বসে। ওদের কেউ কেউ পশুর চেয়েও অধম।

রাতে একটু স্বস্তি পায় নাইজেল। কঠিন পরিশ্রমের থেকে রেহাই পায়—কিন্তু ভাবনার থেকে রেহাই পায় না। ভাবে তাকে তিনটে বছর এই নির্যাতন সইতে হবে—অথচ প্রত্যেকটা দিন তার কাছে এক একটা বছরের মত লম্বা মনে হচ্ছে। অবসন্ন ক্লান্ত দেহে ফিরে নিজের বাঙ্কে শুয়ে সে ভাবে আরেকটা দিনের নির্যাতন সে কি সহ্য করতে পারবে? ওর দেহের প্রতিটি কোমল পেশী কঠিন পরিশ্রমে

আঁকড়ে আসছে।

সেলের ভিতর গরম। ঘামে ভেজা জামা-কাপড় থেকে বোটকা গন্ধ আসছে। প্রাকৃতিক কারণেও কাউকে বাইরে যেতে দেয়া হয় না বলে একটা বালতিতেই ওদের কাজ সারতে হয়—ওখান থেকেও গন্ধ আসছে। বাইরে পাহারারত গার্ডদের ভারি বুটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা বাইরে পাথরের করিডর দিয়ে হাঁটছে। বিরতিহীন—ঘড়ির কাঁটার মতই শব্দ তুলে হাঁটছে। পাগলের সেল থেকে উন্মাদ হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওদের সেলগুলো পাহাড়ের চূড়ার কাছে খোঁড়া গুহার ভিতর। ওই শব্দ নাইজেলের ক্লান্তিতে অবসন্ন মগজে যেন ছুরির মত বিঁধছে। এখানে আরও কিছুদিন থাকলে ওরও চূড়ার গুহায় ঢুকতে হবে। কিন্তু এর থেকে মৃত্যুও ভাল; ভাবল সে।

বাইরে একসাথে কয়েকজোড়া পায়ের শব্দে কয়েকজন ক্লান্ত কয়েদী মাথা তুলে দরজার দিকে তাকাল। চাবির ঝনঝন শব্দ শোনা গেল। স্টীলের গারদ দেয়া দরজা খুলে গেল। দু'জন গার্ড অসাড় একটা কয়েদীকে বয়ে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। একজন কাঁধের কাছে ধরেছে অন্যজন পা—তৃতীয় গার্ড রাইফেল তুলে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। কয়েদীরা কেউ বিদ্রোহী হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। অসাড় দেহটাকে নির্দয় ভাবে ছুঁড়ে ভিতরে ফেলা হলো। সশব্দে শক্ত গ্র্যানিট মেঝেতে ঠুকে গেল লোকটার মাথা। মেঝেতেই পড়ে রইল সে—একটুও নড়ছে না।

অবাক চোখে অজ্ঞান লোকটার কঠিন আকৃতির দিকে চেয়ে রইল নাইজেল। ওর পরনেও আর সবার মত ডোরাকাটা শার্ট আর প্যান্ট। লোকটার বয়স কম, হয়তো তারই সমান হবে। লোকটার নাক ভেঙে থেঁতলে সমান করে দেয়া হয়েছে। ওখানে কেবল খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কালো চুলও কাঁচা রক্তে চটচট করছে। ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়েও রক্ত গড়াচ্ছে। কব্জিতেও লোহার কড়ার কাঁচা ক্ষত। হাতের গাঁটগুলো থেকেও চামড়া উঠে গেছে–রক্ত বেরোচ্ছে।

নিজের অজান্তেই বিড়বিড় করে জোরেই বলে উঠল নাইজেল, 'ঈশ্বর! একেবারে থেঁতলে মেরে ফেলেছে!'

'আক্ষেপের কারণ নেই, বুচ সহজে মরার পাত্র না।' শুকনো স্বরটা ঠিক তার নীচের বাঙ্ক থেকে এসেছে। নীচের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল একটা পাতলা গড়নের লোক চিত হয়ে শুয়ে আছে। চোখা মুখ, চুলে কিছুটা পাক ধরেছে—কালো চোখ দুটো তীক্ষ্ণ।

'আমি গিলবার্ট,' নিজে থেকেই বলল সে। 'হাওডি!'

ইউমাতে এই প্রথম নাইজেল একটা ফ্রেণ্ডলি স্বর শুনল।

'নাইজেল ম্যাটসন,' ফিসফিস করে বলল সে। 'ওরা খুব পিটিয়েছে ওকে?'

'তাই মনে হচ্ছে,' নির্বিকার স্বরে বলল গিলবার্ট। 'ত্রিশ দিন স্নেক পেনে কাটিয়েছে ও। জেদী লোক, কিছুতেই বশ মানছে না। একটা গার্ডকে কোদালের বাড়ি মারার জন্যই শাস্তিটা হয়েছিল ওর।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'ও স্বভাব যদি না বদলায় তবে হারামজাদারা ওকে ঠিকই মেরে ফেলবে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ও যদি রোল কলে হাজির না থাকে তবে সম্ভবত কাজ

এড়ানোর জন্য অসুস্থতার ভান করছে বলে ওর বিরুদ্ধে চার্জ আনবে।'

নড়তে গিয়ে কাজে অনভ্যস্ত পেশীর ব্যথায় ককিয়ে উঠল নাইজেল। 'আমাকেও ওরা মেরে ফেললেই খুশি হতাম,' বলল সে।

'কত দিনের সাজা তোমার?'

'তিন বছর।'

'তুমি এতেই কাউকাউ করছ!' হাসল গিলবার্ট। 'আমি ছয় বছর পাঁচ মাস চোদ্দ দিন এখানে কাটিয়েছি। আমাকে পুরো দশ বছর এখানে কাটাতে হবে। কিন্তু আমি জীবিতই বেরোব এখান থেকে!'

'তোমার কথা আলাদা!' ক্লান্ত স্বরে বলল নাইজেল। 'তুমি হয়তো সত্যিই দোষ করেছ, তাই সহ্য করতে বাধছে না। কিন্তু আমাকে বিনা দোষে ফাঁসানো হয়েছে।'

নীরব হাসিতে গিলবার্টের মুখটা একটু কুঁচকাল। 'আমরা সবাই কি তাই নই?!' তারপর বিষ মাখানো সুরে আবার বলল, 'আমাকে বাঁচাতেই হবে, কারণ একটা ঋণ আমাকে শোধ করতে হবে। হার্পার দলের সাথে ছিলাম আমি। আমরা দক্ষিণ প্যানহ্যাণ্ডেলে কয়েকটা ব্যাঙ্ক লুট করে পালাবার সময়ে গুলি খেয়ে আমার ঘোড়াটা মারা পড়ল। হার্পারের কাছে ছিল আমাদের সব টাকা—প্রচুর টাকা।'

এতদিনের জমানো তিক্ততা ওর কথার সাথে প্রকাশ পাচ্ছে। বলে চলল গিলবার্ট, 'কথা ছিল কেউ যদি ধরা পড়ে তবে দলের সবাই মিলে তাকে সাহায্য করবে। দরকার হলে সবচেয়ে ভাল উকিল নিয়োগ করবে—আর তাতেও যদি কাজ না হয় তবে হাজতের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে বের করে আনবে। হার্পার ছিল দলের নেতা—বেজন্মাটা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। একটা ভাগ কম দিতে হবে! এখন আমাকে বাঁচতেই হবে—হার্পারের সাথে একটা শেষ বোঝাপড়া বাকি রয়েছে আমার।'

'আমার বিশ্বাস, আমারও তাই করা উচিত,' চিন্তামগ্ন ভাবে মন্তব্য করল নাইজেল।

'এই তো পুরুষের মত কথা!' সমর্থন করল গিলবার্ট। 'তোমার মত তরুণের জন্য তিন বছর কী? কিছুই না। মাথা খরচ করো, এমন ভাব দেখাও যে তুমি বশ মেনেছ। ওরা যা বলে তাই করে যাও—প্রতিবাদ করতে যেয়ো না। গার্ডদের সাথে আমার সম্পর্ক ভাল—আমার মত ওদের না খেপিয়ে চলতে পারলে হয়তো তুমিও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।'

'যদি ততদিন বাঁচি,' নিরাশ স্বরে মন্তব্য করল নাইজেল।

'যা বললাম মনে রেখো, যদি বাঁচতে চাও—সহযোগিতা কোরো। ওই মাথা-মোটা বুচের মত বোকামি কোরো না।' মাথা ঝাঁকিয়ে মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল গিলবার্ট। 'এখানে ওরা হয় তোমাকে বশ করবে—নয়তো মেরে ফেলবে।'

তিন

গরমে ঘামে ভেজা অবস্থায় অন্ধকারে শুয়ে ক্লান্ত দেহে গিলবার্টের কথাগুলো নিয়েই ভাবছে নাইজেল। তার মনে হচ্ছে তীক্ষ্ণ চোখের আউট-ল ঠিকই বলেছে। ইউমাতে বাঁচতে হলে মানুষের বাঁচার একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। পরবর্তীতে কিছু একটা করার তীব্র বাসনা। এ ছাড়া বাঁচার কোন উপায় নেই। সিরেনোতে একজন—না, দু'জন আছে—একজন তাকে অ্যাপেলজ্যাকে ল্যাঙ মেরেছিল, আর দ্বিতীয়জন তার মাথায় আঘাত করে ওকে অজ্ঞান করেছিল—ওরা নিশ্চয় নিশ্চয় এখন হেসে খুন হচ্ছে। তা ছাড়া ৪২,০০০ ডলার ভাগাভাগি করে নিয়ে ওরা নিশ্চয় আনন্দেই দিন কাটাচ্ছে। অথচ নির্দোষ হয়েও তাকে ইউমাতে শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। এবং একজনই এর প্রতিকার করতে পারে—নাইজেল ম্যাটসন নিজে।

সে যদি প্রতিবাদ করে, তবে বুচের মত স্নেক পেনে যেতে হবে তাকে। আর নিজেকে যদি সামলাতে না পারে তবে তাকে পাগলের সেলে ভরা হবে। এর কোনটাই সে চায় না। এসব কথা ভাবতেই ওর পেটে গিঁট পাকিয়ে আসছে। গিলবার্টের মত শুকনো-পাতলা লোক যদি দশ বছর এই নির্যাতন সহ্য করতে পারে, তিন বছর নিশ্চয় সে সহ্য করতে পারবে। ওই মুহূর্তে একটা সঙ্কল্প নিয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছা জাগল ওর। হ্যাঁ, নাইজেল ম্যাটসন বাঁচবে এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবে।

দিন কাটছে, ক্লান্তিকর খাটুনির দিন। প্রত্যেকদিন দশ ঘণ্টা করে হাড়ভাঙা পরিশ্রম। অবিরাম গাঁইতি চালিয়ে পাথর ভেঙে প্রিজন হিল কেটে কোদাল দিয়ে সেই পাথর সরাতে হচ্ছে। কড়া রোদে মুগুর হাতে গার্ডদের কঠিন পাহারায় কাজ করতে হচ্ছে। দাঁতে দাঁত ঘষে সব সহ্য করছে নাইজেল। প্রতিদিনই তার মনে হয় আগামীদিনই হবে তার শেষ দিন। হয় সে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে গার্ডের মার খেয়ে লাশ হবে, নয়তো রোদে পুড়েই ওর মজ্জা পর্যন্ত শুকিয়ে যাবে।

ওর বিশাল নরম দেহটা ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে উঠল, পেশীগুলো পুষ্ট আর কঠিন হলো। দশ ঘণ্টার কঠিন পরিশ্রম এখন আর দেহের ওপর অত্যাচার বলে মনে হয় না—ওটা একটা নিছক দৈনিক রুটিন হয়ে দাঁড়াল। মেসে যা দেয়া হত—জাউ, শক্ত রুটি আর কফি, তা-ই তার সুস্থ ভাবে বাঁচার জন্যে যথেষ্ট। আর কাজের সময়ে যে কুসুম-গরম পানি দেয়া হত তা কয়েদীদের পান করায় কোন বাধা ছিল না। কড়া রোদ আর শুষ্ক বাতাসে শরীরের জলশূন্যতা রোধ করতে ওটাই প্রচুর পরিমাণে খেত সে। আগ্রহের সাথেই খেত—এককালে একই আগ্রহে সে হুইস্কি পান করত।

একটা জিনিস সে শিখেছে, এবং একবারও ভোলেনি—সেটা হচ্ছে, একবার খারাপ বলে চিহ্নিত হলে কোন কয়েদীর রেহাই নেই। এমনকী চোখের পাতা

ফেললেও তাকে প্রচণ্ড মার খেতে হবে।

প্রতিবাদ কোরো না, এর চিন্তাও কোরো না: বলেছিল ইউমায় তার একমাত্র বন্ধু গিলবার্ট। এবং মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছে তা কখনও করবে না। অল্পদিনেই গার্ডরা বুঝে নিল নাইজেল কাজের লোক—কঠিন পরিশ্রম করে—ওর কোন আপত্তি বা নালিশ নেই—সে শান্ত। এরপর ওকে আর কখনও মুগুরের বাড়ি খেতে হয়নি। সূর্যের তাপ সহ্য হয়ে গেছে ওর—দেহের মেদ গলে বেরিয়ে গেছে—ইণ্ডিয়ানদের মতই বাদামী রঙ হয়েছে—পেশীগুলো ফুলে শক্ত হয়ে উঠেছে।

রাতে অবসর সময়ে বিছানায় শুয়ে বাইরে গার্ডের ভারি বুটের পায়চারি আর সেলের সহবাসীদের ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কথা বলার ফাঁকে সে ইউমায় আসার আগের জীবনের কথা ভাবে। এখন সে বোঝে আর সবাই তাকে কী চোখে দেখত। মাতাল—আর অপদার্থ। বিশ্বাস করা কঠিন যে জিনির মত সুন্দরী মেয়ে তার মত একজন লোকের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। কিন্তু মেয়েটা শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল—এবং থাকবেও—এটা তার দৃঢ় বিশ্বাস। যখন ওদের বিয়ে হবে তখন সে সব পূরণ করবে—কারও কোন অভিযোগের কারণ সে আর হবে না। নাইজেলের বাবার বয়স হয়েছে। ইউমা থেকে বেরিয়ে এতবড় র‍্যাঞ্চ চালানোর দায়িত্ব থেকে তাকে সে রেহাই দেবে। সারা জীবন নাইজেলকে সে আগলে রেখেছে; এবার তারই বাবাকে আগলে রাখার পালা।

কিন্তু তার প্রথম কাজ হবে ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে যে দুজন দোষী তাদের খুঁজে বের করা।

জেলে কঠিন কাজ আর দিনের শেষে ঘুমের মাঝে সময়ের হিসাব রাখা কঠিন। কিন্তু গিলবার্ট ঠিকই হিসাব রাখছে। সে-ই ওকে জানাল ছাড়া পেতে ওর একমাসেরও কম বাকি আছে। 'আমার বাকি আছে দু'দিন কম ছয় মাস।'

গত কয়েক বছরে রাতে নিজেদের বাঙ্কে শুয়ে দুজনের মধ্যে অনেক কথাই হয়েছে।

'খুব খুশির খবর,' জবাব দিল নাইজেল। হাত উঁচিয়ে আড়মোড়া ভাঙল সে। 'তবে এতদিন পর বাইরে বেরিয়ে সম্ভবত একটু বেখাপ্পাই ঠেকবে।'

'সোজা বাড়ি ফিরবে তুমি?' প্রশ্ন করল গিলবার্ট।

'নিশ্চয়! বাবা আমার জন্য অনেক করেছে, এখন তাকে কিছুটা শান্তি দিতে চাই। তা ছাড়া একটা মেয়ে আছে, দারুণ মেয়ে। আর কিছু ব্যাপার আছে যার শেষ নিষ্পত্তি আমাকে করতে হবে।'

'তা হলে তোমার এখনও বিশ্বাস তোমাকে ফাঁসানো হয়েছিল?' শব্দ করে হাসল গিলবার্ট।

'আমি জানি তাই করা হয়েছে!' নিশ্চিত স্বরে বলল নাইজেল। 'ওই রাতে আমি মাতাল ছিলাম, কিন্তু এত মাতাল হইনি যে কিছুই মনে থাকবে না।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'অ্যারিজোনার স্যান সিমেয়ন ভ্যালিতে যদি কখনও আস—দেখা কোরো। সিরেনোর সবাই বিল ম্যাটসনের ডায়মণ্ড এম, র‍্যাঞ্চ চেনে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল গিলবার্ট বটে, কিন্তু নাইজেলের মনে হলো এই লোকটার সাথে তার আর কখনও দেখা হবে না। টেক্সাস হচ্ছে গিলবার্টের

এলাকা। 'তুমি যদি আমাকে সাবধান না করতে, তা হলে আমাকে হয় স্নেক পেনে যেতে হত, কিংবা বুচের মত বুট হিলের কবরে পচতে হত।'

'আরে না!' সান্ত্বনা দিল গিলবার্ট। 'তোমার বুদ্ধিও আছে, টিকে থাকার জিদও আছে। তুমিও বুনো ঘোড়াই ছিলে, কিন্তু নিজেকে সময় মত সামলে নিয়েছ—কিন্তু বুচ ছিল পাগলা ঘোড়া।'

দুপুরের খাড়া রোদে ঝিমাচ্ছে সিরেনো। সেলুনের বাইরে হিচিঙ রেইলে বাঁধা একটা ঘোড়ার লেজ ছাড়া মেইন স্ট্রীটে আর কিছুই নড়ছে না। মাংসের দোকানের সামনে একটা কুকুর উচ্ছিষ্টের আশায় বসে আছে।

দক্ষিণের টুসন থেকে পাক্ষিক হলুদ স্টেজকোচটা ধুলো মাখা কলেবরে সিরেনোর দোতালা হোটেল জনসন হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল।

ড্রাইভারের পাশ থেকে চওড়া কাঁধের একজন যুবক নেমে এল। হাতে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। চিরাচরিত কাউবয়ের পোশাক ওর পরনে। প্যান্টের নীচের দিকটা উঁচু রাইডিঙ বুটের ভেতর ঢুকানো। একটা লাল রুমাল ঢিলে ভাবে ওর গলায় বাঁধা। হাল ফ্যাশনের চওড়া কার্নিসের স্টেটসন হ্যাট মাথায় কাত করে আঁটা—এতে ওর চোখ দুটো প্রায় ঢাকা পড়েছে। কোমরে গানবেল্ট, কোল্ট .৪৫-এর আখরোট কাঠের বাঁটটা খাপ থেকে বেরিয়ে আছে।

স্টেজকোচ থেকে নেমে মেইন স্ট্রীটের পুরোটা খুঁটিয়ে দেখল সে। স্টোর আর সেলুনের ওপাশে শক্ত কাঠামোর ব্যাঙ্ক। লাল ইঁটের কোর্টহাউস—আর শেষ মাথায় এ আই লিভারি আস্তাবল। সেরিনো সেই আগের মতই রয়েছে, একটুও বদলায়নি; ভাবল সে।

নাইজেল ম্যাটসন দেশে ফিরে এসেছে। কিন্তু এখন তার চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন আর সে সেলুন থেকে সেলুনে মদ খেয়ে ফেরা সিল্কের শার্ট পরা সেই নাইজেল নেই। ওর বিশাল দেহে এখন এক বিন্দুও মেদ নেই। ওর নেশাগ্রস্ত দৃষ্টিহীন নীল চোখ জোড়া এখন তীক্ষ্ণ। মরিচার মত লাল চুলের ছাঁটে এখনও কারাগারের গন্ধ লেগে আছে। মুখ থেকে সদা হাসির ভাবটা এখন মুছে গেছে। তার বদলে ওর চাপা ঠোঁটে রয়েছে তিন বছর ইউমা পেনিটেনশিয়ারিতে কাটানোর কঠিনতা।

হাত তুলে দাড়িওয়ালা স্টেজ ড্রাইভারকে বিদায় জানিয়ে সে কাঠের ফুটপাত পেরিয়ে হোটেলে ঢুকল। লবিতে মাত্র একজনই রয়েছে; লোকটা অলসভাবে সিরেনো সেন্টিনাল কাগজের পাতায় চোখ বুলাচ্ছে। চোখ দুটো ধূর্ত, ওর বাম গালে একটা লালচে জন্ম দাগ রয়েছে—ওটা প্রায় ব্যাঙের আকৃতির মত।

বিভ্রান্ত চোখে লোকটা নাইজেলকে রিসেপশন ডেস্কের দিকে এগোতে দেখল। একটা পুরানো ম্যাগাজিন দেখছিল ক্লার্ক। অগত্যা ওটা বন্ধ করে ডেস্কের দিকে এগোল সে। কোন তাড়া নেই ওর।

কলমটা কালির দোয়াতে চুবিয়ে নাইজেলের দিকে বাড়িয়ে দিল ক্লার্ক।

নাইজেল রেজিস্টারে সই করার সময়ে একটা লোক ওর পাশে এসে দাঁড়াল। নবাগতের দিকে ফিরল ক্লার্ক।

'আগুন আছে বন্ধু?' জিজ্ঞেস করল লম্বা চুলওয়ালা লোকটা। বিনা বাক্যব্যয়ে ডেস্কের নীচে থেকে এক বাক্স ম্যাচ বের করে ছুঁড়ে দিল সে।

'চার্জ এক ডলার,' নাইজেলের উদ্দেশ্যে বলল ক্লার্ক। তারপর রেজিস্টারটা ঘুরিয়ে নিয়ে নামটা পড়েই চমকে মুখ তুলে তাকাল। 'তুমি কি বিল ম্যাটসনের ছেলে, যে ব্যাঙ্ক লু—' আগন্তুকের কঠিন নীল চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল সে।

'হ্যাঁ, আমি সেই লোক,' স্বীকার করল নাইজেল। 'মাত্র ইউমা থেকে বেরিয়েছি। আর কোন প্রশ্ন আছে?'

লম্বা চুলের লোকটা সিগারেট ধরিয়ে ওদের কথা কান পেতে শুনছে।

কড়া নজরে ক্লার্কের চোখের দিকে চেয়ে আছে নাইজেল। একটা ঢোক গিলে ক্লার্ক বলল, 'ন-না, মিস্টার ম্যাটসন, তবে এটা ঠিক তুমি—তুমি অনেক বদলে গেছ।' কড়া দৃষ্টি এড়াতে তাড়াতাড়ি ঘুরে চাবির র‍্যাক থেকে কম্পিত হাতে একটা চাবি তুলে নিয়ে ডেস্কের ওপর রাখল। 'সতেরো নম্বর,' অপ্রতিভ স্বরে বলল সে।

চাবিটা বাম হাতে তুলে নিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা রূপার ডলার টস্ করে ঘুরিয়ে ক্লার্কের দিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর নিজের ব্যাগটা তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। পাশের লোকটা ম্যাচের বাক্সটা কাউন্টারের ওপর রেখে হোটেল ছেড়ে রাস্তায় নামল। প্রতি পদক্ষেপে ওর চলার গতি বাড়ছে।

চার

কামরায় ঢুকে ক্যানভাসের ব্যাগটা নীচে নামিয়ে রেখে স্টেটসন হ্যাটটা খুলে বিছানার ওপর রেখে জানালাটা পুরো খুলে দিল। বন্ধ ঘরের বাসী গন্ধটা খোলা বাতাসে অল্পক্ষণের মধ্যেই দূর হয়ে যাবে। ইউমাতে অনেক গন্ধ সে সহ্য করেছে—কিন্তু এখন সে মুক্ত। শার্ট খুলে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত গা ধুয়ে ফেলল। গা মুছে ব্যাগ থেকে চিরুনি আর ব্রাশ বের করে চুল আঁচড়াবার চেষ্টা করল—কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কুকুরের লেজ যেমন কোনদিন সোজা হয় না, ওর চুলও তেমনি বাগ মানল না। হতাশ হয়ে শেষে চেষ্টা বাদ দিল।

একটা ধোওয়া শার্ট গায়ে চড়িয়ে হ্যাট পরে একটা সিগারেট তৈরি করতে করতে নীচে নেমে এল।

বারো বছর ধরে আর্থার বেইটস-এর অফিস কোর্টহাউসের উল্টোদিকে জোহ্যানসনের ঘোড়ার জিনের দোকানের দোতালায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে চৌকাঠ পেরোনোর সময়ে সে দেখল আর্থার তার ডেস্কে বসে মনোযোগের সাথে একটা লিগ্যাল চুক্তি পড়ছে। ওর পিছনেই একটা বইয়ের শেলফ। ওতে মোটা আর ভারি ভারি অনেক বই দেখা যাচ্ছে—কিন্তু বইগুলোর মলাট হলুদ হয়ে গেছে। আর্থারের পরনে কোট নেই—কালো চামড়ার বেণী পাকানো সরু দড়ির মত টাইটা ওর গলার দুপাশ থেকে নেমে এসেছে। স্ট্রিঙ টাইতে নটের বদলে যে পাথরটা ব্যবহার করা হয়, সেটা একটু নীচে নামিয়ে টাইটা ঢিলে করা হয়েছে। বাম পাশে রয়েছে একটা

ওক কাঠের ক্যাবিনেট। ডান পাশে একটা শক্ত স্টীলের সিন্দুক। ডেস্কের সামনে চারটে সোজা পিঠে বসার চেয়ার। মেঝেতে একটা ক্ষয়ে যাওয়া কার্পেট। একটা ফেল্ট হ্যাট আর কোট দেয়ালে আঁটা আঙটার সাথে ঝুলছে।

মুখ তুলে তাকাল আর্থার। নাইজেলকে দেখে ওর মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'আমি তোমাকে আশা করছিলাম, নাইজেল,' হৃদ্যতার সাথে বলল সে। 'স্বীকার করতেই হবে তোমাকে খুব ফিট্ দেখাচ্ছে। বসো।'

ডেস্কের সামনে রাখা একটা চেয়ারে বসল নাইজেল।

'আশ্চর্য!' স্বীকার করল আর্থার। 'আমি আশা করেছিলাম ভগ্ন চেহারার একজন পুরুষকে দেখব—কিন্তু তোমার স্বাস্থ্য তো অটুট আছেই—এখন আগের চেয়েও অনেক শক্ত হয়েছে।'

'কঠিন পরিশ্রম, গভীর ঘুম আর মদ না খাওয়ার ফল।'

'কিন্তু ওখানকার লোকজন, আর পরিবেশ! ইউমা সম্পর্কে নিষ্ঠুর আর ভীষণ অনেক কথাই শোনা যায়। ওসব তোমাকে বিব্রত করেনি?' কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল আর্থার।

কাঁধ উঁচাল নাইজেল। 'ওসব আমার সয়ে গেছে। বাবা কেমন আছে?'

বেইটসের চেহারা গম্ভীর হলো। 'তোমার বাবা তুমি ইউমায় যাওয়ার পরপরই মারা গেছে—হার্ট স্ট্রোক,' বিষণ্ন স্বরে থেমে থেমে কথাগুলো বলল সে।

মুখটা কুঁচকে গেল নাইজেলের—যেন কেউ চড় মেরেছে ওর গালে। 'মারা গেছে—তিন বছর আগে!' অবিশ্বাস ভরা স্বরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল সে।

'খবরটা আমিই চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, কারণ তোমার তখন এমনিতেই অনেক জ্বালা ছিল,' ব্যাখ্যা দিল আর্থার।

ভুরু কুঁচকে চিবুক চুলকাল নাইজেল। 'বাবাকে আমিই মেরে ফেললাম,' শান্ত স্বরে স্বগতোক্তি করল সে। 'এই অসম্মান সহ্য করতে পারেনি বাবা।'

'আক্ষেপ কোরো না, নাইজেল। অতীত হচ্ছে মৃত—ওকে মাটির তলাতেই চাপা থাকতে দাও।'

'তোমার কাছে অতীত মৃত হতে পারে, আমার কাছে নয়!' জবাব দিল নাইজেল। 'বাবা একবার আমার সাথে দেখাও করল না—মরার আগে জেনে গেল না আমি নির্দোষ। তুমিও হয়তো আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করনি। যারা আমাকে ফাঁসিয়েছে তাদের খুঁজে বের করে নিজের হাতে গুলি করে মেরে এর প্রতিশোধ আমি নেব।'

'আইন নিজের হাতে তুলে নিতে যেয়ো না, নাইজেল, এতে বিপদ আছে।' সাবধান করল আর্থার। 'শুধু এটাই নয়, তোমার জন্য আরও কিছু খারাপ খবর আছে।'

'চালাও গুলি!' নির্ভীক স্বরে বলল নাইজেল।

'তোমাদের র‍্যাঞ্চের আইনগত পরামর্শদাতা হিসেবে বলছি—আমার রিপোর্ট অনুযায়ী র‍্যাঞ্চের অবস্থা এখন খুব খারাপ।' উঠে ফাইলিঙ ক্যাবিনেট থেকে বেছে একটা ফাইল নিয়ে এল আর্থার। ওখান থেকে কয়েকটা কাগজ খুলে সে নাইজেলের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'এগুলো আমার রিপোর্ট।'

ওগুলো পকেটে ভরে নাইজেল বলল, 'মূল কথাগুলো বলো শুনি।'

চেয়ারে বসল আর্থার। আঙুলগুলো রাতের শাপলার মতই একত্র হয়েছে। 'তোমার বাবার মৃত্যুর পর ব্যাঙ্ক তার ৪২,০০০ ডলার সুদ সহ দাবি করল। স্বভাবতই ওদের দাবি পূরণ করতে হলো আমাকেই। আমাকে দুই হাজার আটশো গরু বিক্রি করতে হলো। কিন্তু ডায়মণ্ড এম র‍্যাঞ্চের হিসেব অনুযায়ী ওখানে ছয় হাজার একশো সাতষট্টিটা গরু ছিল। কিন্তু ২,৮০০ গরু বিক্রির পর দেখা গেল মাত্র পাঁচশো গরু অবশিষ্ট আছে।'

'প্রায় তিন হাজার গরুর কোন হিসেব নেই?' শিস দিয়ে উঠল নাইজেল। ওরা কি পাখা গজিয়ে উড়ে গেছে?'

'গরু চুরি হচ্ছে,' জবাব দিল আর্থার। 'এখানকার প্রত্যেক র‍্যাঞ্চারের একই নালিশ। সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে গরু চুরি করা হচ্ছে।'

'শেরিফ কী করছে?'

কাঁধ উঁচাল আর্থার। 'কার্ভার বলে তার ডেপুটির সংখ্যা খুব কম। এত কম লোক নিয়ে এতবড় এলাকা পাহারা দেয়া অসম্ভব। তুমি তো জানো, শহরের লোকের ভোট পেয়েই সে জিতেছে, তাই সে শহরের লোকের স্বার্থই কেবল দেখে। এরই নাম পলিটিক্স।'

'ক্যাটলম্যানদের সবাই শুরু থেকেই ওকে অপছন্দ করে এসেছে,' মন্তব্য করল নাইজেল।

'কার্ভারও র‍্যাঞ্চারদের দেখতে পারে না!'

'ভাল,' বলল নাইজেল। 'আচ্ছা, ওই পাঁচশো গরু ছাড়া আমার কি আর কিছু আছে?'

'গ্রীশাম কাউণ্টি ব্যাঙ্কে তোমার নামে ৯,৯৯৭ ডলার জমা আছে।'

'চমৎকার!' উঠে দাঁড়াল নাইজেল। 'তা হলে এখন বিদায় নিই?'

'র‍্যাঞ্চে ফিরছ?'

'বাবাই যখন নেই, আমার আর তাড়া কীসের?' ওর ঠোঁট একটু বাঁকা হলো—হাসিতে একটা কঠিন ভাব প্রকাশ পেল। 'কিছু অসমাপ্ত কাজ আমার রয়ে গেছে শহরে।'

'অসমাপ্ত কাজ?' ভুরু উঁচাল আর্থার।

'হ্যাঁ, ওই ব্যাঙ্কের ঘটনাটা—আমাকে ফাঁসানো হয়েছিল।'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলেও শেষে চেপে গেল আর্থার। এর আগেও বহুবার সে এমন কথা শুনেছে। নাইজেল ম্যাটসন কেন তার দোষ স্বীকার করে নিয়ে অতীতকে ভুলছে না?

দরজার কাছে থেমে যাওয়ার আগে ঘুরে একটা শেষ প্রশ্ন করল নাইজেল। 'জিনি কেমন আছে?'

'মিসেস রুস্টার?' সংশোধন করল আর্থার। 'তুমি যাওয়ার এক বছর পরই সে তার বাবার ফোরম্যানকে বিয়ে করেছে।'

আড়ষ্ট হলো নাইজেল। 'ড্যান রুস্টার? অসম্ভব!'

ধীরে মাথা ঝাঁকিয়ে আর্থার জানাল ঠিক তাই ঘটেছে।

'এটা—' কথা বেধে যাচ্ছে ওর—'এটা কীভাবে সম্ভব?' তারপর নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'সে কি সুখী?'

'আমি ঠিক জানি না, নাইজেল,' যোগ্য উকিলের মতই জবাব দিল আর্থার। কিন্তু নাইজেলের মনে হলো সে ঠিকই জানে।

হৃদয়ে একটা দারুণ মোচড় খেয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নাইজেল। এক সময়ে এই ভ্যান রুস্টারকে সে পছন্দ করত–তারই সুপারিশে ডেভিড হিগিনের ফোরম্যান হয়েছিল সে। পরে বুঝেছে লোকটা ভাল ছিল না। কিন্তু এখন দেরি হয়ে গেছে—অনেক দেরি...লোকটা তার প্রেমিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে! কিন্তু মেয়েটাকে কি দোষ দেয়া যায়?...তিক্ত ভাবে ভাবল সে। একজন মাতাল অপদার্থের জন্য কে তিন বছর অপেক্ষা করবে?

হোটেলের লবি পার হয়ে নিজের কামরায় যাওয়ার পথে নাইজেলকে ডাকল ক্লার্ক। ওর হাতে একটা খাম। খাম ছিঁড়ে ভিতরের কাগজটা বের করে ভাঁজ খুলল নাইজেল। ওতে শুধু একটা শব্দই লেখা আছে: পালাও। নীচে অপটু হাতে একটা দড়ির ফাঁস আঁকা। মুখ তুলে ক্লার্কের দিকে চেয়ে কঠিন স্বরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কে দিয়েছে এটা?'

'আমি ঠিক জানি না,' স্বীকার করল ক্লার্ক। 'দেখলাম ওটা ডেস্কের ওপর পড়ে আছে।'

'তুমি বলতে চাও একটা লোক হোটেলে ঢুকে ডেস্কের ওপর চিঠি রেখে গেল আর তুমি টেরই পেলে না?' ধমক দিল ম্যাটসন।

'দুপুর বেলায় আমি লাঞ্চ খেতে ভিতরের কামরায় গেছিলাম,' নরম সুরে ব্যাখ্যা দিল ক্লার্ক। 'আমাকে কেউ চাইলে এই বেলটা বাজায়।' ডেস্কের ওপর রাখা বেলটা তুলে নাড়া দিল সে। তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ হলো।

'লোকটা তা হলে বেল বাজায়নি?'

'আমি কোন বেল শুনতে পাইনি।'

ঠাণ্ডা নীল চোখে ওকে যাচাই করে দেখল নাইজেল। লোকটা কতটা জানে বোঝার চেষ্টা করল। মনে হলো ওকে বৃথা জেরা করে লাভ নেই। কাগজটা পকেটে ভরে আবার বেরিয়ে এল সে। এতে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে তার শিকার শহরেই আছে—কেবল খুঁজে বের করার অপেক্ষা।

রাস্তা পার হতে গিয়ে দেখল ধুলো উড়িয়ে একটা বাকবোর্ড আসছে। ওটাকে আগে যেতে দেয়ার সুযোগ দিতে থামল সে। অবাক হয়ে লক্ষ করল জিনি চালাচ্ছে ওটা। থামাবার জন্য একটা হাত উঁচু করে লাফিয়ে রাস্তায় নামল সে। লাগাম টেনে গাড়ি থামাল জিনি।

'হাওডি, জিনি!' চাকার সামনে দাঁড়িয়ে সম্বোধন করল নাইজেল।

'হ্যালো, নাইজেল।' জবাবটা তার চেহারার ভাবের মতই প্রাণহীন।

দুজনেই দুজনকে খুঁটিয়ে দেখছে।

'তোমাকে—দারুণ ফিট্ দেখাচ্ছে কিন্তু,' নীরবতা ভঙ্গ করে বলল জিনি।

'এত ভাল আর আগে কোনদিন বোধ করিনি।' জোর করে হাসল সে।

'আমার একটু দেরি হয়ে গেছে—তবু আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জেন—তুমি সুখী হও এটাই আমি চাই।'

'ধন্যবাদ,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সে। পরক্ষণেই আবার বলল, 'এতদিন অপেক্ষা করব আশা করনি নিশ্চয়?'

'না,—তা—ঠিক—আশা—করিনি।' কথাগুলো থেমে থেমে বলল সে। 'সব কিছু ভাল চলছে তো?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

কিন্তু নাইজেলের মনে হলো যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছে জিনি। বলার ভাল কিছু খুঁজে না পেয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'এখনও আগের বাসাতেই আছ?'

'না, এখন আমরা পাহাড়ের নীচে নিজেদের র‍্যাঞ্চ নিয়েছি। ডি আর ব্র্যাণ্ড।'

'তাই নাকি! চমৎকার কথা,' বলে হাসল সে। 'ব্যবসার দিকে ড্যানের মাথা সব সময়েই ভাল ছিল। হয়তো এই কারণেই আমাকে ছেড়ে ওর দিকে ঝুঁকেছ তুমি।'

নাইজেল স্পষ্ট বুঝতে পারছে অস্বস্তি বোধ করছে জিনি। চলে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। পিছিয়ে সরে দাঁড়াল সে। গাড়ি হাঁকিয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটা। ঘোড়ার খুর থেকে ধুলো উড়ল। ধীরে নেমে আসা ধুলোর মধ্যেই ওদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল নাইজেল। ওগুলো ওর ওপরই নেমে এল।

দাঁড়িয়েই আছে নাইজেল। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা গলদ রয়েছে। প্রাক্তন প্রেমিককে দেখে এতটা আড়ষ্ট হওয়ার কোন কারণ ছিল ওর? নিজের চিন্তাধারায় একটু থমকাল নাইজেল। এমনও হতে পারে ড্যান ওকে তেমন সুখী করতে পারেনি। ভারাক্রান্ত মনে কোর্টহাউসের দিকে এগোল সে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে করিডর দিয়ে হাঁটার সময়ে দেখল দুপাশে কাউন্টি অফিশিয়ালদের নেইম-প্লেট রয়েছে বিভিন্ন দরজায়। শেরিফের কামরা কোনটা তা তার ভালই মনে আছে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সে।

কামরার শেষ প্রান্তে একটা ডেস্কের পিছনে বসে আছে কার্ভার। একটা নিভে যাওয়া চুরুট রয়েছে ওর দাঁতের ফাঁকে। টেবিলে ছড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো কাগজ। তারই একটা একাগ্র মনোযোগের সাথে পড়ছে। নিজের সীটে বসেই সরু উঁচু জানালা দিয়ে সে পুরো মেইন স্ট্রীট আর কোর্টের সিঁড়ি দেখতে পায়। তাই যখনই সিঁড়ি দিয়ে কাউকে কোর্টহাউসে ঢুকতে দেখে—যদি মনে করে লোকটা তারই কাছে আসছে, ব্যস্ততার ভান করে—এতে ভোটাররা মনে করে শেরিফ সত্যিই কাজের লোক।

শেরিফের কামরা দেখলেই বোঝা যায় লোকটা নিখুঁত, আর সুশৃঙ্খল। একটা দেয়ালে সমান সারিতে ওয়ানটেড আউটলদের ছবি আঁকা রয়েছে। গান র‍্যাকে ছয়টা শটগান রাখা রয়েছে—প্রত্যেকটাই পালিশ করা, ধুলোহীন।

তিন দেয়ালের সাথে তিনটে করে চেয়ার গুছিয়ে রাখা আছে। বার্নিশ করা কাঠের মেঝেটা ঝকঝক করছে। নাইজেলের মনে হলো কোনও দর্শনপ্রার্থী যদি অসাবধানে মেঝেতে সিগারেটের ছাই ফেলে তার নামে সঙ্গেসঙ্গে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়ে যাবে।

এগিয়ে গেল নাইজেল। টেবিলের ওপর রাখা কাগজটার দিকে চেয়ে নিভে যাওয়া চুরুটটা ফুঁকছে কার্ভার। কেউ যে এসেছে সেদিকে খেয়াল নেই।

'কী ব্যাপার, অন্ধ হয়ে গেলে নাকি?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল নাইজেল।

মুখ তুলে তাকাল শেরিফ। 'তা হলে ফিরেছ তুমি!' ওর চোখ দুটো নাইজেলের কোমরে ঝোলানো পিস্তলের ওপর গিয়ে স্থির হলো।

'দুপুরের স্টেজেই ফিরেছি।'

'এবং ফেরার সঙ্গেসঙ্গেই আবার আইন ভঙ্গ করা শুরু করেছ!' কঠিন স্বরে জবাব দিল কার্ভার।

বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল নাইজেল।

'শহরের আইন অনুযায়ী এখানে পিস্তল নিয়ে চলাফেরা নিষিদ্ধ। এটা সবার জন্যই প্রযোজ্য—প্রাক্তন অপরাধীর বেলাতেও তাই।' হাত বাড়াল সে। 'ওটা আমাকে দাও।'

'এটা কি আমি ফেরত পাব?' একটু রাগের সুরেই প্রশ্ন করল নাইজেল।

'শহর ছেড়ে যাওয়ার সময়ে,' জবাব দিল শেরিফ।

পিস্তলটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল নাইজেল। ডেস্কের একটা দেরাজ খুলে একটা ট্যাগ বের করে ওটার ওপর সুন্দর হস্তাক্ষরে 'ম্যাটসন' লিখল সে। ওটা পিস্তলের সাথে ঝুলিয়ে ক্যাবিনেট খুলল সে। ওখানে ট্যাগ লাগানো অনেক পিস্তল সারি দিয়ে রাখা আছে। নাইজেলেরটাও ওগুলোর পাশে সাজিয়ে রাখল শেরিফ।

সাবধানে ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করল কার্ভার। তারপর আবার নিজের আসনে বসে প্রশ্ন করল, 'এদিকে কী মনে করে?'

একটা চেয়ার দেয়ালের পাশ থেকে টেনে নিয়ে শেরিফের ডেস্কের সামনে ওর মুখোমুখি বসল। 'প্রাক্তন কয়েদীর তোমার অফিসে বসায় কোন আপত্তি নেই তো তোমার?' একটু ঝালের সাথেই বলল সে।

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল শেরিফ—ওটার মানেটা ঠিক বোঝা গেল না।

'ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতির ব্যাপারটাই এখনও আমার মাথায় ঘুরছে,' জানাল সে।

'শুধু তুমি নও, আমিও ওটা নিয়ে চিন্তিত,' পাল্টা জবাব দিল কার্ভার। এখনও আমরা সেই ৪২,০০০ ডলারের কোন পাত্তা পাইনি।'

'তা হলে তোমরা এখনও চোরটাকে ধরতে পারনি?'

'তোমাকে ধরেছি—তোমার পার্টনারকেও ধরব। কিছু সময় লাগবে।'

'লোকটা আমার পার্টনার মোটেও নয়—তবে সে এই শহরেই আছে।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো কার্ভারের চোখ। 'তোমার কাছে কোন প্রমাণ আছে?'

'আছে।' পকেট থেকে বের করে কাগজটা কার্ভারের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

কাগজটার দিকে এক মুহূর্তে চেয়ে কার্ভার বলল, 'এতে কি প্রমাণ হচ্ছে?'

'আমার ফেরায় কেউ ভয় পেয়েছে।'

আবার ঘোঁৎ করে শব্দ করল কার্ভার। 'তোমার মাথা খারাপ! হয়তো কোন শহরবাসী জেল কয়েদীকে এখানে চায় না বলেই ওটা পাঠিয়েছে।'

কাঁধ উঁচাল নাইজেল। বুঝল এখান থেকে সে কোন সাহায্য পাবে না। 'বুঝলাম,' বলল সে। 'আমাকে যে মিথ্যা ফাঁসানো হয়েছিল এটা তুমি মেনে নিতে

পারছ না।'

'ঠিক তাই!' অপারগ ধৈর্যের সাথে সে বলল, 'শোনো, তুমি তোমার সাজা পেয়েছ—এখন র‍্যাঞ্চে ফিরে ওসব কথা ভুলে যাও।'

উঠে দাঁড়াল নাইজেল। 'শোনো, কার্ভার,' একটু রুক্ষ স্বরেই বলল সে। 'ইউমাতে একটা চিন্তাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—সেটা হচ্ছে যে বা যারা আমাকে ফাঁসিয়েছে তাদের খুঁজে বের করা। আমি ঠিকই ওদের মোকাবিলা করব, তুমি সাহায্য করো বা না করো, তাতে কিছু আসে যায় না।'

'আমাকে কিছু করতে হলে এর থেকে শক্ত কিছু প্রমাণ তোমাকে দিতে হবে।' কার্ভারের কণ্ঠস্বর কঠিন। 'একটা ফালতু নেটের ওপর ভিত্তি করে আমি কিছু করব না। আজ পর্যন্ত একটা আসামীও আমি দেখিনি যে বলেনি সে নিরপরাধ। এবং সবাই কথাটা কসম খেয়েই বলেছে।'

পাঁচ

কোর্টহাউসের সিঁড়ির ওপর একটু দাঁড়াল নাইজেল। প্রখর রোদে পুড়ে যাচ্ছে সারা শহর। কিন্তু ইউমার পরে এসব ওর কাছে অগ্রাহ্য। রাস্তায় জনমানবের কোন সাড়া নেই। রোদ পড়ার আগে নেহাত ঠেকায় না পড়লে কেউ ঘর ছেড়ে বেরোবে না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আর সবার মত কার্ভারও মনে করে সে দোষী। সুতরাং ওখান থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। কিন্তু কোথায় শুরু করবে সে? ওই রাতে অ্যাপলজ্যাকে কেউ ওকে ল্যাঙ মেরে ফেলে দিয়েছিল। একটা গোলমালের সৃষ্টি করে সম্ভবত ওই লোকটাই টিম ক্রসের পকেট থেকে চাবি উঠিয়ে নিয়েছিল। ওই লোকগুলোকেই তার ভাল করে বিচার করে দেখতে হবে।

দা সিরেনো সেন্টিনাল অফিসের দিকে রওনা হলো সে।

খবরের কাগজ যেখান থেকে বের করা হয় সেই প্রেসটা পাথর আর মাটির তৈরি একটা ঘর। নাপিতের দোকানটার পাশেই। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল ভিতরে হাতা গুটানো শার্ট পরা একটা লোক ডেস্কে বসে লেখায় ব্যস্ত। সীসার অক্ষরের কেসগুলো দেয়ালের পাশে সাজানো রয়েছে। পিছনে ওভারঅল পরা একজনকে দেখা যাচ্ছে, সে ফ্ল্যাট-বেড ছাপার যন্ত্রটাতে তেল দিচ্ছে। কাঠের পিছনের দেয়ালের কাছে যন্ত্রটাকে বিশাল দেখাচ্ছে।

ভিতরে ঢুকল নাইজেল। ডেস্কে বসে যে লিখছিল সে ওই কাগজের এডিটর এবং মালিক—ফ্রেড রাশবি। মুখ তুলে তাকাল সে। লোকটার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। গাল দুটো একটু বসা। শুকনো একটা কাশি লেগেই আছে। লোকটা শিকাগো ডেইলির শ্রেষ্ঠ রিপোর্টার ছিল। কিন্তু যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে সে পশ্চিমের মরুভূমির শুকনো আবহাওয়ায় জীবনের বাকি কটা দিন একটু ভাল ভাবে কাটাবে বলে সিরেনোতে এসেছে। মাত্র একশো ডলার ক্যাশ দিয়ে সে 'দা সিরেনো সেন্টিনাল' কিনে নিয়েছে—অবশ্য তার সাথে মাসে-মাসে টাকা শোধ করার একটা

প্রতিশ্রুতিও ওকে দিতে হয়েছে। কিন্তু তার অভিজ্ঞ পরিচালনায় কাগজটা এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

'তোমরা কি কাগজের পুরানো ইস্যুগুলো রাখো?' প্রশ্ন করল নাইজেল।

'আমাদের ফাইলে গত পাঁচ-ছয় বছরের রেকর্ড আছে,' জবাব দিল ফ্রেড।

'তা হলে তো তোমার ফাইলে তিন বছর আগে ম্যাটসনের বিচারের সময়ের সংখ্যাগুলোও আছে।' আশ্বস্ত হলো নাইজেল।

'নিশ্চয়!' চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল এডিটর। ওকে খুঁটিয়ে দেখল সে। 'আচ্ছা, তুমিই সেই নাইজেল ম্যাটসন না?' প্রশ্ন করল ফ্রেড।

'ঠিকই চিনেছ,' হেসে বলল নাইজেল।

'অনেক বদলেছ তুমি,' মন্তব্য করল এডিটর রাশবি। 'আমি জানতাম না যে ইউমা স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবেও ভাল।'

'ওটা আমাকে অন্তত সিধে করে ছেড়েছে,' স্বীকার করল নাইজেল। ওদিকে মেশিনের ওপর ঝুঁকে যে লোকটা তেল দিচ্ছিল সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বিশাল বক্ষ যুবক, ভাবল নাইজেল। তারপর কাগজের তৈরি টুপির ফাঁক দিয়ে মরিচা রঙের চুল ঝুলতে দেখে ওর চোখ বিস্ফারিত হলো।

'ওটা–একটা মেয়ে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সে।

রাশবি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে হেসে ফেলল। 'জেনি–আমার ছোট বোন। আমার মেশিনম্যান। এই, জেনি!' ডাকল সে। 'এসো, নাইজেল ম্যাটসনের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

একটা গ্রীজ মাখা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে মেয়েটা এগিয়ে এল। কাভারঅলের নীচে ছিমছিমে গড়নের দেহ। হাসিখুশি মুখ–লম্বা নাকের ওপর একটু কালচে-নীল কালি লেগে আছে। চোখ দুটো উজ্জ্বল–ওতে বুদ্ধির ঝিলিক রয়েছে। সব মিলিয়ে মেয়েটাকে নাইজেলের ভাল লাগল। ভাবল, ময়লা ওভারঅল পরা হলেও চোখ জুড়ানোর মত একটা চেহারা।

'হ্যালো!' হাসল সে, তারপর নাইজেলকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে পকেট থেকে একটা ছোট্ট আয়না বের করে নিজের চেহারা দেখল।

'ইশ্!' বলে উঠল সে, 'কী ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে!' তাড়াতাড়ি হাতের কাপড়টা দিয়ে নাক মুছল। ফলে হিতে বিপরীত হলো—নাকের দাগটা আরও গাঢ় হলো—গালের ওপরও বাড়তি একটা কালির ছোপ পড়ল।

'আমার চোখে তো তোমাকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল নাইজেল।

'দু'বছর আগে আমাকে দেখাশোনা করার উদ্দেশে জেনি এখানে এসেছিল,' ব্যাখ্যা করল রাশবি। 'কিন্তু সেবার দরকার ছিল না আমার। এক মাতাল প্রেসম্যানের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ওকেই কাজে লাগালাম। দ্রুত সব শিখে ফেলল জেনি। এখন সে ভাল কম্পোজ করে—আর এই ছাপার পুরানো মেশিনটা সে সেলাই মেশিনের মতই দক্ষ হাতে চালায়।'

'কিন্তু সূপের ভিতর কেবল একটাই মাছি,' হাসতে হাসতে নাইজেলকে বলল জেনি, 'ক্রীতদাসের মত খাটায় ফ্রেড। আর তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে পর্যাপ্ত বেতন

বলতে সে কী বোঝে।'

'ঠাট্টা রাখো!' শাসন করল ওর ভাই, 'গৌরবের কথাটা ভাবো, শিকাগোর পশ্চিমে তুমিই একমাত্র মহিলা প্রেসম্যান।' শেলফের থেকে একটা বাঁধাই করা কাগজের ভলিউম নামাল সে।

ওটা ধপাস করে টেবিলে রাখার সময়ে ধুলো উড়ল। দ্রুত পাতা উল্টে গেল সে। 'এই যে,' বলে উঠল এডিটর। 'পুরো রিপোর্ট রয়েছে এখানে। বিচারের সাতটা দিন বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।'

হলুদ হয়ে আসা কাগজটার ওপর ঝুঁকে খুঁটিয়ে সব পড়ল নাইজেল। শেরিফ কার্ভার সাক্ষী দিতে গিয়ে যা বলেছে সেখানে এসে থামল সে। শেরিফের বক্তব্য অনুযায়ী সে যাদের সাথে পোকার খেলছিল তারা হচ্ছে: জ্যাক রেনল্ড, ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি, টিম ক্রস, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার; ডাক্তার মারফি, আর জন রায়ান, গরু ব্যবসায়ী। মোট পাঁচ জন। 'এদের মধ্যেই রয়েছে একজন চোর। কিন্তু কে?' নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল নাইজেল। মনে মনে হিসাব করে শেরিফ, অ্যাটর্নি, ব্যাঙ্কার আর ডাক্তারকে বাদ দিল সে। রইল মাত্র একজন, জন রায়ান—ব্যবসায়ী।

নিজের টেবিলে বসে লেখা আরম্ভ করেছে রাশবি। এগিয়ে ওর সামনে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট তৈরি করছে নাইজেল। লক্ষ করল জেনি কাগজের বাঁধাই করা ভলিউমটা তুলে নিয়ে প্রেসের কাছে একটা নিচু টুলে বসে গভীর মনোযোগের সাথে ওটা পড়ছে।

'তুমি কি এই গরু ক্রেতা জন রায়ানকে চেনো?' প্রশ্ন করল নাইজেল।

মাথা নাড়ল এডিটর। 'গরু ক্রেতা আর ট্র্যাভেলিঙ সেইলসমেন, এরা শহরে আসে, যায়—কোন ঠিক ঠিকানা নেই—খবরের কাগজে ওরা খুব কমই ঠাঁই পায়। কিন্তু তুমি এই জ্যাক রায়ানের ব্যাপারে কৌতূহলী কেন?'

'হয়তো তুমিও কথাটা বিশ্বাস করবে না, কারণ আমার উকিল বা শেরিফ কেউই আমাকে বিশ্বাস করেনি—কিন্তু আমাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছিল।'

মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছে—পড়া শেষ। 'আমারও তাই বিশ্বাস!' বলে উঠল সে।

'তুমি চুপ করো,' ভ্রাতৃসুলভ আদরের বকা দিল ফ্রেড। ওর কোটরে ঢোকা চোখ দুটো নাইজেলকে খুঁটিয়ে যাচাই করল। 'আমারও তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে,' ধীরে কথাগুলো বলল সে। 'পুরো ঘটনাটাই যেন একটু বেশি সাবধানে গুছানো।' সরল হাসিতে ওর কুঁচকানো মুখে ভাঁজ পড়ল। 'তা ছাড়া তুমি যদি নির্দোষ না হতে তা হলে ব্যাপারটা আর না ঘাঁটিয়ে ৪২,০০০ ডলারের ভাগ নিয়ে শহর ছেড়ে সরে পড়তে। তা হলে ওই রায়ান লোকটা এর সাথে জড়িত ছিল বলেই তোমার বিশ্বাস?'

সেলুনে কী ঘটেছিল পুরোটা ফ্রেডকে খুলে বলল নাইজেল। 'ওখানে একমাত্র রায়ানই ছিল, যে সন্দেহের অতীত নয়। সম্ভবত আরেকজনের সাথে তার যোগাযোগ ছিল—লোকটা এখন শহরেই আছে।' পকেট থেকে বেনামী নোটটা বের করে বাড়িয়ে দিল নাইজেল।

নীরবে ওটা খুঁটিয়ে দেখল ফ্রেড। 'তবে এটা কেউ তোমাকে খামোকা উত্ত্যক্ত করার জন্যও পাঠিয়ে থাকতে পারে।' মুখ তুলে তাকাল সে। 'কিন্তু দুজন ছিল সন্দেহ করছ কেন?'

'রায়ান আমাকে সেলুনে ল্যাঙ মেরে ফেলে ওই বিশৃঙ্খলার সুযোগে ব্যাঙ্কারের চাবি চুরি করে তার পার্টনারের কাছে পাচার করেছিল। লোকটা আমার মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান করে ব্যাঙ্ক লুট করে কিছু টাকা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বাকি টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না সেলুন ছেড়ে না বেরিয়ে রায়ান চাবির গোছা কীভাবে ওর পার্টনারের কাছে পাঠাল?'

'খুব সহজ—তোমার পকেটে করেই ওটা গেছে,' প্রায় সাথে সাথেই জবাব দিল এডিটর। অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল নাইজেল। 'এতে অবাক হওয়ার কী আছে? ওই গোলমালে একটা বাচ্চা ছেলেও তোমার পকেটে চাবি ঢুকিয়ে দিতে পারত।'

'ওই রাতে তুমি কোথায় ছিলে?' নির্দোষ প্রশ্ন রাখল নাইজেল।

'অ্যাপলজ্যাকে ছিলাম না,' বলে হাসল ফ্রেড। 'মনে হচ্ছে রায়ানই সন্দেহ করার মত যুক্তিসঙ্গত লোক। এখন তুমি কী করবে বলে ভাবছ?'

'লোকটাকে খুঁজে বের করে প্রয়োজন হলে পিটিয়েই ওর থেকে সত্যি কথাটা আদায় করে নেব।'

মাথা ঝাঁকাল এডিটর। 'যে কোন কিছুতে যদি তুমি মনে করো আমি সাহায্য করতে পারব, বিনা দ্বিধায় চলে এসো। এটা ওই বিচারের চেয়েও চমকপ্রদ খবর হবে।'

'কিন্তু আমার বিশ্বাস এখানে নাইজেলের দুর্নাম ঘুচানোটাই বড় কথা,' বলল মেয়েটা। নাইজেলকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ওর চোখে চোখ রেখে সে বলল, 'তুমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারলে আমি সব থেকে খুশি হব।'

'তা আমি করব, ম্যাম,' দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল নাইজেল।

হোটেলে ফিরে রেজিস্টার চেক করল নাইজেল। 'জন রায়ান, ক্যানসাস সিটি,' কথাটা কাত করা পামার স্টাইলে সুন্দর অক্ষরে কয়েকবারই লেখা রয়েছে। মাত্র কয়েক মাস আগেই সে শেষবার সিরেনো থেকে ঘুরে গেছে।

এরপর ব্যাঙ্কের দিকে রওনা হলো সে। উঁচু টুলের ওপর বসা ক্লার্ক ওকে ব্যাঙ্কে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে সবুজ চোখের পাতা ফেলল। নাইজেল বুঝল এতক্ষণে তার ফিরে আসার খবর সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেছে।

'মিস্টার ক্রস আছে?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, সে তার অফিসেই ছিল, আমি দেখছি আছে কি না।' একটু হাসার চেষ্টা করল ক্লার্ক। কারণ যা-ই হোক, এখনও নাইজেলের ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা আছে, তাতে সে একজন বড় মক্কেল। ভীত খরগোসের মত সে টুল থেকে নেমে পাশের দরজা দিয়ে ম্যানেজারের কামরায় ঢুকল।

ঘষা কাঁচের জানালা বিশিষ্ট আরেকটা দরজা খুলে একজন নাদুসনুদুস লোক বেরিয়ে এল। লোকটার মাথার পাতলা চুল প্রায় সাদা হয়ে এসেছে। যা চুল আছে

তা দিয়েই ক্রমবর্ধমান টাক ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে লোকটা। ওর পরনে একটা দামী ধূসর সুট। কালো চামড়ার বেণী পাকানো একটা টাই ঝুলছে ওর সাদা শার্টের ওপর। মুখে সুন্দর হাসি—কিন্তু মক্কেলদের সাথে সম্পর্ক মধুর রাখতে ওর হাসিটা যেন একটু মেকী দেখাল। এই ধরনের লোকই মুখের ওপর 'না' বলতে পারে, কিন্তু মনে হবে যেন 'না' বলে সে দয়াই দেখাল।

'আরে, নাইজেল!' জোর গলায় বলল সে। 'ফিরেছ! আশা করি তোমার যৌবনের ছেলেমানুষী সব কেটে গেছে!'

'ওই কারণেই এলাম আমি,' স্বীকার করল নাইজেল। তারপর ক্রসের পিছন পিছন তার অফিসে ঢুকল। ম্যানেজার তার দেহ ছেড়ে দিয়ে ধপাস করে তার কালো চামড়ায় বাঁধানো চেয়ারে বসে পড়ল। নিজের মোটামোটা আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'এবার বলো, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?'

'জন রায়ানের ক্যানসাস সিটি ব্যাঙ্কের কখন কত টাকা জমা পড়েছে সেটার খোঁজ নিতে হবে।'

অবাক হলো টিম ক্রস। 'জন রায়ান!' পুনরাবৃত্তি করল সে। 'ওকে তো আমি চিনিও না!'

'ওর সাথে তুমি পোকার খেলেছ!'

এবার চমকে উঠল ক্রস। 'ওহ, ওই রায়ান।'

এডিটরকে যে গল্প শুনিয়েছে সেটাই ব্যাঙ্কারকে আবার বলল। 'বিশ্বাস করো আর না করো,' কথার শেষে বলল নাইজেল, 'আমি তোমার চাবিও নিইনি তোমার ব্যাঙ্কও লুট করিনি। আমার সন্দেহ হচ্ছে হয়তো রায়ানের এতে হাত ছিল।'

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ক্রস। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে অস্বস্তি বোধ করছে সে। 'এটা তো শেরিফের ব্যাপার, তাই না?' আপত্তি জানাল সে।

'কার্ভারের মতে কেসটা তিন বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে,' জানাল নাইজেল। 'তা ছাড়া এখানে তুমিই একমাত্র লোক যে এই খবরটা জানতে পারবে। ব্যাঙ্কাররা বাইরের লোককে এসব খবর জানাবে না। ওই ঘটনার পরে রায়ান যদি কোন বড় অঙ্কের টাকা জমা দিয়ে থাকে তা হলে সে দোষী।'

'এসব ব্যাপারে ঝট করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না,' প্রতিবাদ জানাল ম্যানেজার। 'রায়ান হয়তো বড় কোন ব্যবসা করে টাকা পেয়ে থাকতে পারে—কিংবা কারও মৃত্যুতে অনেক সম্পত্তির মালিক হতে পারে।' হাতের তালু দুটো চিত করল ব্যাঙ্কার। 'এসব ঘাঁটিয়ে কোন লাভ আছে? তুমি মাতাল ছিলে—তোমার বাবা পুরো টাকাটা শোধ করেছে—তুমিও ইউমাতে তোমার সাজা ভোগ করে এসেছ। ওসব এখন পুরানো কথা—পানি ঘোলা করে কি এখন কোন লাভ হবে?'

লোকটা কিছুই হারায়নি, ভাবল নাইজেল, তার বাবা সব টাকা শোধ করে দিয়েছে—বাবা তাকে ভালবাসত বলেই এটা করেছে—কিন্তু আঘাতটা সহ্য করতে পারেনি—মারা গেছে। ওই লোকের এখন এসব নিয়ে নাড়াচাড়ায় কোন স্বার্থ নেই।

'শোনো, টিম,' ধারাল কণ্ঠে বলল নাইজেল। 'তুমি এটা করলে করো, নইলে আগামী দা সেন্টিনাল কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় আমার বক্তব্য ছাপা হবে। তখন বুঝবে

আমি কী বলছি।'

হতাশ ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্রস। 'ঠিক আছে নাইজেল, আমি খবর নেব। কিন্তু এতে কিছুটা সময় লাগবে।'

'তাতে কোন অসুবিধা নেই,' বলল নাইজেল, 'কিন্তু খবরটা আমার চাই।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নাইজেল। 'আমি আবার আসব।'

নাইজেল বেরিয়ে যাওয়ার পর কামরায় একা বসে টিম একটা কলম অন্যমনস্ক ভাবে টেবিলের ওপর ঠুকছে। চেহারাটা একটু বিব্রত। সে যদি সহযোগিতা না করে তবে তরুণ নাইজেল সেই পুরানো ঘটনাটা আবার নতুন করে তুলে ধরবে। সবার মুখ চলবে। এমনিতেই ব্যাঙ্কের ওপর মানুষের আস্থা কম। বিচারের সময়ে সেলুনে পোকার খেলার জন্যে অনেক বিরূপ মন্তব্য ওকে শুনতে হয়েছে। তার পোকার খেলায় আসক্তির কথা মানুষ ভুলে গেলেই ভাল।

বাইরে কাঠের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে নাইজেল ভাবছে এরপর তার কী করণীয়। শহরে তার আর কিছু করার নেই। খেলা শুরু হয়েছে—কিন্তু বলটা এখন অন্যজনের কোর্টে। ওটা কোনদিক দিয়ে ফিরে আসে তার ওপর নির্ভর করবে দ্বিতীয় মারে বলটাকে সে কোথায় ফেলবে। একটা দিনও যায়নি—ফেরার সঙ্গেসঙ্গেই অনেক দূর এগিয়েছে সে। কিন্তু রায়ান লোকটার পার্টনারটা কে ছিল?

দা চাক ওয়্যাগন—সিরেনোর একমাত্র ভাল খাবার জায়গা। চার্লি, ট্রেইলের রাঁধুনী, বুঝে ফেলেছে শহরেই তার বেশি রোজগার হবে। ট্রেইলে ইণ্ডিয়ানদের হাতে জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে—কিন্তু শহরে তা নেই।

ভিতরে ঢুকল নাইজেল। কাউণ্টারের কাছে সবগুলো টেবিলই দখল হয়ে আছে। স্টেটসন হ্যাটটা আঙটায় ঝুলিয়ে একটা চেয়ারে বসল সে।

'স্টেক,' ওয়েইট্রেসকে অর্ডার দিল সে। 'সাথে বাকি যা যা আছে দাও, খুব খিদে পেয়েছে।'

পরিচিত গলার স্বরে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে উঁকি দিল চার্লি।

'হাওডি, নাইজেল!' হাঁকল সে। 'অনেক দিন পর!'

'হাওডি, চার্লি!' দাঁত বের করে হাসল নাইজেল। 'বড় পাথর ভেঙে ছোট করায় ব্যস্ত ছিলাম এতদিন।'

'তার বদলে টাকাও ভালই কামিয়েছে! বেয়াল্লিশ হাজারের অর্ধেক,' শেষ প্রান্ত থেকে ফোড়ন কাটিল একজন।

ধীরে মুখ ফিরিয়ে কাউণ্টারের কাছে বসা লোকগুলোকে একে একে দেখল নাইজেল। খেয়াল করল ওদের একজনের বুকে ডেপুটির ব্যাজ আঁটা। ওদের একজনের চোখে অবজ্ঞার দৃষ্টি। লোকটা শক্তিশালী, গালের উপরে হাড় দুটো উঁচু।

'আমি ওই টাকার একটা কানা কড়িও দেখিনি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল নাইজেল।

'গপ্ ছাড়ো!' খোঁচা দিল লোকটা।

উঠে দাঁড়াল নাইজেল। মুঠো পাকানো হাত। সবাই রুদ্ধশ্বাসে কী ঘটে দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। ওকে এগোতে দেখে লোকটাও উঠে দাঁড়াল; হাত বাড়িয়ে একটা ভারি চীনামাটির জগ তুলে নিয়েছে সে।

ডেপুটি, লম্বা সমর্থ গড়নের লোক, ঝাঁপিয়ে এগিয়ে ওদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। 'থামো!' ধমকে উঠল সে।

কাউবয়ের কাপড় পরা লোকটা ভারি জগটা কাউন্টারের ওপরই ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোল। 'আবার দেখা হবে, বন্ধু। তখন যেন তোমার কোমরে পিস্তল থাকে। দেখা যাবে কার কোমরে কত জোর।' বেরিয়ে গেল সে।

লোকটা বেরিয়ে গেলে ভেতরের উত্তেজনা হ্রাস পেল।

'লোকটা কে?' চার্লিকে প্রশ্ন করল নাইজেল। রাঁধুনী রান্নাঘরের দরজার সামনে নার্ভাস ভাবে কপালের ঘাম মুছছে।

'ওর নাম স্যাম হওকিন্‌স্,' বলল চার্লি। 'ড্যান রুস্টারের ডি আর র‍্যাঞ্চে কাজ করে।'

ড্যান লোকটা নিজে কাজের বটে, ভাবল নাইজেল, কিন্তু কাকে কাজে নেয়া উচিত, এ বিষয়ে নেহাত কাঁচা। ওই লোকটা সত্যিই বাজে লোক। ইউমাতে এমন আরও অনেক দেখেছে সে।

ভরপেট খেয়ে শেরিফের অফিস থেকে নিজের গানটা সংগ্রহ করল সে।

ডুবুডুবু সূর্যের রক্তিম আলোয় মাসট্যাঙ পাহাড়টাকে আকাশের গায়ে লালচে দেখাচ্ছে। লিভারি আস্তাবল থেকে ভাড়া করা ঘোড়ার পিঠে ছায়া ঘেরা মেইন স্ট্রীট দিয়ে এগোল নাইজেল। তিন বছর ঘোড়ায় চড়েনি, তাই কেমন একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি হচ্ছে ওর। এতক্ষণ হাঁটুর চাপে হেঁটে এগোচ্ছিল ঘোড়াটা। এবার পেটে গোড়ালির গুঁতো খেয়ে ছুটতে শুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শহর পিছনে পড়ে রইল–ঘনিয়ে আসা আঁধারে ঝাপসা দেখাচ্ছে এখন।

হঠাৎ ঘোড়াটা লাফাতে শুরু করল। অশ্বারোহীকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে চাইছে সে। একটা উইনচেস্টার গর্জে উঠল। গুলিটা জিনের মাথায় বাড়ি খেয়ে বেরিয়ে গেল। আবার গুলির শব্দ উঠল। লাফিয়ে ওঠা ঘোড়ার মাথায় লেগেছে ওটা। যন্ত্রণায় অন্তিম চিৎকার দিল ঘোড়াটা। তারপর পড়ে গেল। নাইজেলকে নিয়েই পড়ল—কিন্তু আগেই পাদানি থেকে পা সরিয়ে নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে নাইজেল। নইলে ঘোড়ার চাপে ওর বাম পা-টা থেঁতলে যেত। মাটিতে পড়ে পাল্টা গুলি চালাল সে। কিন্তু লোকটা পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে। ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল লোকটা।

ছয়

যাওয়ার আগে আরও একটা গুলি ছুঁড়েছিল লোকটা—কিন্তু মিস্ করল। ঘোড়া ছুটিয়ে শহরের দিকে চলে গেল সে।

লোকটা কে ছিল? ভাবছে নাইজেল। হোটেলে যে তাকে নোটটা দিয়েছিল সে? কিন্তু কাজটা অসমাপ্ত রেখে চলে গেল কেন?

চার্লির দোকানে স্যাম হওকিনসের হুমকির কথা এবার মনে পড়ল ওর। সে

বলেছিলঃ তোমার কাছে যখন গান থাকবে তখন মোকাবিলা হবে। সম্ভবত ওটা স্যামই ছিল। এটার সম্ভাবনাই বেশি।

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনটা খুলে নিজের কাঁধে চাপিয়ে শহরের দিকে রওনা হলো নাইজেল। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ার সময়ে পায়ে কিছুটা চোট পেয়েছে। কিন্তু ওদিকে আর এখন তার খেয়াল নেই—এখন তার প্রতিশোধ চাই।

মেইন স্ট্রীটে সে যখন পৌঁছল তখন শহরটা অন্ধকারে ডুবে গেছে। অনেকক্ষণ দরজায় করাঘাত করার পর আস্তাবলরক্ষী লণ্ঠন হাতে দরজা খুলল।

'এখন তোমার আবার কী চাই?' কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দেয়ায় বিরক্ত স্বরে প্রশ্ন করল রব।

'আমার আরেকটা ঘোড়া লাগবে। শহরের বাইরে কেউ আমাকে অ্যামবুশ করে ওই ঘোড়াটাকে মেরে ফেলেছে।'

'তাই? তা ওই ঘোড়াটার দাম পঁচিশ বা ত্রিশ ডলার হবে।'

নাইজেল তিনটা স্বর্ণ-মুদ্রা বের করে বাড়িয়ে দিল। 'ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়!' খুশি হয়ে ওটা গ্রহণ করল রব। 'তোমার কি আরেকটা ঘোড়া দরকার?'

'হ্যাঁ, ওটা নেয়ার জন্য ফিরব আমি—কিন্তু কিছু কাজ আমার বাকি রয়েছে। একটা ঘোড়া তৈরি রেখো, আমি আসছি।'

'শেরিফের অফিসে নালিশ জানাতে যাচ্ছ?'

'না,' কঠিন স্বরে বলল নাইজেল। 'এর প্রতিকার আমি নিজেই করব।'

মেইন স্ট্রীট ধরে দৃঢ় পায়ে এগোল নাইজেল। দুটো সেলুনের জানালা দিয়ে কিছুটা আলো রাস্তায় পড়েছে। হোটেলের দোতালা থেকেও দুটো জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। হলুদ আলোয় জানালা দুটো ভৌতিক চোখের মতই দেখাচ্ছে।

গ্যারি মেয়ার সেলুনের দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল নাইজেল। পিছনের টেবিলে দুজন কাউবয় বসে বিয়ার খাচ্ছে। সামনের টেবিলগুলোতে কিছু শহুরে লোক রয়েছে। বারের পিছনে বারটেণ্ডার ব্যস্ত হাতে গ্লাস পালিশ করছে। ওর পিছনে বড় আয়নাটার ওপর বড় বড় অক্ষরে একটা সাইন আঁটা রয়েছেঃ পিস্তল জমা দাও; শেরিফ কার্ভার।

বারের অন্য প্রান্তে দাঁড়ানো স্যাম হওকিনসকে দেখতে পেয়ে ব্যাট উইঙ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল নাইজেল। লোকটার সামনে হুইস্কির একটা বোতল।

দরজাটা বাদুড়ের ডানার মতই দুলে ওঠার শব্দে বিড়ালের মত চোখ তুলে বারের পিছনে আয়নাটার দিকে তাকাল স্যাম। নবাগত লোকটার ওপর নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুরে দাঁড়াল। সতর্ক চোখ।

সোজা এগিয়ে লোকটার থেকে হাত খানেক দূরে এসে থামল নাইজেল। পিস্তলের বাঁটটার ওপর আঙুল বুলাচ্ছে সে।

'এই, দাঁড়াও!' প্রতিবাদ জানাল স্যাম। 'আমি তো ল্যাঙটা!'

'তোমার মত লোচ্চাকে শায়েস্তা করতে আমার পিস্তলের প্রয়োজন হবে না,' জবাব দিল নাইজেল। তারপর গানবেল্টটা খুলে বারের ওপর রাখল।

দূরের টেবিলে বসা কাউবয় দুজন সোজা হয়ে বসল। ওদের চোখগুলো কিছু

অ্যাকশন দেখার আশায় উদগ্রীব। শহরের লোকগুলোও তাদের তাস খেলা আর ড্রিঙ্ক বাদ দিয়ে একটা ভাল মারপিট দেখার আশায় তাকিয়ে আছে।

নাইজেলকে তৈরি হওয়ার কোন সুযোগ না দিয়ে দুই পায়ের ফাঁক লক্ষ্য করে লাথি চালাল স্যাম। কিন্তু এখন সে আর সেই আগের মাতাল নাইজেল নেই। হাঁটু ভাঁজ করে ডান পা আড়াআড়ি ভাবে ধরে লাথিটা ঠেকাল সে। দুজনের শিন-বোনে সংঘর্ষ হলো। এবার দু'হাতে ঘুসি চালাতে চালাতে এগোল নাইজেল। একটা শক্ত মার মুখের ওপর পড়ায় ডি আর র‍্যাঞ্চের লোকটার পাতলা ঠোঁট থেঁতলে রক্ত বেরিয়ে এল। রাগে গর্জে উঠে ঝাঁপ দিল সে। ওর ভারি কাঁধের ধাক্কায় বারের ওপর গিয়ে পড়ল নাইজেল। একটা চেয়ারের দিকে হাত বাড়াল স্যাম।

নাইজেল সামলে ওঠার আগেই চেয়ারের একটা পায়া ভাঙার শব্দ হলো। চেয়ারের পায়াটাকে প্রচণ্ড বেগে নাইজেলের মাথার ওপর নামিয়ে আনল স্যাম। চট করে বসে না পড়লে ওর মাথাটা ছাতু হয়ে যেত। প্রচণ্ড শব্দে বারের ওপর পড়ল ওটা। নীচে থেকেই সোজা ঝাঁপিয়ে মাথা দিয়ে স্যামের পেটে ঢুস মারল তরুণ র‍্যাঞ্চার। অতর্কিত আক্রমণে ব্যথায় ককিয়ে চেয়ারের পায়াটা ছেড়ে নাইজেলের মাথা হেড লকে পেঁচিয়ে ধরল স্যাম। নাইজেল কামারের বিশাল হাতুড়ির মত ঘুসি মারছে প্রতিপক্ষের পেটে। কিন্তু শক্ত আঁটুনিতে পেঁচিয়ে ধরা হাতের কবল থেকে মাথাটা মুক্ত করতে পারছে না। কিন্তু পেটের ওপর শক্ত মার বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না স্যাম। নাইজেলকে ছেড়ে পিছিয়ে গিয়ে হাঁপরের মত শ্বাস টানছে সে। ওর বিড়ালের মত চোখ জোড়া বিষ ছড়াচ্ছে। কাটা ঠোঁট থেকে রক্ত গড়িয়ে চিবুকে নেমেছে। হাত দুটা মুঠো করে চিতা বাঘের মত এগোচ্ছে নাইজেল—শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি। আশপাশের টেবিল ছেড়ে লোকজন উঠে দেয়ালের দিকে সরে যাওয়ার সময়ে মেঝেতে চেয়ার ঘষার শব্দ হচ্ছে।

পিছিয়ে একটা টেবিলের সাথে ধাক্কা খেল স্যাম। টেবিলটার ওপর অনেক খালি বোতল রয়েছে। ওর পিছনে বোতল উল্টে পড়ার আওয়াজ হলো। দ্রুত ঘুরে একটা বোতল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল সে। মাথা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল নাইজেল কিন্তু এতটা সময় পেল না। ওর কপাল ছুঁয়ে ঠিকরে বেরিয়ে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে নীচে পড়ল ওটা। আঘাতে কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পিছিয়ে গেল নাইজেল। লাফিয়ে এগিয়ে মাথা লক্ষ্য করে একটা প্রচণ্ড ঘুসি চালাল স্যাম। তারপর আরও কয়েকটা।

ঘোরের মধ্যেই হাত তুলে নিজের মুখ বাঁচাল নাইজেল। ওর হাঁটুর ওপর বুটের একটা লাথি পড়ল। পড়ে গেল সে। বিজয় উল্লাসে চকচক করছে স্যামের চোখ। পাঁজর ভেঙে দেয়ার জন্য জোড়া পায়ে বুকের ওপর লাফিয়ে পড়ল সে। সময় মতই গড়িয়ে সরে গেছে নাইজেল। খালি মেঝের ওপর পড়ল স্যামের বুটের দুটো গোড়ালি। কিন্তু সরে যাওয়ার পরও পাঁজরে দুটো লাথি খেল। ব্যথায় নাইজেলের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। আরেকটু সরে লাথি মারা বুটসহ পা-টা দু'হাতে ধরে ফেলল সে। সমস্ত শক্তি দিয়ে মোচড় দিল নাইজেল। ভূপাতিত হলো স্যাম। মনে হলো যেন সারা সেলুনটা কেঁপে উঠল ওর পতনে। এই সুযোগে উঠে

দাঁড়াল নাইজেল। স্যামও দাঁড়িয়েছে। তীব্র আক্রোশে স্যামকে পিটাতে শুরু করল সে। একটা ডান হাতে, একটা বাম হাতে—পিস্টনের মত হাত চলছে ওর। স্যামও পাল্টা ঘুসি মারছে। কিন্তু এখন নাইজেল খ্যাপা পাগল—কোন আঘাতই এখন সে অনুভব করছে না। কোন ব্যথাই টের পাচ্ছে না। স্যামের মুখে আর পেটে সে সমানে মেরে চলেছে। থামছে না। জবাব দেয়ার চেষ্টা করছে স্যাম—কিন্তু ক্ষিপ্ত নাইজেলের বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে পারছে না। নাইজেল বুঝতে পারছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওর প্রচণ্ড আক্রমণে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছে। ইউমায় এতদিন পরিশ্রমে তার পেশী শক্ত হয়েছে—সহ্য ক্ষমতাও বেড়েছে। বারের ওপর ফেলে ওকে সমানে মেরে চলেছে নাইজেল।

ধীরে বিশাল স্যামের হাত-পা শিথিল হয়ে এল, কিন্তু তখনও আক্রোশের সাথে ঘুসি মেরে চলেছে নাইজেল। আর পারল না স্যাম। জ্ঞান হারিয়ে আপনা-আপনি হাঁটু ভাঁজ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে স্থির হয়ে রইল।

বারটেণ্ডার মেহগনি বারের ওপর একটা বোরবোনের বোতল রেখে পালিশ করা একটা গ্লাস এগিয়ে দিল।

'তুমি দেখালে বটে, এটা আমার তরফ থেকে।'

বোতলটাকে উপেক্ষা করে নিজের হ্যাট তুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল নাইজেল।

মাথা ঝাঁকিয়ে স্যামের অচেতন দেহটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'নিশ্চয় তোমাদের কোন বিরোধ ছিল, কিন্তু তুমি তার পুরো শোধ নিয়েছ,' মন্তব্য করল বারটেণ্ডার।

'শয়তানটা আমাকে অ্যামবুশ করে গুলি করে মারতে চেয়েছিল। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগেই।'

'কী বলছ তুমি? ও তো গত দুই ঘণ্টা যাবৎ এখানে মাল খাচ্ছে! হয়তো আরও কিছুটা আগে থেকেই।'

বারটেণ্ডারের দিকে অবাক চোখে তাকাল নাইজেল। 'কী বলছ তুমি! ওর ঘোড়া কোনটা?'

'গ্রুলাটা (ইঁদুরের রঙের ঘোড়া) ওর।'

দ্রুত গানবেল্টটা পরে ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল নাইজেল। সেলুনের সবার চোখ ওকে অনুসরণ করল। স্যামের অচেতন দেহটা অসাড় ভাবে বারের তলায় পিতলের পাদানির পাশে পড়ে রয়েছে।

বাইরে হিচিঙ রেইলের সাথে বাঁধা রয়েছে তিনটে ঘোড়া। দুটোর বাদামী রঙ—একটা গ্রুলা। মেটে রঙের ঘোড়ার জিনের তলায় হাত ঢুকাল নাইজেল। একেবারে শুকনো! ঘামের চিহ্নমাত্র নেই। তা হলে কে তার দিকে গুলি ছুঁড়েছিল?

কপাল কুঁচকে আস্তাবলের দিকে রওনা হলো সে।

ডায়মণ্ড এম র‍্যাঞ্চটা সিরেনো শহর থেকে বিশ মাইল। উপত্যকার সমতল জমিতে দাঁড়িয়ে আছে দালানগুলো। অনেক উত্তরে দিগন্তের কাছে নীল ছায়ার মত দেখা যায় গিলা পাহাড়গুলো। কিছুটা কাছে, পশ্চিমে এবড়োখেবড়ো মাসট্যাঙ পাহাড়।

ফ্যাকাসে চেহারা দেখেই বোঝা যায় ওদিকে পানির বড্ড অভাব।

দূর থেকে দেখে ডায়মণ্ড এম র‍্যাঞ্চটাকে একটা ছোট লোকালয় বলেই মনে হবে—কিন্তু জনশূন্য। দালানগুলোর আশপাশে কেউ নড়ছে না। তার দিয়ে ঘেরা বিশাল এলাকাটা খালি।

লম্বা র‍্যাঞ্চহাউসটার সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। র‍্যাঞ্চহাউসের মুখোমুখি প্রায় একই সমান বাঙ্কহাউস। ওপাশে কয়েকটা গুদাম, আস্তাবল, একটা কামারশালা, আর কয়েকটা কোরাল। সবগুলোই আকারে বড়, এবং পাথর আর রোদে পোড়া ইঁটের তৈরি। দালানগুলোর মাথা ছাড়িয়ে অনেকটা উপরে একটা উইণ্ডমিলের পাখা অলস ভাবে ঘুরছে। রান্নাঘরের চিমনি দিয়ে ফিতের মত ধোঁয়া পাকিয়ে-পাকিয়ে উপর দিকে উঠছে। র‍্যাঞ্চহাউসের বারান্দায় বসে দু'জন লোক সিগারেট ফুঁকছে।

ওদের একজন নাইজেল ম্যাটসন, অন্যজন মার্টি হাওয়ার্ড। মার্টিই গরু নিয়ে বুড়ো ম্যাটসনের সাথে প্রথম এই উপত্যকায় এসেছিল। লোকটা নাইজেলের থেকে বয়সে বড়। কিন্তু এই পরিবারের অনুগত। বছরের পর বছর ঘুরেছে কিন্তু ডায়মণ্ড এম ছেড়ে সে আর যায়নি। লোকটার দেহে চর্বি বলে কোন পদার্থ নেই। নীল চোখ দুটো কিছুটা কোটরে ঢোকা। রোদে ফ্যাকাসে হওয়া গোঁফের নীচে ওর ঠোঁট জোড়ায় একটা কৌতুকের হাসি লেগেই আছে। শজারুর মতই কাঁটাওয়ালা মানুষ মার্টি, কিন্তু নাইজেল জানে ওর ওপর ভরসা করা যায়। বিল ম্যাটসনের স্থান ওর কাছে ছিল খোদার পরেই—আর ডায়মণ্ড এম ওর তীর্থ।

'কাগজে-কলমে আমাদের তিন হাজার গরু আছে,' অন্যমনস্ক ভাবে বলল তরুণ র‍্যাঞ্চার। 'কিন্তু তোমার গোনায় আছে মাত্র তিনশো? কেউ বিরাট বড় একটা খেলায় নেমেছে।'

'বিশাল ঝাড়ু ব্যবহার করছে ওরা,' জবাব দিল মার্টি। 'ঝেঁটিয়ে আমাদের রেঞ্জ পরিষ্কার করে ফেলেছে ওরা।'

'বক্স এইচ, আর অন্যান্য র‍্যাঞ্চ, ওদেরও কি একই অবস্থা?'

'এই উপত্যকার প্রত্যেক র‍্যাঞ্চার মার খাওয়া কুকুরের মত "কেউ-কেউ" করছে। কিন্তু কার্ভারের এদিকে কোন খেয়াল নেই।'

'কার্ভার শহুরে লোক,' মন্তব্য করল নাইজেল। 'শহরের লোকের ভোটেই ওর শেরিফের পদটা টিকে আছে। তাই র‍্যাঞ্চারদের সে কোন পাত্তা দেয় না। আমাদের সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে।' একটু ভেবে সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এরা কি রূস্টারের গরুও চুরি করেছে?'

'ঠিক বলতে পারলাম না,' স্বীকার করল মার্টি, 'কিন্তু ওর যা আছে তাতে সে এই ডায়মণ্ড রেঞ্জ প্রায় ভরে ফেলেছে।'

'হয়তো রূস্টারের সাথে আমার কথা বলা দরকার।'

'বুড়ো যদি থাকত, সে কথা বলে সময় নষ্ট করত না,' প্রতিবাদ করল মার্টি। 'ডায়মণ্ড রেঞ্জ থেকে ডি আর গরুগুলোকে দাবড়ে দেখিয়ে দিয়ে আসত।'

'তোমার ধারণা কঠিন হাতে হাল ধরার ক্ষমতা আমার নেই?'

'আমার বিশ্বাস ডায়মণ্ড শেষ হয়ে গেছে। স্যাণ্টা অ্যানার মতই মৃত।'

'ভাল, কিন্তু এখনই কবর দিও না,' মৃদু হাসির সাথে জবাব দিল যুবক মালিক। মার্টি সব সময়ে অন্ধকার দিকটাই আগে দেখে। কিন্তু বিপদের সময়ে সে পাশে দাঁড়িয়ে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়বে।

দুজনেই নীরবে ভাবছে—মার্টি বিগত দিনের গৌরবের স্মৃতিচারণ করছে। নাইজেল চোখা চেহারার ব্লস্টারের কথা ভাবছে। লোকটা সম্ভবত এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। বিল ম্যাটসন মারা গেছে—তার ছেলে ইউমায় জেল খাটছে—এর থেকে বড় সুযোগ আর কী? নিশ্চয় সে ধরে নিয়েছে ডায়মণ্ড এম এখন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। তাই মাসট্যাঙের শুকনো এলাকায় ডায়মণ্ড এম-এর সীমানায় সে র‍্যাঞ্চ করেছে। ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চের মাটিতে সে গরু চরাচ্ছে। ধীরে সবটাই সে গ্রাস করতে চায়। আর কোন র‍্যাঞ্চারের তার রেঞ্জ ব্যবহার করার অধিকার নেই। কেবল পার হয়ে কোথাও যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারে।

বহুকাল আগে কেবল বন্দুক আর রাইফেলের ধোঁয়ায় সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। এখনও "কিং কোল্ট" দিয়েই পশ্চিমের লোকেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করে। কমে এসেছে এখন, কিন্তু তবু সীসাই এখনও পশ্চিমের আইন নিয়ন্ত্রণ করে। ব্লস্টার যদি উদ্ধত হয় তবে হয়তো সামনে কিছু ঝামেলা হতে পারে। কিন্তু জিনির স্বামীকে সে সুধরাবার মত উপযুক্ত সময় দেবে।

মনের কথা মনেই চেপে রেখে সে শুধু বলল, 'আমার মনে হয় আবার গরুর পাল গড়ে তোলার সময় আমাদের এসেছে।'

'সেটা ঝাঁঝরিতে পানি ভরার সামিলই হবে,' ব্যঙ্গভরে জবাব দিল মার্টি। 'যতই পানি ঢালো, সব বেরিয়ে যাবে। আমার মতে এই চোরগুলোর পকেট ভারি করার জন্য মিছে টাকা নষ্ট করা বোকামি। ওদের আগে নির্মূল করা দরকার। তবে কাজটা চাঁদে বসা একটা মানুষের গোঁফ ছাঁটার মতই সহজ। আমাদের কোন লোকজন নেই—আর এই গরু চোরগুলো নেকড়ের মতই দল বেঁধে চলে।' ভাবাবেগে সে আবার বলল, 'বুড়ো যখন মরেছে, ডায়মণ্ডও তখন তার সাথেই মরেছে।'

উঠে দাঁড়াল নাইজেল। কাউহ্যাণ্ডের একটা কাঁধ চাপড়ে দিয়ে সে হেসে বলল, 'থামো, আমার মনটা ভেঙে চুরমার করে দিও না।' বাড়ির ভেতর ঢুকল সে। শূন্য; অনেকটা কবরখানার মতই। ঘুরেঘুরে সব দেখল নাইজেল, সবকিছুর ওপরই পুরু হয়ে ধুলো জমেছে—কিন্তু ওগুলোর সাথে তার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সামনের শূন্য বাঙ্কহাউস আর গুদামের দিকে তাকাল সে। কোরালেও আগাছা জন্মেছে। মনে পড়ছে, এগুলোই একদিন কর্মব্যস্ততায় মুখর ছিল। বাঙ্কহাউসে এখন রয়েছে মাত্র দু'জন কর্মচারী—হয়তো মার্টির কথাই ঠিক—ডায়মণ্ড এম এখন মৃত—আগামীতে এটাকে কবরই দিতে হবে। আর জিনিকে কিনা সে এখানেই বউ করে আনতে চেয়েছিল!

ওই স্বপ্নটা ভুলে যাওয়াই ভাল। জিনি তার জন্য অপেক্ষা করেনি। আরেকজন মানুষ বেছে নিয়ে তার সাথেই সংসার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশ্য এতে তার নিজেরও অনেকখানি দোষ রয়েছে।

কিন্তু মেয়েটাকে ভুলতে পারছে না সে। মেয়েটা সুখী হয়েছে এই প্রশ্নের জবাব কৌশলে এড়িয়ে গেছে আর্থার বেইটস। শহরে মেয়েটার সাথে যখন দেখা হলো, ওর অস্বস্তি থেকেও কিছুটা আঁচ করা যায়, হয়তো ডি আর র‍্যাঞ্চে গিয়ে সে তেমন সুখী হয়নি।

হঠাৎ মনোস্থির করল নিজের চোখে দেখেই ব্যাপারটা যাচাই করবে সে। মার্টির কথা অনুযায়ী ড্যান রুস্টার যদি সত্যিই ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চ এলাকায় তার গরু চরায় তবে শক্ত হাতে এটা তাকে সামলাতে হবে। তা ছাড়া ওখানে গেলে ঘরের খবরও কিছুটা পাওয়া যাবে। মেয়েটাকে একবার সে চোট দিয়েছে, এটা ঠিক–কিন্তু হয়তো এখনও এর প্রতিকার করা সম্ভব।

সাত

পরদিন সকালে যখন নাইজেল ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চ ছেড়ে মাসট্যাঙ পাহাড়ের দিকে রওনা হলো, তখন সকালের সূর্যের সোনালি আভায় ধুয়ে যাচ্ছে মাসট্যাঙ। কিন্তু উপত্যকা থেকে তখনও কুয়াশা কাটেনি। সকালের বাতাসটায় একটু কামড় আছে—সাথে রয়েছে সেজ আর গ্রীজউডের তীব্র একটা গন্ধ।

নাইজেলের ঘোড়াটা নিশ্চিত-পায়ে এগিয়ে চলেছে। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় গ্রীজউডের হলুদ ফুলগুলো ঝলমল করছে। হলুদ ফুলের ভিড়ে ইউক্কা গাছের সাদা ফুলগুলো প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

কয়েকবারই মাঠে গরু চরতে দেখে এগিয়ে ওগুলোর ব্র্যাণ্ড চেক করেছে নাইজেল। যদিও এটা ডায়মণ্ড এম র‍্যাঞ্চের জমি, তবু এখন পর্যন্ত নিজেদের ব্র্যাণ্ডের একটা গরুও দেখতে পায়নি—যেগুলো চরছে, প্রত্যেকটাই ড্যান রুস্টারের গরু।

যতই পশ্চিমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে জমির চেহারা বদলাচ্ছে। সবুজ উপত্যকার রসাল ঘন ঘাস পাতলা হতে হতে শেষে একেবারে মিলিয়ে গেল। এখন এলাকাটা বেশ বন্ধুর হয়ে উঠেছে। টিলাগুলোর মাথায় পাথর দেখা যাচ্ছে। ঘোড়ার খুরের আঘাতে ধুলো উড়তে শুরু করেছে।

একটা ক্রীকের ধারে পৌঁছল সে। ওটা পাহাড় কেটে সাপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। ঝর্নাটা শুকনো—কয়েকটা জায়গায় সামান্য কিছু পানি জমে আছে। এর ধারেই কোথাও বাসা করেছে রুস্টার—আন্দাজ করল নাইজেল।

ক্রীক ধরে এগিয়ে গেল সে। কিছুক্ষণ পর পাহাড়ের একটা বাঁক নিয়েই ঘোড়া থামাল। সামনে একটা র‍্যাঞ্চহাউস দেখা যাচ্ছে।

দেখেই বোঝা যায় অযত্নে তাড়াহুড়া করে করা–একটা চওড়া রোদে-পোড়ানো ইঁটের তৈরি বাড়ি—সম্ভবত ওটাই র‍্যাঞ্চহাউস। আরেকটা নিচু ঘর–বাঙ্কহাউস। তারে ঘেরা একটা জায়গায় কিছু ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাকড়সার মত পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা উইণ্ডমিল। পুরো এলাকা

জুড়েই অবহেলিত করুণ একটা চেহারা। ড্যান রুস্টারের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর সমর্থ লোক এভাবে বাস করছে—এটা বিশ্বাস করা কঠিন। মনে হচ্ছে এটা যেন কিছুদিনের জন্য একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা—কেবল আপাতত কাজ চালাবার জন্য তৈরি।

আরও কাছে এগিয়ে দেখল বাড়িটার চারপাশে খালি বোতল আর মরিচা-ধরা টিন-ক্যান ছড়িয়ে পড়ে আছে। বিতৃষ্ণা বাড়ছে ওর। জিনি এমন একটা পরিবেশ সহ্য করার মত মেয়ে মোটেও নয়।

ধুলো ভরা উঠানে ঢুকে এক সারি কঠিন চেহারার আরোহী দেখতে পেল সে। বাঙ্কহাউসের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে ওরা। যেন কিছুই করার নেই—অলস ভাবে সময় কাটাচ্ছে। আড়চোখে চেয়ে গুনে দেখল, মোট সাত জন—ছায়ায় বসে তামাক চিবাচ্ছে। শকুনের মত ধৈর্য, আর চোখগুলো শকুনের মতই তীক্ষ্ণ আর সতর্ক। অবাক হলো নাইজেল। এই মরুভূমির মত র‍্যাঞ্চে রুস্টারের সাত জন লোক লাগছে কেন? যদি লাগেই, তবে ওরা কাজ না করে অলস ভাবে সময় কাটাচ্ছে কেন? হিসেব মিলছে না—এখানে কিছু একটা ঘাপলা রয়েছে—ওর মন তাই বলছে।

র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে নেমে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে দরজায় নক্ করল সে। বুঝতে পারছে লোকগুলো নীরবে তার প্রত্যেকটা কার্যকলাপ লক্ষ করছে।

জিনিকে দরজা খুলতে দেখে ওর হার্ট বীট বেড়ে গেল। জিনির চোখে বিস্ময়।

'ঈশ্বর, জিনি!' বলে উঠল নাইজেল। 'তোমাদের কি ভূতে পেয়েছিল যে এমন একটা জায়গায় র‍্যাঞ্চ করেছ?'

'ছোট ভাবে শুরু করায় কী দোষ?' পাল্টা চ্যালেঞ্জ করল জিনি।

'শোনো,' বলল সে। 'এই আস্তাকুঁড়ে তোমাকে মানায় না। বেরিয়ে পড়ো।'

'তুমি কি ভুলে গেছ আমি বিবাহিত?'

'না, কিন্তু হয়তো ভুল মানুষকে বিয়ে করেছ তুমি। আমার মতে রুস্টার তোমার সঠিক মর্যাদা দিচ্ছে না।'

'আমার বউ-এর সাথে আমি কেমন ব্যবহার করি সেটা তুমি বলার কে?' জিনির পিছনে অন্ধকার কামরা থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল ড্যান রুস্টার। জিনি তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গেল। রুস্টার ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

লোকটা একটুও বদলায়নি, ভাবল নাইজেল—বরং আগের থেকেও যেন একটু কঠিন হয়েছে।

'ডি আর র‍্যাঞ্চে আমরা লোকজনের আসা পছন্দ করি না,' মুখ বাঁকিয়ে নাইজেলকে শুনিয়ে দিল ড্যান। 'আর তারা যদি মাতাল আর দাগী আসামী হয় তা হলে তো প্রশ্নই ওঠে না!' দরজার কোনা ধরে ওটা বন্ধ করার চেষ্টা করল সে। দ্রুত দরজার ফাঁকে বুটসুদ্ধ একটা পা রেখে ওকে বাধা দিল নাইজেল।

'তুমি হয়তো জানো না ইউমাতে মদ খাওয়া নিষিদ্ধ,' পাল্টা জবাব দিল সে। 'তা ছাড়া আমি এখানে কাজে এসেছি–আমাদের কিছু কথা বলা দরকার।'

'আমাদের আলাপ করার মত কিছু আছে বলে আমি মনে করি না।'

'আমি মনে করি আছে!' ধমকে উঠল নাইজেল। 'তুমি আমাদের রেঞ্জে গরু চরাচ্ছ কেন?'

'ডায়মণ্ড এখন ফতুর হয়ে গেছে—শেষ!'

'তাই নাকি?' ঝালের সাথে বলল নাইজেল। 'তাতেই কি আমাদের ঘাস ব্যবহার করার অধিকার তোমার জন্মেছে?'

'আইন মেনে চলি আমি,' সংক্ষেপে জবাব দিল ড্যান। 'আইন অনুযায়ী ওটা খোলা রেঞ্জ। বিশ্বাস না হলে ল্যাণ্ড অফিসের ক্লার্কের সাথে গিয়ে তর্ক করো।' আবার দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করল সে।

হঠাৎ নাইজেলের মনে হলো লোকটা ভয়েই এমন করছে। হয়তো সে ভাবছে মারধর করার মতলব নিয়ে এসেছে ও। ড্যানেরই একজন কর্মচারী স্যাম হওকিনসকে বেদম পিটিয়েছিল সে।

'তুমি অনেক বড় বড় কথা বলছ রুস্টার,' বলল সে। 'এটা মনে রেখো ডায়মণ্ড এম এখনও শেষ হয়নি—এবং প্রয়োজন হলে পাল্টা লাথি চালাবে।' হাত বাড়িয়ে খপ করে ড্যানের কাঁধ দুটো ধরল নাইজেল। আঙুলগুলো ফ্ল্যানেল শার্টের উপর দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে ওকে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার বৃথা চেষ্টা করল ড্যান। কিন্তু সে আকারেও ছোট, আর ইউমায় কঠিন পরিশ্রমের ফলে এখন নাইজেলের প্রত্যেকটা পেশী শক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে। চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না ড্যান। নাইজেল ওকে অবাধ্য কিশোরের মতই সহজে ধরে রাখল। তারপর ওকে ঝাঁকাতে শুরু করল। ঝাঁকির প্রচণ্ড বেগে ওর মাথাটা কাপড়ের পুতুলের মতই সামনে-পিছনে দুলছে—শেষে অবসন্ন ভাবে নেতিয়ে পড়ল সে।

আড়ষ্ট হয়ে বিস্ফারিত চোখে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে জিনি।

'ভাল করে শুনে রাখো,' ড্যানকে বলল ম্যাটসন। 'আমার রেঞ্জ থেকে তোমার গরুগুলো সরিয়ে নাও—দ্বিতীয়বার যদি আমার সাথে লাগতে আসো তবে ঘোড়া চালানোর বেত নিয়ে আবার আসব আমি—এবং তোমার পিঠের চামড়া তুলে দিয়ে যাব।' একটা কাঁধ ছেড়ে ড্যানের পিস্তলের খাপ থেকে ওর .৪৫ কোল্টটা তুলে নিয়ে বাইরের উঠানে ফেলল সে। তারপর বেল্ট ধরে শূন্যে তুলে ওকে অন্ধকার ঘরটার দিকে ছুঁড়ে মারল। সশব্দে মেঝের সাথে ওর মাথা ঠুকে গেল। গোড়ালির ওপর ঘুরে নিজের ঘোড়াটার কাছে ফিরে এল। একবার চোখ তুলে সাত জন কঠিন লোককে আবার দেখল নাইজেল। কেউ নড়ছে না। কিন্তু সে বুঝতে পারছে লোকগুলোর তীক্ষ্ণ চোখে ঘটনার কিছুই মিস যায়নি।

পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ডায়মণ্ডে ফেরার পথে ডি আর র‍্যাঞ্চের ঘটনা নিয়েই ভাবছে নাইজেল। ওখানে গিয়ে কোন লাভই হয়নি। মনে হচ্ছে জিনি সুখী হয়নি, কিন্তু সেটা স্বীকার করতে সে রাজি নয়। আজ রুস্টারকে ওভাবে অপদস্থ করায় হয়তো মেয়েটার কষ্ট আরও বাড়বে। কিন্তু তার আর কী করার ছিল? ড্যান রুস্টারকে ওর স্থান কোথায় সেটা ভাল করে বুঝিয়ে না দিলে উত্তরের সুইভিং ভি আর দক্ষিণের লেইজি টিও ডায়মণ্ড রেঞ্জে ওদের গরু চরাতে শুরু করবে।

ডায়মণ্ড এমেই রয়েছে উপত্যকার সব থেকে ভাল ঘাস। অন্যান্য র‍্যাঞ্চাররা

ডায়মণ্ডের হৃষ্টপুষ্ট গরুগুলোকে ঈর্ষার চোখে দেখে। তার বাবা বন্দুকের জোরে ডায়মণ্ড এম প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেও প্রয়োজন হলে গায়ের জোরেই এটাকে রক্ষা করবে। কিন্তু তার আগে গ্রীশাম কাউন্টি ব্যাঙ্ক ডাকাতির দায়ে তাকে যারা ফাঁসিয়েছিল তাদের খুঁজে বের করে নিজের নামের ওপর কলঙ্ক তাকে ঘুচাতে হবে। তারপর ডায়মণ্ড রেঞ্জটা পরিষ্কার করে গরু চোরদের শেষ করবে।

পরের কয়েকটা দিন মার্টি আর মারিও পেড্রোকে নিয়ে ব্যস্ত থাকল নাইজেল। পেড্রোও ডায়মণ্ড এম-এর একজন কাউহ্যাণ্ড। অনেকদিন আছে। ওরা র‍্যাঞ্চের গরুগুলোকে তাড়িয়ে জড়ো করে পুবে টার্কি ক্রীকের দিকে নিয়ে এল। পশ্চিমের পাহাড়গুলো গরু এবং গরু চোরদের লুকাবার প্রচুর জায়গা রয়েছে। চুরির কাজটা ওদের জন্য যতটা সম্ভব কঠিন করে তুলতে চাইছে নাইজেল।

গরুগুলোর দিকে চেয়ে ক্ষোভের সাথে মার্টি বলল, 'এমন এক সময় ছিল যখন ডায়মণ্ড এম-এর গরুর সংখ্যা ছয় হাজার ছাড়িয়ে গেছিল। আর এখন তিনশোও আছে কিনা সন্দেহ। বুড়ো সম্ভবত কবরে শুয়ে ছটফট করছে।'

'এমনও দিন আসবে যখন সে উল্লাসে উঠে বসবে,' জবাব দিল নাইজেল।

পরদিন শহরের পথে রওনা হলো সে। এতদিনে নিশ্চয় ক্যানসাস সিটি ব্যাঙ্ক থেকে খবরটা টিম ক্রস পেয়ে গেছে।

কিন্তু জিনির ওই রকম পরিবেশে বন্দী হয়ে আছে—এই ভাবনাটা সে কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না। হয়তো বক্স এইচের মালিক ডেভিড হিগিনকে ব্যাপারটা জানালে বুড়ো মোষটা এর একটা প্রতিকার করতে পারবে—ভাবছে সে।

ডায়মণ্ডের পুব সীমানার পরেই বক্স এইচ র‍্যাঞ্চ। হিগিন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল না। তিন-চারজন কর্মচারী যতগুলো গরু সামলাতে পারে তার বেশি সে কখনও রাখেনি। স্ক্যাণ্ডিনেভিআ থেকে অনেকদিন আগে এসেছিল ওই দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ। একটা বুনো মাসট্যাঙকে পোষ মানাতে গিয়ে অবাধ্য ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে ওরই পায়ের তলায় হিগিনের ডান পা থেঁতলে যায়—ডাক্তার মারফি আর কোন উপায় না দেখে হাঁটুর কাছ থেকে পা'টা কেটে ফেলতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে ওর কথা আর চলা, দুটোই ধীর হয়েছে। এখনও সে ঘোড়ায় চড়তে পারে বটে, কিন্তু ওর জন্যে কাজটা কঠিন। এই জন্যেই ড্যান রূস্টারকে ফোরম্যান হিসেবে নিযুক্ত করেছিল সে।

রূস্টার ছিল যোগ্য কাউহ্যাণ্ড। বুনো ঘোড়াকে যেভাবে বশ করে, সেভাবেই মেজাজ বুঝে চলে হিগিনকে বশ করে ফেলল রূস্টার। তারপর ধীরেধীরে নিজেই হাল ধরে বসল। ক্রাচে ভর দিয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দে র‍্যাঞ্চহাউসে হেঁটে বেড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ রইল না। পরে হিগিন ড্যানকে কর্মচারীর বদলে ছেলের মত দেখতে শুরু করল। তাই জিনি যখন তারই স্নেহের মানুষটাকে বিয়ে করল, আপত্তি করেনি হিগিন। কিন্তু বক্স এইচে না থেকে পাহাড়ের ভেতর কেন সরে গেল? ব্যাপারটা নাইজেলের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছে। রূস্টার পশ্চিম থেকে যা করছে, পুব থেকেও তেমনি ডায়মণ্ডের জমিতে সে গরু চরাতে পারত।

নাইজেল যখন বক্স এইচ র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছল তখন হিগিন বারান্দায় বসে চুরুট ফুঁকছে। একটা নিচু টুলের ওপর রাখা আছে তার ক্রাচ। ভারি গড়নের বুড়ো

ওক কাঠের মতই শক্ত।

'হাওডি, মিস্টার হিগিন!' বারান্দার পাশে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে অভিবাদন জানাল নাইজেল। সতর্ক চোখে বুড়োকে লক্ষ করছে সে! লোকটা তাকে কীভাবে গ্রহণ করবে সেটা অনিশ্চিত। জানে বক্স এইচ মালিকের মতে সে একটা বুনো ঘোড়া যাকে চাবকে সিধে করা উচিত।

'রুস্টারের ওখানে গেছিলাম,' সাবধানে শুরু করল নাইজেল। একটা সিগারেট তৈরি করছে সে। 'জিনিকে দেখে মনে হলো সে খুব একটা সুখে নেই।'

'আমার মেয়ে ফিরে এসেছে!' ঘোষণা করল হিগিন।

'এখানে ফিরে এসেছে?' নাইজেলের আঙুলের ফাঁক দিয়ে তামাক আর সিগারেট তৈরির কাগজটা পড়ে গেল। 'সে কি রুস্টারকে ছেড়ে দিয়েছে?' উদ্‌গ্রীব স্বরে প্রশ্ন করল তরুণ ম্যাটসন।

'ওদের মধ্যে কিছু পারিবারিক ঝগড়া হয়েছে।' একটু হতাশার ভাব যেন ফুটে উঠল ডেভিড হিগিনের স্বরে। 'বুঝলাম না। ড্যান অত্যন্ত ভাল লোক; ওর চেয়ে ভাল, আর কাজের লোক আমি দুটো দেখিনি।'

'হয়তো ওকে নিজের বউকে সম্মান করতে শেখানো তোমার উচিত।'

দরজার কাছ থেকে জিনির গলার সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল নাইজেল। কড়া মাড় দেয়া সুন্দর একটা সুতির জামা পরেছে—পরিপাটি করে আঁচড়ানো সোনালি চুলে খোঁপা বেঁধেছে—চমৎকার দেখাচ্ছে। তারপর সে লক্ষ করল ওর কাটা আর থেঁতলানো ঠোঁট।

'কী হয়েছে?' বিস্ময়ে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল নাইজেল।

'ড্যান আমাকে মেরেছে,' একটু তীক্ষ্ণ স্বরেই জবাব দিল সে, 'তুমি চলে আসার পরেই। ওকে এত রাগতে আমি কখনও দেখিনি। গতকাল সে শহরে গেল—আর আমি বাড়ি ফিরে এলাম।'

'তুমি বিবাহিত,' রুক্ষ স্বরে বলল ওর বাবা। 'স্বামীর পাশেই তোমার জায়গা।'

'আমার সাথে কুকুরের মত ব্যবহার করলে আমি সেটা মোটেও সহ্য করব না!' তীব্র প্রতিবাদ জানাল জিনি।

'ড্যান ভাল লোক—এর ব্যাখ্যা সে দেবে,' জোর দিয়ে বলল হিগিন। 'যাও, এখন ভিতরে যাও।'

হাত ছড়িয়ে অসহায় ভাবে নাইজেলের দিকে তাকাল জিনি। তারপর ভিতরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর হিগিনের দিকে ফিরল ম্যাটসন। 'শোনো,' বলল সে। 'জিনি তোমার মেয়ে, কিন্তু ড্যান ওকে যেভাবে রেখেছে তা শুয়োরেরও যোগ্য না।

'দয়া করে আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে তুমি বাগড়া বাধাতে এসো না,' কঠিন স্বরে জানাল বক্স এইচ বস্। 'জিনি এখন বিবাহিতা, ওকে বিয়ের শর্ত মানতে হবে।'

হিগিনের দিকে তাকিয়ে রইল নাইজেল। বলার আর কিছুই নেই। জানে ওই

বুড়োর সাথে তর্ক করে কোন লাভ নেই। ড্যান রুস্টার ওর মন জয় করে নিয়েছে। নিরাশ ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচিয়ে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল সে।

আট

দুপুর বারোটার দিকে সিরেনোতে পৌছল নাইজেল। ধুলো উড়িয়ে মেইন স্ট্রীট ধরে এগোবার সময়ে একটা ডাক শুনে ঘোড়া থামাল সে। ফিরে দেখল সিরেনো সেন্টিনাল ছাপাখানার দরজায় দাঁড়িয়ে ফ্রেড রাশবি ওকে হাতের ইশারায় কাছে যেতে বলছে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে এসে নামল সে।

'তুমি কি এখনও জন রায়ানের ব্যাপারে আগ্রহী?' প্রশ্ন করল ফ্রেড।

'নিশ্চয়!' জবাব দিল নাইজেল।

'তা হলে ভিতরে এসো।'

ফ্রেডের পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল তরুণ ম্যাটসন।

'জেনি কোথায়?' প্রশ্ন করে প্রেসের কাছে ওকে খুঁজল।

'ও ক্রীকের ধারে পিকনিকে গেছে,' জবাব দিল এডিটর। 'তরুণ বাড ওকে নিয়ে গেছে।' একটু হাসল সে। 'মেয়েটা বিয়ে করে বসলে আমি সত্যিই বিপদে পড়ে যাব।'

কোন কারণ নেই—ওই মেয়ের সাথে নাইজেলের কোন সম্পর্ক নেই—তবু ওর মনটা কেন যেন একটু মোচড় দিয়ে উঠল। হয়তো উইলো গাছের ছায়ায় বসে হয়তো বাড জেনিকে চুমোও খাচ্ছে—এটা ওর সহ্য হচ্ছে না।

দা লর্ডসবার্গ লীডারের একটা কপি তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে ভিতরের পাতায় দাগ দেয়া একটা খবরের দিকে নাইজেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে কাগজটা বাড়িয়ে দিল। 'পড়ে দেখো।'

খবরটা সংক্ষিপ্ত।

স্টেজকোচ ডাকাতি

বুধবার রাতে লাস ক্রুসেস-টুসন স্টেজকোচকে শহরের পশ্চিমে বাইয়ার্স কাট-এর কাছে আটক করা হয়। ডাকাতরা স্ট্রঙ বক্সের সাথে যাত্রী পাঁচজনের কাছে যা ছিল তা'ও অপহরণ করে। জন রায়ান নামক একজন গরু ব্যবসায়ী ওদের বাধা দিতে পিস্তল বের করেছিল, কিন্তু ডাকাতের দল ওকে মেরে ফেলেছে। শেরিফ পাওয়ারস ওদের ধরার জন্য পসি নিয়ে ওদের পিছনে ধাওয়া করেছিল, কিন্তু ওরা ছড়িয়ে পড়ায় ওদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। মনে করা হচ্ছে এই দলটাই ডেমিঙের আশপাশে ডাকাতি করছে।

নীরবেই হতাশ ভাবে কাগজটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল নাইজেল। ওর চেহারা আড়ষ্ট দেখাচ্ছে। এতে গ্রীশাম কাউন্টি ব্যাঙ্কের ডাকাতির অপবাদ ঘুচানোর আর কোন উপায় রইল না।

'মরা মানুষ কথা বলে না,' মন্তব্য করল রাশবি। 'বলতে হবে তোমার কপালই খারাপ।'

'হ্যাঁ!' স্বীকার করল নাইজেল। এখনও ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে।

'তবে তার পার্টনার এখনও এই শহরেই কোথাও আছে।'

তাকে অ্যাম্বুশ করে মারার চেষ্টার কথা মনে পড়ল ওর। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' বলল নাইজেল।

'আমি জেনেশুনেই বলছি,' জোর দিয়ে বলল এডিটর। 'কেউ গুজব ছড়াচ্ছে।'

'গুজব?' ভুরু কুঁচকে তাকাল তরুণ র‍্যাঞ্চার।

'হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে তুমি নাকি ইউমাতে একটা গরু চোরের দলের সাথে যোগসাজস করে এই এলাকার গরু চুরি করাচ্ছ। বেয়াল্লিশ হাজার ডলার তোমারই হেফাজতে আছে। স্যাম হওকিন্স যা বলেছিল সেটা সত্যের খুব কাছাকাছি বলেই তুমি ওকে পিটিয়েছ।' শুকনো একটা হাসি দিল ফ্রেড। 'কেউ একজন আগুনে ঘি ঢালছে।'

'আশ্চর্য!' বলে উঠল নাইজেল।

নিজের টেবিলে বসল রাশবি। 'এসো, বসো। আমার একটা থিওরি আছে।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল নাইজেল।

'এমনও হতে পারে,' বলে চলল এডিটর, 'তুমি যা ভাবছ তার থেকে অনেক বড় ব্যাপার এটা। হয়তো এর সাথে সমাজের মাথা স্থানীয় কেউ জড়িত আছে।'

'যেমন?' প্রশ্ন করল নাইজেল।

কাঁধ উঁচাল ফ্রেড। 'কে বলতে পারে? জ্যাক রেনল্ড, ডিসট্রিক্ট এটর্নি, টিম ক্রস, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার—কিংবা ডাক্তার মারফিও হতে পারে।'

'তুমি কি গাঁজা খেয়েছ?'

একটা হাত তুলে ওকে থামাল ফ্রেড। 'পুরোটা শুনে নাও! ওই দলটা অনেকদিন যাবৎ পোকার খেলছে—অনেক টাকার লেনদেন হয়েছে। খেলাটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর থেকে এখন আর সেলুনে নয়, ডাক্তার মারফির বাসাতেই সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ওদের কারও টাকার টান পড়লে ব্যাঙ্কের ভোল্ট থেকে টাকাটা নিয়ে তোমার ওপর দোষ চাপানোর চেয়ে সহজ উপায় আর কী আছে?'

'এটা একটু বেশি হয়ে গেল না?' আপত্তি জানাল নাইজেল। উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে। তারপর দ্রুত ঘুরে প্রশ্ন করল, 'ওই লোকটা কে?'

চোখ কুঁচকে ধুলোময় জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল ফ্রেড। রাস্তার ওপাশে স্টোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাতলা গড়নের একটা লম্বা লোক। ওর পরনে ছাই রঙের শার্ট, নোংরা নীল একটা জীন্সের প্যান্ট, গলায় একটা লাল রুমাল পেঁচানো—বাম গালে ব্যাঙের আকারের একটা জন্ম-দাগ।

'হবে কোন বেকার লোক—আমি চিনি না,' বলল রাশবি।

'ওকে আগেও কোথায় যেন দেখেছি,' ভুরু কুঁচকে ভাবতে ভাবতে বলল নাইজেল। 'কিন্তু মনে করতে পারছি না কোথায়।'

লোকটা ওখান থেকে সরে অন্যদিকে চলে গেল।

'আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক,' বলে চলল এডিটর। 'তুমি ফিরে আসায় কেউ একজন খুব অস্বস্তি বোধ করছে। সে-ই এসব গুজব ছড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে কারও কাবার্ডে মরা মানুষের হাড় লুকানো রয়েছে। যাদের নাম বললাম, তাদেরই একজন সেদিন ল্যাঙ মেরে ফেলে দিয়ে চাবিটা তোমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।'

রাশবি লোকটা বেশি কল্পনাপ্রবণ, ভাবল নাইজেল—নইলে এমন একটা উদ্ভট কল্পনা ওর মাথায় আসল কীভাবে? 'আমার ধারণা এটা জন রায়ানেরই কাজ,' মন্তব্য করল নাইজেল। 'কিন্তু এখন সেটা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে উঠল।'

'তোমার বিশ্বাস আমি বদলাতে পারব না,' হেসে বলল এডিটর। 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে পুরো ঘটনাটা যখন জানাজানি হবে তখন শহরের লোকজনের তাক লেগে যাবে।

ব্যাঙ্কের দিকে এগোবার সময়ে রাশবির কথাগুলো নিয়ে ভাবছে নাইজেল। কিন্তু এমন অবাস্তব কথার গুরুত্ব দেয়ার কোন মানে হয় না। সেদিন ওখানে জন রায়ান ছাড়া আর যারা পোকার খেলছিল তারা প্রত্যেকেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে। কিন্তু সে কি ভুল লোককে সন্দেহ করছে? জন রায়ানের ব্যাপারে ক্যানসাস ব্যাঙ্কে খোঁজ নিতে বলায় লোকটা বেজায় অখুশি হয়েছিল। কিন্তু টিম ক্রসের সৎ নাগরিক বলে সুনাম আছে।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার অতিথিকে নিজের অফিসে নিয়ে বসাল।

'ক্যানসাস সিটি থেকে কোন জবাব এসেছে?' প্রশ্ন করল নাইজেল।

'না, এখনও কোন খবর আসেনি।' মোটামোটা আঙুলে পেটে হাত বুলাচ্ছে ক্রস। 'তবে তোমাকে তো আগেই বলেছি এসব ব্যাপারে বেশ সময় লাগে।' অমায়িক হাসিতে টিমের গালে টোল পড়ল। 'কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিঙ প্রস্তাব আছে, আজ সকালেই ওটা পেলাম।'

'বলো, শুনি!'

'ক্যাশ দশ হাজার ডলারের বিনিময়ে তুমি ডায়মণ্ড বিক্রি করবে?'

অবাক হয়েছে নাইজেল। কিন্তু মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ না করে ব্যাঙ্কারকে খুঁটিয়ে দেখছে। তবে কি ফ্রেড রাশবির কথাই ঠিক? টিম ক্রসই কি চালাকি করে ওকে সরিয়ে র‍্যাঞ্চটা দখল করতে চায়?

'কে কিনতে চায়?' প্রশ্ন করল নাইজেল।

'লোকটা—মানে, যে কিনতে চায় সে তার নাম এই মুহূর্তে প্রকাশ করতে চায় না।' হাসল ক্রস। 'কিন্তু এটা ঠিক যে সে যোগ্য লোক, এবং এই ব্যাঙ্কেই তার বেশ কিছু টাকা জমা আছে।'

'র‍্যাঞ্চার?'

'অবশ্যই।'

'বাবা এটা এক লক্ষ ডলারেও বেচত না।'

'সন্দেহ নেই,' স্বীকার করল ব্যাঙ্কার। 'কিন্তু তার সময়ে ওখানে ছয় হাজারেরও বেশি গরু চরত। কিন্তু এখন ছয়শোও হবে কি-না সন্দেহ।'

'এখন ওখানে র‍্যাঞ্চহাউস আর দালান কোঠা ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'অবশ্য বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে তোমার রেঞ্জ।'

'ওটা আমি পঞ্চাশ হাজারেও বিক্রি করব না!' জোর দিয়ে বলল নাইজেল।

'একটু ভেবে দেখো,' উপদেশ দিল ব্যাঙ্কার। 'এখানে যা ঘটেছে, এরপরে হয়তো তোমার অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করাই ভাল হবে।'

'আমার জন্ম এই স্যান সিমেয়ন ভ্যালিতে,' জবাব দিল নাইজেল। 'এবং এখানেই আমি মরব।'

অশান্ত মনে নিজের ঘোড়াটার কাছে ফিরে এল নাইজেল। ক্রস কি নিজেই ক্রেতা? ভাবছে সে। তার জিজ্ঞাসাবাদে কি লোকটা ঘাবড়ে গেছে? ওর কথা অনুযায়ী একজন র‍্যাঞ্চারই প্রস্তাবটা দিয়েছে। উপত্যকার উত্তরে মাত্র তিন জন র‍্যাঞ্চারই আছে যারা ডায়মণ্ড এম-এর মত একটা বড় র‍্যাঞ্চ সামলাতে পারে। 'সুইভিঙ জে'র বুড়ো জেকব, 'ফ্লাইঙ ভি'র জেমস ভিকেরো আর 'লেজি টি'র জেমস টাইলার। ওদের কেউ যদি আজকে শহরে এসে থাকে তবে সেলুনে গেলেই তার দেখা পাওয়া যাবে।

ঘোড়ার পিঠে উঠে গ্রে মিউলের সামনে এসে ভিতরে ঢুকল নাইজেল।

দুপুর মাত্র গড়িয়েছে—ভিতরে মাত্র দুজন বুড়োকে দেখা যাচ্ছে—ওরা ডমিনো খেলায় ব্যস্ত। বারের পিছনে, স্যামকে যেদিন পিটিয়েছিল, সেই লোকটাই রয়েছে।

'কী চাই বলো, চ্যাম্প।' এগিয়ে এল সে।

'একটা খবর দরকার,' বলল নাইজেল। 'আজ সকালে কোনও র‍্যাঞ্চার এখানে এসেছিল?' একটা রূপার ডলার কাউন্টারের ওপর রাখল সে।

'ব্যবসায় এখন মন্দা চলছে,' ডলারটা তুলে নিয়ে জানাল সে। 'বুড়ো জেকবের তিন জন কাউহ্যাণ্ড আজ সকালে এসেছিল।'

'না, আমি র‍্যাঞ্চারদের কথা জানতে চাই।'

'না,' একটা মাছি মারার জন্য ভিজে ন্যাকড়াটা দিয়ে বারের ওপর বাড়ি মারল সে। 'তবে এক ড্রিঙ্কের রূস্টারকে যদি তুমি কাউম্যান হিসেবে গণ্য করো—সে এসেছিল।'

'তা হলে রূস্টার এসেছিল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকেনি—একটা ড্রিঙ্ক কোনমতে গিলেই বেরিয়ে গেছে। ওকে খুব ব্যস্ত মনে হলো।'

ধুলো-পড়া ব্যাটউইঙ দরজার কব্জা ককিয়ে উঠল। বারের পিছনের আয়নায় নাইজেল দেখল সিরেনো সেন্টিলাসের সামনে দেখা লোকটাই ভিতরে ঢুকেছে।

নাইজেলের পাশে এক হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'বিয়ার।' বারটেণ্ডারকে অর্ডার দিয়ে একটা পিতলের মুদ্রা কাউন্টারের ওপর রাখল। তারপর নাইজেলের দিকে চোখ পড়তেই দ্রুত ওর পাশ থেকে সরে গেল।

'ধন্যবাদ,' বলে হাত তুলে বারটেণ্ডারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল নাইজেল। অ্যাপলজ্যাকে আরও এক ডলার খরচ করল সে—কিন্তু সেখানেও বড় র‍্যাঞ্চারদের কেউ আসেনি।

তা হলে রুস্টারই সম্ভবত প্রস্তাবটা দিয়েছে—শহর ছেড়ে বাড়ি ফেরার পথে ভাবছে নাইজেল। ওই লোকের ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চ কেনার ইচ্ছা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দশ হাজার ডলার ক্যাশ সে কোথায় পেল?

ভুরু কুঁচকে সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে চলেছে নাইজেল। ধীরে ধীরে ব্যাপারটা ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে এল। কঠিন চেহারার লোকগুলো কেন দিনের বেলা অলস ভাবে বসে সময় কাটাচ্ছিল; রুস্টার কেন নিষ্ফলা মাসট্যাঙে বসবাস করছে; কেন সে তার র‍্যাঞ্চে অতিথির আগমন অপছন্দ করে। ওই লোকগুলো দিনে অলস ভাবে কাটায়, রাত্রে কাজ করে। ডায়মণ্ডের সীমানায় বাস করার প্রধান উদ্দেশ্য গরু লুট করে র‍্যাঞ্চটাকে শেষ করে ফেলা। তারপর কম দামে র‍্যাঞ্চটা কিনে নেয়া। পাহাড়ের ভিতর সুন্দর করে কিছুই তৈরি করেনি, কারণ ওখান থেকে পরে ডায়মণ্ড এম র‍্যাঞ্চহাউস সে দখল করবে, তাই যত্ন নিচ্ছে না। অস্থায়ী একটা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে কাজ চালাবার জন্য।

লোকটার দূরদৃষ্টি আছে বলতে হবে। সবসময়েই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল ড্যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটাই তাকে বিপথে টেনে নিয়ে গেছে। ডায়মণ্ডকে রক্তশূন্য করে মেরে ফেলে ওই গরু চুরির টাকা দিয়েই সে লাশটা কিনে নিতে চাচ্ছে।

সন্দেহ করা এক জিনিস, কিন্তু সেটা প্রমাণ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। তবে প্রমাণ সে সংগ্রহ করবেই।

র‍্যাঞ্চে ফিরে মার্টিকে নিজের চিন্তাধারার একটা খসড়া দিল সে।

'আজই বিকেলে ওকে দেখলাম,' বলল মার্টি। 'তোমার বাবার টেলিস্কোপ দিয়ে আমি নজর রেখেছিলাম। বউকে নিয়ে সে পশ্চিমে যাচ্ছিল—ওর সাথে দু'জন কাউহ্যাণ্ডও ছিল।'

তা হলে রুস্টার তার স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে গেছে। ওই শুয়োরের খোঁয়াড়টাকে ঠিক বাড়ি বলা চলে না। জিনির বাস করার যোগ্য স্থান ওটা মোটেও নয়। কিন্তু নাইজেলের করার কিছুই নেই। এখানে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়াতে চায় না সে, এতে ওর দুর্দশাই বাড়বে। লাভ কিছু হবে না। বরং সে দূরে সরে থাকলেই ওর মঙ্গল হবে।

'মারিওকে বলো কিছু খাবার একটা থলেতে ভরে যেন তৈরি রাখে,' নির্দেশ দিল সে। 'দুটো পানির বোতলে পানিও ভরে দেবে। সূর্য ডুবলেই আমি পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হব। এখন থেকে রুস্টার এবং তার লোকজনের ওপর আমাদের দিনরাত নজর রাখতে হবে।'

নয়

দ্বিতীয়বার আবার নাইজেল পশ্চিমের পাহাড়গুলোর দিকে রওনা হলো। পশ্চিমের আকাশটায় এখনও আলো রয়েছে—কিন্তু বাকি তিন পাশে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। রাতের আকাশে একেএকে তারা ফুটতে শুরু করেছে। ক্রীকের বাঁক

ঘুরে সে যখন ডি আর র‍্যাঞ্চের কাছে পৌঁছল তখন অন্ধকার হয়েছে। ক্রীকের খাড়া ধার বেয়ে এগোল তরুণ ম্যাটসন। সামনে একটা ধার ভাঙা দেখে ওইদিক দিয়েই নীচে নামল। র‍্যাঞ্চের দুটো ছোট জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ওগুলো ভূতের চোখের মতই দেখাচ্ছে।

প্রথমে ভেবেছিল পাহাড়ের মাথায় উঠে ওখান থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে র‍্যাঞ্চের ওপর নজর রাখবে। কিন্তু ওখানে পৌঁছে প্ল্যানটা ওকে বাতিল করতে হলো। পাহাড়গুলো এত এবড়োখেবড়ো আর খাড়া যে রাতের বেলায় ঘোড়া নিয়ে উপরে উঠতে গেলে নির্ঘাত পড়ে মরতে হবে, নইলে ঘোড়াটার পা ভাঙবে। শুকনো ক্রীকটা এঁকেবেঁকে ডি আর র‍্যাঞ্চের মাত্র ত্রিশ গজ দূর দিয়ে এগিয়ে গেছে।

ক্রীকের খাড়া পাড় ধরে এগোল সে। এক জায়গায় পাড়টা ধসে পড়েছে দেখে ওখানেই ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটাকে আরও কিছুদূর হাঁটিয়ে নিয়ে থামল। বেরিয়ে থাকা একটা গাছের শিকড়ের সাথে ঘোড়া বেঁধে রেখে ক্রীক ধরে সামনে এগোল। দুই ধারের উঁচু পাড় ওকে আড়াল করে রেখেছে।

হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকাল সে। পাড়টা ওর মাথা থেকে দু'ফুটের কিছু বেশি উঁচু। একটা মেসকিট গাছ পাড়ের কিনার ঘেঁষেই জন্মেছে। লাফিয়ে গাছের গুঁড়িটা শক্ত হাতে ধরে নিজেকে টেনে একটু উপরে তুলে উঁকি দিল নাইজেল। লোকজনের ব্যস্ত চলাফেরা নজরে পড়ল। ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে। মনে হলো ওরা কোথাও যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। আবার নীচে নেমে পকেট থেকে ছুরি বের করে আড়াই ফুট উঁচুতে পা রাখার জন্য দুটো গর্ত খুঁড়ল। এবার মেসকিট গাছটার সাহায্যে একটু উপরে উঠে গর্তে পা ঢুকিয়ে দাঁড়াল সে।

মেসকিট ঝোপের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল দশ জন রাইডারের ঘোড়া জিন এঁটে তৈরি করা রয়েছে উঠানে। মনে হচ্ছে ওরা কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে—কিন্তু কোথায়?

র‍্যাঞ্চহাউসের দরজা খুলে গেল। উঠানে লণ্ঠনের চওড়া একটা আলো পড়ল। পিছন থেকে আলো আসছে বলে লোকটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আকৃতি দেখেই ওকে চিনল নাইজেল; ড্যান রূস্টার!

দরজা বন্ধ হলো। আরোহীরা সবাই রওনা হয়ে গেল। ড্যান ওদের লীড করছে।

দক্ষিণে এগোল ওরা। ওদিকে কেবল একটা র‍্যাঞ্চই আছে। ওরা আজ জেমস টাইলারের গরু চুরি করার মতলবেই গেছে। লাফিয়ে নেমে দ্রুতপায়ে নিজের ঘোড়াটার কাছে ফিরে এল। সেও দক্ষিণ দিকেই ঘোড়া ছুটাল।

কিছুক্ষণ রাতের অন্ধকারে অন্ধের মতই ঘোড়া চালাল সে। পাহাড় ঘুরে এঁকেবেঁকে এগোতে হচ্ছে ওকে। এই এলাকাটা তার পরিচিত নয় তাই দেখেশুনে চলতে হচ্ছে। সামনের রাইডারদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় কিনা সেদিকে সতর্ক খেয়াল রেখেছে নাইজেল।

যতই সময় যাচ্ছে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে এই পাহাড়ী বিজন এলাকায়

রাস্টারের দলটাকে খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় একটা সুঁই খুঁজে বের করার মতই কঠিন। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা বেরিয়ে এল। রূপালি আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নীচের উপত্যকায় ওকাটিয়ো আর ইউক্কা গাছের ছায়া পড়েছে। যাদের অনুসরণ করে সে এসেছে তারা ওইখানেই কোথাও আছে।

ঘোড়া থামাল সে। নিস্তব্ধ রাত–নীরবতা পাহাড়গুলোকে যেন কাফনের কাপড়ের মত ঢেকে রেখেছে...হঠাৎ আড়ষ্ট হলো নাইজেল, ঘোড়াটাও কান খাড়া করে শুনছে। একটা অস্পষ্ট গুড়গুড় শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছে। শব্দটা ক্রমে বেড়ে উঠল। একগোছা প্রিক্‌লি পেয়ার (বুনো-নাশপাতি) গাছের ছায়ার আড়ালে আশ্রয় নিল নাইজেল। শব্দটা আরও বাড়ল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মাথার কাছে এসে দাঁড়াল নাইজেল। ঘোড়াটা ডেকে ওঠার চেষ্টা করলে মুখ চেপে ধরে ওকে ঠেকাবে। গরুগুলো প্রতিবাদে মাঝেমাঝে ডেকে উঠছে। তীক্ষ্ণ স্বরে 'হাইয়া' হেঁকে গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা।

চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখল গরুর সংখ্যা অন্তত দু'শো হবে। পশ্চিমে চলেছে ওরা। আবার নিস্তব্ধ হলো সব। খুরের আঘাতে ওড়া ধুলো নিঃশব্দে আবার মাটিতে নেমে আসছে।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওরা যেদিকে গেছে সেদিকেই এগোল নাইজেল। ধুলো আর মাঝেমাঝে ওদের চিৎকার আর খুরের শব্দে অনুসরণ করা কঠিন হলো না। নিষ্ফলা মাসট্যাঙ পাহাড়ের আরও গভীরে ঢুকছে ওরা।

পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে উঠছে। ক্লান্তিতে ঘোড়ার পিঠে বসেই ঝিমাচ্ছে নাইজেল। হঠাৎ খেয়াল করল সামনে কোন গরু কিংবা আরোহীদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বিভ্রান্ত হয়ে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল সে। ওটার একদিকে পাথুরে জমি, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়ের দেয়াল—ওটার পাশ দিয়েই এতক্ষণ এগোচ্ছিল সে।

সজাগ হয়ে ব্যাক-ট্র্যাক করে পিছনে ফিরে চলল। উঁচু খাড়া দেয়ালটার মাঝে একটা ফাটলের সামনে এসে থামল সে। কিছুটা ভিতরে একটা গোবরের লাদা দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে একটা কাঠি দিয়ে ওটা নেড়ে দেখল কাঁচা গোবর। অর্থাৎ বেশিক্ষণ আগের নয়। তা হলে এই ফাটলের ভিতর দিয়েই ওরা গরুগুলোকে নিয়ে গেছে। কিন্তু সূর্য উঠতে আর বেশি বাকি নেই, এখন ওদের অনুসরণ করতে যাওয়া বোকামি হবে।

চিবুকে আঙুল বুলিয়ে সে ভাবছে কী করা যায়। দেয়ালের মাথা থেকে বৃষ্টির পানি নামার একটা রাস্তা কোনাকুনি ভাবে নীচে নেমেছে। ঘোড়াটাকে আড়ালে নিয়ে গিঁটওয়ালা একটা জুনিপার গাছের সাথে বেঁধে ঢাল বেয়ে উপরে উঠল নাইজেল।

প্রথমেই ওর নজরে পড়ল পশ্চিমের বিশাল পাহাড়টা। ভাঙাচোরা পাথরের ঢিবির ওপর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছে যেন। ওটার পাথরগুলো থরেথরে সাজানো। কোনটা কালো, কোনটা হলুদ, আবার কোনটা মরিচা রঙের। এবার সে নিজের অবস্থানটা ভাল করে চিনতে পারল। উঁচু

পাহাড়টা অ্যাপাচি বাট্। মাসট্যাঙ পাহাড়ের আরও ভিতরে। কিন্তু উপত্যকার সবখান থেকেই ওটা দেখা যায়।

সরু বেঞ্চের মত একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে নাইজেল। ওপাশে ঢিবিটা খাড়াভাবে নীচে নেমে গেছে। উপুড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে খাড়া নেমে যাওয়া কিনারটাতে এসে উঁকি দিল। এখনও রাতের আঁধার কাটেনি। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আঁধার কেটে গেল। নীচে একটা ক্যানিয়ন এঁকেবেঁকে চলে গেছে। এত দূর থেকে পিঁপড়ের মতই দেখাচ্ছে গরুগুলোকে।

এটাই তা হলে গরু চোরদের গোপন আস্তানা। বিভিন্ন র‍্যাঞ্চ থেকে গরু চুরি করে এখানে জড়ো করে, তারপর সংখ্যায় ভারি হলে ওগুলোকে নিয়ে সীমানা পার করে দক্ষিণে নিয়ে যায়। ওখানে মানানাল্যাণ্ডে অনেক ক্রেতাই আছে যারা সস্তা দামে পেলে গরুর ব্র্যাণ্ড বা বিল অব সেল-এর তোয়াক্কা করে না। এখন তার কাছে রাস্টারের বিরুদ্ধে প্রমাণ রয়েছে।

পাহাড়ের আড়ালে বসে এখন তার করণীয় কী সেটাই ভাবছে নাইজেল। এটা আইনের ব্যাপার। সোজা সিরেনোতে গিয়ে শেরিফ কার্ভারের কাছে এটা রিপোর্ট করা দরকার। কিন্তু সিরেনো ওখান থেকে চল্লিশ মাইল। রাত হওয়ার আগে সে ওখানে পৌঁছতে পারবে না। পসি নিয়ে আবার ফিরে আসতে আরও একটা দিন নষ্ট হবে। কিন্তু জেমস টাইলারের র‍্যাঞ্চটা অনেক কাছে–বিশ মাইল। তার ঘোড়াটাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। টাইলারের লোকজন নিয়ে সন্ধ্যার আগেই সে আঘাত হানতে পারবে। গরুগুলোকে সরিয়ে নেয়ার সময় পাবে না ওরা। হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে ওদের সরে পড়ার সুযোগ দিতে চায় না নাইজেল।

চূড়া থেকে নীচে নেমে এল নাইজেল। শেরিফ কার্ভার ক্যাটেল ব্যবসায়ীদের কোন সাহায্যই করবে না। আগের অভিজ্ঞতা থেকেই সে তা জানে। বর্তমানে লেজি টির মালিকই তার একমাত্র সহায়। ওদের সাহায্য পেলে রাত নামার আগেই গরু চোরদের বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেয়া যাবে। লেজি টির দূরত্ব ওখান থেকে মাত্র বিশ মাইল। দুপুরের আগেই সে ওখানে পৌঁছে রাত নামার আগেই লোকজন নিয়ে আঘাত হানতে পারবে।

লেজি টি র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হয়ে নাইজেল ভাবছে জেমস টাইলারের সাথে ওর বাবার সম্পর্ক কখনও ভাল ছিল না। কিন্তু তার পোনিটা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বাবার সাথে তার বিরোধ লেগেই ছিল। ওয়েস্ট ফর্ক দুই র‍্যাঞ্চের সীমানা বলে স্বীকৃত। কিন্তু গরুগুলো সেই সীমানা চেনে না। ওরা ভাল ঘাস পেয়ে ডায়মণ্ড রেঞ্জে ঢুকে পড়ত। একবার বিল ম্যাটসন টাইলারের গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে ক্লিফ থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিল। একটাও বাঁচেনি। ওগুলো সব শকুনের পেটে গেছিল। ভয়ানক রেগে টাইলার হুমকি দিয়েছিল বিলকে দেখামাত্র সে গুলি করে মেরে ফেলবে। লেজি টির মালিকের সাথে নাইজেলকে খুব মেপে, সাবধানে কথা বলতে হবে।

দুপুরের দিকে টাইলারের র‍্যাঞ্চে পৌঁছল নাইজেল। পানি রাখার কাঠের চৌবাচ্চাটা থেকে নিজের ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াচ্ছে, এই সময়ে বাঙ্কহাউসের

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল টাইলার। কঠিন চেহারার লোক, পাতলা গড়ন, গায়ের রঙ রোদে-পোড়া টাইলারের। র‍্যাঞ্চহাউস নেই। চিরকুমার মালিক কাউহ্যাণ্ডদের সাথে বাঙ্কহাউসেই থাকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নাইজেলকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে সে।

'হাওডি, জেমস,' অভিবাদন জানাল নাইজেল। স্পারের শব্দ তুলে এগোতে এগোতে সে প্রশ্ন করল, 'তোমার কি গরু খোয়া যাচ্ছে?'

'সবাই তো খোয়াচ্ছে,' জবাব দিল সে।

'চোরের দল গত রাতে প্রায় দু'শো গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। সম্ভবত ওগুলো তোমারই।'

'তাই নাকি?' নীচের দিকে ঝুলানো গোঁফ চিবাতে চিবাতে মন্তব্য করল সে। শেষে প্রশ্ন করল, 'তুমি কীভাবে জানলে?'

'মাসট্যাঙের ভিতর পর্যন্ত আমি ওদের অনুসরণ করেছিলাম। ছয়-সাতজন ছিল ওরা।'

'আমার গরুর ওপর নজর রাখা ম্যাটসনদের জন্য এটাই প্রথম নয়,' তিক্ত স্বরে বলল টাইলার।

'পুরানো কথা বাদ দাও,' নিজের কথায় ঝাঁঝটা যতটা সম্ভব সংযত রাখার চেষ্টা করল নাইজেল। সারাদিন সারারাত ঘোড়ার পিঠে থাকার পর তারও মেজাজ ভাল থাকার কথা নয়। 'শোনো,' বলে ডি আর র‍্যাঞ্চের ঘটনা থেকে শুরু করে অল্প কথায় সবটাই জানাল সে। অ্যাপাচি বাটে কোথায় গরুগুলোকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা'ও বলল। 'তুমি তোমার লোকজন জড়ো করে এখনই রওনা হলে ওদের আমরা হাতেনাতে ধরতে পারব।'

দু'হাতের বুড়ো আঙুলই বেল্টে গুঁজে নীরবে নাইজেলের দিকে তাকিয়ে আছে টাইলার।

'কী, তোমার কী জবাব?' অস্থির ভাবে প্রশ্ন করল নাইজেল।

'আমার লোকজনকে জড়ো করতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে,' যুক্তি দেখাল টাইলার। 'কিন্তু ওরা মাত্র তিন জন। তুমি বলছ ওরা সংখ্যায় ছয়-সাতজন। শেরিফের পসি ছাড়া ওদের বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

'কিন্তু পসি নিয়ে ওখানে পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে। তার আগেই সম্ভবত ওরা সরে পড়ার প্রচুর সুযোগ পাবে।'

র‍্যাঞ্চার পকেট থেকে একটা তামাকের থলে বের করে একটা সিগারেট তৈরি করল। ম্যাটসন পরিবারের প্রতি তার দীর্ঘ অবিশ্বাসটা অব্যক্তই রয়ে গেল। বিল ম্যাটসনের সাথে তার সংঘর্ষ কাটা ক্ষতের মতই তার মনে জেগে রয়েছে। নাইজেল ম্যাটসন ইউমায় তিন বছর জেল খেটে এসেছে—এটাও একটা বিবেচনার বিষয় সন্দেহ নেই। এবং ওর সম্পর্কে যে সব কুৎসা রটানো হয়েছে তাতে সে-ই এইসব চুরির ব্যাপারে জড়িত আছে এতেও সে নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। টাইলার ভাবছে হয়তো এটা তার ওপর থেকে সন্দেহটা রুস্টারের ঘাড়ে চাপানোর একটা অপচেষ্টা। কারণ সবাই জানে রুস্টার একজন ভাল কাউম্যান। পরিশ্রমী, এবং একটার বেশি দুটো ড্রিঙ্ক সে কখনও খায় না। আর

তাস সে জীবনে কখনও খেলেনি। ওর বিরুদ্ধে এই গরু চুরির অভিযোগটা সহজ-গ্রাহ্য নয়। হয়তো তার প্রেমিকাকে ছিনিয়ে নেয়াটাই সহ্য করতে না পেরে ওকে বদনাম দেয়ার চেষ্টায় সে এসব করছে। শোনা যাচ্ছে নাইজেল ম্যাটসনই ইউমা পেনিটেনশিয়ারিতে গরু চোরদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজে নেমেছে।

'তোমার যখন রাসলারদের (গরু চোরদের) মোকাবিলা করার সাহস নেই, তখন আমাকেই সিরেনোতে গিয়ে শেরিফের সাথে কথা বলতে হবে। কিন্তু আমার ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটা তাজা ঘোড়া পেলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারতাম।'

'নিশ্চয়, তোমার প্রয়োজন আমি মেটাব। ব্যাপারটা শেরিফের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করাই ভাল,' জবাব দিল টাইলার। 'আমিও তোমার সাথে যাব।'

'চলো, রওনা হই।' নাইজেলের গলার স্বর একটু নিরাশ শোনাল।

দশ

শহরে যাওয়ার পথে দুজনের মধ্যে কথার আদান-প্রদান কমই হলো। নাইজেল ক্লান্ত, আর টাইলার স্বভাবতই কম কথার মানুষ। কার্ভারের অফিসে পৌঁছে কাউম্যানদের রিসেপশনই পেল ওরা। কার্ভারের চোখে কাউম্যানরা তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। শহরবাসীদের ভোট তার হাতের মুঠোয়, তাই কাউম্যানরা ওর কাছে কেউকেটা।

ট্রেইলের ধুলোয় আবৃত ক্লান্ত র‍্যাঞ্চার দু'জনকে যত্নের সাথে পালিশ করা বুট, গাঢ় রঙের ইস্তিরি করা শার্টের ওপর ঝকঝকে ব্যাজ পরা শেরিফের সামনে নিতান্তই হেয় দেখাচ্ছে। কিন্তু বাহ্য চেহারা টাইলারকে কখনও দমাতে পারেনি। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে দুই পা দু'পাশে দিয়ে সে এমন ভাবে বসল যেন ঘোড়ায় চড়েছে। 'কার্ভার,' বলল সে, 'আমাদের একটা নালিশ আছে।'

একটা ভুরু উঁচিয়ে দু'জনকেই একবার অবজ্ঞার চোখে দেখে সে বলল, 'বলো, তোমাদের কী বলার আছে।'

'নাইজেল বলছে গতরাতে একদল গরু-চোরকে সে অনুসরণ করে মাসট্যাঙ পর্যন্ত গেছিল, ওরা আমার দু'শো গরু অ্যাপাচি বাট-এর একটা ক্যানিয়নে লুকিয়ে রেখেছে।'

'ওরা রুস্টারের লোক!' বলে উঠল নাইজেল।

কিছুক্ষণ নাইজেলের দিকে তাকিয়ে থেকে শেরিফ প্রশ্ন করল, 'তুমি রুস্টারের পিছনে লেগেছ কেন?' কথাটা অভিযোগের মতই শোনাল।

'ওর ওপর নজর রাখার একটাই কারণ,' জবাব দিল নাইজেল, 'লোকটা খুব দ্রুত, অনেক টাকা কামিয়ে ফেলছে।'

চেয়ারে বসে শেরিফ যত্নের সাথে ছাঁটা দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে।

'এটা একটা গুরুতর অভিযোগ,' চিন্তিত ভাবে বলল কার্ভার। 'রুস্টার

একজন বিশিষ্ট নাগরিক। আর তুমি—' থেমে গিয়ে সে আবার শুরু করল, 'এর কোন প্রমাণ আছে তোমার কাছে—কোন সাক্ষী?'

'আমি একাই সাক্ষী!'

টাইলার রেগে উঠল। 'বাজে কথা রাখো—এই ব্যাপারে তুমি কী করবে তাই বলো।'

উঠে দাঁড়াল কার্ভার। 'এখন আমি আমার একজন ডেপুটির খোঁজে যাচ্ছি, রূস্টারের সাথে আমার চেয়ে অনেক বেশি পরিচয় আছে তার।' কাঠের পালিশ করা মেঝের ওপর বুটের শব্দ তুলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে।

একটা চেয়ার টেনে বসে হাই তুলল নাইজেল। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ঘোড়ার পিঠেই কেটেছে ওর। এখন তার মনে হচ্ছে কষ্টটা বৃথাই গেল।

পায়ের শব্দে দু'জনেই ফিরে তাকাল। কার্ভারের পিছনে আরও একজন লোক ভিতরে ঢুকল। কঠিন চেহারা—ওর ঠোঁটের কোনায় বাঁকা অবজ্ঞার হাসি ঝুলছে।

লোকটাকে শক্ত আর বিচক্ষণ বলেই নাইজেলের ধারণা হলো। রঙ ফিকে হয়ে আসা নীল শার্টের ওপর একটা ব্যাজ ঝুলছে।

'পেপিনো।' এক কথায় পরিচয় করিয়ে দিল কার্ভার। তারপর নিজের চেয়ারে বসে নাইজেলের দিকে চেয়ে বলল, 'এবার বলো তোমার কী বক্তব্য।'

আবার গতরাতের ঘটনার বর্ণনা দিল নাইজেল। টাইলার তীক্ষ্ণ চোখে ডেপুটিকে খুঁটিয়ে দেখে প্রশ্ন করল, 'তোমার কী ধারণা?'

'এই ভদ্রলোক নিশ্চয় ভুল দেখেছে, এটা ড্যান রূস্টারের কাজ হতেই পারে না,' মন্তব্য করল পেপিনো।

তিক্ত স্বরে টাইলার বলল, 'এখানে মিছে কথা না বলে অ্যাপাচি বাটের পথে রওনা হলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হত।'

নাইজেল যেখানে বসেছে সেখান থেকে মেইন স্ট্রীটের প্রায় পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। এখন ওখানে লোকজনের চলাচল বেড়েছে—ছায়াও লম্বা হয়েছে। নাইজেল দেখতে পেল যে লোকটাকে সেরিনো সেণ্টিনালের সামনে দাঁড়ানো দেখেছিল, সেই লোকটা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওর বাম গালে সেই ব্যাঙের মত ছাপটা সে স্পষ্ট দেখতে পেল। এবার তার মনে হলো কোথায় সে ওই লোকটাকে আগে দেখেছে। হোটেলের লবিতে ওই লোকটাই ক্লার্কের কাছে ম্যাচ চেয়েছিল। ওই রঙের একটা ঘোড়ার পিঠ থেকেই কেউ তাকে গুলি করেছিল। কার্ভারের কথায় ওর ভাবনায় ছেদ পড়ল।

'আমার নীতি হচ্ছে,' জোর দিয়ে বলল শেরিফ, 'র‍্যাঞ্চারদের ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকা। নিজেদের সমস্যার সমাধান তাদের নিজেদেরই করতে পারা উচিত।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল টাইলার।

'কিন্তু রাসলিঙ যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় আমাকে তখন কিছু একটা করতেই হবে। ম্যাটসন আমাদের পথ দেখিয়ে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে। শপথ করিয়ে একটা পসি আমাকে গঠন করতে হবে।'

'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল টাইলার।

'সূর্য ওঠার সাথে সাথেই আমরা রওনা হব।' উঠে দাঁড়াল কার্ভার। 'এখন রওনা হলে তোমার ওখানে আমাদের রাত কাটাতে হবে।' প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল নাইজেল, কিন্তু আবার সামলে নিয়ে চুপ করে গেল। সূর্য এখন প্রায় ডুবতে চলেছে। কার্ভারের কথাই ঠিক—পসি জোগাড় করে শপথ করাতে রাত হয়ে যাবে। আচমকা আক্রমণ করে গরু চোরদের পরাস্ত করার সুযোগ পেরিয়ে গেছে। অচেনা এলাকায় ওদের বিরুদ্ধে রাতের আঁধারে মোকাবিলা করতে যাওয়া বোকামি। তা ছাড়া রাসলারদের গোপন আস্তানা যে আবিষ্কৃত হয়েছে এটা ওদের জানার কথা নয়। 'তাই হোক,' বলে নাইজেলও উঠে দাঁড়াল।

টাইলার নিজের বাড়ির পথ ধরল। নাইজেল জনসন হাউসে একটা রুম বুক করল। হোটেলের জানালাটা খুলে দিয়ে আয়েশ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিল সে। ক্লান্ত নাইজেল এক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেল। সকালে সূর্যের আলো কামরায় ঢোকার আগে তার ঘুম ভাঙল না। জেগে উঠে প্রথমেই তার মাথায় এল, সুশৃঙ্খল কার্ভার নিশ্চয় এতক্ষণে পসিকে শপথ গ্রহণ করিয়ে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল সে।

মাত্র সকাল হয়েছে, কিন্তু মেইন স্ট্রীটে লোকজন চলাচল করছে। অ্যাপলজ্যাকের সামনে একজন কর্মচারী চিলুমচিগুলো ধুচ্ছে। ক্লার্ক সামনেটা ঝাঁট দিচ্ছে। কিন্তু পসির কোন পাত্তা নেই।

গামলায় পানি ঢেলে হাত-মুখ ধুয়ে নিল নাইজেল। তারপর দু'দিন শেভ না করা দাড়ির ওপর বিরক্তির সাথে হাত বুলাল।

আধঘণ্টার মধ্যেই নাস্তা সেরে ঘোড়া নিয়ে তৈরি হয়ে কোর্টহাউসের দিকে এগোল। কিন্তু ওখানেও কোন চাঞ্চল্য দেখতে পেল না।

কঠিন চেহারার ডেপুটি পেপিনো শেরিফের চেয়ারে বসে আছে। ওর ঠোঁট থেকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলছে।

'কার্ভার কোথায়?' প্রশ্ন করল নাইজেল।

'এখনও আসেনি,' জবাব দিল ডেপুটি।

'ওকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'কাজের সময় ছাড়া কেউ তাকে বিরক্ত করুক এটা সে চায় না।' নাইজেলের দিকে লোকটা যেভাবে তাকাল সেটা ওর পছন্দ হলো না। দুজনেই দুজনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল—যেন দুটো কুকুর একটা হাড়ের অধিকার নিয়ে বিরোধ করছে।

'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু আমি পাইনি,' মন্তব্য করল নাইজেল।

'রাগের কোন কারণ নেই,' জবাব দিল পেপিনো। 'ক্রীক ধরে আধমাইল গেলেই ওর সাদা বাড়িটা তোমার নজরে পড়বে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কোর্টহাউস থেকে বেরিয়ে এল নাইজেল। শেরিফ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে কাউম্যানদের সে পছন্দ করে না। গরু চোরের দলকে ধরতে যাওয়া তার কর্তব্য। তবু ইচ্ছে করেই সে দেরি করছে।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে শেরিফের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো নাইজেল। মেইন স্ট্রীট পার হয়ে রাস্তাটা সরু হয়ে একটা ওয়্যাগন ট্রেইলের আকার নিল। টার্কি

ক্রীকের বাঁকে কতগুলো বাড়ি আর কেবিন দেখা যাচ্ছে। সাদা রঙ করা বাড়িটার সামনে এসে থামল নাইজেল। বাড়িটা তার অফিসের মতই পরিচ্ছন্ন।

ঘোড়া থামাবার অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে কার্ভার বেরিয়ে এল। নাইজেলকে দেখে তীক্ষ্ণ চোখে ওকে লক্ষ করছে কার্ভার স্পেন্সার।

'তুমি বলেছিলে সূর্য ওঠার সাথে সাথেই রওনা হবে,' বলল নাইজেল। 'ভাবলাম তোমার ঘুমই বুঝি ভাঙেনি।'

'র‍্যাঞ্চারদের জন্য গরু চোরের পিছনে ছোটা ছাড়াও আমার অন্য অনেক কাজ আছে,' রুক্ষ স্বরে জবাব দিল শেরিফ।

'কাউম্যানদের ভোটে তোমার কিছু আসে যায় না, তাই না?' বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে শহরে ফিরে এল নাইজেল।

সকাল দশটার দিকে আটজনের একটা পসির দলকে জড়ো করে শপথ করিয়ে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি করা হলো।

ছটফট করে পায়চারি করা আর মনে মনে কার্ভারের মুণ্ডুপাত করা ছাড়া নাইজেলের আর করার কিছু ছিল না। হ্যাঁকড়া লোকটার মধ্যে তাড়াহুড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

শেষ পর্যন্ত পসি রওনা হলো। নাইজেল আর কার্ভার সবার সামনে। ওরা যখন লেজি টিতে পৌঁছল তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। রাতটা র‍্যাঞ্চেই কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল কার্ভার। রাতের মাসট্যাঙের গোলকধাঁধায় পথ হারানোটা নেহাত পাগলামিই হবে–যুক্তি দেখাল সে। পসির লোকজনেরও কোন তাড়া নেই কারণ একটা দিন বেশি কাটাতে হলে কাউন্টি থেকে আরও পাঁচ ডলার ওদের পকেটে আসবে।

টাইলার আর তার তিন জন কাউবয়কে নিয়ে দলটাকে আরও ভারি করে ভোর বেলাই রওনা হয়ে গেল ওরা। ছোট ছোট পাথুরে টিলার ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাপাচি বাট।

ওরা যখন ফাটলটার কাছে পৌঁছল, সূর্য তখন মাথার উপরে উঠেছে। সবার আগে নাইজেল। ফাটলটার ভিতর উঁকি দিয়ে সে বলল, 'এখান দিয়েই ঢুকেছে ওরা। ওপাশে ক্যানিয়নটা ছড়িয়ে বড় হয়েছে। ভিতরে ঢুকলে হয়তো গুলি খাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

পসির দল একত্র জড়ো হয়েছে। ফাটলটা সন্দেহের চোখে খুঁটিয়ে দেখছে ওরা। দিনে পাঁচ ডলারের বিনিময়ে কেউ জীবনটা খোয়াতে রাজি নয়।

'এটা তোমার পার্টি,' বলল কার্ভার। কথাটার অর্থ পরিষ্কার, নাইজেলই ওদের এখানে নিয়ে এসেছে, তাই প্রথমে ঢোকা তারই দায়িত্ব।

কাঁধ উঁচিয়ে ডায়মণ্ড বস্ তার খাপ থেকে পিস্তল বের করে সামনে এগোল। পিছনে টাইলার, ওর উইনচেস্টারটা আড়াআড়ি ভাবে স্যাডলহর্নের ওপর রাখা। অন্য সবাই ওদের অনুসরণ করল।

পোনিগুলো নিঃশব্দে পুরু ধুলোর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল। ধুলোর কুয়াশা সৃষ্টি হলো। ঘোড়াগুলো নাক ঝাড়ছে, আর লোকগুলো কাশছে। একটু পরেই ওরা চওড়া একটা ক্যানিয়নে এসে পৌঁছল। দুদিকেই উঁচু খাড়া দেয়াল। একদিক গাছে

সবুজ, অন্যদিকটা শুধু পাথর।

নাইজেল তার ঘোড়াটাকে একটু দ্রুত ছোটাল। অন্যেরা তার পিছনে।

'তা হলে হারামজাদারা পালিয়েছে,' মন্তব্য করল টাইলার।

'ওরা পুরো দুটো দিন সময় পেয়েছে,' জবাব দিল নাইজেল। 'তুমি গতকালই তোমার সুযোগটা হারিয়েছ।'

লেজি টির বস্ চুপ করে কেবল চেয়ে রইল। ওখানে যে অনেকগুলো গরু ছিল তার প্রমাণ সর্বত্রই রয়েছে। নীরবে নিজের গোঁফ চিবাচ্ছে টাইলার। কার্ভারকে বেশি নিরাশ মনে হলো না নাইজেলের। হয়তো লোকটা গোলাগুলির মোকাবিলা এড়াতে পেরে আশ্বস্তই হয়েছে, সিদ্ধান্ত নিল নাইজেল।

'আমরা মিছেই এত কষ্ট করলাম, লাভ কিছুই হলো না,' মন্তব্য করল কার্ভার।

'তুমি কি মনে করেছিলে ওরা তোমাদের আসার অপেক্ষায় বসে থাকবে?' ঝাল মিশিয়ে কথাগুলো বলল নাইজেল।

'একটা ব্যর্থতায় নিরাশ হবার কিছু নেই।' কার্ভার মন্তব্য করল। 'এখন আমার লোকজন নিয়ে আমি শহরে ফিরে যাব।'

'রুস্টারের কথা ভুলে গেলে?'

নাইজেলের কঠিন চ্যালেঞ্জে আড়ষ্ট হলো কার্ভার।

'ওই লোকগুলো রুস্টারের লোক ছিল। রুস্টারই ওদের সর্দার।'

ভুরু কুঁচকে নাইজেলের দিকে তাকাল শেরিফ। 'তা হলে তুমি দাবি করছ রুস্টারই এর মূলে আছে,' থেমে থেমে কথাগুলো বলল কার্ভার। 'আমার মনে হয় ওর প্রতি তোমার আক্রোশ আছে বলেই তুমি ওর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনছ। কোন প্রমাণ আছে তোমার?'

'ওকে আমি ওর র‍্যাঞ্চ থেকে অনুসরণ করেছি।'

'আমার বিশ্বাস ওর সাথেও আমাদের কথা বলা দরকার,' বলল টাইলার।

'কীসের কথা?' খেপে উঠল নাইজেল, 'ব্যাটাকে আটক করা দরকার!'

'তোমার কথায়?' শেরিফের কথায় একটা টিটকারির ইঙ্গিত। নাইজেল বুঝল ওর কথার কোন দাম নেই কার্ভারের কাছে। একজন দাগী আসামীর কথায় কোন কাজ হবে না। তা ছাড়া লোকটার নামে কোন অভিযোগও নেই। নাইজেল চুপ হয়ে গেল।

কিন্তু টাইলার ওকে ছাড়ল না। সে বলল, 'আমি র‍্যাঞ্চারদের একটা মীটিঙ ডাকব—সে যদি নির্দোষ হয় সেটা তাকে প্রমাণ করতে হবে।'

দাড়িতে হাত বুলাল কার্ভার। এটা ওর একটা অভ্যাস লক্ষ করেছে নাইজেল। 'ঠিক আছে,' বলল সে, 'আমরা ওর ওখানেই যাব।'

এগারো

রুস্টারের র‍্যাঞ্চে ওরা যখন পৌঁছল তখনও রোদ রয়েছে। র‍্যাঞ্চটা নির্জন দেখাচ্ছে। কাঁটাতারে কেটে যাওয়া একটা ঘোড়ার পায়ের যত্ন নিচ্ছে একজন। নাইজেল তার ঘোড়ার পিঠে সিধে হয়ে বসল। কারণ ওই ধূসর রঙের মেয়ারটার আরোহীই তাকে অ্যামবুশ করে মারতে চেয়েছিল।

কার্ভার প্রশ্ন করল, 'রুস্টার আছে?'

স্যাম জবাব দিল, 'আছে।' ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই র‍্যাঞ্চের দরজা খুলে রুস্টার বেরিয়ে এল। ওর চেহারায় অবাক হবার ভাব সুস্পষ্ট।

'ম্যাটসন দাবি করছে তুমি এখান থেকে একটা বিরাট অপারেশন চালাচ্ছ,' কোন ভণিতা না করে সরাসরি বলল কার্ভার।

রুস্টারের সরু ঠোঁট কৌতুকে বাঁকা হলো। আমি আর কী বলব? 'ওর প্রেমিকাকে বিয়ে করেছি বলেই ওর এত ঝাল,' জবাব দিল রুস্টার। 'এখানকার সবাই জানে আমি নির্দোষ।'

'দুই দিন আগে রাতের বেলা তোমার লোকজন তুমি দক্ষিণে গেছিলে,' বলল নাইজেল। 'তোমার লোকজন লেজি টির দু'শো গরু তাড়িয়ে মাসট্যাঙে নিয়ে গেছিল—আমি তোমাদের অনুসরণ করেছিলাম,' জানাল সে।

মাথা নাড়ল রুস্টার। 'যাদের তুমি দেখেছ ওরা ছিল ঘোড়া চোর ধরার পসি। হয়তো তুমি অন্য কোন দলকে অনুসরণ করেছিলে। আমার মাত্র দুজন কর্মচারী। এখানে যাদের তুমি দেখেছিলে ওরা কিছু মেক্সিকান ঘোড়া চোরকে ধরার উদ্দেশে এসেছিল। এখানে ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্য ওরা থেমেছিল।'

মিথ্যে কথা বলছে লোকটা—বুঝতে পারছে নাইজেল। ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর জন্য ঘোড়ার জিন খোলে না কেউ। কিন্তু কোন প্রমাণ নেই নাইজেলের। এখন ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে—রুস্টারই সত্যি বলছে, না নাইজেল? নাইজেল জেল খাটা আসামী—রুস্টারের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। স্পষ্টই বোঝা যায় শেরিফ কার কথা বিশ্বাস করবে।

'মিথ্যে কথা ছাড়ো, তুমি কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলছ?' দুজনেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।

কিন্তু কার্ভার ঘোড়া এগিয়ে দুজনের মাঝখানে দাঁড়াল। 'ঠাণ্ডা হও। দুজনেই।'

'তোমার আর কিছু বলার আছে?' প্রশ্ন করল কার্ভার।

'লোকটা ইউমা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকেই আমার পিছনে লেগে আছে। আমার কাজের লোককে শহরে পিটিয়েছে সে। এখানে এসে সে আমাকেও নাজেহাল করেছে। আমার বউকে সে আমাকে ছেড়ে ওর সাথে যাবার প্রস্তাবও দিয়েছে। এখন সে আমার বিরুদ্ধে গরু চুরির মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে

এসেছে! অথচ শহরের সবাই জানে আমি কেমন লোক।'

ভিতরে ভিতরে নাইজেল বুঝতে পারছে চতুর রুস্টার কীভাবে পুরো ঘটনাটাকে তার বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জেল-খাটা আসামীর কথা কে বিশ্বাস করবে? সে যা বলেছে তার কোন প্রমাণই সে দিতে পারবে না। এবং রুস্টার যা বলেছে সেগুলো মিথ্যে বলে প্রমাণ করা যাবে না। লোকটার কথা শেরিফ আর পসির লোকগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস করছে।

ওদের চোখে নাইজেল ইউমায় জেল খেটে এসেছে—রুস্টার একজন সৎ নাগরিক—কঠিন পরিশ্রম করে অনুর্বর জমিতে টাকা রোজগার করছে সে। ওরা ভাবছে নাইজেলের প্রেমিকাকে বিয়ে করেছে বলেই ওর এই আক্রোশ।

কিন্তু নাইজেল ভাবল একটা টেক্কা তার হাতে রয়েছে—বলল, 'জিনিকে ডাক। ওর কাছ থেকেই সত্যি কথাটা জানা যাবে। মার খাওয়ার পর সে নিশ্চয় স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।'

'হয়তো,' বলল কার্ভার, 'তোমার স্ত্রীর বক্তব্য আমাদের শোনা দরকার।'

'নিশ্চয়,' দ্বিরুক্তি না করেই জবাব দিল রুস্টার। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হাঁকল, 'জিনি!'

র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটা। নাইজেলের মনে হলো সে হয়তো জানালা দিয়ে নবাগতদের লক্ষ করছিল। মাথা উঁচু করেই হাঁটছে মেয়েটা। কিন্তু নাইজেলের মনে হলো ওর চোখ থেকে ভয় প্রতিফলিত হচ্ছে।

'ম্যাম,' মর্যাদার সাথে বলল শেরিফ। 'তুমি নাইজেল ম্যাটসনকে চেনো?'

'হ্যাঁ,' সরাসরি বলল সে। 'ব্যাঙ্ক ডাকাতির আগে আমরা প্রেমিক প্রেমিকা ছিলাম।'

'কিন্তু তুমি শেষ পর্যন্ত রুস্টারকেই বিয়ে করলে।'

আড়চোখে স্বামীকে একবার দেখে নিয়ে নাইজেলের দিকে ফিরল সে।'হ্যাঁ। দুদিন আগে এখানে এসে স্বামীকে ছেড়ে ওর সাথে যাবার অনুরোধ করেছিল সে। রুস্টারকে সে খুব রুক্ষ হাতে হ্যাণ্ডল করেছিল সেদিন।'

'দু' দিন আগে এখানে এক দল আরোহী এসেছিল?'

'হ্যাঁ, এক দল পসি ঘোড়া চোরের পিছনে ধাওয়া করে এসেছিল। ওরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছে।'

মেয়েটা যা কিছু বলছে সবই তার স্বামীর কথার সাথে মিলে যাচ্ছে। পসির দলটা নীরবেই ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। রুস্টার জিনির স্পিরিট একেবারে ভেঙে দিয়েছে। ওকে যা শেখানো হয়েছে, তোতা পাখির মত তাই সে বলে যাচ্ছে—বুঝল নাইজেল, কিন্তু কিছুই করার নেই তার।

জিনি পলকহীন চোখে চেয়ে আছে নাইজেলের দিকে—কিন্তু ওর নার্ভাস হাত দুটো নিজের স্কার্ট খোঁটাচ্ছে।

'সত্যি কথা বল জিনি—স্বীকার কর রুস্টার একজন নীচ গরু চোর,' বলল নাইজেল।

'আমার বিশ্বাস সত্যটা আমরা পেয়ে গেছি। ধন্যবাদ ম্যাম। তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই আমার।'

'তা হলে আমার সাথে তোমার কথা শেষ?' প্রশ্ন করল রুস্টার।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' জবাব দিল কার্ভার।

প্রাক্তন ফোরম্যান তার স্ত্রীর হাত ধরে র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে গেল। অবাক হয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইল নাইজেল। একটা ভীত মহিলা আর একজন অসৎ লোক তার এই গরু চুরির দলটাকে ধরায় বাধা দিল—ভাবল নাইজেল। শুধু তাই নয়, জিনিও আজ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল!

টের পেল কার্ভার কথা বলছে, কিন্তু গলার স্বরটা তিক্ত। 'তোমার চালাকিটা মোটেও খাটল না, নাইজেল। একটা ভাল লোককে ফাঁসানোর জন্য কেউ এতটা নীচে নামতে পারে? ছিঃ, তোমাকেই আমার আটক করা উচিত।'

'জিনি মিথ্যা বলছে!' প্রতিবাদ করল নাইজেল। 'ওগুলো সব রুস্টারের শেখানো বুলি।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল কার্ভার।

'কিন্তু ক্যানিয়নে সত্যিই গরু ছিল,' বলে উঠল টাইলার। 'কে ওদের ওখানে নিল?'

'হয়তো নাইজেলই সেটা ভাল বলতে পারবে।'

সন্দিগ্ধ চোখে নাইজেলের দিকে একবার তাকাল টাইলার। পসি শেরিফের পিছন-পিছন শহরে যাওয়ার পথ ধরল। টাইলার তার তিনজন কর্মচারী নিয়ে নিজের র‍্যাঞ্চের দিকে এগোল। ডায়মণ্ডে ফিরে এল নাইজেল।

'রুস্টারকে মাল সহ ধরতে পারলে?' প্রশ্ন করল মার্টি।

'নাহ,' দুঃখের সাথে জানাল নাইজেল। 'দারুণ পিছল লোক।' যা ঘটেছে সব খুলে বলল সে।

'ধূর্ত লোক বটে,' মন্তব্য করল মার্টি।

'অন্তত শেরিফকে সে ধাপ্পা দিতে পেরেছে,' স্বীকার করল নাইজেল।

'এখন কী করবে বলে ভাবছ?'

কাঁধ উঁচাল ডায়মণ্ড বস্। 'করার কিছুই নেই—কার্ভার আমাকে দুই পয়সাও দাম দেয় না। এখন হয়তো আমাকেই ওরা গরু চোর মনে করছে—ভাবছে জিনিকে বিয়ে করায় আমি প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছি। মাঝেমাঝে মনে হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আর কোথাও চলে যাই।'

'এত সহজেই হাল ছেড়ে দিলে?'

কোন জবাব দিল না নাইজেল।

'তোমাকে কাপুরুষ বলে কোনদিন ভাবতে পারিনি।' বলে ঘুরে বাঙ্কহাউসের দিকে চলে গেল।

নৈরাশ্য ভেজা কাফনের মত ডায়মণ্ড বসকে ঘিরে রেখেছে। উপত্যকার লোকজন তাকে ঝামেলাকারী দাগী আসামী বলেই চিহ্নিত করেছে। রুস্টার তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে।

একবার ডায়মণ্ড এম-এর ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের দশ হাজার ডলার নগদ দেয়ার প্রস্তাবটার কথা ভাবল সে। হয়তো টিম ক্রস ঠিকই বলেছে বদনাম কাঁধে নিয়ে এখানে বাস করার চেয়ে তার অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করা

ভাল। ওই দশ হাজার আর তার নামে যে আট হাজার জমা আছে, তাই নিয়ে আর কোথাও গিয়ে বাস করাই ভাল।

নিজের চিন্তায় নিজেই হাসল নাইজেল। এতে বুড়ো ম্যাটসন কবরের ভিতরেই নড়ে উঠবে। তার বাবার কিছু দোষ হয়তো ছিল, কিন্তু নিরাশ হয়ে হাল ছাড়ার পাত্র সে কখনোই ছিল না। রূস্টারের কথা মনে এল ওর। নাইজেলকে তাড়িয়ে ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চের মালিক হয়ে বসতে পারলে ওর চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না। আর যে টাকা সে জমিয়েছে সেটা সম্ভবত ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চের গরু চুরি করেই জমানো টাকা। অসম্ভব! ড্যান রূস্টারের খেলার পুতুল সে কিছুতেই হবে না।

পরদিন ব্যর্থতার নৈরাশ্য নিয়ে র‍্যাঞ্চ অফিসে ঢুকল নাইজেল। ওখানে একটা পুরানো ডেস্ক আর দুটো চেয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই। অকেজো ট্যালি বইটার পাতা ওল্টাল সে—অকেজো এই কারণে যে ওই বইয়ের হিসাবের সাথে আসল হিসাবের কোন মিল নেই। শেষে ক্লান্ত হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে একটা সিগারেট তৈরি করল। তিনটে ধুলো ওড়ার চিহ্ন দেখে কৌতূহলী হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল—ওর হাতে ওর বাবার পুরানো টেলিস্কোপ। ওটা চোখে লাগিয়ে এগিয়ে আসা আরোহীদের দিকে ফোকাস করল।

ওদের লীডার হচ্ছে শেরিফ কার্ভার। ওর পিছনে কঠিন চেহারার পেপিনো এবং আর একজন ডেপুটি। ওদের চকচকে ব্যাজের থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

নতুন আশার সঞ্চার হলো নাইজেলের মনে। হয়তো এমন কিছু ঘটেছে যাতে রূস্টারের মিথ্যা ধরা পড়ে গেছে। হয়তো ডি আর র‍্যাঞ্চের দিকেই যাচ্ছে ওরা-পথে সাক্ষী হিসেবে নাইজেলকে নিতে এসেছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কার্ভার আর পেপিনো নাইজেলের দিকে এগোল-বাকি ডেপুটি ওদের ঘোড়া ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

'হাওডি!' বলে আগ্রহের সাথে ওদের দিকে এগোল। 'রূস্টারের মিথ্যা ধরা পড়েছে?'

'না। তোমার বিরুদ্ধেই প্রমাণ পাওয়া গেছে।' নাইজেলকে অবাক করে দিয়ে ঝট করে কোল্ট .৪৫ বের করে ওর দিকে তাক করল কার্ভার।

'হাত ওঠাও,' কর্কশ স্বরে বলল কার্ভার। 'কোন চালাকি করতে যেয়ো না।'

অবাক হয়ে ধীরে ধীরে হাত উপরে তুলল নাইজেল।

পিছন দিক থেকে ঘুরে গিয়ে ডায়মণ্ড বসের খাপ থেকে পিস্তলটা তুলে নিল পেপিনো। হাত নামাল নাইজেল—শেরিফও নিজের পিস্তলটা খাপে ভরে রাখল।

'তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে?' ঢোক গিলল নাইজেল।

'সাবধান থাকছি!' জবাব দিল কার্ভার। 'তোমাকে অ্যারেস্ট করার ওয়ারেণ্ট আছে আমার পকেটে।'

'অভিযোগটা কী?'

'লেজি টির ২১৬-টা গরু চুরির অভিযোগ। তুমি আর তোমার দলের লোকজন নিশ্চয় আরও অনেক গরুই সরিয়েছ। কিন্তু পাঁচ বছর জেল হওয়ার জন্য

এটাই যথেষ্ট।'

'এখন বুঝলাম তুমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছ,' অপ্রত্যাশিত আঘাতে ম্যাটসনের মুখটা পাণ্ডুর হয়ে গেছে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মার্টি আর মারিও দ্রুতপায়ে উঠান পেরিয়ে ওদের দিকেই আসছিল। পিস্তলের বাঁটের ওপর হাত রেখে ওদের দিকে ফিরে দাঁড়াল পেপিনো। থেমে দাঁড়াল ওরা।

'ভাঁওতাবাজি বাদ দাও,' কঠিন স্বরে বলল কার্ভার। 'আমাদের কাছে সই করা স্বীকারোক্তি আছে।'

এটা আবার কী ধরনের চাল খেলল রুস্টার? 'কার থেকে ওটা জোগাড় করলে?'

'তোমারই দলের একজন। লোকটা মাল খেয়ে টাল হয়ে ছিল। অনেক কথাই বলেছে সে। পেপিনো ওকে ধরে আনার পর পুরো ঘটনাই জেরা করে আমরা জেনে নিয়েছি। তোমার আর বাঁচার কোন রাস্তা নেই—গলা পর্যন্ত কাদায় ডুবে আছ তুমি।'

নাইজেলের মাথা এখন কাজ করতে শুরু করেছে। আরেকটা সাজানো কেস। একবার ইউমাতে ওকে জেল খাটিয়েছে—আবারও সেই চেষ্টা করছে। কিন্তু চার্জটা কি না জানা পর্যন্ত তার কিছুই করার উপায় নেই।

'আমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগটা কে এনেছে?'

'লোকটার নাম জিঞ্জার।'

'ওর নামও কখনও শুনিনি আমি।'

'শুনবে, শুনবে। লোকটা যখন জুরির সামনে সাক্ষী দেবে তখনই শুনবে। চলো রওনা হওয়া যাক।'

'মার্টি!' হাঁকল নাইজেল। 'আমার ঘোড়াটা সাজো। তারপর সোজা শহরে গিয়ে আর্থার বেইটসকে বলো আমি আবার ঝামেলায় পড়েছি—ওকে আমার বিশেষ দরকার।'

বারো

আবার জেলের সেলে ঢুকতে হলো নাইজেলকে। ওখানে পাশের সেলে আরও একজন কয়েদী রয়েছে। সিরেনোতে ফেরার পর থেকে অনেকবারই সে লোকটাকে দেখেছে। ওর গালে ব্যাঙের আকারের একটা জন্মদাগ রয়েছে। তা হলে এই লোকটার নামই জিঞ্জার। একটা পুরানো প্যাকেট তাস নিয়ে পেশেন্স খেলছে সে।

সম্ভবত রুস্টারের সাথে জড়িত আছে লোকটা। এবং ডি আর র‍্যাঞ্চের মালিকই ওকে টাকা-পয়সা দিয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়াচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে পড়ল টাইলারকে নিয়ে আইনের সাহায্য নিতে ওরা যখন শেরিফের অফিসে ঢুকেছিল সেদিন এই লোকটাকেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে

দেখেছিল। এমনও হতে পারে রুস্টারের পক্ষ নিয়ে সিরোনোতে কাজ করছে জিঞ্জার। তাদের শহরে আসার উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে যাওয়াতেই ড্যানকে সাবধান করতে ছুটেছিল সে। প্রায় পুরো দু'দিন সময় পেয়েছে—তাই ক্যানিয়ন থেকে গরু সরিয়ে দিয়ে ওর র‍্যাঞ্চে এতগুলো লোক পৌঁছাবার আগেই একটা মনগড়া গল্প ফাঁদতে কোন অসুবিধা হয়নি ওর।

পসিকে ওর র‍্যাঞ্চে যেতে দেখে নিশ্চয় খুব ভয় পেয়েছিল ড্যান, তাই নিজের উপর থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর করার জন্যই জিঞ্জারকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজি করিয়েছে। মাথা নাড়ল নাইজেল—রঙের টেক্কাটা রুস্টারের হাতেই রয়েছে।

'এই, জিঞ্জার,' হাঁকল নাইজেল।

মাথা উঁচু করে ডায়মণ্ড বসের দিকে তাকাল লোকটা।

'আমাকে ফাঁসানোর জন্য তোমাকে কত টাকা দেয়া হচ্ছে?'

আবার মাথা নিচু করে নিজের খেলায় মন দিল জিঞ্জার।

বাইরের দরজাটা খুলে গেল। হেলেদুলে নিজস্ব ভঙ্গীতে এগিয়ে এল আর্থার। সেলের দরজা খুলে উকিল ভিতরে ঢোকার সাথে সাথে আবার সশব্দে সেলের গেট বন্ধ করে দিল। এবার সে জিঞ্জারের সেলের দরজা খুলে দিল। তাস পকেটে ভরে লোকটা সেল ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'ও কোথায় যাচ্ছে?' উকিলকে প্রশ্ন করল নাইজেল।

'সম্ভবত বেইলে বেরিয়েছে,' জবাব দিল আর্থার।

'ওই লোকটাই তো মিথ্যা সাক্ষী হয়ে আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে ওর বেইলের টাকা দিয়েছে সেই দোষী।'

'হয়তো পুরো সমস্যাটা আমাকে খুলে বললে একটা সমাধান বের করা আমার জন্য সহজ হবে। মার্টির কাছে জানলাম তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কার্ভার বলল চার্জটা গরু চুরি। আসল ঘটনাটা কী?'

বেঞ্চের ওপর বসে স্টীল-রিমের চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে কয়েদীকে যাচাই করে দেখছে।

'অনেক লম্বা ঘটনা,' বলল নাইজেল। 'এই দ্বিতীয়বার আমাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হলো। প্রথমবার আমাকে কে ফাঁসিয়েছিল সেটা এখনও আমার কাছে রহস্যই রয়ে গেছে। কিন্তু এবার কে ফাঁসিয়েছে সেটা আমি জানি–ড্যান রুস্টার।'

'ঘটনা কী ঘটেছে তাই বলো–থিওরি জেনে আমার লাভ নেই,' বাধা দিয়ে বলল আর্থার।

খড়ের ম্যাট্রেসের ওপর কুঁজো হয়ে বসে রুস্টারের র‍্যাঞ্চ থেকে রাসলারদের অনুসরণ করে ওদের গোপন আড্ডা খুঁজে পাওয়া থেকে শুরু করে পসি নিয়ে ক্যানিয়নটা খালি পাওয়া—রুস্টারের অ্যালিবাই, স্ত্রী জিনির ওকে সমর্থন, তারপর যে লোকটা একটু আগে বেরিয়ে গেল তার সাক্ষ্যে গ্রেপ্তার হওয়ার কথাও বলল।

'এখন তোমার থিওরিটা কী?'

'রুস্টার বুঝতে পারছে আমি অনেক কিছুই জেনে ফেলেছি তাই জিঞ্জারকে দিয়ে আমাকে ফাঁসিয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমাকে বিপদে ফেলার

জন্য জিঞ্জারকে দোষ স্বীকার করাতে কীভাবে রাজি করাল রুস্টার।'

'দোষ স্বীকার করেছে বলেই কি ওর জেল হবে বলে মনে করছ?' প্রশ্ন করল আর্থার।

'লোকটা নিজেই গরু চোর বলে স্বীকার করেছে। নিশ্চয় শেরিফ ওকে দিয়ে একটা স্বীকারোক্তি সই করিয়ে নিয়েছে।'

'এবং লোকটা এখন বেইল পেয়ে মুক্ত।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল নাইজেল।

'লোকটা স্রেফ পালিয়ে যাবে,' সহজ স্বরে জবাব দিল বেইটস। 'শেরিফ কোর্টকে জানাবে লোকটা অন্যান্য গরু চোরের হাতে মারা পড়ার ভয়ে পালিয়েছে। ওর শপথ করা বক্তব্য তখনও কার্যকর থাকবে। রুস্টার বা অন্য কেউ সামান্য বেইলের টাকা খরচ করে তোমাকে দুর্নাম দিতে সক্ষম হয়েছে।'

'তা হলে জিঞ্জার যদি পালায় তবেই প্রমাণ হচ্ছে এটা একটা সাজানো মিথ্যা।'

'আমাদের কাছে তাই, কিন্তু কোর্টের কাছে নয়,' স্মরণ করিয়ে দিল আর্থার। 'যা হোক জুরিকে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে আমি ভুলব না।' চিবুকের হাত বুলিয়ে সে মন্তব্য করল, 'গভীর জলের মাছ। ভীষণ চতুর।'

'রুস্টার চালাক সন্দেহ নেই।'

'যাক, এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে তোমাকেও বেইল দিয়ে বের করা।' উঠে লোহার গেট নেড়ে শব্দ করল আর্থার।

বেইটসের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পরেই জেলরক্ষক আরেকজন অতিথিকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। নাইজেলের কাছে মনে হলো যেন নিরানন্দ অন্ধকার জেলটা আলোয় ভরে উঠল।

জেনি রাশবি করিডর ধরে এগিয়ে এল। সুন্দর একটা সাদা গাউন উঁচু বুটের মাথা পর্যন্ত ঝুলছে। ওর কোঁকড়া লালচে চুলের ওপর রয়েছে একটা বনেট।

'ওহ্, নাইজেল,' গারদের ভিতর দিয়ে তাকাল জেনি। উত্তেজনায় ওর গাল দুটো একটু লালচে দেখাচ্ছে। 'খবরটা পেয়েই তোমাকে জানাতে ছুটে এলাম যে ফ্রেড আর আমি দুজনেই শেষ পর্যন্ত তোমার পিছনে আছি।'

'একটা নীচ রাসলারকে সাহায্য করবে তোমরা?' বিষণ্ন মুখে প্রশ্ন করল নাইজেল।

'বাজে কথা ছাড়ো,' বলে উঠল সে। 'ফ্রেড নিশ্চিত এর সাথে ব্যাঙ্ক ডাকাতির একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সে এখন কাগজ ছাপার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।'

কোমরে দু'হাত রেখে প্রশংসার দৃষ্টিতে জেনির দিকে তাকিয়ে আছে নাইজেল। এই মুহূর্তে ওর কাছে মনে হচ্ছে ওই মেয়েটাই পৃথিবীর সেরা সুন্দরী।

'মনে হয় না,' বলল সে। 'এটা রুস্টারের কাজ—ওকে আমি এমন জায়গায় আঘাত করেছি যেটা সে সহ্য করতে না পেরেই এটা করেছে।'

'কেন, সে তোমার...প্রেমিকাকে তুমি জেলে থাকার সময়ে বিয়ে করেনি?'

'ওটার সাথে এর কী সম্পর্ক?'

'সব!' ঘোষণা করল জেনি। 'লোকজন দাবি করছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য

তুমি ছটফট করছিলে।'

'তাই আমি রাস্টারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছি?' নিরানন্দ হাসিতে নাইজেলের মুখে ভাঁজ পড়ল। 'তুমি এটা বিশ্বাস করো?'

'না!' দৃঢ়স্বরে বলল জেনি, 'কিন্তু আর সবাই তাই ভাবছে।'

'জিনির প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।'

'কিন্তু সে নিজেই ওই জীবন বেছে নিয়েছে!' হাসল জেনি। 'তোমার মনটাকে একটু হালকা করতে ছুটে এসেছিলাম অথচ তোমার সাথেই কিনা তর্ক বাধিয়ে বসলাম। যাক, আমাকে এখনই ফিরে ওভারঅল পরে কাগজ ছাপার কাজে নামতে হবে।' হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল জেনি।

একা হয়ে সেলের ভিতর পায়চারি শুরু করল নাইজেল। ওর মাথায় রাজ্যের দুশ্চিন্তা। শেরিফের কথা অনুযায়ী এবার সে সত্যিই গলা পর্যন্ত কাদায় ডুবেছে। জিঞ্জার যদি পালিয়েও যায় তবু ওর মিথ্যে স্বীকারোক্তি কোর্টে গ্রাহ্য হবে। হয়তো আর্থার তাকে বেইলে ছাড়াতে পারলে তার যা কিছু টাকা আছে সব জড়ো করে তারও পালিয়ে যাওয়া উচিত। এতে অবশ্য লোকজন নিঃসন্দেহ হবে সেই দোষী। কিন্তু সেটাই ভাল নাকি প্রিজন হিলের নরকে আবারও বিনা দোষে জেল খাটা ভাল?

কিন্তু পালাবার চিন্তাটা কোনমতেই স্বীকার করে নিতে পারছে না ওর মন। কারণ তা হলে উপত্যকায় নাইজেলের দুর্নাম কোনদিন ঘুচবে না। লোকে বলবে সে একটা ভীরু কয়োটি—যার নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের মোকাবেলা করার সাহস ছিল না। না, পালাতে সে কিছুতেই পারবে না। যেভাবে হোক তাকে এই দুর্নাম ঘুচাতেই হবে।

জেলরক্ষী করিডর ধরে এগিয়ে এল। 'তোমার উকিল বেইল দিয়ে তোমাকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করেছে,' বিতৃষ্ণার সাথে কথাগুলো বলে চাবি দিয়ে তালাটা খুলে দিল সে।

কোর্টহাউসের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ে নাইজেল ভাবল, মানুষ স্বাধীনতা হারাবার আগে স্বাধীনতার মর্যাদা কোনদিন পুরোপুরি বোঝে না। ভাগ্যদেবী যদি তার প্রতি প্রসন্ন না হয় তবে এবারে লম্বা সময়ের জন্য তাকে জেলে আটক থাকতে হবে।

ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে দু'একজন আরোহীকে ধুলো নেড়ে চলাচল করতে দেখা যাচ্ছে। সেলুনের জানালাগুলো দিয়ে সোনালি আলো দেখা যাচ্ছে। হিচিঙ রেইলের সাথে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। সেলুনের দরজার সামনে থেমে আজকের রাতটা সিরেনোতে কাটাবে, নাকি ডায়মণ্ডে ফিরে যাবে ভাবছে নাইজেল। একটু সামনে ছাপাখানার শব্দ বেশ জোরেই কানে আসছে। আগামীকালই শহরের লোকজন জানবে স্যান সিমেয়ন উপত্যকার ডাকাত দলের সর্দার সে। কোন কারণ ছাড়াই প্রেসের দিকে এগোল নাইজেল।

ঢুকে দেখল জেনি ফ্ল্যাটবেড ছাপার মেশিনের কাজে ব্যস্ত। নার্স যেভাবে রোগীর যত্ন নেয় তেমনি যত্নের সাথেই কাজ করছে মেয়েটা। একের পর এক কাগজ ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসছে। গেঞ্জি আর প্যান্ট পরে ওর ভাই সেগুলোকে

ভাঁজ করছে। প্রেসটা চুল্লীর মতই গরম—আর ঘটাঙ্ ঘটাঙ্ শব্দ তো আছেই। ভাঁজ করা শেষ। জেনিকে মেশিন থামাতে বলল ফ্রেড।

'ব্যস, ছাপা শেষ,' বলে হাসিমুখে হাত থেকে কালি মুছতে মুছতে এগিয়ে এল জেনি।

একটা কাগজ তুলে নিয়ে ফ্রেড রাশবিও কপালের ঘাম মুছে নাইজেলের দিকে এগোল।

'আবার হেডলাইন খবরে জায়গা পেয়েছ,' বলে কাগজটা নাইজেলকে বাড়িয়ে দিল সে।

হেডলাইনটা পড়ল নাইজেল:

রাসলিঙ দল ভেঙে গেছে
র‍্যাঞ্চার গ্রেপ্তার।

জিঞ্জার ওয়াটের শপথ করে দেয়া একটা লিখিত বিবৃতি অনুযায়ী শেরিফ কার্ভার গতকাল দুজন ডেপুটির সহযোগিতায় ডায়মণ্ড এম-এর মালিক নাইজেল ম্যাটসনকে গ্রেপ্তার করেছে। জিঞ্জার নিজেই স্বীকার করেছে সে একজন গরু চোর। ওকে গ্রে মেয়ার সেলুন থেকে ধরে আটক করা হয়।

এই গ্রেপ্তারের আগে কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। দু'দিন আগেই নাইজেল এবং লেজি টির মালিক টাইলার শেরিফের সাহায্য নেয়ার জন্য শহরে আসে। নাইজেলের দাবি একদল রাসলারকে অনুসরণ করে মাসট্যাঙ হিলের ভিতর ওদের গোপন আস্তানা সে দেখে এসেছে—

কাগজটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল সে—বাকিটা তার মুখস্থই আছে।

'মনে হচ্ছে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে,' স্বীকার করল নাইজেল। 'লোকের এখন আমার সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা।'

'আমাদের তা নেই,' ফ্রেডের ডেস্কের ওপর বসে ঘোষণা করল জেনি।

'অবস্থাটা একটু জটিলই হয়ে দাঁড়িয়েছে,' ঘাম মুছতে মুছতে নিজের চেয়ারে বসল সে। 'সারাটা দিন আমি খবর জোগাড় করে কাটিয়েছি—শেরিফের সাথে আলাপ করেছি—জিঞ্জারের বিবৃতিটাও পড়েছি। জিঞ্জারকেও প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেরিফ কিছুতেই রাজি হলো না।'

নাইজেলকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল সে। 'তা হলে তুমি ড্যান রুস্টারকে অভিযুক্ত করেছ, সে কৌশলে দোষটা তোমার ঘাড়েই চাপিয়েছে! যে কোন নিরপেক্ষ লোক বলবে, হয় তুমি একটা দারুণ বড় ধাপ্পা দিচ্ছ, অথবা বিরাট একটা চক্রান্তের শিকার।'

'তোমার কী মনে হয়?' একটু রুক্ষ স্বরেই প্রশ্ন করল নাইজেল।

'সব ব্যারেলেই একটা করে পচা আপেল থাকে।'

'রুস্টার!'

'এই মুহূর্তে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারছি না,' জবাব দিল এডিটর। 'হয়তো সে এর সাথে জড়িত আছে—কিন্তু দলের মাথা সে নয়। আমার বিশ্বাস পুরো ব্যাপারটাই ব্যাঙ্ক ডাকাতিকে ঘিরে চলছে। ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরে ওই লোকটা বা ওই লোকগুলো ভেবেছিল তোমাকে নিরাপদে সরিয়ে ফেলা গেছে। কিন্তু তুমি

ফিরে এলে—এখন আর তুমি দায়িত্বহীন মাতাল নও। নিজের দুর্নাম ঘুচাতে তুমি উঠে পড়ে লেগেছ। তুমি ওদের জন্যে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছ—তোমাকে সরানো দরকার। রাসলিঙ চার্জের চেয়ে বিষাক্ত চার্জ আর কী হতে পারে?'

'চমৎকার একটা বিশ্বাসযোগ্য প্ল্যান,' বলে উঠল জেনি। 'একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামী লুট করে বেড়াচ্ছে সেই সাথে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য একজন নির্দোষ নাগরিক, যে তার প্রেমিকাকে বিয়ে করেছে তাকে ফাঁসাচ্ছে।'

'জুরিকে বিশ্বাস করানোর মত সব রকম মশলাই এতে আছে,' ওর ভাই বলল।

'এর প্রতিকার করার মত নিশ্চয় কিছু আছে,' দাবি করল জেনি।

'তুমিই বলো, কী করতে তুমি?' বোনকে চ্যালেঞ্জ করল এডিটর।

'এই জিঞ্জার লোকটার থেকে সত্যটা জোর করে আদায় করতাম।'

'ওকে ধরতে পারলে তো! লোকটা বেইলে ছাড়া পেয়েই অদৃশ্য হয়েছে। ওকে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে শুনলাম।'

'নিশ্চয় রুস্টারের ওখানেই গেছে,' বলল নাইজেল। তারপর জেনির দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার পরামর্শটা চমৎকার, জেনি। ওকে ধরার চেষ্টাই আমি করব।'

তেরো

প্রেরণা পেয়ে মেয়েটা নাইজেলের বাহুমূল ধরে দরজার দিকে এগোল। 'ঝোঁকের মাথায় কোনকিছু করতে যেয়ো না, প্লীজ। তোমার কাঁধে এমনিতেই একটা বড় মামলা ঝুলছে।'

'মৃত মানুষ কথা বলে না—সাক্ষিও দিতে পারে না,' বলল এডিটর।

'মনে করছ সেটা আমি বুঝি না?' বলে উঠল নাইজেল। 'ওই হারামজাদাকে আমার বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

রাত হয়েছে। ওয়েস্ট ফর্কের ধার ধরে এগিয়ে চলেছে নাইজেল। মেঘে ক্ষণিকের জন্য ঢাকা পড়েছে চাঁদ। তারার আলোয় ঢালটা একটু রূপালি দেখাচ্ছে। রাসলিঙের চার্জটা এড়ানোর নাইজেলের একটাই মাত্র উপায়—জিঞ্জার। যদি প্রমাণ করতে পারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা মিথ্যা তা হলেই বেঁচে যাবে সে। নইলে আবার ইউমার নরকে ফিরে যেতে হবে ওকে—কেউ ঠেকাতে পারবে না। এবং তার শাস্তি এত লম্বা হবে যে ইউমায় কাটানো ওই তিনটে বছর ওর কাছে ছুটি কাটানোর মতই মনে হবে। সত্যি কথা ওর থেকে বের করতে হলে তার একমাত্র উপায় পিটিয়ে বের করা। কিন্তু এডিটর ঠিকই বলেছে—লোকটাকে তার আগে খুঁজে বের করতে হবে। তার ধারণা লোকটা সোজা ডি আর র‍্যাঞ্চে গিয়ে আশ্রয় নেবে।

ওকে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে গোপনে ওই র‍্যাঞ্চটার ওপর নজর রাখতে হবে। জিঞ্জার যদি টের পায় ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে আর কোথাও গিয়ে লুকাবে—কিংবা হয়তো বর্ডার পার হয়ে মেক্সিকোতেই গিয়ে গা ঢাকা দেবে।

ক্রীক থেকে দূরে সরে একটা খাঁজের পাশে এসে ঘোড়া থামাল নাইজেল। আশপাশে অনেক পাথরের চাঁই দেখা যাচ্ছে। ঘোড়াটাকে একটা পাইন গাছের সাথে বেঁধে বুট থেকে স্পার দুটো খুলে ফেলল। ঘোড়ার পিঠে খাপে রাখা উইনচেস্টারটার দিকে অনিশ্চিত চোখে তাকাল সে—শেষে সিদ্ধান্ত নিল ওটা সাথে থাকলেই অসুবিধা বেশি। এখন সকাল হওয়ার অপেক্ষা। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিল সে।

সকালের ঠাণ্ডা বাতাসটা যেন ওর হাড়ে কামড় বসাচ্ছে। টেলিস্কোপটা চোখে লাগিয়ে বসে আছে নাইজেল। আকাশের তারাগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হলো। পুবের আকাশটা ফিকে হয়ে আসছে। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে সূর্যটা উঁকি দিল। যতই উপরে উঠছে আলোটা ওর চোখে ততই দুঃসহ হয়ে উঠছে। নীচের কুয়াশা কেটে গিয়ে বাড়িগুলো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আরেকটু পিছনে কোরালে চারটে ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। নাইজেল আন্দাজ করল ওগুলো সম্ভবত রূস্টার, জিঞ্জার আর দু'জন কর্মচারীর।

র‍্যাঞ্চহাউসের দরজা খুলে বালতি হাতে বেরিয়ে এল রূস্টার। ক্রীকের থেকে পানি নিয়ে আবার বাড়িতে ফিরে গেল সে।

এরপরে বাঙ্কহাউসের দরজায় শক্ত কাঠামোয় স্যাম হওকিনসকে দেখা গেল। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে উঠানে নামল সে। ওকে অনুসরণ করে পাতলা গড়নের জিঞ্জারকে বেরোতে দেখে নাইজেলের হার্ট বীট বেড়ে গেল। ওর দিকে টেলিস্কোপটা ফোকাস করে দেখল লোকটা বাঙ্কহাউসের দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট তৈরি করছে। কিন্তু হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে সরাসরি নাইজেল যেখানে আছে সেদিকে তাকাল সে। ওর এই ভাবের পরিবর্তন স্পষ্ট দেখতে পেল ডায়মণ্ড বস্। ঝট করে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে বাঙ্কহাউসের দরজা লক্ষ করে ঝাঁপ দিল—মনে হলো যেন ওকে র‍্যাটল স্নেকে কামড় দিয়েছে। স্যামও ওকে অনুসরণ করল। হতভম্ব হয়ে টেলিস্কোপ চোখে খালি উঠানের দিকে চেয়ে বসে আছে নাইজেল। কিছু একটা দেখে ওরা ভয় পেয়েছে।

বাঙ্কহাউসের ছোট জানালা দিয়ে একটা আগুনের শিখা দেখা গেল। টেলিস্কোপের ঠিক পাশেই এসে লাগল একটা গুলি। টেলিস্কোপের পিতলের গায়ে বাড়ি খেল চূর্ণ পাথরের টুকরা। দ্বিতীয় গুলিটা লাগল একটু দূরে বড় পাথরটার ওপর।

টেলিস্কোপের কাঁচে সূর্যের প্রতিফলন দেখেই লোকগুলো ওর গোপন অবস্থান টের পেয়েছে—বুঝল নাইজেল। এই বোকামির জন্য সে নিজেই দায়ী। সূর্যের মুখোমুখি পশ্চিমে নিজের অবস্থান বেছে না নিয়ে একটু কোনাকুনি কোথাও বসা উচিত ছিল তার। পিছিয়ে ওদের দৃষ্টির আড়ালে চলে এল সে। ওরা যখন জেনে গেছে তখন জলদি এখান থেকে সরে না পড়লে বিপদ আছে। যা হোক, এখন সে

জানে জিঞ্জার কোথায় আছে। সাপটাকে এখন তার গর্ত থেকে খুঁড়ে বের করতে হবে।

ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দেখল মার্টি আর পেড্রো বিষণ্ন মুখে বসে আছে। অল্প কথায় জিঞ্জারের মিথ্যা সাক্ষীতেই তার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা ওদের জানাল নাইজেল।

'লোকটা এখন রুস্টারের র‍্যাঞ্চে আছে,' বলল সে। 'ওকে ধরে এনে সত্যি কথাটা স্বীকার করাতে না পারলে আমাকে আবার ইউমায় পাঠানো হবে। শয়তানটা পালানোর মতলবে আছে।'

'রাইফেলের পাল্লার মধ্যে পেলে তোমাকে নির্ঘাত মেরে ফেলবে ওরা,' সাবধান করল মার্টি।

'হয়তো,' স্বীকার করল ডায়মণ্ড বস। 'কিন্তু আমার একটা প্ল্যান আছে। ওখানে মাত্র চারটে ঘোড়া দেখলাম। আমরা আছি তিনজন। তোমরা কি ডি আর র‍্যাঞ্চের বিরুদ্ধে লড়তে রাজি আছ?'

'এতে আমার জানটা ছাড়া খোয়াবার আর কিছু নেই,' জবাব দিল মার্টি।

উঠে আস্তাবল থেকে নিজের ঘোড়াটাকে আনতে গেল সে। বেশি কথার মানুষ নয় পেড্রো—নীরবে সেও ওর পিছু নিল।

নাইজেল ডি আর র‍্যাঞ্চের আশপাশের এলাকার সাথে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। ক্রীকের বাঁকে এসে থামল ওরা তিনজন। বাঁকের ওপাশে পাহাড়ের আড়ালে রয়েছে রুস্টারের র‍্যাঞ্চটা। ঘোড়ার লাগামটা মার্টির হাতে ধরিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে ক্রীক ধরে এগিয়ে সেই আগের জায়গাটায় এসে যেখানে গর্ত করেছিল সেখানে পা রেখে ক্রীকের পাড়ের ওপর সামান্য একটু মাথা তুলে উঁকি দিল। কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না—সব একেবারে স্তব্ধ। তবু বিপদের গন্ধ রয়েছে যেন। আবার একই পথে মার্টি আর পেড্রোর কাছে ফিরে এল সে।

'শোনো,' বলল নাইজেল, 'কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। আমার বিশ্বাস রুস্টার আর জিনি র‍্যাঞ্চহাউসেই আছে, আর দুজন কর্মচারী ঘাপটি মেরে বাঙ্কহাউসে বসে আছে। জিঞ্জার কোথায় আছে তা বলা মুশকিল। তোমরা দুজন উইনচেস্টার নিয়ে ক্রীক ধরে এগিয়ে আমাকে কাভার দাও।'

'তুমি পাগলের মত কী করতে যাচ্ছ?' প্রশ্ন করল মার্টি।

'ঘোড়ায় চড়ে ভিতরে গিয়ে জিঞ্জারকে ধরে আনতে যাচ্ছি।'

'তুমি কি কবরে ঢোকার ব্যবস্থা করতে চাও?'

'এতে ঝুঁকি আছে জানি,' স্বীকার করল নাইজেল। কাষ্ঠহাসি হাসল সে। 'তুমি যদি ইউমার স্বাদ একবার পেতে তা হলে তার বদলে কবরই বেছে নিতে।'

রাইফেল হাতে মার্টি আর পেড্রো ক্রীকে নামল। ওদের সুবিধাজনক জায়গা বেছে নিতে দশ মিনিট সময় দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হলো সে। যে কোন মুহূর্তে বুলেটের আঘাত আশা করছে। লক্ষ করল বাঙ্কহাউসের পিছনদিকে কোন জানালা নেই। কিন্তু ব্যাঙ্কহাউসের জানালাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কোনাকুনি ভাবে এগিয়ে বাঙ্কহাউসের পিছনে চলে এল নাইজেল। এখন

বাড়িটা আড়াল হয়েছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পিস্তল হাতে তৈরি হয়ে ঘুরে বন্ধ দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। একটু দম নিয়ে বাম হাত দিয়ে ঠেলে দরজা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিতরে।

বাইরের আলো থেকে প্রায় অন্ধকার ঘরে ঢুকে কয়েক মুহূর্ত সবই ঝাপসা দেখল—তারপরেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। পিছনের দেয়ালে দুই সারিতে বারোটা বাঙ্ক রয়েছে। কাঠের একটা লম্বা টেবিলের দু'পাশে দুটো বেঞ্চ ঘরের মাঝখানে। টেবিলের ওপর অগুনতি খালি হুইস্কি বোতল দেখা যাচ্ছে। বাঙ্কের ওপর একজনকেই দেখা যাচ্ছে—স্যাম হওকিনস। ঘুম থেকে জেগে লোকটা অবাক চোখে নাইজেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

'জিঞ্জার কোথায়?' প্রশ্ন করল ম্যাটসন।

'সে তো অনেকক্ষণ আগেই সটকে পড়েছে,' জবাব দিল স্যাম। 'তুমি ওর পিছনে লেগেছ কেন?'

'ওর সাথে একটা বিরোধের নিষ্পত্তি করা দরকার।'

'তুমিই কি স্পাইগ্লাস নিয়ে নজর রেখেছিলে?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না নাইজেল। 'তা হলে জিঞ্জার রুস্টারের সাথে র‍্যাঞ্চহাউসে আছে,' গর্জে উঠল ম্যাটসন।

'আমাকে মিথ্যাবাদী বলার আগে নিজেই গিয়ে দেখে এসো,' খেঁকিয়ে উঠল স্যাম।

'নিশ্চয় দেখব!' বলে পিছিয়ে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এল। উঠান পার হয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পিস্তল রেডি রেখে দরজায় লাথি মারল নাইজেল।

রুস্টারই দরজা খুলল। ওকে দেখেই রাগে জ্বলে উঠল সে। 'তুমি আবার এসেছ!' তেড়ে উঠল ড্যান।

'জিঞ্জারকে আমার চাই!'

নাইজেল খেয়াল করল ওর পিছন দিকে কী যেন লোকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটু পিছিয়ে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'ওকে তোমার কী দরকার?'

একটা উইনচেস্টার ক্রীকের ধার থেকে গর্জে উঠল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল কেউ। নাইজেল ঘুরে দেখল বাম হাতে কনুই-এর নীচে ডান হাতটা চেপে ধরে বাঙ্কহাউসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে স্যাম। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ওর কোল্টটা মাটিতে ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে।

'চমৎকার জুড়ি!' পরিহাস করে বলল নাইজেল। 'তুমি মিথ্যা চার্জ আনো, আর স্যাম গুপ্তঘাতক। এবার জিঞ্জারকে বেরিয়ে আসতে বলো। নইলে আমিই ভিতরে ঢুকে ওকে বের করে আনব।'

রুস্টার ভড়কে গেছে। দ্রুত একবার চোখ-বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করল গুলিটা কোত্থেকে এসে তার কর্মচারীকে পঙ্গু করল। নাইজেল পিস্তলের নলটা ড্যানের পেটে ঠেকাল। 'জিঞ্জার!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে।

'বিনা কারণে এই হামলার জন্য আমি নালিশ জানিয়ে তোমাকে গ্রেপ্তার

করাব,' হুমকি দিল ড্যান। 'জিঞ্জার এখানে নেই—কারও বাড়িতে জোর করে ঢোকার কোন অধিকার কারও নেই।'

'আজ সকালেই ওকে আমি এখানে দেখেছি। পিছাও, আমি ভিতরে আসছি।'

পিছাল রুস্টার—ওর পেটের ওপর থেকে পিস্তল সরাল না নাইজেল। দ্রুত চারপাশ একনজরে দেখে নিল। দুই কামরার র‍্যাঞ্চহাউসের এটা বসার ঘর। এর পিছনে একটা ছোট রান্নাঘর। আসবাবপত্র খুবই কম এবং নিকৃষ্ট চেহারার। একটা ছোট টেবিলের দু'পাশে দুটো চেয়ার। একটা তোবড়ানো সোফা রয়েছে, জানালাটার নীচে। দরজার পাশে একটা আয়না ঝুলছে।

'জিনি কোথায়?' প্রশ্ন করল নাইজেল।

'শহরে গেছে। কিন্তু তাতে তোমার কী?' রাগের সাথে জবাব দিল ড্যান।

পিস্তলটা ওর দিকে ধরে রেখেই বেডরুমে উঁকি দিল নাইজেল। পিতলের বিছানা, একটা ড্রেসিঙ টেবিল, ওক কাঠের কাবার্ড ছাড়া কোন মানুষ ওর চোখে পড়ল না।

'তা হলে হারামজাদা সত্যিই সরে পড়েছে,' আবার কিচেনে ফিরে এসে বলল ম্যাটসন। 'তোমরা দুজনে যুক্তি করে আমার পিছনে লেগেছ। শুনে রাখো, তুমি আমার প্রেমিকাকে ছিনিয়ে নিয়েছ বটে, কিন্তু তাই বলে ভেব না আমার র‍্যাঞ্চটাও দখল করতে পারবে।'

নিজের পিস্তলটা খাপে ভরে পিছন ফিরে বসার ঘরের দিকে এগোল সে। দরজার পাশে ঝুলানো আয়নায় সে দেখতে পেল পিস্তল বের করার জন্যে ঝট করে হাত নামাল রুস্টার। ভীষণ রাগে ঘুরেই কষে একটা লাথি চালাল ড্যানের দুই ঊরুর ফাঁকে। ব্যথায় ককিয়ে উঠে দু'ভাঁজ হয়ে গেল লোকটা। প্রচণ্ড আপারকাট ঘুসি খেয়ে সে আবার সোজা হলো। কামারের বড় হাতুড়ির মত বাম হাতের একটা প্রচণ্ড মারে পিছিয়ে দেয়ালের সাথে বাড়ি খেল সে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে লেপা মাটির মেঝেতে পড়ল ড্যান। ওর ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে। 'তোমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলাই আমার উচিত,' বলল নাইজেল। 'তুমি গান্ধিপোকার চেয়েও দুর্গন্ধময়, কিন্তু তোমাকে বাঁচিয়ে রাখাটা আমার দরকার।'

কথা শেষ করে পিছিয়ে দরজা দিয়ে উঠানে বেরিয়ে এল সে। বেরোবার আগে দরজাটা টান দিয়ে বন্ধ করে দিল। আহত স্যামকে আর দেখা যাচ্ছে না। ঘুরে বাঙ্কহাউসের পিছনে এসে ঘোড়ার পিঠে উঠল নাইজেল। জিঞ্জার তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছে বটে, কিন্তু ড্যান বা স্যাম আজকের দুর্ভোগের কথা জীবনে ভুলবে না—এটুকুই সান্ত্বনা।

ঘোড়াগুলোর কাছে এসে অপেক্ষা করছিল নাইজেল, মার্টি আর পেড্রো ক্রীক ধরে এগিয়ে এল।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল মার্টি। 'কই, জিঞ্জারকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'না,' জবাব দিল নাইজেল, 'শয়তানটা পালিয়েছে।'

'এখন আমাদের কী পরিণতি হবে?'

'আমরা গাছের ডালে বসে আছি,' শুষ্ক রসিকতার সাথে বলল তার বস্, 'ওই ডালটাই কাটার প্রস্তুতি চলেছে।'

চোদ্দ

পরদিন সকালে নাইজেল বাড়ির আশপাশেই রইল। বুঝতে পারছে না এখন তার কী করা উচিত। জিঞ্জার যখন তার হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে, ওই রাসলিঙের চার্জ নাকচ করার দ্বিতীয় কোন উপায়ই সে দেখতে পাচ্ছে না। নিরুপায় সে, শিকলে বাঁধা পড়েছে সে। তার কব্জি আর গোড়ালির গাঁটে পরানো লোহার কড়ায় হাত-পা এখনই ভারি ঠেকতে শুরু করেছে। প্রিজন হিলের ঘাম আর ঝাঁঝাল দুর্গন্ধ যেন তার নাকে আসছে।

জিঞ্জার সম্ভবত এতক্ষণে মেক্সিকোতে পৌঁছে গেছে। রুস্টারের হয়ে কাজ করে নাইজেলের জন্য সে শক্ত জাল পেতেছে। সম্ভবত ড্যান ওর পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে। ওদের পথের কাঁটা নাইজেল ম্যাটসন যতক্ষণ জেলে না যাচ্ছে ততদিন সে সীমানার দক্ষিণেই থাকবে। ওদের উকিল বিনীত ভাবে জুরিকে জানাবে, প্রাণের ভয়েই লোকটা পালিয়েছে। রুস্টার সাক্ষ্য দেবে নাইজেল জিঞ্জারের খোঁজে লোকজন নিয়ে ডি আর র‍্যাঞ্চে হানা দিয়েছিল। এটাও তার বিরুদ্ধে যাবে। ওদের চক্রান্তের জালে ভাল ভাবেই আটকা পড়েছে নাইজেল।

সকাল দশটার দিকে শহরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল নাইজেল। নিচেষ্ট হয়ে বসে থাকার চেয়ে যা হোক কিছু করা ভাল।

চাক ওয়্যাগনের সামনে ঘোড়া থামিয়ে এক মগ কফি খাওয়ার জন্য ভিতরে ঢুকল সে। তার প্রতি ভিতরে বসা লোকজনের মনোভাব সুস্পষ্ট। একটা শীতল নীরবতা নেমে এল সবার মাঝে। লোকজনের আড়চোখের চোরা চাহনি টের পাচ্ছে—বোঝা যাচ্ছে ওদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে সে-ই অপরাধী।

ঘোড়া যেমন নতুন রেঞ্জে একা আর বিষণ্ন বোধ করে, সেই রকম একটা বোধ নিয়েই দ্রুত কফি শেষ করে কাউন্টারের ওপর কফির দামটা রেখে বেরিয়ে এল নাইজেল। শহরে থাকার আর কোন মানে হয় না। হঠাৎ তার মনে পড়ল ব্যাঙ্ক ম্যানেজার টিম ক্রস ক্যানসাস সিটি ব্যাঙ্কগুলো থেকে জন রায়ানের টাকা জমা দেয়ার ব্যাপারে কোন খবর পেল কিনা সেটা জানা হয়নি।

ব্যাঙ্ক ডাকাতির ব্যাপারটা অবশ্য এখন আর তার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না। এই নতুন ঝামেলাটা সেটাকে নগণ্য করে দিয়েছে। কিন্তু করার এরচেয়ে ভাল কিছু খুঁজে না পেয়ে ব্যাঙ্কের দিকেই রওনা হলো।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ব্যক্তিগত ভাবে তার রাসলিঙের এই নতুন অভিযোগ সম্পর্কে কী ভাবে সেটা ওর মুখ দেখে বোঝা গেল না। অন্যান্য আমানতকারীর মতই নাইজেলকে হাসি মুখেই অভ্যর্থনা জানাল।

'ক্যানসাস সিটি থেকে কোন খবর পেলে?' চেয়ার টেনে বসে প্রশ্ন করল নাইজেল।

'হ্যাঁ, খবর এসেছে,' জানাল টিম। চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে ভুঁড়ির

ওপর দু'হাতের আঙুল চাপিয়ে বসল সে। 'জন রায়ানের নামে ক্যানসাসে কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়া হয়নি।'

'তা হলে ওটা অন্ধ গলি!' নিরাশ স্বরে বলল ম্যাটসন।

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, এতে রায়ান ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে অংশ নিয়েছিল বলে আর সন্দেহ করা চলে না।'

'অভিযোগটা তা হলে আমার কোলেই ফিরে এল,' অস্থির ভাবে বলল সে।

'আমি তোমাকে আগেও বলেছি সব দেনা পুরোপুরি শোধ করেছ তুমি,' জবাব দিল টিম। গলা পরিষ্কার করল সে। 'এবার তোমার র‍্যাঞ্চের ব্যাপারটায় আসা যাক। দশ হাজার ডলার, ক্যাশ। মনে আছে তো?'

'রুস্টারের প্রস্তাব,' অন্যমনস্ক ভাবে মন্তব্য করল নাইজেল।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সম্মতিসূচক ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। 'কোন নাম উল্লেখ করা হয়নি।'

'জানি!' বলল তরুণ র‍্যাঞ্চার। 'এটা কখনও ভেবে দেখেছ রুস্টারের দশ হাজার ডলার ক্যাশ দেয়ার মত ক্ষমতা কীভাবে হলো? তিন বছর আগে সে মাসে মাত্র একশো ডলার বেতনের ফোরম্যান ছিল। পাহাড়ের ভিতর ওই ন্যাড়া র‍্যাঞ্চ থেকে নিশ্চয় সে ওই টাকা রোজগার করেনি।' নাইজেলের স্বরে অভিযোগ।

'আমি আমার নিজের ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকি,' কঠিন স্বরে বলল ক্রস। 'এত ব্যস্ততার মাঝে অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবার সময় আমি মোটেও পাই না।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও টাকা কোত্থেকে এল তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা নেই। তোমার ব্যাঙ্কে টাকা জমা পড়লেই তুমি খুশি।' উঠে দাঁড়াল নাইজেল। 'তুমি রুস্টারকে জানিয়ে দিও আমি বেঁচে থাকতে সে ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চ পাবে না।'

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে নাইজেল দেখল কাঠের ফুটপাত ধরে রাশবি আসছে। লোকটা ধীর ভাবে কখনও চলে না। লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটে—যেন সব সময়েই ওর তাড়া রয়েছে।

বাজপাখি যেমন কবুতরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় তেমনি ভাবেই নাইজেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এডিটর।

'জিঞ্জারের দেখা পেলে?' জানার দাবি জানাল ফ্রেড।

'হ্যাঁ,' বলল নাইজেল। 'যেখানে আশা করেছিলাম সে সেই রুস্টারের র‍্যাঞ্চেই ছিল—কিন্তু ওকে ধরতে পারিনি, পালিয়েছে।'

'খারাপ কথা,' মন্তব্য করল এডিটর।

'খারাপ খবর আরও আছে—জন রায়ান একটা পয়সাও ক্যানসাস ব্যাঙ্কে জমা দেয়নি। অর্থাৎ ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতির সাথে ও জড়িত ছিল বলে মনে হয় না।'

'তা হলে বাকি রইল তিনজন!' এডিটর আঙুল তুলে একে একে ওদের গুনল: 'জ্যাক রেনল্ড, টিম ক্রস, আর ডাক্তার মারফি।'

'সাসপেক্টস বটে!' টিটকারি দিল নাইজেল। 'তুমি বদ্ধ-পাগল।'

'সোজা লজিক,' জবাব দিল রাশবি। 'পোকার টেবিলে যারা বসে ছিল তাদেরই একজন তোমাকে ফেলে চাবি তোমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

শেরিফকে নিয়ে অবশ্য ওখানে ছিল চারজন। শুনলাম আজ ভোরে সে রুস্টারকে খুব একচোট নিয়েছে। রুস্টার তার অফিসে ঢুকে বিনা কারণে ওর র‍্যাঞ্চে গিয়ে মারধর করার অপরাধে তোমাকে আবার গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়েছিল। দুজনে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। যাই হোক রুস্টার শেষে গোমড়া মুখে কোর্টহাউস থেকে বেরিয়ে আসে। সম্ভবত এখন মীটিঙে সে তার ঝামেলার কথা ব্যক্ত করছে।'

'কীসের মীটিঙ?'

'কাউম্যানদের সভা। জনসন হোটেলে ওরা একটা আলোচনা সভায় বসেছে—অত্যন্ত গোপনীয়, কোন রিপোর্টারেরও প্রবেশ নিষেধ।'

'এই প্রথম শুনলাম।' ভুরু কুঁচকাল নাইজেল।

হাসল এডিটর। 'মনে রেখো, তুমি এখন প্রধান সাসপেক্ট।' আর দাঁড়াল না সে।

দাঁড়িয়ে ফ্রেডের কথাগুলো উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল নাইজেল। জ্বালা ধরছে ওর মনে। র‍্যাঞ্চারদের আলোচনায় কেন ওকে ডাকা হয়নি তার কারণটা সুস্পষ্ট। কিন্তু এতে ওর আঁতে ঘা লেগেছে। সে একজন র‍্যাঞ্চার, ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে বটে, কিন্তু এখনও কিছু প্রমাণ হয়নি। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে জনসন হোটেলের দিকে এগোল সে।

টাক-মাথা ক্লার্ক নাইজেলকে ডেস্কের দিকে এগোতে দেখে অস্বস্তি বোধ করছে। 'কাউম্যানদের মীটিঙ কোন রুমে হচ্ছে?' কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'দুঃখিত, মিস্টার ম্যাটসন,' আমতা-আমতা করছে ক্লার্ক, 'কিন্তু মীটিঙটা গোপন। বাইরের কাউকে—'

'আমি একজন বাইরের লোক,' বাধা দিয়ে বলল নাইজেল, 'তাই আমাকে কোন তথ্য জানানো যাবে না?'

ক্ষীণ হাসি হেসে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এল সে। দুদিকের ঘরগুলোর দরজাই খোলা। করিডরের শেষ মাথায় একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে থামল। ভিতর থেকে কথার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। হাতল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকল নাইজেল।

সঙ্গে সঙ্গে কথা থেমে গেল। কড়িকাঠটা পেরিয়ে দাঁড়াল নাইজেল। স্যান সিমেয়ন উপত্যকার উত্তরের প্রত্যেকটা র‍্যাঞ্চারই ওখানে উপস্থিত রয়েছে। জেমস টাইলার, রুস্টার, জেকব, চার্লস ডিকেরো, আর ডেভিড হিগিন—সবাইকেই সে চেনে। ওরা প্রত্যেকেই কঠিন প্রকৃতির লোক। ওরা যখন প্রথম এখানে আসে তখন 'কিং কোল্ট' ছিল একমাত্র আইন। এরা যখন ভাবে বর্তমান আইন তার কাজে বিফল হয়েছে নিজেদের হাতেই আইন তুলে নেয়।

চার্লস ডিকেরো কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'কেটে পড়ো, ম্যাটসন, এটা কাউম্যানদের মীটিঙ।'

'আমি একজন র‍্যাঞ্চার!'

'তোমার আরও অনেক ব্যবসা রয়েছে।'

'তার মানে?'

'তোমাদের দড়িতে আঠা,' বলে উঠল জেকব। 'ধ্যাৎ, আমাকে কি বানান করে বলে বোঝাতে হবে?'

'আমাকে মিথ্যে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে!'

সশব্দে হেসে উঠল রূস্টার। 'যেমন তোমাকে ব্যাঙ্ক ডাকাতির জন্য ফাঁসানো হয়েছিল?' টিপ্পনি কাটল সে।

'এটাও সেই একই লোক হতে পারে,' পাল্টা আক্রমণ করল নাইজেল।

'তোমার বকবকানি বন্ধ করো!' ভিকেরোর স্বরে বিরক্তির ভাব সুস্পষ্ট। 'আমরা এখানে জরুরী আলাপ করছি। তোমার কিছু বলার থাকলে সেটা জুরির সামনে বোলো।'

নড়ল না নাইজেল। 'আমার যা বলার তা আমি এখানেই বলব।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রূস্টার। 'আমি শেরিফকে ডেকে আনছি—এই লোকটাই সব ঝামেলা বাধায়।'

'দাঁড়াও!' ধমকে উঠল টাইলার। ওর নীল চোখ দুটো নাইজেলের ওপর। 'নাইজেল যখন ইউমাজেলে ছিল তখনও গরু চুরি হয়েছে। ডায়মণ্ড এমও অনেক গরু হারিয়েছে। ওর যা বলার আছে ওকে বলতে দাও।'

কেবল রূস্টারই আপত্তি জানাল। কিন্তু পেটের ওপর জেমস টেইলারের কনুইয়ের শক্ত একটা গুঁতো খেয়ে আবার বসে পড়ল সে।

'প্রথমত,' শুরু করল ম্যাটসন, 'আমি বলতে চাই রূস্টারই ডাকাত দলের সর্দার। নইলে ওর বাঙ্কহাউসে দুজন কর্মচারীর জন্যে কেন বারোটা বাঙ্ক করা হয়েছে? মেক্সিকান ঘোড়া চোরদের পসি সারাদিন অলস ভাবে কাটিয়ে রাতের আঁধারে চোরের পিছনে কেন ধাওয়া করবে? অন্ধকারে কি ট্রেইল করা যায়? আর জিঞ্জারই বা কেন গতকাল পর্যন্ত ডি আর র‍্যাঞ্চে ছিল?'

'নিশ্চয় সে আমার র‍্যাঞ্চে আশ্রয় নিয়েছিল,' উত্তেজিত প্রতিবাদ করে সে আবার উঠে দাঁড়াল। 'তোমার বিরুদ্ধে জিঞ্জারই একমাত্র সাক্ষী, তার ভয় ছিল তুমি ওকে মেরে ফেলবে। জুরির কাছে তার বক্তব্য না বলা পর্যন্ত ওকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম।'

'এক ডজন বাঙ্ক!' খোঁচা দিল নাইজেল।

'ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করা কি দোষের? হয়তো ওগুলো পরে আমার দরকার হবে।'

রূস্টারের স্বরে ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ। লোকটা নির্দোষ মানুষের ভূমিকায় খুব ভাল অভিনয় করতে পারে–ভাবল নাইজেল। তার মনে হচ্ছে, সব না হলেও উপস্থিত বেশির ভাগ লোকের সাপোর্টই রূস্টারের পক্ষে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওদের ধারণা প্রেমিকাকে হারানোর প্রতিশোধ নিতেই নাইজেল ওর পিছনে লেগেছে।

'এসব কথা কাটাকাটিতে কারও কোন লাভ হচ্ছে না,' বাধা দিয়ে অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠল ভিকেরো।

'এখানে আমারও কথা বলার অধিকার আছে,' গলা চড়িয়ে বলল ড্যান। 'এই জেল-খাটা লোকটা ইউমা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকেই আমার পিছনে লেগে আছে। তোমরা সবাই জানো এর কারণটা কী।'

'চুপ করো।' গর্জে উঠল ভিকেরো। তারপর নাইজেলের দিকে চোখ ফেরাল

সে। 'তুমি ভাল করে শুনে রাখো,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। 'তোমার একজন ভাল উকিল আছে তা আমরা জানি। সে যদি জুরিকে কথার জালে ফেলে তোমাকে ছাড়া পাইয়ে দেয়, আর তারপর আমাদের আরও গরু চুরি যায়, তবে নিশ্চিত থেকো তুমি আমাদের নেক্সট পার্টি মিস করবে না। নেক-টাই পার্টি!'

নাইজেল বুঝতে পারছে, কথা দিয়ে এসব ঝানু লোকগুলোকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না। ওদের চোখে সে একজন ট্রাব্‌ল্‌মেকার ছাড়া আর কিছুই নয়। কঠিন প্রমাণ ছাড়া মন থেকে ওদের বদ্ধমূল ধারণা কিছুতেই মুছে ফেলা যাবে না। অপারগ ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। নীচে নেমে দেখল লবিতে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে রাশবি। আগ্রহভরে ডায়মণ্ড বসের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে।

'ক্লার্কের কাছে শুনলাম তুমি জোর করেই কাউম্যানদের মীটিঙে ঢুকেছিলে,' বলল এডিটর। 'কোন খবর আছে?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল নাইজেল। 'জুরি যদি আমার উচিত বিচার না করে তা হলে কাউম্যানরাই তা করবে—দড়িতে ঝুলিয়ে।'

ফ্রেডকে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে এসে ঘোড়া নিয়ে ডায়মণ্ড এম-এর দিকে রওনা হলো নাইজেল।

ডায়মণ্ডে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। একটা ডান ঘোড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে পানির টব্‌টার কাছে। বেডরোল বাঁধা রয়েছে ঘোড়ার পিঠে। অপরিচিত ঘোড়াটাকে দেখেও তার মনে কোন কৌতূহল জাগল না–তার মন ভারাক্রান্ত; চিন্তাগ্রস্ত। নিজের ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে ওকে পানি খাইয়ে কোরালে ছেড়ে দিল। র‍্যাঞ্চহাউসের বারান্দায় উঠে দেখল একজন পাতলা গড়নের লম্বা লোক আধোঅন্ধকার কোনায় রাখা একটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নিজের চিন্তায় মগ্ন নাইজেল প্রথমে ওকে চিনতে পারেনি। তারপর লোকটার বাম গালের ছোপটা ওর চোখে পড়ল। বিস্ফারিত হলো নাইজেলের চোখ।

'জিঞ্জার!' বিস্মিত স্বরে বলে উঠল সে।

পনেরো

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে পর মুহূর্তেই সতর্ক হলো নাইজেল। রাস্টার আর জিঞ্জার আবার কোন চক্রান্ত ফাঁদল?

'তুমি এখানে? কী ব্যাপার?' কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল ডায়মণ্ড বস্।

'চুক্তি!' গানবেল্টে বুড়ো আঙুল দুটো গুঁজে দাঁত বের করে হাসল জিঞ্জার।

'কী ধরনের চুক্তি?'

'আমার স্বীকারোক্তিটা যে মিথ্যা, এর প্রমাণ তোমার দরকার।'

'তোমাকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমার!' রাগে নাইজেলের স্বরটা ভাঙা শোনাল। 'তুমি একটা মিথ্যাবাদী বাস্টার্ড।'

হুমকি বা অপমান কোনটাই হ্যাঙলা লোকটার দেঁতো হাসি মুছাতে সক্ষম হলো না।

'আমাকে খুন করলে তুমি ফাঁসিতে ঝুলবে,' জবাব দিল জিঞ্জার। 'কিন্তু তুমি যদি সহযোগিতা করো তবে ড্যান রূস্টারকে উচিত সাজা দিতে পারবে।'

'কী ধরনের সহযোগিতা?'

'স্বর্ণ মুদ্রায় এক হাজার ডলার,' জবাব দিল জিঞ্জার ওয়াট।

তা হলে রূস্টারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে ওয়াট। ওর মত লোক যথেষ্ট টাকা পেলে যে কোন লোকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। ভুরু কুঁচকে ভাবছে নাইজেল। জিঞ্জার পকেট থেকে তামাক বের করে সিগারেট তৈরি করছে। বেশ কিছু তামাক কাগজে ঢালার সময়ে মাটিতে পড়ল। জিঞ্জার যে নার্ভাস, সেটা ঢাকার চেষ্টা করছে।

'আমি যা জেনেছি,' ধীরে ধীরে বলল নাইজেল, 'রূস্টার গরু-চোর দলটাকে চালাচ্ছে–তুমি হচ্ছ ওর শহরের কনট্যাক্ট। আমি ট্রেইল করে ওর গোপন আস্তানা আবিষ্কার করে ফেলায় ভয় পেয়ে সে তোমাকে টাকা দিয়েছে মিথ্যা বলে আমাকে ফাঁসানোর জন্য। কথা ছিল সে তোমাকে বেইল দিয়ে বের করবে, তুমি বর্ডার পার হয়ে ওপারে চলে যাবে। এদিকে আমি ফেঁসে যাব।'

'ঠিকই ধরেছ,' স্বীকার করল জিঞ্জার। সিগারেট ধরাল সে।

'তা হলে তুমি এখানেই কেন রয়েছ?'

'ভাবলাম যাবার আগে তোমার থেকেও কিছু টাকা আদায় করব, তারপর পালাব,' সত্যি কথাই বলল সে।

'তুমি একটা সত্যিকার দু'মুখো সাপ!' ঘৃণার সাথে বলল নাইজেল।

'বাজে কথা রেখে কাজের কথায় আসা যাক,' বলল ওয়াট। 'আমি এখন চলে গেলে তোমার যে কত বছরের জেল হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তুমি কি হাজার ডলার আমাকে দেবে?'

জিঞ্জারের এভাবে অপ্রত্যাশিত দেখা দেওয়ায় মনে হচ্ছে ভাগ্য দেবী তার প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন। অভিভূত নাইজেল মনে মনে নিজের চিন্তাধারাকে সাজিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। এর পুরোপুরি সুযোগ নিতে হলে আর্থার বেইটসকে তার পাশে থাকা দরকার ছিল।

'তুমি কীভাবে নিজের সই করা স্বীকারোক্তি পাল্টাবে?' প্রশ্ন করল নাইজেল।

'খুব সহজ,' জবাব দিল সে। 'তুমি লেখো: "আমি স্বীকার করছি, আমি যখন ম্যাটসন গরু চোরদের সাথে জড়িত আছে বলেছিলাম সেটা মিথ্যা। আমি কসম খেয়ে একথা বলছি যে ড্যান রূস্টার ওই দলটার সর্দার"—আমি সেটা সই করে দেব। তুমি আমাকে পালাবার জন্য একটা দিন সময় দিয়ে ওটা শেরিফের হাতে তুলে দেবে।'

'তাতে কার্ভার হাসিতে ফেটে পড়বে,' বলল নাইজেল। 'সে বলবে আমি পিস্তলের মুখে তোমাকে দিয়ে ওটা লিখিয়ে নিয়েছি। তুমি আমার সাথে শহরে যাবে, আমরা দুজনে একসাথে শেরিফের মোকাবিলা করব—তারপর আমি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তোমাকে দেব।'

'পাগল হয়েছ?' দাঁত বের করে হাসল জিঞ্জার। 'এতে কার্ভার আমার বিরুদ্ধে নিশ্চয় মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার অভিযোগ এনে আমাকে আবার জেলে ভরবে। আমাদের লেনদেন এখানেই শেষ করতে হবে, টাকা পেলেই আমি রওনা হয়ে যাব।'

নাইজেল বুঝতে পারছে আর্থার বেইটসের সাথে তার কথা বলা দরকার। সে জানবে এই পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। সে বলল, 'ঠিক আছে, তোমার কথাই থাকল; আগামীকাল সকালেই আমি শহরে গিয়ে টাকা তুলে আনব। তুমি এখানেই থাকো—এখানেই আমাদের লেনদেন হবে।'

ইতস্তত করছে জিঞ্জার। খোঁচাখোঁচা দাড়ি চুলকাচ্ছে সে। বোঝা যাচ্ছে লোকটা ফাঁদে পড়ে যাওয়ার ভয়ে অস্থির আছে। হ্যাংলা লোকটার নীতি বলতে কিছুই নেই। রূস্টারের সাথে যুক্তি করে সে টাকার বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে নাইজেলকে ফাঁসিয়েছিল, এখন রূস্টারকেই ফাঁসিয়ে নিজের পকেট আরও মোটা করতে চাইছে। শেরিফকে সে ভয় পায়, কারণ সে-ই হচ্ছে আইনের প্রতিনিধি।

'ঠিক আছে,' শেষ পর্যন্ত রাজি হলো সে। 'আমি কাল সন্ধ্যায় আবার আসব।'

'আমি বলেছি তুমি এখানেই থাকবে!' গর্জে উঠে মুহূর্তে তার কোল্ট .৪৫ বের করে কক্ করে জিঞ্জারের দিকে তাক করল ম্যাটসন। 'তুমি এখানেই বাঙ্কহাউসে রাত কাটাবে।'

'আমাকে গুলি কোরো না,' অন্যজন সাবধান করল, অস্বস্তিভরে পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'তা হলে তুমি শেষ।'

'যা বলি তাই করো,' আশ্বাস দিল ডায়মণ্ড বস্, 'তা হলে তোমার কিছুই ঘটবে না। বাঙ্কহাউসেই আজকে থাকো,' পিস্তল নেড়ে দিক নির্দেশ করল নাইজেল। 'এগোও!' কড়া সুরে আদেশ দিল সে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘোড়ার পিঠ থেকে বেডরোলটা নামাবার জন্যে এগোল জিঞ্জার; ওকে অনুসরণ করছে নাইজেল। উঠান পার হওয়ার সময়ে পিছন থেকে সে ওয়াটকে জিজ্ঞেস করল, 'রূস্টারের দলটা কবে র‍্যাঞ্চে ফিরবে?'

'দু'একদিনের মধ্যেই,' ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে জবাব দিল জিঞ্জার। 'ওরা একদল গরু বর্ডারের ওপাশে নিয়ে গেছে।'

'চুরির মাল?'

'ঘোঁৎ' শব্দে হ্যাংলা লোকটা কথাটার উত্তর দিল।

রান্নাঘরে লণ্ঠনের আলোয় ক্রিবেজ খেলছিল মার্টি আর পেড্রো। জিঞ্জার বিছানা পাতার সময়ে বাঙ্কহাউস থেকে গলা বের করে ওদের ডাকল নাইজেল।

কাছে এসে মার্টি জানাল, 'তোমার সাথে দেখা করার জন্যে একটা লোক অপেক্ষা করছিল। দেখা হয়েছে?'

'তুমি জানো লোকটা কে?' নাইজেলের স্বরে উত্তেজনা। 'জিঞ্জার ওয়াট!' এক মুহূর্তের জন্যও দরজা ছেড়ে নড়েনি সে। ওই লোকটার ওপরই নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ।

আর্থার বেইটসের সাথে পরদিন সবার আগে সাক্ষাৎ করল ডায়মণ্ড বস্। নাইজেল

পুরো একটা ঘণ্টা ওর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ওটা খোলার অপেক্ষায়।

কোন বাড়তি কথা না বলে সে আর্থারকে র‍্যাঞ্চে আটক রাখা, আর জিঞ্জারের প্রস্তাবের কথা জানাল।

'মারধরের কোন বাহ্যিক চিহ্ন আছে?' খোঁচা দিল আর্থার।

'তুমি ভুল ধারণা করছ,' প্রতিবাদ করল নাইজেল। 'সে নিজে থেকেই র‍্যাঞ্চে এসে এক হাজার ডলারের বিনিময়ে আমি যা বলব তাই লিখে সই করে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এখন তুমি একটা স্টেটমেন্ট লিখে দাও যাতে সব আইন-সম্মত হয়। তা হলে মিথ্যে রাসলিঙ চার্জের বোঝাটা আমার কাঁধ থেকে নামবে।'

বেইটস তার চশমার কাঁচ দুটো পালিশ করল। তারপর ঘোষণা করল, 'এতে কোন কাজ হবে না নাইজেল।'

'তুমি বলতে চাও আরেকটা স্বীকারোক্তি কোর্টে টিকবে না?'

'ঠিক তাই! সাক্ষীর সামনে নেয়া হোক বা না হোক কাউন্টির পক্ষের উকিল দাবি করবে ওকে বেকায়দায় ফেলে অথবা হুমকি দিয়ে ওটা আদায় করা হয়েছে। জিঞ্জার উপস্থিত না থাকলে হয়তো জুরি এমনও ভাবতে পারে তুমি ওকে মেরেই ফেলেছ। কারণটা সুস্পষ্ট—তোমার বিরুদ্ধে সে-ই একমাত্র সাক্ষী। বর্তমানে শহরের সবাই তোমাকে জেলখাটা আসামী হিসেবেই জানে। এমন লোকের পক্ষে মরিয়া অবস্থায় মানুষ খুন করা অসম্ভব কিছুই না।'

'এটাই আমার রাসলিঙ চার্জটা কাটাবার একমাত্র সুযোগ,' রাগে ফেটে পড়ল নাইজেল। 'ওরা প্রথম স্টেটমেন্টটাকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিয়ে দ্বিতীয়টাকে নাকচ করবে কেন?'

'কারণ,' ধৈর্যের সাথে বুঝিয়ে বলল আর্থার, 'নিজের শপথ করে দেয়া স্বীকারোক্তি যদি সে পাল্টায়, তবে সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ওর কোন কথাই আর কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'তা হলে আমাকে আবার ইউমাতেই ফিরে যেতে হবে?'

'কিন্তু ওকে যদি আমরা কোর্টে হাজির করতে পারি,' বলে চলল আর্থার, 'তা হলে কেসটা আমাদের পক্ষে আসতে পারে। তাতে রুস্টার আটকা পড়ে যাবে।'

'কিন্তু তা কী করে সম্ভব? জিঞ্জার টাকাটা হাতে পেলেই চম্পট দেবে।'

'লোকটা কি সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য?' উকিল মিষ্টি করে একটু হাসল। 'আমার পেশাগত উপদেশ হচ্ছে শেরিফ কার্ভারকে সব কথা খুলে বলো। ওকে সাথে নিয়ে গিয়ে জিঞ্জারকে গ্রেপ্তার করে আনতে বাধ্য করো। আমিও এটা দাবি করব। লোকটা নিজেই স্বীকার করেছে সে একজন গরু চোর এবং মিথ্যুক। তা হলে শেরিফ তোমার বিরুদ্ধে চার্জ বাতিল করতে বাধ্য হবে।'

'জিঞ্জার সম্ভবত মুখ বুজে থাকবে—অথবা সব অস্বীকার করবে।'

'প্রচণ্ড জেরার মুখে সে ভেঙেও পড়তে পারে। শুধু শেরিফই নয়, আমিও ওকে কোর্টে জেরা করব।'

অফিসের মধ্যেই কিছুক্ষণ অস্থির ভাবে পায়চারি করল নাইজেল। আর্থারের কথাগুলোই সে ভেবে দেখছে। 'হয়তো তোমারটাই সঠিক উপায়,' স্বীকার করল নাইজেল। 'আমি কার্ভারের সাথেই দেখা করব।'

'আমরা দুজনেই একসঙ্গে যাব শেরিফের কাছে,' সিদ্ধান্ত নিল আর্থার। 'কিছু আইনগত প্রশ্ন উঠতে পারে।'

নাদুসনুদুস উকিলই আগে আগে চলল—পিছনে নাইজেল। শেরিফের অফিসে ঢুকল ওরা।

পরিপাটি পোশাক পরা শেরিফ তার ঘূর্ণি-চেয়ারটা ঘুরিয়ে ওদের ভদ্রভাবেই অভ্যর্থনা জানাল।

'আমি খুশির সাথে জানাচ্ছি,' হাসিমুখে বলল বেইটস, 'আমার মক্কেল নাইজেল ম্যাটসনের বিরুদ্ধে অভিযোগটা মিথ্যা বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

কোন কথা না বলে চুরুটের মুখটা সাবধানে দাঁত দিয়ে কাটল কার্ভার। তারপর চুরুটের মাথায় আগুন ধরিয়ে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। স্থির দৃষ্টিতে সামনের লোকদুটোর দিকে চেয়ে বলল।

'তোমাদের বলার কী আছে বলো, আমি শুনছি!' বলল সে।

নাইজেল তার র‍্যাঞ্চে জিঞ্জারের আসা থেকে শুরু করে এক হাজার ডলারের বিনিময়ে মিথ্যা অভিযোগটা তুলে নেয়ার প্রস্তাবের কথা জানাল।

'অবশ্যই,' মসৃণ স্বরে বলল বেইটস, 'আমি আমার মক্কেলকে ওই রকম কোন চুক্তিতে না যাওয়ার উপদেশ দিয়েছি। আমার বিশ্বাস এই মানুষটাকে কীভাবে হ্যাণ্ডল্ করতে হবে সেটা তোমার জানা আছে, শেরিফ। এখন আমি আইনের নিয়ম অনুযায়ী নাইজেল ম্যাটসনের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তুলে নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি তোমাকে বিনীত ভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আইন অনুযায়ী দেরি না করে এখনই ওই লোককে তোমার গ্রেপ্তার করা একান্ত প্রয়োজন এবং সেই সাথে ড্যান রূস্টারকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।'

নিজের চেয়ারে বসে অন্যমনস্ক ভাবে নিজের ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে শেরিফ। ওর চোখে অবিশ্বাসের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

'কিছু বলছ না যে?' তাড়া দিল আর্থার।

'প্রথমে,' সিদ্ধান্ত নিল কার্ভার, 'জিঞ্জারের সাথে আমার কথা বলা দরকার হতে পারে'—ঠাণ্ডা চোখে নাইজেলের দিকে তাকাল—'তোমার এই মক্কেল দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে ওকে স্বীকারোক্তি বদলাতে বাধ্য করেছে।'

'জিঞ্জার নিজে থেকেই স্বেচ্ছায় সব স্বীকার করেছে,' প্রতিবাদ জানাল নাইজেল। 'শয়তানটা দুদিক থেকেই টাকা কামাতে চেয়েছিল—প্রথমে রূস্টারের থেকে, পরে আমার থেকে। তুমি যাচ্ছ আমার র‍্যাঞ্চে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্টেটসন হ্যাটটার দিকে হাত বাড়াল সে।

যখন নাইজেল, শেরিফ কার্ভার আর ডেপুটি পেপিনো ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চে পৌঁছল তখন বন্ধ বাঙ্কহাউসের দরজার বাইরে উইনচেস্টার রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে মারিও পেড্রো।

প্রথমে বাঙ্কহাউসে ঢুকল নাইজেল। ভিতরে পায়চারি করছিল জিঞ্জার, নাইজেলকে দেখে আগ্রহের সাথে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমার টাকা এনেছ?'

পরক্ষণেই ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো, শেরিফকে দেখে সে ভয়ে পিছিয়ে

গেল।

'হারামী বিশ্বাসঘাতক!' চিৎকার করে উঠেই পিস্তল বের করার জন্য হাত বাড়াল সে।

ডায়মণ্ড বসের ডান হাতটা ঝাপসা হয়ে নীচে নামল। একটা কোল্ট .৪৫ গর্জে উঠল।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল জিঞ্জার। বুলেটের কঠিন আঘাতে আধপাক ঘুরে গেল সে। ওর ডান কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে। শার্টটা ভিজে লাল হয়ে উঠল। খোঁচা খাওয়া শুয়োরের মত চেঁচাচ্ছে লোকটা। টলতে টলতে পিছিয়ে একটা বাঙ্কের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ওর চোখ দুটো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নাইজেলের দিকে চেয়ে আছে।

'ককানি থামাও!' খেঁকিয়ে উঠল কার্ভার। 'ম্যাটসন দাবি করছে তুমি আর রূস্টার যুক্তি করে ওকে রাসলিঙের দায়ে ফাঁসিয়েছিলে, এখন তুমি হাজার ডলারের বিনিময়ে রূস্টারকে ফাঁসাবার চক্রান্ত করেছ।'

'কক্ষনো না! ও আমাকে পিটিয়ে রাজি করিয়েছে।' ব্যথায় আহত কাঁধটা চেপে ধরে ককাচ্ছে সে।

পেপিনোর দিকে ফিরল শেরিফ। 'ওর কাঁধটা ব্যাণ্ডেজ করে দাও,' বলল সে। 'ওকে আমরা শহরে নিয়ে যাব।'

'না,' আপত্তি জানাল নাইজেল, 'ওর থেকে এখনই সত্যি কথাটা বের করে নাও।'

'সত্যি কথাটা আমরা ঠিকই বের করব—শহরে,' জবাব দিল কার্ভার। ঘৃণার চোখে তাকিয়ে আছে সে জিঞ্জারের দিকে। ওই দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেছে লোকটা।

পেপিনো আহত লোকটার শার্ট খুলে ব্যাণ্ডেজ করার জন্য ফালিফালি করে ছিঁড়ল। বাকি দুজনে দাঁড়িয়ে দেখছে। পেড্রো দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে তার বস্ ঠিক আছে দেখে সরে গেছে।

'শয়তানটার হার্ট ফুটো করে দেয়াই তোমার উচিত ছিল,' মন্তব্য করল কার্ভার।

'তাতে আমার কী লাভ হত? জীবিত অবস্থায় ওকে আমার দরকার।'

র‍্যাঞ্চের উঠানে দাঁড়িয়ে লম্যান দুজনের শহরের পথে রওনা হওয়া দেখল ডায়মণ্ড বস্। ওদের দুজনের মাঝখানে কুঁজো হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে এগোচ্ছে জিঞ্জার। নাইজেলের মনটা ভারাক্রান্ত। সে যেভাবে প্ল্যান করেছিল, ঘটনাপ্রবাহ সেভাবে এগোয়নি। সে ভেবেছিল শেরিফ ওখানেই জেরা করে ঘোষণা করবে তার বিরুদ্ধে রাসলিঙের চার্জ তুলে নেয়া হলো। কিন্তু এখন সে আবার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ল। শহরে যাওয়ার পথে জিঞ্জার বানিয়ে বলার মত বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যে কথা ভেবে বের করার অনেক সময় পাবে।

একঘণ্টা সে অস্বস্তিভরে র‍্যাঞ্চহাউসে কাটাল। তারপর আর না পেরে ঘোড়ার পিঠে কম্বল বিছিয়ে জিনের পেটিটা ঠিক মত এঁটে শহরের পথ ধরল।

কার্ভারের অফিসে ঢুকে তাকে অফিসেই পেল নাইজেল। শান্ত আর

পরিপাটি।

'ওর পেটের কথা বেরিয়েছে?' আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করল সে।

'বেরিয়েছে—তবে মুখ দিয়ে নয়, পেটের ফুটো দিয়ে,' জবাব দিল কার্ভার।

'মরে গেছে?'

'তুমি মিস করলেও পেপিনো করেনি। শহরে ফেরার মাঝপথে এসে সে পালাবার চেষ্টা করলে পেপিনো ওকে গুলি করেছিল। বর্তমানে সে মর্গে আছে।'

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। জিঞ্জারের মৃত্যুতে নাইজেলের নিজের অবস্থা কী দাঁড়াচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছে। 'লোকটা মরার আগে কিছু বলেছে?'

'না,' জবাব দিল কার্ভার।

'এতে আমার অবস্থা কী দাঁড়াচ্ছে?'

নাইজেলকে যাচাই করে দেখল কার্ভার। 'আগে যা ছিল এখনও তাই।'

'ওই স্বীকারোক্তি কি এখনও কার্যকর হবে?'

'ওটা নাকচ করার কোন অধিকার আমার নেই।'

'জিঞ্জার স্বীকার করেছে, এটাই তো প্রমাণ করে আমি নির্দোষ।'

চুরুটের দিকে হাত বাড়াল কার্ভার। 'আমরা যতটুকু জেনেছি, ম্যাটসন,' উল্লেখ করল কার্ভার, 'সেটা তোমার মুখের কথা, কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। তুমি হয়তো সবটা বানিয়েই বলেছ।'

প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল নাইজেল, শেরিফ হাত তুলে ওকে থামাল। 'হয়তো তোমার কপালটাই খারাপ, জানি না। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা এখনও বলবৎ রয়েছে। তুমি দোষী কি নির্দোষ কোর্টই সেটার রায় দেবে।'

'আর রূস্টার?'

কার্ভার তার চওড়া কাঁধ উঁচাল। 'আমি আন্দাজ করছি ড্যান বলবে জিঞ্জার লোকটা মিথ্যুক। কে প্রমাণ করবে সে তা নয়?'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নীরবেই কার্ভারের অফিস থেকে বেরিয়ে এল নাইজেল। নাইজেলের মৃত্যুতে সে আরও বিপদে পড়ল। জেল-খাটা আসামীর কথা কে বিশ্বাস করবে?

ষোলো

শেরিফের সাথে কথা বলার পর কোনদিকে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না নাইজেল। ঘোড়ার পিঠে উঠে ওকে হাঁটিয়ে কাগজের অফিসের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে রাশবি উত্তেজিত ভাবে হাত নাড়তে-নাড়তে ছুটে বেরিয়ে এল। 'জিঞ্জার মারা পড়েছে—মর্গে আছে!' চিৎকার করে বলল সে।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ম্যাটসন। 'হ্যাঁ, জানি,' বিষণ্ন স্বরে বলল সে,

'অথচ লোকটা সত্যি কথা বলার জন্য প্রস্তুত ছিল।'

রাশবিকে বিস্মিত দেখাচ্ছে। 'কিন্তু লোকটাকে যখন শহরে আনা হলো তখন সে মৃত।'

'কিন্তু আমার র‍্যাঞ্চ ছেড়ে আসার সময়ে সে জীবিত ছিল, এবং সত্য স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত ছিল।'

'ভিতরে এসো, আমাকে সবটা খুলে বলো,' অনুরোধ জানাল ফ্রেড।

ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে এডিটরকে অনুসরণ করে ছাপাখানায় ঢুকল নাইজেল। কালি-মাখা ওভারঅল পরে জেনি ছাপার অক্ষর সাজাচ্ছিল। 'আরে! নাইজেল যে।' হেসে বলল সে। কিন্তু পরক্ষণেই তরুণ ডায়মণ্ড মালিকের করুণ চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, তোমাকে এত বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন?'

'হ্যাঁ, একেবারে মুষড়ে পড়েছি। জিঞ্জার মারা গেছে।'

কপাল কুঁচকাল জেনি, 'ওর মৃত্যুতে তোমার দুঃখ পাওয়ার কী আছে?'

'আমাকে রাসলিঙের অভিযোগ থেকে রেহাই দিতে প্রস্তুত ছিল সে,' জবাব দিল নাইজেল। 'কিন্তু এখন সে শকুনের খাবার।'

'সবটা খুলে বলো,' তাগাদা দিল এডিটর।

নাইজেল রূস্টারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এক হাজার ডলারের বিনিময়ে সত্যি কথা বলতে চাওয়া থেকে শুরু করে শেরিফের সাথে তার কী কথা হয়েছে সবই বলল।

'তা হলে তোমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে?'

'এবং দোষী সাব্যস্ত হব। শেরিফকেই আমি বিশ্বাস করাতে পারলাম না, জুরি কেন আমাকে বিশ্বাস করবে?'

'কমপক্ষে আমরা একটা ব্যাপারে নিশ্চিত,' আপন মনেই বলল ফ্রেড। 'রূস্টারই গরুচোর দলটার নেতা। শুধু প্রমাণের অভাব। জিঞ্জার কি আর কিছুই বলেনি?'

মাথা নাড়ল নাইজেল। 'না, সে শুধু বলেছিল রূস্টারের দলটা কিছু চুরি করা গরু নিয়ে বর্ডার পার করে নিয়ে গেছে, দু'একদিনের মধ্যেই ফিরবে।'

'এই লোকগুলো কোথায় লুকিয়ে থাকে?' প্রশ্ন করল মেয়েটা। সব কথা কাছেই দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল সে।

'রূস্টারের র‍্যাঞ্চে। আমি ওর বাঙ্কহাউস দেখেছি, ওখানে বারোটা বাঙ্ক রয়েছে—কিন্তু ওর কাউহ্যাণ্ড মাত্র দু'জন।'

'ভাল কথা,' আবার বলল জেনি, 'তা হলে সমাধানটা সহজ। ওই লোকগুলো ফিরে এলে শেরিফকে ওখানে নিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করাতে হবে। রূস্টার চতুর হতে পারে, কিন্তু এত লোকের উপস্থিতির কী ব্যাখ্যা দেবে?'

ম্যাটসন আর রাশবি পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। 'সহজ সমাধান,' হেসে বলল এডিটর, 'অথচ সহজে মনে আসে না। যা হোক, তোমার প্ল্যানে একটা ফাটল রয়েছে, জেনি। নাইজেল আগেও একবার পসি নিয়ে ধাওয়া করে ব্যর্থ হয়েছে। আবারও শেরিফকে পসি নিয়ে কোথাও যেতে রাজি করানো কঠিন হবে। মনে রেখো আটজন পসির জন্য কাউন্টি ট্যাক্স দাতাদের দৈনিক চল্লিশ

ডলার করে দিতে হয়।'

'তা ছাড়া শেরিফ আমাকে মোটেও দেখতে পারে না। এখন ভাবছি...কার্ভার...নাহ্ তা কী করে হয়?' শেষের কথা কয়টা স্বগতোক্তির মতই শোনাল।

'কিন্তু বদনাম ঘুচানোর যে ওই একটা পথই খোলা রয়েছে তোমার জন্যে,' বলে উঠল জেনি। তারপর ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কিছু করতে পারো না, ফ্রেড?'

'আমি লেইজি টিতে গিয়ে জেমস টাইলারের সাথে কথা বলতে পারি,' চিন্তামগ্ন ফ্রেড বলল। 'টাইলার সবার ব্যাপারেই সন্দিগ্ধ–বিশেষ করে রূস্টারের মেক্সিকান ঘোড়া চোরের পিছনে রাতের বেলা পসির রওনা হওয়ার কথাটা সে হজম করতে পারেনি।'

ওর গলার স্বর বদলাল। 'তুমি রূস্টারের র‍্যাঞ্চের ওপর নজর রাখো, এদিকে আমি টাইলারের সাথে কথা বলে দেখি—হয়তো লোকটা ভাল কোন বুদ্ধি যোগাতে পারবে।'

আবার একটা ক্ষীণ আশা দেখতে পাচ্ছে নাইজেল। ডায়মণ্ডে ফিরে গেল সে। মার্টি আর পেড্রোকে জিঞ্জারেরের মৃত্যুর খবরটা দেয়ার পর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ডি আর র‍্যাঞ্চের ওপর নজর রাখার একটা প্ল্যান করল।

'সন্ধ্যার পর আমাদের একজন পাহাড়ের ভিতর ঢুকে ডি আর র‍্যাঞ্চের ওপর নজর রাখবে। পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত পাহারায় থেকে সে ফিরে আসবে। কিন্তু সাবধান টেলিস্কোপটা সূর্যের বিপরীত দিক থেকে কখনও ব্যবহার কোরো না–গতবার ওই কারণেই ওরা আমার উপস্থিতি টের পেয়েছিল।'

সূর্য ডুবতেই মার্টি ঘোড়া নিয়ে পশ্চিমে রওনা হলো।

পরদিন সকালে নাইজেল আর পেড্রো বারান্দায় বসে গল্প করছিল। কয়েকজন আরোহী ডায়মণ্ডের উঠানে এসে হাজির হলো। নাইজেল, টাইলার আর তার তিনজন র‍্যাঞ্চহ্যাণ্ডকে চিনতে পারল। বিস্ময় ঢেকে উঠে দাঁড়াল সে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে নাইজেলের দিকে এগোল টাইলার।

'ম্যাটসন,' সরাসরি বলল সে, 'হয় তুমি অ্যানানিয়াসের থেকেও বড় মিথ্যুক, কিংবা রূস্টার নোয়ার নৌকার থেকেও একটা বড় কাজে হাত দিয়েছে। কিন্তু আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

'রাশবি তোমাকে সব জানিয়েছে?'

'অনেক কথাই বলেছে: দাবি করেছে রূস্টারই রাসলিঙ দলটা চালাচ্ছে।' নাইজেলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'জিঞ্জারের কথা ছাড়া আর কী প্রমাণ আছে তোমার কাছে?'

'বারোটা বাক্স!' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল নাইজেল। 'তার ওপর আছে ড্যান রূস্টারের দশ হাজার ডলার ক্যাশ দিয়ে এই ডায়মণ্ড এম কিনে নেয়ার প্রস্তাব। আর কীভাবে ওই লোক এত কম সময়ে এত টাকা পেল?'

'দশ হাজার, ক্যাশ!' অবিশ্বাসের সুরে বলল টাইলার।

মাথা ঝাঁকাল নাইজেল। 'আমার কথা বিশ্বাস না হলে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার টিম

ক্রসকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। ওর মাধ্যমেই প্রস্তাবটা দেয়া হয়েছে।'

ওখানে দাঁড়িয়েই নিজের নীচের দিকে ঝুলানো গোঁফ চিবাচ্ছে টাইলার। তারপর বলল, 'আমি ঘোড়া চোরের পসির কথাটা হজম করেছিলাম—কিন্তু সন্দেহ যায়নি।'

'আচ্ছা, তুমিই বলো, কাউকে ট্র্যাক করতে হলে তুমি দিনের আলোয় করবে, না রাতে? রাতে কাউকে ট্র্যাক করা যায়? তবে ওরা সারাদিন ডি আর র‍্যাঞ্চে অলস ভাবে কাটিয়ে রাতের বেলা রওনা হলো কেন? জিঞ্জার বলেছিল দু'একদিনের মধ্যেই দলটা ফেরত আসবে। আমার একজন লোক এখন ডি আর র‍্যাঞ্চের ওপর নজর রেখেছে।'

চোখ সরু করে নাইজেলের দিকে তাকাল সে। 'এই ভ্যালিতে একটা ফাঁসির পার্টি হওয়া নেহাত জরুরী হয়ে উঠেছে।' ঘুরে নিজের লোকগুলোকে নামতে বলল টাইলার। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রাসলারদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে লেইজি টির বস্। সে নিশ্চিত নাইজেল অথবা রুস্টার, এই দুজনের একজন তার এই ক্ষতি ঘটাচ্ছে। অপরাধীকে চিহ্নিত করতে সে বদ্ধপরিকর। যদি রাসলারের দলটা ফিরে না আসে তা হলে তাকেই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।

লেইজি টির লোকজন বাঙ্কহাউসে বিছানা পেতে সারাদিন অলস ভাবে তামাক চিবিয়েই দিনটা কাটাল।

অন্ধকার হয়ে আসার পর মার্টি ফিরে এল। আগ্রহের সাথে ওর দিকে দ্রুত পায়ে এগোল নাইজেল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন খবর নেই। সে সারাদিনে রুস্টার, জিনি, আর স্যামকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায়নি।

পেড্রো ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেল। অপেক্ষা করা ছাড়া করার আর কিছুই নেই। চব্বিশ ঘণ্টার আগে আর কোন খবর পাওয়া যাবে না। সূর্য ওঠার আগে সে নজর রাখা শুরু করতে পারবে না—আর অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত ওকে ওখানেই গোপনে লুকিয়ে থাকতে হবে। এমন আরও কয়েকটা দিন গেলে টাইলারের মেজাজ বিগড়ে যাবে সন্দেহ নেই। জিঞ্জার যদি তাকে মিথ্যে খবর দিয়ে থাকে তা হলে তারই নেকটাই পার্টিতে প্রধান অতিথি হতে হবে।

রাতে মাত্র ঘুমিয়েছে নাইজেল, শক্ত হাতে কাঁধে ঝাঁকি খেয়ে ওর ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে কয়েকবার চোখের পাতা ফেলল–দেখল মার্টি দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে।

'পেড্রো ফিরে এসেছে!' উত্তেজিত স্বরে বলল সে।

'ফিরে এল কেন? এতক্ষণে তো ওর ওখানে মাত্র পৌঁছানোর কথা।'

'রাতের জন্য ঘাঁটি গেড়ে বসার আগে চুপিচুপি ক্রীক ধরে এগিয়ে উঁকি দিয়েছিল। জায়গাটা লোকজন আর ঘোড়ায় গিজগিজ করছে।'

ডায়মণ্ড মালিকের ঘুম ছুটে গেল। দ্রুত তৈরি হয়ে নিল সে। 'হয়তো আমার কপাল খুলেছে,' বলল সে। 'আমাকে লণ্ঠনটা দাও!'

বাঙ্কহাউসে ঢুকে লণ্ঠনের আলোয় টাইলারকে খুঁজে বের করে ওর কাঁধ ছোঁয়ামাত্র ইণ্ডিয়ানদের মতই নিঃশব্দে পুরোপুরি জেগে উঠে বসল সে।

'রুস্টারের দলটা ফিরে এসেছে,' ওকে জানাল নাইজেল। 'আমি শহরে

পৌঁছে শেরিফকে পসির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।'

'না,' প্রতিবাদ জানাল টাইলার, 'এটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার।' ওর গমগমে গলার ভারি চিৎকারে বাঙ্কহাউসটা কেঁপে উঠল। 'সবাই ওঠো!'

চোখে ঘুম নিয়ে কাউহ্যাণ্ডরা একে একে বিছানা ছেড়ে নামল।

'আমরা এটাকে এমনভাবে হ্যাণ্ডল্ করব যেন শেরিফের ঢিলেমির জন্য ওরা আবার পালাবার সুযোগ না পায়। আমি এখনই একজনকে পাঠাচ্ছি, সে ফ্লাইঙ ভি আর সুইঙিঙ জে-তে গিয়ে খবরটা দেবে। সকাল হওয়ার আগেই জেকব আর ভিকেরা ওদের লোকজন নিয়ে এখানে পৌঁছে যাবে। ভোরের বেলা আমরা আঘাত হানব।'

'হিগিনকে কি তুমি ভুলে গেলে?'

'আমরা হিগিনকে এর মধ্যে আনতে চাই না। নিজের জামাইকে চোখের সামনে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখাটা ওর জন্য খুব বেদনাদায়ক হবে।'

'কার্ভার এভাবে বিনা বিচারে ফাঁসি দেয়াটা পছন্দ করবে না,' উল্লেখ করল নাইজেল। 'লোকটা সবকিছু আইন-সম্মত ভাবে করতে চায়।'

'কার্ভারের কথা ছাড়ো!' ধমকে উঠল টাইলার। 'ওই হারামজাদাকে কি আমরা ভোট দিয়েছি? ও কেবল শহরবাসীর স্বার্থই দেখে।' নিজের গানবেল্টটা পরে নিল সে। 'এবার আমার লোকজনের সাথে আমার কথা বলতে হবে।'

জেকব তার সাতজন লোক নিয়ে সবার আগে হাজির হলো। পুবের আকাশ মাত্র ফিকে হতে শুরু করেছে। ওদের ধুলো মাটিতে নামারও সময় পায়নি এরই মধ্যে ভিকেরো তার ছয়জন কাউহ্যাণ্ড নিয়ে ডায়মণ্ডের উঠানে এসে হাজির হলো। প্রত্যেকের কাছেই জিনের সাথে ঝোলানো খাপে রয়েছে একটা করে উইনচেস্টার।

রান্নার কাজটা পেড্রোই করে। সবাইকে খাওয়াতে গিয়ে বেচারা কিছুটা নাজেহাল হলো বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই পেট ভরে চিতুই পিঠে আর গুড় খেতে পেল। সাথে কফি।

নাস্তার পর তিন র‍্যাঞ্চার বারান্দায় একত্রিত হলো। বাকি দুজন যখন নাইজেলকে ওদের সাথে যোগ দিতে বলল, ওর উদ্যম শতগুণ বেড়ে গেল। ইউমা থেকে ফেরার পর এই প্রথম ওকে সমপর্যায়ের বলে গণ্য করা হলো। সন্দেহের বিচ্ছিরি আবহাওয়াটা যেন কর্পূরের মতই উবে গেছে। টাইলারই কোন আলাপ-আলোচনা ছাড়াই দল নেতার ভূমিকা নিল। অল্প কথায় জেকব আর ভিকেরোকে সে বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানিয়ে দিল।

'বোঝা যাচ্ছে অনেকদিন যাবৎ রুস্টার আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছে,' সবশেষে বলল টাইলার। 'এবার ওই কয়োটিটাকে তার দলবল শুদ্ধ ধরার সুযোগ পাওয়া গেছে।'

'মনে রেখো ওই র‍্যাঞ্চে একটা মেয়েও আছে,' বলল নাইজেল।

'ওকে আমরা ফাঁসি দেব না বটে, কিন্তু ওর স্বামীকে ছাড়ব না,' শক্ত সুরে ঘোষণা করল ভিকেরো।

'ওকে বেরিয়ে আসার সুযোগ আমাদের দেয়া উচিত,' জোর দিয়ে বলল নাইজেল। যারা হাত তুলে বেরিয়ে আসবে তারা ছাড়া বাকি সবাইকে আমরা ঝাঁঝরা করে দেব।'

'আমি বলি মেয়েটা ছাড়া বাকি সবাইকে আমরা ফাঁসি দেব,' বলল বিশাল-দেহ জেকব। ম্যাটসনের দিকে তাকাল সে। 'তোমার বাবা অনেক মানুষকে ফাঁসি দিয়েছে। ওদের দেহ না শুকনো পর্যন্ত নামায়নি।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো নাইজেল, 'তোমরা যেমন চাও তেমনই হবে, কিন্তু মেয়েটার কোন ক্ষতি কোরো না।'

বাইশজন সশস্ত্র লোক ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চ ছেড়ে ডি আর র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হলো। সূর্যের আলো তখন অ্যাপাচি বাট্ পেরিয়ে মাত্র নীচে পৌঁছতে শুরু করেছে।

সতেরো

টাইলার আর ম্যাটসন ডি আর র‍্যাঞ্চের দক্ষিণে কুঁজের মত পাহাড়টার চূড়ার আড়ালে শুয়ে আছে। ওদের নীচেই রূস্টারের র‍্যাঞ্চ। টাইলার টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে পুরো এলাকাটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখছে। কিন্তু খালি চোখেই নাইজেল নীচের লোকজনের কর্মব্যস্ততা দেখতে পাচ্ছে।

দূর থেকে মানুষগুলোকে অনেক ছোট দেখাচ্ছে। ওরা উঠানে ঘোরাফেরা করছে। পোনিগুলোকে তারে ঘেরা কোরালে রাখা হয়েছে। কয়েকটা পানি খাচ্ছে।

'ঘোঁৎ করে একটা সন্তুষ্টির আওয়াজ করে টেলিস্কোপটা নাইজেলের হাতে তুলে দিল টাইলার। আগ্রহের সাথে ওটা নিয়ে চোখে লাগিয়ে গুনে দেখল কোরালে আটটা পোনি আর তিনটে স্যাডলহর্স রয়েছে। প্রায় সমান সংখ্যক লোক দালানের আশপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে।

'আমাদের কপাল ভাল, ওদের এবার বাগে পেয়েছি।'

'মনে হয় এবার অ্যাকশনে নামার সময় হয়েছে,' বলল টাইলার। বুকে হেঁটে চূড়ার থেকে কিছুটা পিছিয়ে এসে হেঁটে নিজেদের ঘোড়ার কাছে চলে এল ওরা। ঘোড়ায় চড়ে দুজনে ওয়েস্ট ফর্কে আর সবার সাথে মিলিত হলো।

তিনজন র‍্যাঞ্চার একত্রিত হলে টাইলার তার প্ল্যানটা ব্যক্ত করল। 'আমরা ঘোড়া এখানেই রেখে পায়ে হেঁটে এগোব,' বলল সে। নাইজেলের দুজন কাউহ্যাণ্ড এখানেই ঘোড়া পাহারা দেবে।' ভিকেরোর দিকে ফিরল টাইলার। 'চার্লস, তুমি তোমার ছয়জন লোক নিয়ে ঘুরে পশ্চিমে গিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষায় থাকো। স্পারগুলো খুলে রেখে যাওয়াই ভাল।

'জেকব, তোমার দুজন লোক আমার দরকার, ওরা তারের বেড়া কেটে পোনিগুলোকে তাড়িয়ে দেবে। আর আমরা বাকি সবাই ক্রীকের তলায় নেমে ছড়িয়ে পড়ব। আমি সিগ্‌নাল না দেয়া পর্যন্ত কেউ গুলি ছুঁড়বে না। পকেট থেকে

রূপার ঢাকনি দেয়া একটা চওড়া ঘড়ি বের করল সে। তোমাকে ওখানে পৌঁছে পজিশন নেয়ার জন্য একঘণ্টা সময় দেয়া হলো।'

ভিকেরো আর তার ছয়জন কাউহ্যাণ্ড পাহাড়ের খাঁজ ধরে এঁকেবেঁকে রওনা হয়ে গেল। ওদের প্রত্যেকের হাতেই উইনচেস্টার। ঘোড়াগুলোকে তার কেটে তাড়ানোর ভারপ্রাপ্ত দুজন ঘোড়ার পিঠে উঠে র‍্যাঞ্চের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে কোরালের দিকে এগোল। গোলাগুলি শুরু হলেই ওরা ওদের কাজে নামবে।

একটা ঘণ্টা বাকি লোকগুলোকে অপেক্ষায় থাকতে হবে। পিস্তল আর রাইফেলে গুলি ভরা, ওগুলো ঠিকমত কাজ করছে কিনা চেক করা, তামাক চিবানো, আর নিচু স্বরে কথা বলেই সবাই সময় কাটাচ্ছে।

ঘড়ি দেখল টাইলার। 'ক্রীক ধরে আমার সাথে এসো,' নির্দেশ দিল সে। 'কোন শব্দ কোরো না!'

জেমস টাইলারকে অনুসরণ করে শুকনো ক্রীকের তলায় নামল নাইজেল। মাঝারি আকারের পাথরগুলোকে পাশ কাটিয়ে সার বেঁধে এগোচ্ছে সবাই। দু'ধারেই ক্রীকের খাড়া দেয়াল ওদের আড়াল করে রেখেছে।

ম্যাটসন আর টাইলার সাথের লোকগুলোকে ছড়িয়ে সুবিধামত জায়গায় দাঁড় করাল। ওদের কয়েকজন ক্রীকের দেয়াল ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে পা রাখার জায়গা করে নিতে ব্যস্ত। হঠাৎ র‍্যাঞ্চ থেকে একটা গুলির আওয়াজে নীরবতা ভঙ্গ হলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিকের ঢালের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকগুলো রাইফেল গর্জে উঠে তার জবাব দিল। আরও রাইফেল র‍্যাঞ্চের দিক থেকে প্রতিবাদ জানাল। পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওই শব্দ।

রাগে বিড়বিড় করে কী যেন বলল টাইলার। ওদের হঠাৎ করে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়ার সুযোগটা আর মিলল না। সম্ভবত কোন তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোক উঠান থেকে ভিকেরোর কোন লোককে নড়তে দেখে গুলি করেছে—ভাবল নাইজেল। এখন আর নীরবতার কোন প্রয়োজন নেই। ক্রীকের দেয়ালে যারা জায়গা করে নিয়েছে তারা কিন্তু গুলি ছোঁড়া শুরু করেনি। 'মাথা নিচু রাখো তোমরা!' সাবধান করল টাইলার।

ম্যাটসন পা রাখার মত একটা জায়গা খুঁড়ে নিয়ে মাথা থেকে স্টেটসন হ্যাটটা নামিয়ে রাখল। রাইফেলের লিভার টেনে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে খোঁড়া গর্তে পা রেখে ক্রীকের ধারের ওপর সামান্য মাথা তুলল। ক্রীকের ধারে অনেক ঝোপঝাড় রয়েছে, তারই ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল সে। উঠানটা শূন্য। কেবল একজন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল সে। বাঙ্কহাউসের জানালা আর র‍্যাঞ্চহাউস থেকে গুলি ছোড়া হচ্ছে। ঢালের ওপর থেকে ভিকেরোর লোকজন তার উত্তর দিচ্ছে।

সবাই তৈরি হওয়ার পর টাইলারের নির্দেশে ক্রীকের ধার থেকেও গুলি বর্ষণ শুরু হলো। একটা গুলি নাইজেলের মাথার কাছে লেগে ওর মুখে মাটি ছিটাল। দ্রুত মাথা নামিয়ে নিল সে। ওর বাম দিকে একজন কাউবয় আর্তনাদ করে চিত হয়ে পড়ে গেল। নড়ছে না লোকটা। ওর দুই চোখের মাঝখানে একটা গর্ত থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে।

উইনচেস্টারের শব্দের মধ্যে মাঝেমাঝে স্পেন্সারের হুঙ্কার আর শার্পস .৫০-র গর্জন শোনা যাচ্ছে। ম্যাটসন অনুমান করছে কোন পক্ষেরই রাইফেলের গুলি যথেষ্ট পরিমাণে নেই। কাউবয়দের গানবেল্ট সাধারণত .৪৫ গুলিতে ভরা থাকে—রাইফেলের .৪৪ গুলি মাত্র গুটিকয়েক রাখা হয়। ম্যাগাজিনে কারও হয়তো গোটা পনেরো গুলি আছে। এতক্ষণে অনেকেরই গুলি ফুরিয়ে এসেছে। শত্রুপক্ষ মোটা দেয়ালের আড়ালে বেশ নিরাপদেই আছে। এর ফলাফল খারাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই অবরোধ কয়েকদিন পর্যন্ত চলতে পারে।

ক্রীকের তলায় নেমে দেখল টাইলার মৃত কাউহ্যাণ্ডটার দিকে চেয়ে নীরবে গোঁফ চিবাচ্ছে।

'হতভাগ্য!' বলল ম্যাটসন।

'ক্রীকের ওপাশে একজনকে ওরা আহত করেছে,' জানাল টাইলার।

জেকব ওদের দিকে এগিয়ে এল। সারা জীবন জিনের ওপর কাটিয়ে ওর পা দুটো ধনুকের মত বাঁকা হয়েছে। 'মনে হচ্ছে কোন পক্ষই জিততে পারবে না,' মন্তব্য করল সে।

'ওদের আমরা সূর্য ডোবার পর ঠিকই বেরোতে বাধ্য করব,' জোর দিয়ে বলল টাইলার।

'কীভাবে?' প্রশ্ন করল কৌতূহলী নাইজেল।

'ধোঁয়া!' জবাব দিল লেইজি টির বস্। 'আমরা ওদের দরজা আর জানালার ওপর ঝোপ গাদা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেব।'

'ততক্ষণে আমাদের গুলি সব শেষ হয়ে যাবে।'

'আমার একজন লোক ঘোড়া ছুটিয়ে শহরে বুলেট আনতে গেছে,' জানাল টাইলার। 'ওদের গুলি ফুরাবে, কিন্তু আমাদের কোন অভাব হবে না।'

বিচক্ষণ লোক, ভাবল নাইজেল, সবদিকেই খেয়াল রেখেছে।

সূর্য আরও উপরে উঠল। চারদিক গরম হয়ে উঠেছে এখন। গোলাগুলি কমতে কমতে এখন একেবারে থেমে গেছে। ক্রীক বেডটা এখন আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে। বুটের তলায় মাড়ানো স্কাঙ্কউইডের ঝাঁঝাল দুর্গন্ধে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

আবার মাথা উঁচু করে উঁকি দিল নাইজেল। র‍্যাঞ্চহাউসের জানালা দিয়ে মাঝেমধ্যে একটা দুটো গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে ওরাও ওদের বুলেট বাঁচাবার চেষ্টা করছে। জিনির কথা ভেবে ওর খারাপ লাগছে। নিশ্চয় নরকের জ্বালা অনুভব করছে মেয়েটা। বুলেট র‍্যাঞ্চহাউসের দেয়ালে লেগে চল্টা উঠিয়ে নিচ্ছে, গোলাগুলির শব্দ আর তার সাথে বাতাসে বারুদের গন্ধ।

হঠাৎ শুনতে পেল র‍্যাঞ্চহাউস আর বাঙ্কহাউসের লোকজনের মধ্যে চিৎকার করে কথা হচ্ছে। রুস্টারের কর্কশ স্বর চিনতে পারলেও কথা কী হলো বুঝতে পারল না নাইজেল। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে বুঝে রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে তৈরি রইল সে।

র‍্যাঞ্চহাউসের দরজা খুলে গেল। দরজার চৌকাঠের ওপর জিনিকে দেখা গেল, দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে—চোখে

মরিয়া ভাব। পাহাড়ের ঢাল থেকে উইনচেস্টারের একটা গুলি দরজার পাশে দেয়ালে লেগে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

'গুলি থামাও!' চিৎকার করে বলে উঠল নাইজেল।

ধীরে ধীরে মেয়েটা উঠানে নেমে এল। ওর পিছনে রাস্টারকে দেখতে পেয়ে উত্তেজিত নাইজেলের মুখ থেকে একটা গালি বেরিয়ে এল। মেয়েটার পিঠে একটা পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে লোকটা। একটা ফোলা ছালার বস্তা রয়েছে ওর বাম হাতে। মেয়েটার ডান কাঁধের ওপর দিয়ে কেবল ড্যানের মুখটা দেখা যাচ্ছে। 'কেউ যদি গুলি চালাও তবে মেয়েটাকে মেরে ফেলবে,' চিৎকার করে জানাল সে। মেয়েটাকে নিয়ে পিছাতে শুরু করল রাস্টার।

নিজেকে বাঁচাবার এমন একটা বুদ্ধি একমাত্র রাস্টারের মাথাতেই আসতে পারে, ঘৃণার সাথে ভাবল নাইজেল। জীবন নিয়ে পালাবার জন্য একটা মেয়েকে ব্যবহার করা—বিশেষ করে নিজের স্ত্রীকে—এটা নরকের নীচতম কীটের মত কাজ। কাপুরুষ!

নিরুপায় ভাবে নাইজেল দেখল ওর চোখের সামনে জিনির আড়ালে পিছিয়ে জিন আঁটা ঘোড়াটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। জিনিকে প্রথমে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে নিজে ওর আড়ালে সামনে বসে দ্বিতীয় একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে ওটাকে নিয়ে দ্রুত র‍্যাঞ্চ হাউসের আড়ালে অদৃশ্য হলো।

দু'এক মিনিট পরেই ওদের আবার দেখা গেল। ঘোড়ার পিঠে চড়ে তারের কোরালের পাশ দিয়ে নির্জন এলাকার দিকে এগোচ্ছে ওরা।

দুজন লোককে ওই তারের বেড়া কাটতে পাঠানো হয়েছিল। একটা ক্ষীণ আশা জাগল নাইজেলের মনে। এখন রাস্টার আর জিনি আলাদা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। হয়তো ওই কাউহ্যাণ্ডদের কেউ ডি আর র‍্যাঞ্চের বস্কে গুলি করে ঘায়েল করবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। দূরে যেতে যেতে একটা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল ওরা।

নীচে নেমে টাইলারের কাছে এসে দাঁড়াল নাইজেল। লোকটা এখনও ওরা যেই পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে চেয়ে আছে।

'দেখলে রাস্টার কীভাবে পালাল?' বলল নাইজেল।

শুষ্ক হাসিতে প্রৌঢ় লোকটার মুখে ভাঁজ পড়ল। 'ধৃষ্টতারও একটা সীমা থাকে, কিন্তু ওর তা নেই।'

'আমি শয়তানটার পিছনে যাচ্ছি।'

'সাথে যাওয়ার জন্য আর কাউকে দরকার?'

'না,' জোর গলায় জবাব দিল নাইজেল।

'তা হলে তাড়াতাড়ি রওনা হও,' বলল টাইলার। 'ওকে ছাড়া আমাদের নেকটাই পার্টি জমবে না।'

নাইজেল দ্রুত নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল। পলাতক রাস্টারের কথাই ভাবছে সে। আক্রমণকারী দলটা একমাত্র পুব দিকটাই ফাঁকা রেখেছিল, এবং ওই দিক দিয়েই পালিয়েছে রাস্টার। কিন্তু ম্যাটসনের মনে কোন সন্দেহ নেই যে প্রথম সুযোগেই ড্যান দক্ষিণে যাবে। ইউনাইটেড স্টেইটসের বর্ডার পেরিয়ে

মেক্সিকোতে ঢুকতে পারলেই সে নিরাপদ—কারণ ওখানে স্টেইটসের আইন খাটবে না। বর্ডার বেশ দূরে—ওখানে পৌঁছতে পুরো একটা দিন লাগবে। তার আগেই রাত নেমে আসবে। সুতরাং ওদের রাতের জন্য কোথাও ক্যাম্প করতেই হবে।

ঘোড়ার পিঠে রওনা হয়ে ভাবছে নাইজেল। স্যান সিমেয়ন ভ্যালির দক্ষিণে মরু অঞ্চল। রুক্ষ আর শুষ্ক। ওখানে একটাই মাত্র ওয়াটার হোল আছে, টরটিয়া ওয়েল্‌স্। ওই লম্বা পথ পাড়ি দেয়ার পথে ওদের ওখানে ক্যাম্প করতেই হবে। দুটো ওয়াটার বট্‌ল্‌ সাথে নিয়েই রওনা হয়েছে নাইজেল।

তাড়াহুড়া করল না ম্যাটসন। ধীর গতিতেই ক্রীক ধরে রওনা হলো সে। যদি তার ধারণা ভুল হয়ে থাকে ঘোড়াটাকে খামোকা ক্লান্ত করে লাভ নেই। ঠিক আঁচ করে থাকলে ওরা রাতটা টরটিয়া ওয়েলসেই কাটাবে। তার হাতে অনেক সময় রয়েছে পাহাড়গুলো পেরিয়ে দক্ষিণে রওনা হলো নাইজেল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা দক্ষিণে চলেছে নিঃসঙ্গ আরোহী। বহু পিছনে ছায়ার মত মাসট্যাঙ হিল্‌স্ ঝাপসা হয়ে এসেছে। অ্যাপাচি বাট বেগুনি-লাল ধোঁয়ার মত দেখাচ্ছে এখন। ওর চারপাশে বিস্তীর্ণ শুকনো সমতল জমি। মাঝে মাঝে ক্যাকটাস গাছ দেখে যাচ্ছে।

ঘোড়া থামাল নাইজেল। রুমাল ভিজিয়ে ঘোড়াটার নাক মুছিয়ে দিল। তারপর মাথা থেকে স্টেটসন হ্যাটটা খুলে ওতে পানি ঢেলে ঘোড়ার মুখের সামনে ধরল। আগ্রহের সাথেই পানিটুকু খেল ঘোড়াটা। ওকে একটু বিশ্রাম দেয়ার জন্য ওর পিঠে না চড়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল সে। সন্ধ্যা হয়ে এলে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে মরুভূমির আরও গভীরে ঢুকল নাইজেল।

আকাশে একে একে তারা ফুটে উঠতে শুরু করেছে। গরম বাতাস বইছে। বাতাসে একটা মরা ওকাটিয়ো গাছ 'খড়খড়' শব্দ তুলে দুলছে। একটা নিশাচর বাজপাখি শিকারের খোঁজে আকাশে উড়ছে।

সামনে, একটা ক্ষীণ আলো দেখতে পেয়ে উত্তেজনায় ওর বুকের ভিতরটা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল। একটা ক্যাম্পফায়ার! সে নিশ্চয় টরটিয়া ওয়েলস-এর কাছাকাছি এসে পড়েছে। কিন্তু আগুনটা জ্বেলেছে কে?

আঠারো

পানির যেখানে প্রচণ্ড অভাব সেখানে পানির মূল্য সোনার চেয়েও বেশি। টরটিয়া ওয়েলস একটু খাদ মেশানো সোনা হলেও সোনাই। ওটা কাদাপানির চেয়ে কিছুটা ভাল। চওড়া অগভীর একটা ডোবা। মাটির তলায় একটা ঝর্না থেকে ক্ষীণ ধারায় পানি বেরিয়ে ওটার সৃষ্টি হয়েছে। উপরে বাতাসে উড়ে ধুলোর পরত পড়েছে। কাছেই বেশ উঁচু একটা পাথরের স্তূপ।

কোনাকুনি ভাবে এগিয়ে পাথরের আড়ালে চলে এল নাইজেল। বুটের থেকে স্পারগুলো খুলে উইনচেস্টারটা খাপ থেকে বের করে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল

সে। পাথরের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে এগিয়ে আগুনের বেশ কাছে চলে এল। একটা বড় পাথরের আড়ালে উবু হয়ে বসে আগুনের শিখার আলোয় দেখল রূস্টার জেনির মুখোমুখি বসে আছে। পিছনে একটা ঝোপের সাথে ঘোড়া দুটো বাঁধা রয়েছে। নাইজেলের থেকে ড্যানের দূরত্ব মাত্র ত্রিশ গজ। জিনের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে জিনি, আগুনের অন্যপাশে রূস্টার সিগারেট ফুঁকছে।

রাইফেল দিয়ে এত কাছে থেকে ওকে মেরে ফেলা নিতান্তই সহজ—মিস করার প্রশ্নই ওঠে না। লোকটা টেরও পাবে না কীভাবে মারা পড়ল। কিন্তু এভাবে ড্যানের অজান্তে ওকে হত্যা করতে নাইজেলের বাধছে। সামনা-সামনি গোলাগুলি করে এর নিষ্পত্তি করার ইচ্ছাটা ওর প্রবল হয়ে উঠল। লোকটা তার প্রেমিকাকে কেড়ে নিয়েছে—তার গরু চুরি করেছে—তাকে জেলে পাঠিয়ে স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার চক্রান্তও সে-ই করেছিল। তাই মরার আগে ওর জেনে যাওয়া দরকার কার হাতে মারা পড়ল।

সাবধানে লিভার টেনে রাইফেলটাকে গুলি করার জন্য তৈরি রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আগুনের দিকে এগোল সে।

মাত্র বিশ গজ দূরত্ব, এইসময়ে একটা আলগা পাথর নাইজেলের পায়ের ধাক্কায় সশব্দে গড়িয়ে পড়ল। পাথর গড়ানোর শব্দে ফিরে তাকাল ড্যান। আগুনের ওই অল্প আলোতেও নাইজেলকে চিনতে পারল সে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝট করে তার পিস্তল বের করল।

উইনচেস্টারের তীক্ষ্ণ শব্দ আর .৪৫ কোল্টের আওয়াজ মিলে প্রায় এক হলো। গুলিটা কপালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে বাতাসের ধাক্কা টের পেল নাইজেল। মেয়েটার কান-ফাটানো চিৎকারের আওয়াজ রাতের স্তব্ধতাকে চিরে মিলিয়ে গেল। টলছে রূস্টার, পিস্তল ধরা হাতটা নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে—লোকটা মুখ থুবড়ে ভিজে ছালার মত লুটিয়ে পড়ল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জিনি, ওর সবুজ চোখ জোড়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত। আড়ষ্ট হয়ে গেছে ওর চেহারা। হঠাৎ সক্রিয় হলো মেয়েটা, ছুটে আগুনটাকে ঘুরে স্বামীর হাত থেকে .৪৫-টা তুলে নিয়েই গুলি চালাল। দুহাতে রাইফেলটা কাত করে ধরে এগোচ্ছিল নাইজেল। উত্তেজনায় জিনির হাত কাঁপছে—গুলিটা নাইজেলের বাম কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

অপটু হাতে আবার পিস্তল কক করল জিনি। এক লাফে এগিয়ে এসে রাইফেলের নল দিয়ে মেয়েটার হাতে বাড়ি মারল নাইজেল। ব্যথায় ককিয়ে উঠে পিস্তলটা ছেড়ে দিল জিনি।

'থামো, জিনি!' চিৎকার করে বলল ম্যাটসন। 'আমি নাইজেল!'

'জঘন্য খুনী!' গলা বুজে এল ওর।

মেয়েটা গত কয়েক ঘণ্টায় অনেক সহ্য করেছে—ওর নার্ভগুলো জট পাকিয়ে গেছে, ভাবল নাইজেল। হাত বাড়িয়ে মেয়েটার হাত ধরল সে। 'জিনি,' অনুনয় করে বলল সে, 'রূস্টার মরে গেছে, এখন তুমি মুক্ত। তোমার সব দুঃখ আর জ্বালার অবসান ঘটেছে আজ।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল জিনি। চোখ দুটো তিক্ততায় ভরা। 'তুমি ড্যানকে খুন করেছ!' ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'তোমাকে আমি ঘৃণা করি!'

হতবুদ্ধি হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল নাইজেল। জিনি পিছিয়ে গিয়ে আবার জিনে হেলান দিয়ে বসল। মেয়েটাকে সামলে ওঠার জন্য কিছু সময় দেয়া দরকার, ভাবছে নাইজেল। রুস্টারের সাথে বাস করা যে নরক বাসেরই সামিল এটা ওকে বুঝতে দিতে হবে।

রুস্টারের পিস্তলটা তুলে কোমরে গুঁজল নাইজেল। তারপর কৌতূহল বশে রুস্টারের জিনের পাশে রাখা ছালাটা এনে উপুড় করে ভিতরের জিনিসগুলো মাটিতে ঢালল। এক গাদা টাকার সাথে কয়েকটা চামড়ার থলে বেরোতে দেখে ওর চোখ বিস্ফারিত হলো। চামড়ার একটা ব্যাগ খুলে কাত করতেই ঝনঝন শব্দে সোনার কয়েনগুলো ওর হাতের তালুতে পড়ল।

'ঈশ্বর!' বিড়বিড় করে বলল সে, 'এত টাকা!'

'আমরা মেক্সিকোতে পৌঁছে রাজার হালে দিন কাটাতে পারতাম, তুমি সব পণ্ড করে দিলে—বোকা পাঁঠা!' মেয়েটা আগুনের উল্টো দিক থেকে কথা বলছে। স্বরটা নিরাশ—কোন আবেগ নেই।

নাইজেল অবিশ্বাসের চোখে জিনির দিকে তাকাল। 'তুমি রুস্টারের হাতে হাত মিলিয়েই সব করেছিলে?' জানতে চাইল সে।

মেয়েটা খনখনে গলায় হাসল—বিক্ষোভের হাসি। 'নইলে কী জন্য আমরা তোমাদের নাটক দেখিয়ে পালিয়ে এলাম? আমরা অনেক টাকার মালিক ছিলাম। ড্যান বোকা র‍্যাঞ্চারদের শুষে তোমার র‍্যাঞ্চও সাফ করে দিয়েছিল। আমাদের প্ল্যান ঠিক মত কাজে লাগলে উপত্যকার সব থেকে বড় র‍্যাঞ্চ ডায়মণ্ডের মালিক হতাম আমরা—আবার স্টক কেনার টাকাও থাকত। কিন্তু তোমার কপাল ভাল—অপদার্থ, মাতাল! জিঞ্জার আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ওই লোকটাকে আমার প্রথম থেকেই ভাল লাগেনি।'

'তা হলে তুমি রুস্টারকে সমর্থন করতে?' নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছে না ওর।

'নিশ্চয়!' রূঢ় স্বরে জবাব দিল জিনি। 'ড্যান ছিল স্মার্ট, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সে ছিল লীডার। তুমি—' থুতু ফেলল সে।

ধীরে ধীরে নাইজেলের রাগ জমাট বেঁধে উঠছে। 'এসবের হিসাব হবে আমরা যখন সিরেনোতে ফিরব,' কঠিন স্বরে বলল সে।

'হিসাব!' হেসে উঠল মেয়েটা। 'আমাকে ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই, নাইজেল ম্যাটসন। আমি যা বলেছি সব অস্বীকার করব। আমি নির্দোষ, হতভাগ্য, অদৃষ্টের শিকার। একজন জেলখাটা আসামীর কথার কে দাম দেবে?'

'তুমি সুস্থ আছ তো?' এখনও যা শুনছে তা বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

'আমার রাগ হচ্ছে—ভীষণ রাগ।' মেয়েটার ছোট হাত দুটো আবেগে মুঠো পাকাল। 'এটাই দুঃখ যে তোমার মত বোকা একটা লোক সব পণ্ড করে দিল—সব।'

হঠাৎ নাইজেলের খেয়াল হলো স্বর্ণমুদ্রাগুলো এখনও তার হাতের তালুতেই রয়েছে। ওগুলো আবার ব্যাগে ভরে হাঁটু গেড়ে বসে সব আবার ছালার ভিতর ভরে ফেলল। তারপর ছালা আর রাইফেলটা তুলে নিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে

এল।

ভোর হতেই সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওয়াটার হোলের কাছে এল। জিনি আগুনের ওপর কফি পট বসিয়ে পানি ফোটার অপেক্ষায় বসে আছে। রুস্টারের লাশটা যেখানে পড়েছিল সেখানেই আছে।

'হাওডি, জিনি!' অভিবাদন জানাল নাইজেল। 'মনে হয় গতরাতে তুমি কিছুটা হিস্টেরিক্যাল ছিলে।'

ঠাণ্ডা নিরাসক্ত সবুজ চোখ তুলে তাকাল সে। 'আমি যা বলেছি প্রত্যেকটাই আমার মনের কথা,' জবাব দিল সে। 'ড্যান মাত্র একটা ভুলই করেছিল, ওই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে সারা জীবন করতে হবে—ব্যাঙ্ক লুটের দিন ওর তোমাকে মেরে ফেলাই উচিত ছিল।'

'তোমার ওই কথার মানে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব চাইল নাইজেল।

কোন জবাব দিল না জিনি। অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে ম্যাটসন। এখনও ওর বিশ্বাস হচ্ছে না মেয়েটার সম্পর্কে তার যা ধারণা ছিল সেগুলো সব মিথ্যে। 'তুমি ইচ্ছে করলে মেক্সিকোতে যেতে পারো—আমি বাধা দেব না।'

একটুখানি হাসল মেয়েটা। 'আমাকে সিরেনোর ব্যাঙ্কে আমাদের জমানো প্রায় বারো হাজার ডলার বিসর্জন দিতে বলছ? ওই টাকাটা আমার দরকার!'

'এটাই কি তোমার একমাত্র চিন্তা—টাকা?'

'এর চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষণীয় জীবনে আর কী আছে?' অবজ্ঞার সাথে বলল মেয়েটা। একটা সিগারেট তৈরি করল সে। ভাবছে এটা কি সেই একই মেয়ে, যাকে তিন বছর ধরে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেছে সে?

শহরের লোকজন ওদের দুজনকে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখে ফুটপাতে ভিড় জমাল। ম্যাটসন রুস্টারের ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে আসছে। ড্যান রুস্টারের লাশের ওপর পাথর চাপা দিয়ে ওকে টরটিয়া ওয়েলসেই রেখে এসেছে সে।

জনসন হোটেলের সামনে নাইজেলের পাশ থেকে সরে গিয়ে হিচিঙ রেইলে ঘোড়া বাঁধল জিনি। তারপর একটা কামরা ভাড়া করার জন্য ভিতরে ঢুকল। টরটিয়া ওয়েলস থেকে শহর পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথে ওদের মধ্যে আর কোন কথার আদান-প্রদান হয়নি।

নাইজেল বাড়তি পোনিটাকে নিয়ে লিভারি স্টেবলের দিকে এগোল।

লিভারি স্টেবলে মাত্র ঢুকেছে, এই সময়ে হন্তদন্ত হয়ে এডিটর ফ্রেড রাশবি হাজির হলো ওখানে। 'তোমাকেই না একটু আগে রুস্টারের স্ত্রীকে নিয়ে শহরে ঢুকতে দেখলাম?' হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করল সে।

'ঠিকই দেখেছ।' ঘোড়ার পেটি খুলতে ব্যস্ত হলো নাইজেল।

'রুস্টার কোথায়?'

'মরেছে।'

'ওর র‍্যাঞ্চে?'

'না, টরটিয়া ওয়েল্‌সে।'

'টরটিয়া ওয়েলসে? ওখানে সে কী করছিল?' জানতে চাইল এডিটর। 'জলদি বলো, নইলে আমি সাসপেন্সেই মারা পড়ব।'

'সেটা এক লম্বা কাহিনি।' ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে একটা আঙটার সাথে ঝুলিয়ে রাখল সে। ঘোড়ার ঘামে ভেজা কম্বলটা শুকানোর জন্য ছড়িয়ে দিল। তারপর একটা খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে সিগারেট তৈরি করতে শুরু করল। রাসলারদের ডি আর র‍্যাঞ্চে ফেরা থেকে শুরু করে র‍্যাঞ্চারদের আক্রমণ, রুস্টারের পালানো, এবং টরটিয়া ওয়েল্‌সে সামনাসামনি মোকাবিলার কথা সবই বলল সে। কথা শেষ হলে ছালার বস্তাটা জিনের থেকে বাঁধন খুলে নামাল। ছালার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা বিশ ডলার নোটের বাণ্ডিল বের করে এডিটরকে দেখাল। বস্তাটা এগুলোয় ভর্তি,' বলল সে, 'সাথে সোনাও আছে।'

'তা হলে জোচ্চোর লোকটা নিজের স্ত্রীর আড়ালে চুরির টাকাগুলো নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল রাশবি। 'নিশ্চয় মেয়েটা তোমাকে সজল চোখে তার উদ্ধারকর্তা হিসেবে সাদরে গ্রহণ করেছে।'

'শুনলে অবাক হবে তুমি,' বলে প্রসঙ্গ পাল্টাল ম্যাটসন। 'মনে হয় টাকাটা শেরিফের হাতে তুলে দেয়াই আমার উচিত।'

'কার্ভার শহরের বাইরে গেছে। একজন কাউবয় গোলা-বারুদ কিনতে শহরে এসেছিল, ওর কাছ থেকেই রুস্টারের ওখানে যে লঙ্কাকাণ্ড হচ্ছে এই খবরটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। শেরিফ যতজন ডেপুটি জোগাড় করতে পারে, সবাইকে জড়ো করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ওখানে গেছে।'

'সে কি র‍্যাঞ্চারদের নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই মেটাবার নীতিটা পাল্টে ফেলেছে?' শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করল ম্যাটসন।

কাঁধ উঁচাল এডিটর। তারপর ফোলা ছালাটার দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, 'বরং ওটা কার্ভার না ফেরা পর্যন্ত ব্যাঙ্কে জমা রাখলেই নিরাপদ থাকবে।' হাসল ফ্রেড। 'আমি এই ছোট্ট শহরে যা অ্যাকশন দেখছি, শিকাগোতেও আমি তা দেখিনি। যাক, আমি হোটেলে মিসেস রুস্টারের দিকটা শুনতে যাচ্ছি।'

তার চিরাচরিত অভ্যাস বলেই দ্রুত হেঁটে চলে গেল রাশবি। ছালাটা কাঁধে নিয়ে ব্যাঙ্কে নিয়ে গেল নাইজেল।

ম্যানেজার টিম ক্রসের সদা-নমনীয় মুখোশটা খুলে ওখানে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। ওর টেবিলের ওপর ছালাটা উপুড় করে খালি করেছে নাইজেল। 'এত টাকা!' ফুঁপিয়ে দম নিল সে। 'এগুলো কোত্থেকে এল?'

'আমার ধারণা,' মন্তব্য করল ম্যাটসন, 'এগুলো চুরি করে বিক্রি করা গরুর বিনিময়ে সীমান্তের ওপারে মেক্সিকো থেকে এসেছে। রুস্টার এগুলো নিয়ে বর্ডার পার হতে যাচ্ছিল, আমি ওকে গুলি করে থামিয়েছি। তুমি এগুলো গুনে রাখো।' কী মনে করে সে আবার বলল, 'এগুলো তোমার জিম্মাতেই আপাতত রাখো, আমি আমার উকিল আর্থার বেইটসের সাথে আলাপ করে দেখি, আমার বিশ্বাস এর বেশিরভাগই ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চের গরু বিক্রি করা টাকা।'

ক্যাশিয়ারকে ডেকে দু'জনে মিলে থলেগুলোর সোনা টেবিলের ওপর

রাখল—নোটগুলোও থরেথরে সাজাল। হঠাৎ ম্যানেজার বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠে ছুটে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে একটা লেজার শীট নিয়ে ফিরে এল সে। শীটে রয়েছে একসারি নাম্বার—সুন্দর স্পষ্ট অক্ষরে লেখা। মনোযোগ দিয়ে সবুজ নোটগুলোর নাম্বার আর লেজার শীটের নাম্বার মেলাতে শুরু করল সে। একের পর এক মিলিয়ে পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে চলেছে সে। শেষে ভুরু কুঁচকে নাইজেলের দিকে চেয়ে সে বলল, 'এই নোটগুলোর প্রত্যেকটাই এই ব্যাঙ্ক থেকেই ডাকাতি করে নেয়া—এগুলোর জন্যই তোমাকে ইউমায় জেল-খাটতে হয়েছে। বাণ্ডিলগুলো খোলা হয়নি—আমার আন্দাজ মত এখানে প্রায় একুশ হাজার ডলার রয়েছে।

তরুণ নাইজেল অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে। বিস্ময়ে ওর মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে না। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'তা হলে রুস্টারই ডাকাতিটা করেছিল?'

'দেখা যাচ্ছে টাকার অর্ধেক অংশ সে পেয়েছিল।'

'তা হলে আমি নির্দোষ!'

'ওটার সিদ্ধান্ত কোর্ট দেবে,' সতর্কতার সাথে জবাব দিল ম্যানেজার।

শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল নাইজেল। উত্তেজনায় ওর মাথা চক্কর দিচ্ছে। ডায়মণ্ডের পথে বেশ কিছুদূর এগোবার পর ওর মাথাটা পরিষ্কার হলো। ব্যাঙ্ক থেকে ৪২,০০০ ডলার খোয়া গেছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ডাকাতিতে দুজন লোক অংশ নিয়েছিল। তার একজন রুস্টার, কিন্তু দ্বিতীয় জন কে?

যতক্ষণ অন্যজন ধরা না পড়ছে ততক্ষণ তার ওপর থেকে লোকের সন্দেহ ঘুচবে না। লোকে বলবে সেই রুস্টারের পার্টনার ছিল, টাকাটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ড্যান রুস্টার এখন মৃত, সুতরাং সে কিছুই আর প্রমাণ করতে পারবে না।

মনে হয় জিনি ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথাটা জানে, নইলে রুস্টারের ওই সময়েই নাইজেলকে মেরে ফেলা উচিত ছিল বলল কেন? কিন্তু রাগের মাথায় মেয়েটা হয়তো বলে বসবে নাইজেলই ছিল রুস্টারের পার্টনার—ওর মুখ বন্ধ করার জন্যই সে ওকে মেরে ফেলেছে। ওই মেয়েটাই টরটিয়া ওয়েলসের ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষ দর্শী। জিনি যদি মিথ্যা সাক্ষি দেয় তবে নাইজেলকে খুনের মামলায় ফাঁসতে হবে। বিরাট একটা চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে শিউরে উঠল সে। এখন পুরোপুরি জিনি কী বলে তার ওপরই সব নির্ভর করছে। আর নাইজেল ভাল করেই বুঝেছে মেয়েটার স্বপ্ন ভেঙে দেয়ায় কোন দয়াই সে দেখাবে না।

উনিশ

র‍্যাঞ্চে পৌঁছে নাইজেল দেখল একটা সাদা-কালো ঘোড়া পানির টবের কাছে বাঁধা রয়েছে। কাছেই কাঁচাপাকা চুলওয়ালা আরোহী দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার পরনে

কাউহ্যাণ্ডের পোশাক, ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলছে। পুরানো তোবড়ানো হ্যাটের কার্নিস লোকটার তীক্ষ্ণ চোখ দুটোকে আড়াল করেছে।

লোকটাকে চিনতে নাইজেলের এক মুহূর্তও দেরি হলো না। 'আরে। গিলবার্ট যে!' নিজের দুশ্চিন্তা চাপা পড়ে গেল সেলের সঙ্গীকে দেখে। 'খুব খুশি হলাম তোমাকে দেখে,' বলে ওর সাথে হাত মেলাল নাইজেল।

'তুমি কি ভূতের র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছ? সবই তো খালি।'

বিষণ্ণভাবে কাঁধ উঁচাল ম্যাটসন। রাসলাররা আমাদের গরুর আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট রাখেনি। আবার গরু কিনে রেঞ্জ ভরার সুযোগ এখনও পাইনি। বর্তমানে তিনটে র‍্যাঞ্চের প্রত্যেকটা কাউহ্যাণ্ড মাসট্যাঙ হিলস-এ গরু চোরদের ঘেরাও করে বসে আছে—এবার আর ওদের রক্ষা নেই। সে কথা থাক, তুমি স্যান সিমেয়ন ভ্যালিতে কী উদ্দেশে এসেছ?'

'টেড হার্পার!' সংক্ষেপে জবাব দিল গিলবার্ট। 'লোকটার খোঁজে টেক্সাস আর নিউ মেক্সিকো চষে ফেলে এখন অ্যারিজোনায় এসেছি।'

'ওর পিছনে ভাল মতই লেগেছ মনে হচ্ছে।'

'ওর কাছে আমার পাওনা আছে—দশ বছর আগেকার পাওনা।'

'তোমার ধারণা হার্পার এখানেই কোথাও আছে?'

'ওই বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত সে এখানেই আছে,' জোর দিয়ে বলল গিলবার্ট। 'হতে পারে ওই লোকই রাসলিঙ দলটাকে চালাচ্ছে।'

'না!' বলে উঠল নাইজেল। 'ওকে আমি দুদিন আগে বর্ডারের কাছে কবর দিয়ে এসেছি।'

'শক্ত গড়ন, ফ্যাকাসে চোখ, চৌকো মুখ?' প্রশ্ন করল লোকটা।

মাথা নাড়ল নাইজেল। 'লোকটার নাম ড্যান রুস্টার। সে তোমার মতই পাতলা গড়নের। হয়তো তোমার থেকে একটু লম্বা।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে প্রশ্ন করল, 'লোকটার বাম গালে কি একটা জন্মদাগ ছিল?'

নাইজেলের মনে পড়ল জিঞ্জারের গালের দাগটার কথা। 'ওটা কি দেখতে ব্যাঙের মত ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল গিলবার্ট। 'ওটাই তার নাম—ফ্রগ।'

'লোকটা রাসলারদের সাথে জড়িত ছিল, শেরিফের ডেপুটির হাতে মারা পড়েছে।'

'তা হলে হার্পার এখানেই আছে,' নিশ্চিত স্বরে বলল গিলবার্ট। 'ফ্রগ সব সময়ে হার্পার কুকুরটার সাথে কুকুরের লেজের মতই লেগে থাকে।'

মেঘের গর্জনের মত ঘোড়ার খুরের শব্দে দু'জনেই ফিরে তাকাল। একদল আরোহী উঠানে এসে থামল। প্রথমে এল টাইলার আর জেকব-ওদের পিছনে ওদের লোকজন এবং মার্টি আর পেড্রো। ওদের পিছনে কয়েকজন জিনের ওপর বাঁধা রাসলার। ওদের পাহারা দিয়ে নিয়ে এল ব্যাজধারী কার্ভার আর তার ডেপুটির দল। বন্দী সবারই কব্জি স্যাডল হর্নের সাথে বাঁধা। প্রত্যেকেরই মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, জামা-কাপড়ে ধুলোর পরত পড়েছে, কেউই খুব—একটা খুশির

মুড়ে নেই।

গিলবার্টকে কিছু বলার জন্য ফিরে তাকাল নাইজেল, কিন্তু লোকটা অদৃশ্য হয়েছে।

নবাগত লোকগুলো পানির টবের কাছে ভিড় জমাল। নাইজেল লক্ষ করল কাউবয়রা ডেপুটিদের কাছ থেকে সরে একপাশে দাঁড়িয়েছে, আর ডেপুটিরা অন্যপাশে। মনে হলো দুই দলের মধ্যে কথা বন্ধ। তিনজন র‍্যাঞ্চারের দিকে এগোল নাইজেল।

'তোমাদের খুব অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করল সে। 'কার্ভার তোমাদের খেপিয়েছে মনে হচ্ছে?'

'ওই শহরবাসীর পা চাটা লোকটার র‍্যাঞ্চারদের ব্যাপারে নাক গলাবার কোন অধিকার নেই,' বলল টাইলার। বোঝা যাচ্ছে ভীষণ খেপেছে সে। 'আমরা শয়তানের দলটাকে বের করে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে ফাঁসি দেয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি, এই সময়ে হারামজাদা এসে হাজির হলো। সে শপথ করে বলল আমরা ওদের ফাঁসি দিলে সে আমাদের খুনের আসামী করে কোর্টে হাজির করবে।'

'তুমি রুস্টারকে ধরতে পেরেছিলে?' প্রশ্ন করল ভিকেরো।

'মাথা ঝাঁকাল ম্যাটসন। ওকে টরটিয়া ওয়েলসে কবর দিয়ে এসেছি আমি।'

'ওর বউ ঠিক আছে তো?'

'সে পুরোপুরি ফিটফাট আছে। আমিই ওকে শহরে পৌঁছে দিয়েছি।'

বাঁকা হাসি হেসে ভিকেরো বলল, 'তা হলে তো মেয়েটা আর একজন স্বামীর খোঁজে থাকবে।'

'আমার দিকে ঝুঁকলে মিছে সময় নষ্ট হবে তার,' জানাল নাইজেল। 'কিন্তু জানো কী ঘটেছে?' বলে চলল নাইজেল, 'তোমরা সবাই দেখেছ একটা ছালার বস্তা নিয়ে সে পালিয়েছিল। জানো ওতে কী ছিল?' ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে হারানো একুশ হাজার ডলার। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে ওটা তার অর্ধেক শেয়ার। ওর পার্টনার কে ছিল সে সম্পর্কে আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে, কিন্তু কোন প্রমাণ নেই।'

শেরিফের দলটা বন্দীদের নিয়ে বিদায় হলো। অল্পক্ষণ পরেই কাউহ্যাণ্ড সহ র‍্যাঞ্চার তিনজনও বিদায় নিল। আবার উঠানটা খালি হলো। মার্টি আর পেড্রো রান্নাঘরে ঢুকল। র‍্যাঞ্চহাউসের আড়াল থেকে গিলবার্ট বেরিয়ে এল।

'তুমি কি এখনও আইনের ফেরে আছ?' প্রশ্ন করল নাইজেল।

'না, কিন্তু যাকে দেখেছি সে আমার জীবন থেকে দশটা বছর কেড়ে নিয়েছিল।'

'টেড হার্পার? বন্দী লোকদের একজন?'

'ওদের সাথেই ছিল লোকটা,' বলল সে। 'ওর যা পাওনা সেটাই সে পাবে। আমি এখন শহরের দিকে রওনা হব।'

'ডিনার বাড়া হয়েছে,' চিৎকার করে জানাল পেড্রো।

'খাওয়াটা সেরেই যাও,' বলল নাইজেল।

আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে গিলবার্ট বলল, 'আমার এখনই যেতে হবে।'

'তোমার সময়ের কি অভাব আছে?' প্রশ্ন করল নাইজেল। 'শেরিফ ওকে খাঁচায় ভরে রাখবে, ওর পালানোর কোন উপায় নেই। তাড়ার কী দরকার?'

'না, আমাকে এখনই যেতে হবে।'

'খাঁচায় বন্দী লোকের সাথে কীভাবে মোকাবিলা করবে তুমি?'

'লোকটার সাথে আমার ঠিকই "শো ডাউন" হবে—বাজি ধরতে চাও?' বলে ঘোড়ার পিঠে চড়ল গিলবার্ট।

কাঁধ উঁচিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল নাইজেল।

খেতে বসল নাইজেল। কিন্তু ওর মাথায় গিলবার্টের কথাগুলো এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে। ওর মনের একটা সন্দেহ এখন আরও জোরাল হয়ে উঠছে। যখন শেরিফের অফিসে সে গিয়েছিল রাসলারদের ধরার জন্য তখন সে পেপিনোকে ডাকার অজুহাত দেখিয়ে বাইরে গেছিল। তারপরেই জিঞ্জারকে সে ঘোড়া ছুটিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। তারপর টিলিমিলি করে লোকটা পসি নিয়ে রওনা হতে দেরি করল—তার সাথে কি রুস্টারের কোন গোপন যোগাযোগ ছিল? রুস্টারের র‍্যাঞ্চ আক্রমণ করা হয়েছে শুনে সে এক মুহূর্তও দেরি করেনি, সঙ্গে সঙ্গেই পসি নিয়ে রওনা হয়েছিল—কেন? রুস্টারের মৃত্যুর খবরটা সে এখনও পায়নি, কিন্তু শহরে পৌঁছলেই পাবে। শেরিফ আর পেপিনো জিঞ্জারের মৃত দেহ নিয়ে শহরে ফিরেছিল। নিরস্ত্র অবস্থায় কাঁধে গুলি খাওয়া লোকের পালাবার চেষ্টা আত্মহত্যার সামিল—নাকি তাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে ওর মুখ বন্ধ করার জন্য? গিলবার্টের কথাতেই ইঙ্গিত ছিল যে লোকটা জেলে বন্দী নেই।

অর্ধেক খাওয়া সেরেই উঠে পড়ল নাইজেল। ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে দ্রুতবেগে শহরের দিকে রওনা হলো সে।

শহরে পৌঁছতেই রাশবি ওকে থামাল।

'তুমি রাসলিঙ চার্জের থেকে মুক্তি পেয়ে গেছ—রাসলারদের সবাইকে এখন জেলে বন্দী করা হয়েছে,' জানাল সে।

'কার্ভার কি তার অফিসে আছে এখন?' প্রশ্ন করল নাইজেল।

'না, পেপিনোকে ওখানে বসিয়ে সে বাড়িতে বিশ্রাম নিতে গেছে।'

'আমার ধারণা যদি ঠিক হয় তবে তোমাকে আমার সাক্ষী হিসেবে দরকার। আমার ঘোড়ার পিছনে উঠে বসো—সময় খুব কম।'

কোন প্রশ্ন না করেই ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল এডিটর। একটা নতুন খবরের গন্ধ পাচ্ছে সে।

শেরিফের বাড়ির সামনে এসে থামল ওরা। সদর দরজাটা ভিড়ানো ছিল, নাইজেলের হাতের চাপে খুলে গেল। একটা কামরা থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দরজার বাইরে নিঃশব্দ পায়ে এসে থামল ওরা।

ভিতর থেকে কথা শোনা যাচ্ছে। গিলবার্ট কথা বলছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ওরা শুনছে।

'ওসব অজুহাত আমি শুনতে চাই না। ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকার আমার যা অংশ সেটা আমি চাই। চারটা ব্যাঙ্কে আমরা ডাকাতি করেছিলাম—শেষটায় ডাকাতি করে পালাবার সময়ে পসির গুলিতে আমার ঘোড়াটা মারা পড়ায় আমি ধরা

পড়লাম। অথচ চুক্তি অনুযায়ী তুমি দলনেতা হয়েও আমাকে হাজত ভেঙে বের করার কোন ব্যবস্থা করোনি। টাকা বের করো। তা না হলে আজ আর তোমার রক্ষা নেই। তোমাকে আমি খুন করে ফেলব—তুমি জানো পিস্তলে আমার কেমন হাত।'

'আহা, এত চটছ কেন? টাকা তোমাকে আমি দিচ্ছি।'

সিন্দুকের চাবি ঘোরানোর শব্দ বাইরে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট শুনতে পেল নাইজেল আর ফ্রেড।

'এই নাও তোমার টাকা—এখানে একুশ হাজার ডলার আছে।'

টাকা নিয়ে দরজার দিকে গিলবার্টের এগোনোর শব্দ পাওয়া গেল। পরক্ষণেই একটা পিস্তল গর্জে উঠল, তারপর আবার।

পিস্তল বাগিয়ে ধরে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল নাইজেল। কিন্তু পিস্তল ব্যবহার করার দরকার হলো না। দুজনেই মারা পড়েছে। পিছন থেকে গুলি খেয়েও মরার আগে ঘুরে কার্ভারকে গুলি করার মত সময় পেয়েছিল গিলবার্ট।

'দারুণ একটা নিউজ হবে,' বলে উঠল এডিটর। 'ডুয়েল টু ডেথ!'

'আমার বিশ্বাস এর চেয়েও বড় স্টোরি তুমি পাবে। আমার সাথে ব্যাঙ্কে চলো।' গিলবার্টের কাছে পড়ে থাকা ভেলভেটের বড় থলেটা তুলে নিল নাইজেল।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার দ্বিতীয়বার হতবাক হলো যখন রাশবির সামনে থলের টাকা টেবিলের ওপর ঢালল নাইজেল।

'আমার বিশ্বাস ব্যাঙ্ক লুটের বাকি টাকা তুমি এখানে পাবে,' বলল নাইজেল।

ক্যাশিয়ারকে শীটটা নিয়ে আসতে বলল ক্রস। সিরিয়াল নাম্বারগুলো মিলিয়ে দেখে ক্লার্ককে শীটটা ফিরিয়ে দিল ম্যানেজার।

'মিস্টার ম্যাটসনকে ৪২,০০০ ডলারের একটা রসিদ লিখে দাও, আর এগুলো ভল্টে নিয়ে রাখো।'

ম্যাটসনের দিকে চেয়ে সে তার চিরাচরিত হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে। 'তুমি নিশ্চয় জানো, তোমার বাবা ৪২,০০০ ডলারের একটা নোট লিখে দিয়েছিল ব্যাঙ্কের ক্ষতিপূরণ হিসেবে। ওটা তোমাদের ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চের সম্পত্তি থেকে আদায় করা হয়েছিল। এখন ব্যাঙ্ক যখন টাকাটা ফেরত পেয়েছে, তোমার একাউন্টেই ওই টাকাটা জমা করা হবে। আচ্ছা, এবার জানতে পারি টাকাটা তুমি কোথায় পেলে?'

'শেরিফ কার্ভারের কাছে,' অল্প কথায় জবাব দিল নাইজেল।

'অসম্ভব!'

'কথাটা সত্যি। আমি সাক্ষী আছি,' বলে উঠল রাশবি। ওর মুখে প্রীত হাসি।

'কিন্তু শেরিফ কীভাবে—' শুরু করেও থেমে গেল টিম।

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল এডিটর। 'পুরো ঘটনা জানতে হলে আগামীকালের খবরের কাগজটা পোড়ো।' হাসল সে। 'এই শহরের সবার মাথা ঘুরে যাবে। গুডবাই, আমাদের এখন দুটো খুনের কথা রিপোর্ট করতে যেতে হবে।'

বিশ

নাইজেল ম্যাটসনের রিপোর্টটা বিশ্বাস করতে না পারলেও কঠিন চেহারার ডেপুটি পেপিনো কার্ভারের বাসায় চেক করে দেখতে গেল। ফ্রেড রাশবি তার প্রেসে ফিরে রিপোর্ট লিখতে বসেছে। ম্যাটসন "চাক ওয়্যাগন" রেস্টুরেন্টে ঢুকে ওখানে কেউ নেই দেখে খুশি হয়ে এক কাপ কফির অর্ডার দিল। গরম কফিতে চুমুক দিয়ে নিজের চিন্তাগুলোকে মনে মনে গুছিয়ে নিল। এখন সে বুঝতে পারছে শেরিফ কার্ভার ওরফে টেড হার্পার আর রুস্টার দুজনে মিলে প্ল্যান করে ব্যাঙ্ক ডাকাতিটা করেছিল। চক্রান্ত করে একটা মাতাল লোকের ওপর দোষটা চাপানো খুব সহজ কাজ।

তার ফেরার পর থেকে যেসব প্রশ্নের জবাব সে পায়নি সেগুলোও এখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। যে সাবধান বাণীটা হোটেলে তার কাছে পাঠানো হয়েছিল, কার্ভারই জিঞ্জারের হাতে সেটা পাঠিয়েছিল। ওতে কাজ হলো না দেখে জিঞ্জারই ওকে অ্যামবুশ করে মারার চেষ্টা করেছিল। যার জন্য মার খেল স্যাম হওকিনস।

যখন সে আর টাইলার শহরে পসির জন্য এসেছিল তখন পেপিনোকে ডাকার অছিলায় বেরিয়ে কার্ভারই রাসলারদের খবর দিতে জিঞ্জারকে পাঠিয়েছিল। গরু চোরদের ওখান থেকে সরে যাওয়ার যথেষ্ট সময় দেয়ার জন্য ইচ্ছে করেই কার্ভার পসি নির্বাচনে যতটা সম্ভব দেরি করিয়েছিল।

রুস্টারকে বাঁচাবার জন্যই সে মেক্সিকান ঘোড়া চোরের পসি বানানো গল্পটা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছিল।

হতভাগ্য জিঞ্জারকে নিঃসন্দেহে শহরে যাওয়ার পথে খুন করা হয়েছে, কারণ সে তার লীডারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখলে ওদের বিপদ হতে পারত। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই শেরিফকে দেখে লোকটা এত ভয় পেয়েছিল।

রুস্টার যে টাকা নিয়ে পালিয়েছে এটা জানত না বলেই সে লোকজন নিয়ে ডি আর র‍্যাঞ্চে ছুটেছিল। তার ভয় ছিল রুস্টার বামাল ধরা পড়লে ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথাটা বেরিয়ে পড়বে আর সেও ফেঁসে যাবে।

কফি শেষ করে একটা সিগারেট তৈরি করল সে। কফি শেষ করে খুশি মনে সিগারেটে টান দিয়ে ফুটপাত ধরে এগোল নাইজেল। শেষ পর্যন্ত তার নামের কালিমা ঘুচেছে। আগামীকাল সারা শহরবাসী সব জানতে পাবে।

প্রেসের কাছে এসে থেমে জানালা দিয়ে উঁকি দিল সে। ফ্রেড লেখায় ব্যস্ত। টেবিলের ওপর বসে জেনি অলস ভাবে পা দোলাচ্ছে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল নাইজেল।

'চমৎকার ব্যাপার না?' উৎসাহের সাথে বলে উঠল মেয়েটা। 'মনে আছে, আমি তোমাকে প্রথম দিনই বলেছিলাম সত্য ঠিকই বেরিয়ে আসবে?'

ওর পাশে গিয়ে বসল নাইজেল। 'এমনও সময় গেছে যখন আমি হতাশ আর দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম,' স্বীকার করল সে।

'তোমরা দুজন আমার টেবিল থেকে নামবে?' তাড়া লাগাল রাশবি। 'তা হলে হয়তো আমি লিখতে পারব।'

টেবিল থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। কালো সিল্কের পোশাক পরে জিনি প্রেসের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

'মেয়েটা সুন্দর, তাই না?' নিচু স্বরে বলল জেনি। সেই সাথে নিজের কালি মাখা ওভারঅলটার দিকে চাইল।

'হ্যাঁ, কালো মাকড়সার মতই সুন্দর,' ঝালের সাথে বলল নাইজেল। 'এবং কামড়ে দারুণ বিষ।'

'এ তুমি কী বলছ?' অবাক হলো মেয়েটা। 'আমি তো ভেবেছিলাম—'

'আমি ওকে পছন্দ করি? ভুল। এক সময়ে ওর জন্য আমি পাগল ছিলাম এটা ঠিক—কিন্তু সেই মোহ কেটে গেছে—টরটিয়া ওয়েলসে ওর আসল কদাকার রূপ আমি দেখতে পেয়েছি। আমি এখন আর একজনকে ভালবাসি, যার বাইরের আর ভিতরের দুটো রূপই ওর থেকে অনেক সুন্দর। আমি তাকে এখন জিজ্ঞেস করছি সামনের রবিবার আমার সাথে স্কুল-হাউস নাচে যাবে?'

আরক্ত হলো জেনির গাল। মাথা ঝাঁকিয়ে একটু হেসে সে বলল, 'যাব।'

***